লোক কি কারণে সেই দ্রব্য তাহাকে দান করিয়াছে, সে নিজেও কি কারণে ইহা গ্রহণ করিয়াছে, এবং ইহার অভিজ্ঞানের চিহ্ন কি কি'—এই সমস্ত বিষয়,—দ্রব্যের হস্তান্তর করা সম্বন্ধে যে দানকারী, যে দাপক অর্থাৎ ইহা যে দেওয়াইয়াছে, যে নিবন্ধক বা লেখক, যে প্রতিগ্রহকারী, যে লেখনের উপদেশকারী ও যে সাক্ষী,—তাহাদিগের দ্বারা প্রমাণিত করিবে।

উজ্ঝিত (বিস্মৃত), প্রনষ্ট (হারান), বা নিষ্পতিত (ছন্নস্থান হইতে অপহৃত) কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে পর, ইহার সম্বন্ধে যদি অভিযোক্তা দেশ, কাল ও লাভের চিহ্ন প্রমাণ করে, তাহা হইলে সেই দ্রব্যসম্বন্ধে তাহার শুদ্ধি বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ ইহা সত্যই তাহার নিজেরই দ্রব্য, ইহা বুঝিতে হইবে)। সে যদি দেশাদিবিষয়ে প্রমাণ না দিতে পারে, অর্থাৎ যদি সে অশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের সমান-মূল্যের অন্য দ্রব্য এবং তন্মূল্য-পরিমিত অর্থও তাহার দণ্ডরূপে ধার্য্য হইবে। অন্যথা, তাহাকে স্তেয়দণ্ডে বা চুরির দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এই পর্য্যন্ত চুরির মালদ্বারা অভিগ্রহণের বিষয় বলা হইল।

সম্প্রতি আবার কর্ম্মদ্বারা অভিগ্রহণের বিষয় বলা হইতেছে। যদি দেখা যায় যে, চুরির বাড়ীর অদ্বার বা পশ্চাদ্দ্বার দিয়া প্রবেশ ও নিষ্কাসন ঘটিয়াছে, অথবা সন্ধি বা সিঁদ বা বেধ-সাধন বীজদ্বারা দ্বার ভাঙ্গা হইয়াছে, উচ্চ বাড়ীর জাল, বাতায়ন ও নীব্র (বা বলীক অর্থাৎ ছাদের ধার) বেধ করা হইয়াছে, অথবা উঠা ও নামার জন্য কুড্য বা প্রাচীরের (ইষ্টক উঠাইয়া) তাহা বেধ করা হইয়াছে, অথবা একমাত্র উপদেশ দ্বারাই উপলব্ধির বিষয়ীভূত, গূঢ়-দ্রব্যের নিক্ষেপ গ্রহণ করিবার উপায়-স্বরূপ, এবং অভ্যন্তর ছেদে উৎপন্ন ধূলিরাশির লোপ-সাধনের উপযোগী প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে খনন করা হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, চুরি-কর্ম্মটি আভ্যন্তর জনের সহায়তায় করা হইয়াছে।

আভ্যন্তর জনদ্বারা চুরিকর্ম্ম সাধিত হইয়াছে এইরূপ আশঙ্কার স্থলে নিম্নলিখিত আসন্ন বা আভ্যন্তর লোকগুলিকে পরীক্ষা করিতে হইবে, যথা—যে (জুয়াখেলা প্রভৃতি) ব্যসনে আসক্ত, যে ক্রূর বা ত্যক্তাত্মা লোকের সহায়ক, যে চোরের উপকারার্থ তাহার সংসর্গ করে, যে স্ত্রীলোক দরিদ্রকুলজাত অথবা যে স্ত্রীলোক অপর লোকের উপর আসক্ত, অথবা যে ভৃত্যলোক সেইরূপ আচরণকারী অর্থাৎ অপরের স্ত্রীর উপর আসক্ত, যে অতিমাত্র নিদ্রা যাইতেছে, যে নিদ্রার অভাবে ক্লান্ত, যে মানসিক কষ্টে ক্লান্ত বা দুঃখী, যে ভীত-ভীত, যাহার মুখবর্ণ শুষ্ক ও যাহার স্বর ভেদযুক্ত, যে চঞ্চল, যে অত্যন্ত প্রলাপ বকিতেছে, যে উচ্চস্থানে উঠিতে নিজ গাত্র উদ্বেগ-যুক্ত করিতে বাধ্য হয়, যাহার শরীরের বস্ত্রখানি কাটিয়া গিয়াছে, ঘর্ষণযুক্ত হইয়াছে, ফাটিয়া গিয়াছে বা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, যাহার উদ্বেগযুক্ত হাত ও পাদে দাগ দেখা যায়, যাহার কেশ ও নখ ধূলিময়, যাহার কেশ ও নখ কাটা ও ভুগ্ন বা বাঁকা, যে সম্যগ্‌ভাবে স্নান করিয়া (গাত্রে চন্দনাদির) অনুলেপন করিয়াছে, যে শরীরে তৈল মালিশ করিয়াছে, যে সদ্যঃ হাত ও পাদ ধৌত করিয়াছে, ধূলিতে ও পঙ্কে যাহার পাদের চিহ্ননিক্ষেপের তুল্য চিহ্ননিক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়, অথবা যে (মুষিতগৃহের) প্রবেশ ও নির্গমস্থানের মালা ও মদ্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, কিংবা তৎস্থান-স্থিত বস্ত্রখণ্ড, চন্দনাদি বিলেপনদ্রব্য, বা স্বেদের (ঘাম্পের) ন্যায় তৎতদ্বস্তুযুক্ত—(অর্থাৎ

৩

গৃহের আসন্নবর্ত্তী এই সব পুরুষদিগের পরীক্ষা করিতে হইবে)। এই প্রকার পুরুষদিগকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে হইবে—কে চোর বা কে পরদারব্যভিচারী।

বাড়ীর বাহিরের লোক চোর হইলে প্রদেষ্টা, গোপ ও স্থানিকের সহায়তা লইয়া, সেই চোরের তালাস করিবেন, এবং নাগরিক দুর্গ বা নগরের মধ্যে উপরি নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া চোরের খোঁজ করিবেন ॥ ১ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে শঙ্কা, রূপ ও কর্ম্মদ্বারা চোরাভিগ্রহ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় (আদি হইতে ৮৩ অধ্যায়) সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

৮২ম প্রকরণ—আশু বা অকাণ্ডে মৃত জনের পরীক্ষা

আশু বা অকাণ্ডে মৃত ব্যক্তির শরীর তৈলদ্বারা সিঞ্চিত করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

যে মৃত ব্যক্তির মূত্র ও মল নির্গত হইয়াছে, যাহার উদর ও ত্বক্ বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, যাহার হাত ও পাদ ফুলিয়া গিয়াছে, যাহার নেত্রদ্বয় উন্মীলিত এবং যাহার কণ্ঠদেশে চিহ্ন বা দাগ রহিয়াছে, তাহাকে কণ্ঠপীড়নদ্বারা উচ্ছ্বাস (ঊর্দ্ধশ্বাস)-নিরোধপূর্ব্বক মারা হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

উপরি উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত (মৃত) ব্যক্তির বাহু ও উরুদেশ সংকুচিত দেখা গেলে, সেই ব্যক্তি উদ্বন্ধনে (ফাঁসিতে) মারা গিয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির হাত, পাদ ও উদর ফুলিয়া গিয়াছে, যাহার নেত্রদ্বয় ভিতরে ডুবিয়া গিয়াছে, এবং যাহার নাভি ঊর্দ্ধগত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে শূলে চরাইয়া মারা হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির গুদ ও অক্ষি শক্ত বা কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে জিহ্বা দংশন করিয়া আছে, এবং যাহার উদর ফুলিয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে জলে ডুবাইয়া মারা হইয়াছে জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তি রক্তদ্বারা আর্দ্র হইয়াছে, যাহার গাত্র ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি কাষ্ঠাঘাতে বা রশ্মিপ্রহারে হত হইয়াছে জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির গাত্র ভাঙ্গিয়া ও ফাটিয়া গিয়াছে, তাহাকে (প্রাসাদাদি হইতে) পতিত বলিয়া জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির হাত, পাদ, দন্ত ও নখ কপিশ-বর্ণ লক্ষিত হয়, যাহার (শরীরের) মাংস, রোম ও চর্ম্ম শিথিল হইয়াছে এবং যাহার মুখ ফেনদ্বারা মাখা দেখা যায়, তাহাকে বিষ দ্বারা হত বলিয়া জানিতে হইবে।

যদি উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত (মৃত) ব্যক্তির কোন দষ্টস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে সর্প বা অন্য কোন (বিষযুক্ত) কীটদ্বারা দষ্ট হইয়া হত বলিয়া জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির বস্ত্র ও গাত্র এদিকে-ওদিকে বিসারিত দেখা যায় এবং যাহার অত্যন্ত বমন বা বিরেচন (মলনির্গমন) লক্ষিত হয়, তাহাকে মদকর রসযোগদ্বারা হত বলিয়া জানিতে হইবে।

অথবা, উপরি উক্ত কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণে হত ব্যক্তিকে এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, (অন্য কেহ) তাহাকে হত্যা করিয়া পরে রাজদণ্ডভয়ে তাহাকে উদ্বন্ধনদ্বারা স্বয়ং মৃত বলিয়া প্রতিভাত করার জন্য তাহার কণ্ঠদেশে উল্লম্বন-চিহ্নচ্ছেদ প্রদর্শন করাইয়া দিয়াছে।

বিষদ্বারা হত ব্যক্তির (উদরস্থ) খাদ্যদ্রব্যের অবশেষ দুগ্ধদ্বারা (রাসায়নিক) পরীক্ষা করাইতে হইবে ('পয়োভিঃ' এই পাঠ-স্থানে 'বয়োভিঃ' পাঠ ধৃত হইলে, পক্ষিদ্বারা সেই দ্রব্যাংশ খাওয়াইয়া বিষের নির্ণয় করিতে হইবে)। (হত ব্যক্তির) হৃদয়ের কতক অংশ উঠাইয়া লইয়া ইহা অগ্নিতে বিক্ষেপ করিলে যদি দেখা যায় যে, ইহা চিট্ চিট্ শব্দ করে এবং ইহা (বর্ষার) ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণের রঙ্ ধারণ করে, তাহা হইলে ইহা বিষযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অথবা, যদি মৃত ব্যক্তি দগ্ধ হইলে তাহার হৃদয় অদগ্ধ দেখা যায়, তাহা হইলে সেরূপ দেখার ফলে ইহা বিষযুক্ত বুঝিতে হইবে।

অথবা, মৃত ব্যক্তির যে সব ভৃত্যজন তাহার বাক্পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যদ্বারা পীড়িত হইয়াছে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে (যদি বা তাহারাই তাহার হত্যা সাধন করিয়া থাকে)। অথবা, (মৃত ব্যক্তি-সম্বন্ধে সম্পর্কিত) কোন স্ত্রীলোক যদি (বিশেষ) দুঃখদ্বারা পীড়িত, কিংবা অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত থাকে, তাহারও অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং (মৃত ব্যক্তির) কোন বান্ধবজন যদি তাহার মৃত্যুতে তাহার সম্পত্তির দায় নিবৃত্ত হইয়া তাহাতে বর্ত্তিবে—এইরূপ মনে করে, কিংবা মৃত ব্যক্তির কোন স্ত্রীজন তাহার নিজ ভোগ্য হইবে—এরূপ মনে করে, তাহা হইলে তাহাকেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইভাবে হত হইয়া পরে উদ্বন্ধনে উল্লম্বিত ব্যক্তির সম্বন্ধেও এইসব তথ্য অনুসন্ধান করিতে হইবে।

অথবা, স্বয়ং উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির কি অযুক্ত অর্থাৎ মাত্রাতিরিক্ত কষ্টপীড়নাদি হইয়া থাকিবে তদ্বিষয়েও অনুসন্ধান করিতে হইবে।

(সম্প্রতি সাধারণ ভাবে পরমারণের নিমিত্তসমূহ পর্য্যালোচিত হইতেছে।) অথবা, সাধারণ জনগণের নিম্নলিখিত রোষকারণগুলি ঘটিতে পারে—যথা, স্ত্রীনিমিত্ত দোষ, দায়ভাগ-জনিত দোষ, (রাজকুলে) নিয়োগকর্ম্মজনিত স্পর্দ্ধা বা সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষের প্রতি দ্বেষ, পণ্যসংস্থা বা বাণিজ্যজনিত অপচারাদি দোষ, কিংবা সমবায় বা সংঘনিমিত্ত দোষ (অর্থাৎ সংঘের প্রাধান্যভঙ্গসম্পর্কীয় দোষ), বা (পূর্ব্বোক্ত) বিবাদপদসম্বন্ধে অন্যতম কারণে সমুদ্ভূত দোষ (অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে এইসব কারণেই পরস্পরের প্রতি রোষ

গৃহের আসন্নবর্ত্তী এই সব পুরুষদিগের পরীক্ষা করিতে হইবে)। এই প্রকার পুরুষদিগকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে হইবে—কে চোর বা কে পরদারব্যভিচারী।

বাড়ীর বাহিরের লোক চোর হইলে প্রদেষ্টা, গোপ ও স্থানিকের সহায়তা লইয়া, সেই চোরের তালাস করিবেন, এবং নাগরিক দুর্গ বা নগরের মধ্যে উপরি নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া চোরের খোঁজ করিবেন ॥ ১ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে শঙ্কা, রূপ ও কর্ম্মদ্বারা চোরাভিগ্রহ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় (আদি হইতে ৮৩ অধ্যায়) সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

৮২ম প্রকরণ—আশু বা অকাণ্ডে মৃত জনের পরীক্ষা

আশু বা অকাণ্ডে মৃত ব্যক্তির শরীর তৈলদ্বারা সিঞ্চিত করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

যে মৃত ব্যক্তির মূত্র ও মল নির্গত হইয়াছে, যাহার উদর ও ত্বক্ বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, যাহার হাত ও পাদ ফুলিয়া গিয়াছে, যাহার নেত্রদ্বয় উন্মীলিত এবং যাহার কণ্ঠদেশে চিহ্ন বা দাগ রহিয়াছে, তাহাকে কণ্ঠপীড়নদ্বারা উচ্ছ্বাস (ঊর্দ্ধশ্বাস)-নিরোধপূর্ব্বক মারা হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

উপরি উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত (মৃত) ব্যক্তির বাহু ও উরুদেশ সংকুচিত দেখা গেলে, সেই ব্যক্তি উদ্বন্ধনে (ফাঁসিতে) মারা গিয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির হাত, পাদ ও উদর ফুলিয়া গিয়াছে, যাহার নেত্রদ্বয় ভিতরে ডুবিয়া গিয়াছে, এবং যাহার নাভি ঊর্দ্ধগত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে শূলে চরাইয়া মারা হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির গুদ ও অক্ষি শক্ত বা কঠিন হইয়া গিয়াছে, যে জিহ্বা দংশন করিয়া আছে, এবং যাহার উদর ফুলিয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে জলে ডুবাইয়া মারা হইয়াছে জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তি রক্তদ্বারা আর্দ্র হইয়াছে, যাহার গাত্র ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি কাষ্ঠাঘাতে বা রশ্মিপ্রহারে হত হইয়াছে জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির গাত্র ভাঙ্গিয়া ও ফাটিয়া গিয়াছে, তাহাকে (প্রাসাদাদি হইতে) পতিত বলিয়া জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির হাত, পাদ, দন্ত ও নখ কপিশ-বর্ণ লক্ষিত হয়, যাহার (শরীরের) মাংস, রোম ও চর্ম্ম শিথিল হইয়াছে এবং যাহার মুখ ফেনদ্বারা মাখা দেখা যায়, তাহাকে বিষ দ্বারা হত বলিয়া জানিতে হইবে।

যদি উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত (মৃত) ব্যক্তির কোন দষ্টস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে সর্প বা অন্য কোন (বিষযুক্ত) কীটদ্বারা দষ্ট হইয়া হত বলিয়া জানিতে হইবে।

যে (মৃত) ব্যক্তির বস্ত্র ও গাত্র এদিকে-ওদিকে বিসারিত দেখা যায় এবং যাহার অত্যন্ত বমন বা বিরেচন (মলনির্গমন) লক্ষিত হয়, তাহাকে মদকর রসযোগদ্বারা হত বলিয়া জানিতে হইবে।

অথবা, উপরি উক্ত কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণে হত ব্যক্তিকে এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, (অন্য কেহ) তাহাকে হত্যা করিয়া পরে রাজদণ্ডভয়ে তাহাকে উদ্বন্ধনদ্বারা স্বয়ং মৃত বলিয়া প্রতিভাত করার জন্য তাহার কণ্ঠদেশে উল্লম্বন-চিহ্নচ্ছেদ প্রদর্শন করাইয়া দিয়াছে।

বিষদ্বারা হত ব্যক্তির (উদরস্থ) খাদ্যদ্রব্যের অবশেষ দুগ্ধদ্বারা (রাসায়নিক) পরীক্ষা করাইতে হইবে ('পয়োভিঃ' এই পাঠ-স্থানে 'বয়োভিঃ' পাঠ ধৃত হইলে, পক্ষিদ্বারা সেই দ্রব্যাংশ খাওয়াইয়া বিষের নির্ণয় করিতে হইবে)। (হত ব্যক্তির) হৃদয়ের কতক অংশ উঠাইয়া লইয়া ইহা অগ্নিতে বিক্ষেপ করিলে যদি দেখা যায় যে, ইহা চিট্ চিট্ শব্দ করে এবং ইহা (বর্ষার) ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণের রঙ্ ধারণ করে, তাহা হইলে ইহা বিষযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অথবা, যদি মৃত ব্যক্তি দগ্ধ হইলে তাহার হৃদয় অদগ্ধ দেখা যায়, তাহা হইলে সেরূপ দেখার ফলে ইহা বিষযুক্ত বুঝিতে হইবে।

অথবা, মৃত ব্যক্তির যে সব ভৃত্যজন তাহার বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যদ্বারা পীড়িত হইয়াছে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে (যদি বা তাহারাই তাহার হত্যা সাধন করিয়া থাকে)। অথবা, (মৃত ব্যক্তি-সম্বন্ধে সম্পর্কিত) কোন স্ত্রীলোক যদি (বিশেষ) দুঃখদ্বারা পীড়িত, কিংবা অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত থাকে, তাহারও অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং (মৃত ব্যক্তির) কোন বান্ধবজন যদি তাহার মৃত্যুতে তাহার সম্পত্তির দায় নিবৃত্ত হইয়া তাহাতে বর্ত্তিবে—এইরূপ মনে করে, কিংবা মৃত ব্যক্তির কোন স্ত্রীজন তাহার নিজ ভোগ্য হইবে—এরূপ মনে করে, তাহা হইলে তাহাকেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইভাবে হত হইয়া পরে উদ্বন্ধনে উল্লম্বিত ব্যক্তির সম্বন্ধেও এইসব তথ্য অনুসন্ধান করিতে হইবে।

অথবা, স্বয়ং উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির কি অযুক্ত অর্থাৎ মাত্রাতিরিক্ত কষ্টপীড়নাদি হইয়া থাকিবে তদ্বিষয়েও অনুসন্ধান করিতে হইবে।

(সম্প্রতি সাধারণ ভাবে পরমারণের নিমিত্তসমূহ পর্য্যালোচিত হইতেছে।) অথবা, সাধারণ জনগণের নিম্নলিখিত রোষকারণগুলি ঘটিতে পারে—যথা, স্ত্রীনিমিত্ত দোষ, দায়ভাগ-জনিত দোষ, (রাজকুলে) নিয়োগকর্ম্মজনিত স্পর্দ্ধা বা সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষের প্রতি দ্বেষ, পণ্যসংস্থা বা বাণিজ্যজনিত অপচারাদি দোষ, কিংবা সমবায় বা সংঘনিমিত্ত দোষ (অর্থাৎ সংঘের প্রাধান্যভঙ্গসম্পর্কীয় দোষ), বা (পূর্ব্বোক্ত) বিবাদপদসম্বন্ধে অন্যতম কারণে সমুদ্ভূত দোষ (অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে এইসব কারণেই পরস্পরের প্রতি রোষ

সঞ্চারিত হয়)। এই রোষের জন্য এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ঘাতের বা হত্যার কারণ হইয়া পড়ে।

যে ব্যক্তি স্বয়ং হত, বা অন্য কোন প্রযুক্ত পুরুষদ্বারা হত, বা অর্থের জন্য চোরের দ্বারা হত, বা অন্য ব্যক্তির প্রতি বৈরভাব-পোষণকারীদের দ্বারা ভুলক্রমে হত হয়, তাহার হত্যা-সম্বন্ধে নিকটবর্ত্তী লোকের নিকট তথ্য অন্বেষণ করিতে হইবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—'কে মৃতব্যক্তিকে (জীবিতকালে) ডাকিয়াছিল, কে তাহার সঙ্গে ছিল. কাহার সহিত সে গিয়াছিল, কে তাহাকে হত্যাস্থানে আনিয়াছিল'?

আবার, যাহারা তাহার হত্যাভূমির কাছে কাছে ঘুরাফিরা করিয়াছে তাহাদিগের প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—'সেই ব্যক্তিকে এখানে কে আনিয়াছে, কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, কাহাকে তোমরা সশস্ত্র, কিন্তু, প্রচ্ছন্নচারী বা উদ্বিগ্ন দেখিয়াছ? তাহারা যে প্রকার বলিবে তদনুসারে জিজ্ঞাসাবাদ আরও চালাইতে হইবে।

মৃত ব্যক্তির শরীরে ধৃত (মাল্যাদি) উপভোগদ্রব্য, (ছত্রাদি) পরিচ্ছদ, বস্ত্র, (জটিলত্বাদি) বেষ, বা অলঙ্কার (উত্তমরূপে) দেখিয়া—তৎ-তৎ দ্রব্যের ব্যবহারী বা ব্যবসাকারীদিগকে (মালাকারাদিকে) জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—(মৃতব্যক্তির সহিত) কাহার মিত্রতাদি-সংযোগ ছিল. সে কোথায় বাস করিত, সেখানে তাহার বাসের কোন কারণ ছিল কি না, সে কি কর্ম্ম করিত, তাহার (দানাদিকর্ম্মানুষ্ঠানের) ব্যবহার কেমন ছিল? তাহার পরে (ঘাতকের) অন্বেষণ করিতে হইবে ॥১-২॥

যে পুরুষ কাম বা ক্রোধবশতঃ রজ্জু, শস্ত্র বা বিষদ্বারা স্বয়ং আত্মহত্যা করে, অথবা যে স্ত্রী পাপদ্বারা মোহিত হইয়া আত্মহত্যা করে—তাহাকে চণ্ডালদ্বারা রজ্জু দিয়া বাঁধাইয়া রাজমার্গে টানাইতে হইবে। তাহাদের (দাহসংস্কারাদি) শ্মশানবিধি সাধিত হইবে না এবং তাহাদের জন্য জ্ঞাতিক্রিয়া (জলাঞ্জলি প্রভৃতিও) সাধিত হইবে না ॥৩-৪॥

যে বান্ধব তাহাদের (আত্মঘাতীদিগের) প্রেতকার্য্যের ক্রিয়াবিধি (তর্পণাদি) সম্পাদন করিবে, সে (মৃত্যুর পরে) আত্মঘাতীর গতি প্রাপ্ত হইবে, অথবা, তাহাকে (জাতিচ্যুত করিয়া) স্বজনদিগের পরিত্যক্ত করিতে হইবে ॥৫॥

যে ব্যক্তি পতিত পুরুষের সহিত ব্যবহার করিবে, সে এক বৎসরের মধ্যেই যাজন, অধ্যাপন ও বিবাহাদি-সম্বন্ধ হইতে পতিত হইবে। আবার তাহাদের সহিত ব্যবহার করিলে, অন্য ব্যক্তিও এক বৎসরের মধ্যে তেমন পতিত হইবে ॥৬॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে আশু বা অকাণ্ডে মৃত জনের পরীক্ষা-নামক সপ্তম অধ্যায় (আদি হইতে ৮৪ অধ্যায়) সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

৮৩ম প্রকরণ—বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা অনুযোগ (বা তদন্ত-করণ)

যে ব্যক্তি মুষিত বা অপহৃতধন হইয়াছে তাহার সমীপে এবং বাহিরের ও ভিতরের লোকদিগের সমীপে, সাক্ষীকে অভিশপ্ত বা (চৌর্য্যাদির জন্য) সংদিগ্ধ পুরুষের দেশ, জাতি, গোত্র, নাম, কর্ম্ম বা ব্যবসা, বিষয়সম্পত্তি সহায়, ও নিবাসসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। এই বিষয়সমূহসম্বন্ধে সাক্ষীর ভাষণগুলিকে যুক্তি বা উপপত্তিসহকারে মিলাইয়া লইতে হইবে (অর্থাৎ প্রতিবাদীর বর্ণনার সহিত মিলাইতে হইবে)। তৎপর সংদিগ্ধ পুরুষকে, গ্রহণ বা গ্রেপ্তারের সময় পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্ব দিনের কার্য্যকলাপ ও পূর্ব্ব রাত্রিতে নিবাসসম্বন্ধে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি অভিশপ্ত বা সংদিগ্ধ পুরুষের অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার সন্ধান লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে শুদ্ধ বা নিরপরাধ বলিয়া ধরা হইবে। অন্যথা, সে যে কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া অপরাধী তাহা ধার্য্য বলিয়া মনে করা হইবে।

ঘটনার পরে তিন দিন পার হইয়া গেলে, শঙ্কিতক বা সংদিগ্ধ পুরুষকে আর ধরা হইবে না (অর্থাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে না), কারণ তখন (বিলম্বের জন্য) তাহাকে আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অবসর থাকিবে না—কিন্তু, (চৌর্য্যাদির) উপকরণ প্রাপ্ত হইলে তখনও তাহাকে ধরা যাইতে পারিবে।

যে ব্যক্তি অচোরকে চোর বলিবে তাহার প্রতি চোরের সমান দণ্ড বিহিত হইবে। এবং যে ব্যক্তি চোরকে লুকাইয়া রাখিবে তাহারও চোরসম দণ্ড হইবে।

অন্য কোন চোর যদি অপর ব্যক্তিকে (চুরি-সম্বন্ধে) সংদিগ্ধ বলিয়া অভিহিত করে, এবং যদি ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, প্রথম ব্যক্তি তাহাকে শত্রুতা ও দ্বেষের জন্য সেইরূপ বলিয়াছে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শুদ্ধ বা নিরপরাধ বলিয়া ধরিতে হইবে। যে ব্যক্তি শুদ্ধ বা নিরপরাধ ব্যক্তিকে (কারাবাসাদি) শাস্তি ভোগ করায়, তাহার প্রতি প্রথমসাহসদণ্ড বিহিত হইবে।

শঙ্কানিষ্পন্ন পুরুষকে (অর্থাৎ চুরিপ্রভৃতি বিষয়ে যাহার উপর সংদেহ হইয়াছে তাহাকে) তাহার (চৌর্য্যাদি অপরাধবিষয়ে) সাধনদ্রব্য, তাহার মন্ত্রণাদাতা, সহায়কারী ও অন্যপ্রকারের সঙ্গীদিগের সম্বন্ধে প্রশ্নদ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। এবং (চৌর্য্যাদি) কর্ম্মসম্বন্ধেও,—'কে কে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, কি কি দ্রব্য গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং চোরিত দ্রব্যের বিভাগে কাহার কত অংশ পড়িয়াছে ?'—এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দোষের সমাধান করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি এইসব কারণবিষয়ে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া, (ভয়াদিবশতঃ চুরিসম্বন্ধে) উলট-পালটভাবে কথা বলে, তাহাকে অচোর বলিয়া জানিতে হইবে।

কারণ, ইহাও দেখা যায় যে, কোন লোক চোর না হইলেও, হঠাৎ চোরের রাস্তাতে পথ চলিয়া, চোরের বেষ, শস্ত্র ও চুরির মালের, সমান বেষ, শস্ত্র ও মাল তাহার কাছে রাখায়, অথবা সত্যসত্যই চুরির মাল তৎসমীপে অবস্থিত পাওয়ায়, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, যেমন হইয়াছিল (মহর্ষি) মাণ্ডব্যের বেলায়,—কারণ, এই মাণ্ডব্য (রাজপুরুষকৃত তাড়নাদি) কর্ম্মজনিত (শারীরিক) ক্লেশের ভয়ে, নিজে অচোর হইয়াও, বলিয়াছিলেন "আমিই চোর" (মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১১৬-১১৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

অতএব, সমস্ত প্রকারের পরীক্ষা শেষ করিয়া অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইবে।

অল্প অপরাধ করিলে, বালক, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, মত্ত, পাগল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথচলায় ক্লান্ত, অতিমাত্রায় ভোজনকারী ও অজীর্ণ রোগের রোগী বা বলহীন লোককে, (শারীরিক ক্লেশদায়ক) কর্ম্ম করাইতে হইবে না।

সমানশীলসম্পন্ন লোক, ব্যভিচারিণী (বা বেশ্যা) স্ত্রীলোক, প্রবাদের আখ্যানকারী, কথক, বাসস্থানদাতা ও ভোজনদাতা দ্বারা (চোরাদির) অপসর্পণের বা গূঢ়ভাবে সংবাদসংগ্রহের কার্য্য চালাইতে হইবে। এইভাবে (চোরাদিকে) প্রবঞ্চিত করিতে হইবে (অর্থাৎ তাহাদিগকে ধোকা দিয়া ধরিতে হইবে)। অথবা, নিক্ষেপ বা ন্যায়গত দ্রব্যের অপহরণ-বিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের উপায় বলা হইয়াছে, এইক্ষেত্রেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

যাহার অপরাধ নিশ্চিত করা হইবে, তাহাকেই দণ্ডকর্ম্ম দিতে হইবে। কিন্তু, গর্ভিণী এবং একমাসেরও কম কৃতপ্রসবা স্ত্রীকে দণ্ডকর্ম্ম দিতে হইবে না। (পুরুষের অপেক্ষায়) স্ত্রীলোকের দণ্ডকর্ম্ম অর্দ্ধপরিমিত হইবে। অথবা, কেবল বাগ্‌দণ্ড প্রয়োগ করিতে হইবে।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও তপস্বীকে সত্রিপুরুষদ্বারা ধরাইয়া এদিক-ওদিক ঘুরানরূপ দণ্ড দিতে হইবে। যে অধিকারী দণ্ডকর্ম্ম ও ব্যাপাদন বা মারণদ্বারা উক্ত দণ্ডের নিয়ম অতিক্রম করেন বা করান, তাঁহার উপর উত্তমসাহসদণ্ড বিহিত হইবে।

লোকব্যবহারে চারিপ্রকার দণ্ডকর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে যথা,—(১) ছয়টি দণ্ডাঘাত, (২) সাতটি কশাঘাত, (৩) পৃষ্ঠে সংশ্লেষিত করিয়া দুইটি হাতের বন্ধন ও তৎসহ মস্তকবন্ধন—এই দুইপ্রকার বন্ধন, এবং (৪) নাসিকাতে (লবণজল-) নিষেচন।

অত্যধিক পাপকারীদিগের জন্য (আরও অতিরিক্ত চতুর্দ্দশপ্রকারের দণ্ডকর্ম্ম বিহিত আছে; যথা)—নয় হাত লম্বা বেত্রলতাদ্বারা বারটি আঘাত, দুইপ্রকার উরুবেষ্টন অর্থাৎ দুইটি রজ্জুদ্বারা উরুবন্ধন এবং তৎসহ শিরোবন্ধন, করঞ্জলতাদ্বারা কুড়িটি আঘাত, বত্রিশটি চপেটাঘাত, দুইপ্রকার বৃশ্চিকবন্ধন অর্থাৎ পৃষ্ঠদিকে বামহাত নিয়া বামপাদের সহিত বন্ধন ও সেইভাবে দক্ষিণহাত নিয়া দক্ষিণপাদের সহিত বন্ধন, দুইপ্রকার উল্লম্বন বা লটকান অর্থাৎ দুইটি হাত বাঁধিয়া লটকান ও দুইটি পাদ বাঁধিয়া লটকান, হাতের নখে সূচী-প্রবেশন, যবাগূ (যাউ) পান করাইবার পরে (মূত্রনিরোধন করাইয়া) রাখা, অঙ্গুলির এক পর্ব্বপর্য্যন্ত অগ্নিদ্বারা দহন, (ঘৃতাদি) স্নেহদ্রব্য পান

করাইয়া একদিন পর্য্যন্ত (রৌদ্রে বা অগ্নিসমীপে) তাপন, শীতকালের রাত্রিতে (জলসিক্ত) বল্বজঘাসের শয্যায় শোওয়াইয়া রাখা—এই চতুর্দ্দশ প্রকারের দণ্ডকর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ চারি প্রকার দণ্ডকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া অষ্টাদশ প্রকারের দণ্ডকর্ম্মে পরিণত হয়।

এই দণ্ডকর্ম্মের (রজ্জুপ্রভৃতি) উপকরণ, (দণ্ডপ্রভৃতির) প্রমাণ বা মাপ, (বেত্র ও করঞ্জলতা প্রভৃতি) প্রহরণ, (দণ্ডনীয় লোকের) প্রধারণ বা স্থাপনাদির প্রকার, এবং (দণ্ডনীয় লোকের শরীরের অনুগুণ) দণ্ডপ্রকারের নির্দ্ধারণবিষয় খরপট্টনামক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রকারের গ্রন্থ হইতে জানিয়া লইতে হইবে। (দণ্ডনীয় লোককে) এক এক দিন পর পর এক এক প্রকারের কায়িক শ্রমের কার্য্য করাইতে হইবে।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বেও (চৌর্য্যাদি) অপরাধ-কর্ম্ম করিয়াছে, যে ব্যক্তি অপহরণের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা করিয়াছে, চোরিত দ্রব্যের একদেশ বা একাংশ যে ব্যক্তির নিকট পাওয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করার সময়ে কিংবা চোরিত দ্রব্য বহন করিয়া নেওয়ার সময়ে ধরা পড়িয়াছে, যে ব্যক্তি রাজকোষ লুকাইতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি (হত্যাদি) গুরুতর অপরাধ করিয়াছে—তাহাদিগকে রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্তভাবে (সমুদিতভাবে), ব্যস্তভাবে (একটি একটি করিয়া পৃথগ্‌ভাবে) বা অভ্যস্তরূপে (ক্রমে ক্রমে) দণ্ডকর্ম্ম করাইতে হইবে।

যে কোন প্রকারের অপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণকে (বধতাড়নাদিদ্বারা) পীড়ন করিতে হইবে না। সে যে অপরাধী তাহার সূচনার্থ তাহার ললাটপ্রদেশে অপরাধচিহ্ন লাগাইয়া দিতে হইবে,—তাহার যে-জাতীয় ব্যবহার হইতে প্রচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহা যেন সকলেই জানিয়া লইতে পারে। (অপরাধানুসারে অভিশপ্ত-চিহ্ন হইবে—যথা,) চুরি করিলে কুক্কুরের চিহ্ন, মানুষ বধ করিলে কবন্ধের চিহ্ন, গুরুভার্য্যা গমন করিলে ভগ বা স্ত্রীযোনির চিহ্ন ও মদ্য পান করিলে মদ্যধ্বজ বা মদ্যপতাকার চিহ্ন।

পাপকর্ম্মকারী ব্রাহ্মণকে উক্তরূপ অঙ্কদ্বারা ব্রণিত বা চিহ্নিত করিয়া এবং তাহার অপরাধের বিষয় (সর্ব্বসমক্ষে) ঘোষণা করিয়া, রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন, অথবা আকর বা খনিময় প্রদেশে বাস করাইবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা অনুযোগ-নামক অষ্টম অধ্যায় (আদি হইতে ৮৫ অধ্যায়) সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

৮৪ম প্রকরণ—সর্ব্বপ্রকার অধিকরণের রক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ

সমাহর্ত্তা ও প্রদেষ্টারা প্রথমতঃ অধ্যক্ষগণের ও অধ্যক্ষগণের অধীনস্থ পুরুষ বা কর্ম্মচারিগণের সম্বন্ধে নিয়ম ব্যবস্থা করিবেন। যদি খনির ও চন্দনাদি সারবস্তুর কর্ম্মান্ত বা কারখানা হইতে (কোনও কর্ম্মচারী) সারবস্তু বা রত্ন অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার শুদ্ধবধ অর্থাৎ অক্লেশমারণ দণ্ড হইবে।

যদি (কোনও কর্ম্মচারী) ফল্গুবস্তুর (অর্থাৎ কার্পাসাদি অসার বস্তুর) কর্ম্মান্ত বা কারখানা হইতে কোনও ফল্গুদ্রব্য, বা কাষ্ঠাদি দ্রব্যের কর্ম্মান্ত হইতে কোনও আসবাবপত্র অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রথমসাহসদণ্ড হইবে।

যদি পণ্যভূমি (পণ্যবস্তুর উৎপত্তি স্থান) হইতে ১ মাষমূল্য হইতে $\frac{1}{4}$ পণ বা ৪ মাষ মূল্যের কোনও রাজপণ্য কেহ অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার ১২ পণ দণ্ড হইবে। চতুর্ম্মাষ মূল্য হইতে $\frac{1}{2}$ পণ বা ৮ মাষ মূল্যের রাজপণ্য চুরি করিলে তাহার ২৪ পণ দণ্ড হইবে। ৮ মাষ মূল্য হইতে $\frac{3}{4}$ পণ বা ১২ মাষ মূল্যের রাজপণ্য চুরি করিলে তাহার ৩৬ পণ দণ্ড হইবে। ১২ মাষ মূল্য হইতে ১ পণ মূল্যের রাজপণ্য চুরি করিলে তাহাকে ৪৮ পণ দণ্ড দিতে হইবে। ১ পণ মূল্য হইতে ২ পণ মূল্যের রাজপণ্য চুরি করিলে তাহার প্রথমসাহসদণ্ড হইবে। ২ পণ মূল্য হইতে ৪ পণ মূল্যের রাজপণ্য চুরি করিলে তাহার মধ্যমসাহসদণ্ড হইবে। ৪ পণ মূল্য হইতে ৮ পণ মূল্যের রাজপণ্য চুরি করিলে তাহার উত্তমসাহসদণ্ড হইবে। এবং ৮ পণ মূল্য হইতে ১০ পণ মূল্যের রাজপণ্য চুরি করিলে তাহার বধদণ্ড হইবে। কোষ্ঠাগার, পণ্যাগার, কুপ্যাগার ও আয়ুধাগার হইতে $\frac{1}{2}$ মাষ মূল্য হইতে ২ মাষ মূল্যের কুপ্য, তন্নির্ম্মিত ভাণ্ড ও উপস্কর (আসবাবপত্র) চুরি করিলে, অপরাধীর প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত দণ্ডগুলিই (অর্থাৎ ১২ পণাদি দণ্ডগুলিই) প্রযুক্ত হইবে।

কোষাগার, ভাণ্ডাগার, অক্ষশালা (সুবর্ণাদিশোধনের স্থান) হইতে $\frac{1}{4}$ মাষ অর্থাৎ ১ কাকনী মূল্য হইতে ১ মাষ মূল্যের কোনও দ্রব্যাদি চুরি করিলে, (অপহরণকারী কর্ম্মচারীর প্রতি) পূর্ব্বোল্লিখিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড (অর্থাৎ ২৪ পণাদি দণ্ড) বিহিত হইবে।

যে কর্ম্মচারীরা (স্বয়ং অপহারক হইয়া) অন্য লোকদিগকে চোর কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে (প্রহারাদিদ্বারা) কষ্ট দিবে, তাহাদিগের প্রতি চিত্রবধ অর্থাৎ ক্লেশসহিত মারণ-দণ্ড বিহিত হইবে। ইহা রাজপরিগ্রহ বা রাজকীয়প্রদেশ-বিষয়ে ব্যাখ্যাত হইল।

কিন্তু, রাজকীয় প্রদেশের অতিরিক্ত বাহ্য প্রদেশবিষয়ে (অর্থাৎ পৌরজানপদ-ক্ষেত্রাদিবিষয়ে) যে কর্ম্মচারী দিনের বেলায় প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষেত্র, খলভূমি, গৃহ ও দোকান হইতে, ১ মাষ মূল্য হইতে $\frac{1}{4}$ পণ বা ৪ মাষ মূল্যের কোনও কুপ্য, তন্নির্ম্মিত ভাণ্ড ও

উপস্কর (আসবাবপত্র) চুরি করিবে, তাহাকে ৩ পণ দণ্ড দিতে হইবে। অথবা, (তৎপরিবর্ত্তে) গোময়দ্বারা তাহার দেহ লেপিয়া, তাহার চৌর্য্য পটহঘোষণাদ্বারা প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে নগরের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে হইবে। ½ পণ বা ৮ মাষ মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে ৬ পণ দণ্ড দিতে হইবে। অথবা, (তৎপরিবর্ত্তে) তাহার দেহ গোময়ের ভস্মদ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, তাহার অপরাধ পটহদ্বারা ঘোষণা করিয়া তাহাকে নগরের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে হইবে। ¾ পণ বা ১২ মাষ পর্য্যন্ত মূল্যের বস্তু চুরি করিলে তাহাকে ৯ পণ দণ্ড দিতে হইবে। অথবা, (তৎপরিবর্ত্তে) তাহার দেহ গোময়-ভস্মদ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, অথবা মৃন্ময় শরাব (শরা) দ্বারা রচিত মেখলা তাহার (গলায় বা কটিদেশে) পরাইয়া, তাহার অপরাধ পটহ-নিনাদে ঘোষণাপূর্ব্বক তাহাকে নগরের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে হইবে। ১ পণ বা ১৬ মাষ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য অপহরণ করিলে তাহাকে ১২ পণ দণ্ড দিতে হইবে। অথবা, তৎপরিবর্ত্তে তাহার মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দিতে হইবে, কিংবা তাহাকে দেশ হইতে নিষ্কাসিত করিতে হইবে। ২ পণ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে ২৪ পণ দণ্ড দিতে হইবে। অথবা, (তৎপরিবর্ত্তে) তাহার মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দিতে হইবে, কিংবা ইষ্টকখণ্ডদ্বারা তাড়াইয়া তাহাকে দেশ হইতে নিষ্কাসিত করিতে হইবে। ৪ পণ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য অপহরণ করিলে তাহাকে ৩৬ পণ দণ্ড দিতে হইবে। ৫ পণ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে ৪৮ পণ দণ্ড দিতে হইবে। ১০ পণ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে প্রথমসাহসদণ্ড দিতে হইবে। ২০ পণ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে ২০০ পণ দণ্ড দিতে হইবে। ৩০ পণ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে ৫০০ পণ দণ্ড দিতে হইবে। ৪০ পণ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য অপহরণ করিলে তাহাকে ১০০০ পণ দণ্ড দিতে হইবে। ৫০ পণ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে বধদণ্ড পাইতে হইবে।

কেহ যদি দিনে বা রাত্রিতে, যামান্তরালে রক্ষাধীন বস্তু বলাৎকারে অপহরণ করে, এবং উক্ত মূল্যগুলির অর্দ্ধ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য অপহৃত হয়, তাহা হইলে অপহরণকারীকে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে (যথা, ½ মাষ মূল্য হইতে ২ মাষ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য অপহৃত হইলে, চোরকে ৩ পণ স্থলে ৬ পণ দণ্ড দিতে হইবে)। আবার, যদি কেহ সশস্ত্র হইয়া দিনে বা রাত্রিতে বলাৎকারপূর্ব্বক উক্তমূল্যের ¼অংশ পর্য্যন্ত মূল্যের দ্রব্য অপহরণ করে, তাহা হইলে সেই অপহরণকারীকে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডই দিতে হইবে।

কোন কুটুম্বিক (গৃহপতি), (সরকারী বিভাগের) অধ্যক্ষ, গ্রামাদির মুখ্য ও (গ্রামনগরাদির) স্বামী বা পালক, কূটশাসন (কপটলেখ) ও কূটমুদ্রা (কপটশিলমোহরাদি) প্রস্তুত করেন বা করান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যথাক্রমে প্রথমসাহসদণ্ড, মধ্যমসাহসদণ্ড, উত্তমসাহসদণ্ড ও বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। অথবা, তাঁহাদের অপরাধানুসারে উপযুক্ত দণ্ড বিহিত হইবে।

যদি কোন ধর্ম্মস্থ (বিচারক) আদালতে উপস্থিত বিবাদী পক্ষের কোন পুরুষকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক কোনরূপ তর্জ্জন করেন, বা কথাদ্বারা ভর্ৎসনা করেন, বা অপসারিত করেন (বাহির করিয়া দেন), বা তাহার নিকট হইতে উৎকোচাদি গ্রহণ করেন,

তাহা হইলে তাঁহার (সেই ধর্ম্মস্থের) প্রতি প্রথমসাহসদণ্ড বিধান করিতে হইবে। তিনি যদি সেই বিবদমান পক্ষের প্রতি বাক্‌পারুষ্য অর্থাৎ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার (ধর্ম্মস্থের) পূর্ব্বদণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যদি তিনি (ধর্ম্মস্থ), (বিচারকালে) জিজ্ঞাসার্হ জনকে জিজ্ঞাসা না করেন, জিজ্ঞাসার অনর্হ জনকে জিজ্ঞাসা করেন, জিজ্ঞাসা করিয়াও (উত্তর না লইয়া কাহাকেও) ছাড়িয়া দেন, (সাক্ষীকে বক্তব্য) লিখাইয়া দেন, তাহাকে (বিস্মৃত বক্তব্য) স্মরণ করাইয়া দেন, (বাক্যের শেষাংশের পূরণার্থ) আদ্যাংশ বলিয়া দেন, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মস্থকে মধ্যমসাহসদণ্ড দিতে হইবে। যদি তিনি (ধর্ম্মস্থ) উপযুক্ত সাক্ষ্যদায়ীকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেন, অনুপযোগী সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন, বিনা সাক্ষ্যে কোন বিষয় নির্ণীত করেন, ছলপূর্ব্বক সাক্ষীকে (অসত্যবাদী) প্রতিপন্ন করেন, বৃথা কাল কাটাইয়া সাক্ষীকে শ্রান্ত করিয়া হটাইয়া দেন, উচিত ক্রমপ্রাপ্ত বাক্যও ত্যক্তক্রম বলিয়া বিবেচনা করেন, সাক্ষিগণকে মতিসাহায্য (বুদ্ধির সহায়তা) প্রদান করেন, এবং বিচারিত হইয়া নির্ণীত কার্য্যও পুনরায় বিচারজন্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি উত্তমসাহসদণ্ড বিহিত হইবে। পুনর্ব্বার এই প্রকার অপরাধ করিলে তাঁহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে এবং তাঁহাকে (ন্যায়াধীশের) পদ হইতে চ্যুত করিতে হইবে।

যদি (বিচারলয়ে নিযুক্ত) লেখক কাহারও দ্বারা উক্ত কোন বাক্য না লিখেন, অনুক্ত বাক্য লিখেন, দুরুক্ত বাক্য সাধু করিয়া লিখেন, সূক্ত (উত্তমরূপে উক্ত) বাক্য অসাধু করিয়া লিখেন, অথবা প্রতিপন্ন অর্থকে বিকল্পিত করেন (অর্থাৎ সাধ্যের সিদ্ধিকে অন্যথা করিয়া তুলেন), তাহা হইলে তাঁহার প্রতি প্রথমসাহসদণ্ড বিহিত হইবে, অথবা তাঁহার অপরাধানুসারে দণ্ড বিহিত হইবে।

যদি (আদালতের) ধর্ম্মস্থ বা (ফৌজদারির) প্রদেষ্টা দণ্ডের অনুপযুক্ত (নিরপরাধ) জনের উপর হিরণ্যদণ্ড প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিজের ক্ষিপ্ত বা প্রযুক্ত হিরণ্যদণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। ন্যায্য দণ্ড হইতে হীন বা কম দণ্ড দিলে, অথবা ন্যায্য দণ্ড হইতে অতিরিক্ত বা অধিক দণ্ড দিলে, যতখানি পরিমিত দণ্ড হীন বা অধিক প্রদত্ত হইবে, তাহার আটগুণ দণ্ড তাঁহাকে দিতে হইবে। যদি দণ্ডের অনর্হ জনের উপর তিনি শারীরিক দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও শারীরিক দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অথবা, যদি সেই শারীর দণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদ্বারা নিষ্ক্রয়-দণ্ডের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে (ধর্ম্মস্থকে বা প্রদেষ্টাকে) নিষ্ক্রয়ের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। যদি তিনি ন্যায্য অর্থ নাশ করেন এবং অন্যায্য অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে নাশিত বা সংগৃহীত অর্থের আটগুণ অর্থ তাঁহাকে দণ্ডরূপে দিতে হইবে।

যদি কোন (রাজকর্ম্মচারী) ধর্ম্মস্থদ্বারা পরিকল্পিত চারক (হাজতখানা) কিংবা বন্ধনাগার (জেলখানা) হইতে অপরাধীকে নিঃসারিত করেন, অথবা সেই রোধাগার ও বন্ধনাগারে অপরাধীর শয্যা, আসন, ভোজন ও মলমূত্রত্যাগের ব্যবস্থা করেন বা অন্যদ্বারা করান, তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তরোত্তর তিন পণের অধিক দণ্ড দিতে হইবে।

যে কর্ম্মচারী (ধর্ম্মস্থের) চারক বা সংরোধগৃহ হইতে অভিযুক্ত জনকে ছাড়িয়া দেন বা তাহাকে পলাইয়া যাইতে সাহায্য করেন; তাঁহাকে মধ্যমসাহসদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে এবং অভিযুক্তের দেয় দেনাও তাঁহাকে শোধ করিয়া দিতে হইবে। এবং যে কর্ম্মচারী (প্রদেষ্টার) বন্ধনাগার হইতে অপরাধীকে ছাড়িয়া দিবেন বা পলাইয়া যাইতে সাহায্য করিবেন, রাজা তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন ; এবং তাঁহার উপর বধদণ্ড বিহিত হইবে।

যদি (কোন কর্ম্মচারী) বন্ধনাগারের অধ্যক্ষকে না বলিয়া সংরুদ্ধ কয়েদীকে বাহির করান, তাহা হইলে তাঁহার ২৪ পণ দণ্ড হইবে। যদি তিনি সংরুদ্ধ কয়েদীদ্বারা কোন কর্ম্ম করান, তাহা হইলে তাঁহার দ্বিগুণ (অর্থাৎ ৪৮ পণ) দণ্ড হইবে। যদি তিনি সংরুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্য স্থানে রাখেন, বা তাহার অন্নপানে কোনরূপ কষ্ট দেন, তাহা হইলে তাঁহার ৯৬ পণ দণ্ড হইবে। আর যদি তিনি সংরুদ্ধ ব্যক্তিকে তাড়নাদিদ্বারা কায়িক ক্লেশ দেন, বা তাহাকে উৎকোচ দিতে বাধ্য করান, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যমসাহসদণ্ড হইবে এবং তাহাকে (কয়েদীকে) বধ করিলে তাঁহার এক সহস্র পণ দণ্ড হইবে।

কোন পরিগৃহীত বা ক্রয়াধিগত, কিংবা বন্ধকদ্বার আবদ্ধ দাসীর বন্ধনাগারে সংরুদ্ধ থাকা কালে, যদি কোন কর্ম্মচারী তাহার উপর ব্যভিচার করে, তাহা হইলে সেই অপরাধে ব্যভিচারীর উপর প্রথমসাহসদণ্ড বিহিত হইবে। সেই অবস্থায় চোর বা ডামরিকের (বিপ্লবকারীর) ভার্য্যার উপর ব্যভিচার করিলে, তাহার উপর মধ্যমসাহসদণ্ড বিহিত হইবে। এবং (বন্ধনাগারে) কোনও আর্য্যা বা কুলস্ত্রীর উপর ব্যভিচার করিলে তাহার উপর উত্তম-সাহসদণ্ড বিহিত হইবে। সেই বন্ধনাগারে সংরুদ্ধ কোন ব্যক্তি যদি এই প্রকার ব্যভিচার করে, তাহা হইলে তাহার উপর বধদণ্ড বিহিত হইবে। যদি অধ্যক্ষ (বন্ধনাগারাধ্যক্ষ) এইরূপ কুলস্ত্রীর উপর ব্যভিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপরও সেই দণ্ড (অর্থাৎ বধরূপ দণ্ড) বিহিত হইবে। এবং সেই অধ্যক্ষ যদি দাসীর উপর ব্যভিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর প্রথমসাহসদণ্ড বিহিত হইবে।

(ধর্ম্মস্থের) চারক (সংরোধাগার) ভেদ না করিয়া যদি কোন কর্ম্মচারী কয়েদীকে বাহিরে পলাইতে সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি মধ্যমসাহসদণ্ড বিধেয় ; এবং যদি ইহা ভেদ করিয়া সেই কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইবে। আর যদি তিনি (প্রদেষ্টার) বন্ধনাগার হইতে সংরুদ্ধ জনকে বাহিরে পলাইতে সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর সর্ব্বস্বহরণ ও বধরূপ দণ্ড বিহিত হইবে।

এইভাবে রাজা প্রথমতঃ নিজের রাজকার্য্যে ব্যাপৃত কর্ম্মচারিগণকে দণ্ডদ্বারা শোধিত করিবেন এবং তাঁহারা (কর্ম্মচারীরা) নিজে শুদ্ধ হইয়া পৌর ও জানপদদিগকে দণ্ডদ্বারা শোধিত করিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে সর্ব্বপ্রকার
অধিকরণের রক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ-নামক নবম অধ্যায়
(আদি হইতে ৮৬ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

৮৫ম প্রকরণ—একাঙ্গবধ ও ইহার নিষ্ক্রয়

কোনও তীর্থস্থানে (চৌর্য্যাদি) অপরাধকারী, গ্রন্থিভেদক (গাঁটকাটা) বা সন্ধিচ্ছেদক ও উর্দ্ধকর (অর্থাৎ বাড়ীর পটল বা ছাদাদির ছেদকারী)—এই তিন প্রকার অপরাধীর প্রত্যেকের প্রথম অপরাধে সংদংশচ্ছেদ (সাঁরাষ দিয়া কাটা ; মতান্তরে, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ছেদ) দণ্ড হইবে ; অথবা, ইহার নিষ্ক্রয়রূপে অপরাধীর ৫৪ পণ দণ্ড হইবে। দ্বিতীয় বারের অপরাধে তাহার দণ্ড হইবে (সর্ব্বাঙ্গুলির) ছেদন ; অথবা, তৎপরিবর্ত্তে ১০০ পণ দণ্ড। তৃতীয় বারের অপরাধে, দক্ষিণহস্তের ছেদনরূপ দণ্ড হইবে ; অথবা, ৪০০ পণ দণ্ড। চতুর্থ বারের অপরাধে তাহার ইচ্ছানুসারে (শুদ্ধ বা চিত্র) বধদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।

কমপক্ষে ২৫ পণ মূল্য-পরিমিত কুক্কুট, নকুল, বিড়াল, কুক্কুর ও সূকর চুরি করিলে, বা মারিয়া ফেলিলে, অপরাধীর ৫৪ পণ দণ্ড হইবে, অথবা, নাসাগ্রভাগের ছেদনরূপ দণ্ড হইবে। (চোরিত বা হিংসিত কুক্কুটাদি) চণ্ডালের দ্রব্য হইলে, অথবা সেগুলি অরণ্যচর হইলে, অপরাধীর তদর্দ্ধ (অর্থাৎ ২৭ পণ) দণ্ড হইবে।

পাশ (ফাঁদ), জাল ও কূটগর্ত্তে (তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত গর্ত্তে) বদ্ধ মৃগ, অন্যপশু, পক্ষী, ব্যাল (হিংস্রজন্তু) ও মৎস্য-গ্রহণকারীকে দণ্ডরূপে তৎতৎ দ্রব্য ও ইহার মূল্য দিতে হইবে।

মৃগবন ও (চন্দনাদি পণ্যের) দ্রব্যবন হইতে মৃগ বা দ্রব্যের অপহরণকারীকে ১০০ পণ দণ্ড দিতে হইবে। বিম্ব (বিচিত্রবর্ণ কৃকলাস-বিশেষ), (কৃষ্ণসারাদি) বিহারমৃগ ও শুকাদি) বিহারপক্ষীর চৌর্য্যকরণে বা (মারণাদি) হিংসায় অপরাধীকে ইহার দ্বিগুণ (অর্থাৎ ২০০ পণ) দণ্ড দিতে হইবে।

স্থূলশিল্পকারী ও সূক্ষ্মশিল্পকারী এবং কুশীলব (চারণ) ও তপস্বিজনের কোন ছোট ছোট দ্রব্য চুরি করিলে চোরকে ১০০ পণ দণ্ড দিতে হইবে, এবং কোন বড় দ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে ২০০ পণ দণ্ড দিতে হইবে এবং তাহাদের (হলাদি) কৃষিদ্রব্য চুরি করিলে তাহাকে সেই ২০০ পণ দণ্ডই দিতে হইবে।

প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া, যদি কেহ দুর্গে প্রবেশ করে, অথবা প্রাকারের ছিদ্র হইতে নিক্ষিপ্ত কোন দ্রব্য লইয়া পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কন্ধরাবধ (অর্থাৎ ঘাড়-ভঙ্গ করিয়া দেওয়া ?) (মতান্তরে, পাদদ্বয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী সিরাদ্বয়ের) ছেদ দণ্ড হইবে, অথবা (তৎপরিবর্ত্তে) ২০০ পণ নিষ্ক্রয়দণ্ড হইবে।

চক্রযুক্ত (শকটাদি, 'চক্রযুক্তাং'—এইরূপ পাঠে 'নাবং' পদের বিশেষণ), নৌকা বা ক্ষুদ্রপশু হরণকারীর দণ্ডরূপে তাহার একপাদ কাটিয়া দেওয়া হইবে, অথবা (তৎপরিবর্ত্তে) তাহাকে ৩০০ পণ দণ্ড দিতে হইবে।

যে পুরুষ জুয়াখেলায় কূট কাকণী (কৌড়ী), অক্ষ (পাশা), অরলা (চামড়ার তৈয়ারী চৌকড়ী) ও শলাকার চাল দেয়, কিংবা হস্তকৌশলে বিষম কার্য্য করে, তাহার এক হস্ত কাটিয়া দিতে হইবে, অথবা (তৎপরিবর্ত্তে) তাহাকে ৪০০ পণ নিষ্ক্রয়দণ্ড দিতে হইবে।

চোর ও পরস্ত্রীর উপর ব্যভিচারী পুরুষের, এবং তৎকার্য্যে সাহায্যকারিণী স্ত্রী ধরা পড়িলে তাহার, কর্ণ ও নাসিকাচ্ছেদনরূপ দণ্ড হইবে, অথবা তাহাকে ৫০০ পণ নিষ্ক্রয়দণ্ড দিতে হইবে। কোন পুরুষ এই কার্য্যে সাহায্যকারী হইলে তাহার দ্বিগুণ (অর্থাৎ ১০০০ পণ) দণ্ড হইবে।

একটি (গোমহিষাদি) বড় পশু, একটি দাস বা দাসীকে যে অপহরণ করিবে, কিংবা মৃতব্যক্তির বস্ত্রাদি দ্রব্য যে বিক্রয় করিবে, তাহার দুইটি পাদই কাটিয়া দিতে হইবে, অথবা তাহাকে (তৎপরিবর্ত্তে) ৬০০ পণ নিষ্ক্রয়দণ্ড দিতে হইবে।

যদি কেহ (নিজের অপেক্ষায়) উত্তম বর্ণের কোন লোককে ও গুরুজনদিগকে হস্ত বা পাদদ্বারা লঙ্ঘন (তাড়নাদি) করে, এবং রাজার যান ও বাহনাদিতে আরোহণ করে, তাহা হইলে তাহার একটি হাত ও একটি পাদ কাটিয়া দিতে হইবে, অথবা (তৎপরিবর্ত্তে) তাহাকে ৭০০ পণ দণ্ড দিতে ইহবে।

নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী কোনও শূদ্র যদি কোন দেব দ্রব্য লুকাইয়া অপহরণ করে, ও যদি কেহ (জ্যোতিষী সাজিয়া) রাজার (ভবিষ্যৎ কোন) অনিষ্ট প্রকাশ করে, এবং যদি কেহ অপরের দুইটি নেত্রই ফাটাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে অন্ধ করিয়া দেওয়ার ঔষধযুক্ত অঞ্জনদ্বারা তাহার অন্ধত্ব বিহিত হইবে, অথবা (তৎপরিবর্ত্তে) তাহাকে ৮০০ পণ নিষ্ক্রয়দণ্ড দিতে হইবে।

যে পুরুষ চোরকে বা পরদারের উপর ব্যভিচারীকে বন্ধন হইতে ছাড়িয়া দেয়, বা রাজার শাসন কম বা অধিক করিয়া লিখে, বা কাহারও কন্যা বা দাসীকে অলঙ্কারসহিত অপহরণ করে, বা কূট বা ছলপূর্ব্বক ব্যবহার করে, এবং অভক্ষ্য পশুর মাংস বিক্রয় করে, তাহার বাম হস্ত ও উভয় পাদ কাটিয়া দিতে হইবে, অথবা (তৎপরিবর্ত্তে) তাহাকে ৯০০ পণ নিষ্ক্রয়দণ্ড দিতে হইবে। মানুষের মাংস বিক্রয়কারীর উপর বধদণ্ড বিহিত হইবে!

দেবতাসম্বন্ধী কোনও পশু, প্রতিমা, মনুষ্য, ক্ষেত্র, গৃহ, হিরণ্য (নগদ টাকা), সুবর্ণ, রত্ন ও শস্য অপহরণকারীর উপর উত্তমসাহসদণ্ড বিহিত হইবে, অথবা শুদ্ধবধ (অর্থাৎ অক্লেশমারণ) দণ্ড হইবে।

দণ্ডবিধানকার্য্যে প্রদেষ্টা (বিচারক), রাজা ও (অমাত্যাদি) প্রকৃতিবর্গের মধ্যস্থ হইয়া, অপরাধী পুরুষ, তাহার অপরাধ, অপরাধের কারণ, এবং এই সকলের গুরুত্ব ও লঘুত্ব, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পরিণাম, এবং দেশ ও কালের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া, দণ্ডের উত্তমত্ব, মধ্যমত্ব, ও প্রথমত্ব বিধান করিবেন (অর্থাৎ বিচারানুসারে উত্তম, মধ্যম বা প্রথমসাহসদণ্ডের বিধান করিবেন)॥১-২॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে একাঙ্গবধ ও ইহার নিষ্ক্রয়-নামক দশম অধ্যায় (আদি হইতে ৮৭ অধ্যায়) সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

৮৮ম প্রকরণ—শুদ্ধ ও চিত্র দণ্ডের বিধান

কলহমধ্যে যে ব্যক্তি পুরুষকে হত্যা করিবে তাহার উপর চিত্রবধ (অর্থাৎ ক্লেশদানপূর্ব্বক মারণরূপ) দণ্ড বিহিত হইবে। (শস্ত্রাদিদ্বারা প্রহৃত) পুরুষ সাতদিনের মধ্যে মারা গেলে, অপরাধীর উপর শুদ্ধবধ (অর্থাৎ অক্লেশ মারণরূপ) দণ্ড বিহিত হইবে। এক পক্ষের মধ্যে পুরুষটি মারা গেলে অপরাধীকে উত্তমসাহসদণ্ড দিতে হইবে। এবং এক মাসের মধ্যে সে মারা গেলে, অপরাধীকে ৫০০ পণ দণ্ড দিতে হইবে, এবং আহত পুরুষের চিকিৎসাদির ব্যয়ও তাহাকে বহন করিতে হইবে।

শস্ত্রদ্বারা প্রহারকারী অপরাধীর উত্তমসাহসদণ্ড হইবে। নিজ বলদর্পে প্রহারকারীর হস্তচ্ছেদরূপ দণ্ড হইবে। (ক্রোধের) মোহে প্রহারকারীর ২০০ পণ দণ্ড হইবে। বধকারী অপরাধীর বধদণ্ড হইবে।

প্রহারদ্বারা (স্ত্রীলোকের) গর্ভপাত ঘটাইলে অপরাধীর উত্তমসাহসদণ্ড হইবে। ঔষধদ্বারা গর্ভপাত ঘটাইলে অপরাধীর মধ্যমসাহসদণ্ড হইবে। ক্লেশজনক কর্ম্ম করাইয়া গর্ভপাত ঘটাইলে অপরাধীর প্রথমসাহসদণ্ড হইবে।

যে বলাৎকারসহকারে স্ত্রী ও পুরুষের হত্যাকারী, যে বলাৎকারপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে উঠাইয়া লইয়া যায়, যে বলপূর্ব্বক অন্য লোকের (কর্ণনাসাদির ছেদদ্বারা) নিগ্রহকারী, যে (নিজের হত্যা বা চুরি করার ইচ্ছার কথা) পূর্ব্বেই ঘোষণা করে, যে বলসহকারে (নগর ও গ্রামাদির) দ্রব্যাপহারী, যে (ভিত্তিসন্ধি) ছেদ করিয়া চৌর্য্যকারী, যে পথের মধ্যে অবস্থিত পান্থশালা প্রভৃতিতে চুরি করে, যে রাজার হস্তী, অশ্ব ও রথের অনিষ্টকারী অথবা চৌর্য্যকারী—তাহাদিগকে শূলে চরাইয়া মারিতে হইবে। এবং যে এইসব অপরাধীর মৃতদেহের দাহকার্য্য সম্পাদন করে, কিংবা তাহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া যায়, সে-ও সেই দণ্ডই (অর্থাৎ শূলারোপণদ্বারা মারণই) প্রাপ্ত হইবে, অথবা তাহার উপর উত্তমসাহসদণ্ড প্রদত্ত হইবে।

হিংস্র (ঘাতক) ও চোরকে যে অন্ন, বাসস্থান, অন্যান্য দ্রব্যাদি, অগ্নি বা মন্ত্রণা দিবে, বা তাহাদের ভৃত্যকার্য্য করিবে, তাহার প্রতি উত্তমসাহসদণ্ড বিধেয়। যদি সে না জানিয়া এমন কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে তিরস্কার-দণ্ড দিতে হইবে। যদি হিংস্র ও চোরের পুত্র ও স্ত্রী হিংস্র ও চুরি কার্য্যে মন্ত্রণা না দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে, আর যদি তাহারা মন্ত্রণা দিয়া থাকে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে (ও তদুপরি উচিত দণ্ড দিতে হইবে)।

রাজ্যকামনাকারী, অন্তঃপুরের প্রধর্ষণকারী, আটবিক ও রাজার অমিত্রদিগের উৎসাহজননকারী, কিংবা দুর্গ, জনপদ ও রাজসেনার কোপোৎপাদনকারীকে মস্তকে ও হস্তে

জলন্ত প্রদীপ (অঙ্গার)- স্থাপনপূর্ব্বক ঘাতিত করা হইবে। (তন্মধ্যে) কেহ ব্রাহ্মণ থাকিলে তাহাকে অন্ধকারগৃহে আটক করিয়া রাখিতে হইবে।

অথবা মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, আচার্য্য ও তপস্বিজনের হত্যাকারীকে ত্বক্ ছাড়াইয়া মস্তকের উপর অগ্নিরক্ষাপূর্ব্বক ঘাতিত করিতে হইবে ('ত্বক্‌ছিরঃ' —এইরূপ পাঠে—'শরীরত্বক্ ও মস্তকের উপর'—এইরূপ অনুবাদ হইবে)। তাহাদিগের (মাতা পিতা-প্রভৃতির) আক্রোশ বা নিন্দা করিলে, (তদপরাধে) সেই পুরুষের জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড বিহিত হইবে। সে যদি তাহাদের কোন অঙ্গ নখাদিদ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার সেই অঙ্গ হইতে তাহাকে বিযুক্ত করিতে হইবে (অর্থাৎ তাহার সেই অঙ্গ কাটাইয়া দিতে হইবে)।

যদি হঠাৎ কোনও পুরুষ অন্যকে হত্যা করিয়া ফেলে, ও পশুযূথ বা অশ্ব চুরি করে, তাহা হইলে তাহার শুদ্ধবধ (অর্থাৎ অক্লেশমারণ) দণ্ড হইবে। এই স্থলে পশুযূথে কমপক্ষে দশটি পশু থাকা চাই ইহা বুঝিতে হইবে।

যে জলধারণকারী সেতু (উদকবন্ধ) ভগ্ন করিবে, তাহাকে সেই সেতুর জলেই নিমজ্জন-রূপ দণ্ড দিতে হইবে। উদকবিহীন সেতুর ভঙ্গকারীকে উত্তমসাহসদণ্ড দিতে হইবে। যদি সে প্রথম হইতে ভগ্ন বলিয়া সংস্কাররহিত অবস্থায় পরিত্যক্ত কোন সেতু ভগ্ন করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যমসাহসদণ্ড হইবে।

অন্য কাহাকেও বিষপ্রদান করিয়াছে এমন পুরুষকে ও পুরুষহত্যাকারিণী স্ত্রীকে জলে ডুবাইয়া মারিতে হইবে—কিন্তু, সেই স্ত্রীলোকটি যদি গর্ভিণী না হয়। স্ত্রীলোকটি গর্ভিণী হইলে, প্রসবের পরে কমপক্ষে একমাস অতীত হইলে (সেই অপরাধে) তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে হইবে।

পতি, গুরু ও নিজ সন্তানের হত্যাকারিণীকে, অগ্নি ও বিষ প্রদায়িকাকে, অথবা, সন্ধিচ্ছেদপূর্ব্বক চৌর্য্যকারিণীকে গরুর পদাঘাতদ্বারা মারিতে হইবে।

বিবীত (গোচারণক্ষেত্র), ক্ষেত্র, খল (ধান্যখলনের ভূমি), গৃহ, (কাষ্ঠাদি) দ্রব্যবন ও হস্তিবনে অগ্নিদানকারীকে অগ্নিদ্বারা দাহিত করিতে হইবে।

রাজার নিন্দাকারী ও মন্ত্রভেদকারী, অনিষ্টবার্ত্তার প্রসারণকারী এবং ব্রাহ্মণের পাকশালা হইতে অন্ন চুরি করিয়া ভোজনকারীর জিহ্বা উৎপাটিত করিতে হইবে।

যদি প্রহরণ (আয়ুধ) ও আবরণ (কবচ)-হরণকারী ব্যক্তি আয়ুধজীবী না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাণদ্বারা ঘাতিত করিতে হইবে। যদি সে স্বয়ং আয়ুধজীবী হয়, তাহা হইলে (চৌর্য্যাপরাধে) তাহার উত্তমসাহসদণ্ড হইবে।

কাহারও উপস্থ ও অণ্ডকোশ-কর্ত্তনকারীর উপস্থ ও অণ্ডকোশছেদনরূপ দণ্ড বিহিত হইবে।

কাহারও জিহ্বা ও নাসিকাচ্ছেদকারীকে সংদংশ (সাঁড়াষ) দ্বারা চাপিয়া বা কাটিয়া হত্যা করিতে হইবে ('সংদংশ' শব্দের—'কনিষ্ঠিকা ও অঙ্গুষ্ঠ ছেদন'—এইরূপ ব্যাখ্যা এস্থলে উপাদেয় মনে হয় না)।

এই সকল ক্লেশদণ্ড (মনুপ্রভৃতি) মহাত্মাদিগের শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়া বিহিত আছে। কিন্তু, অক্লিষ্ট (অর্থাৎ অত্যুৎকর বলিয়া ছোট ছোট) পাপে শুদ্ধবধই (অক্লেশন মারণই) ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ১ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে শুদ্ধ ও চিত্র দণ্ডের বিধান-নামক একাদশ অধ্যায় (আদি হইতে ৮৮ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

৮৭ম প্রকরণ—কন্যাপ্রকর্ম্ম

যদি কোন পুরুষ নিজের সমানজাতীয়া অপ্রাপ্তরজস্কা কোনও কন্যাকে দূষিত করে, তাহা হইলে তাহার হস্ত কাটিয়া দিতে হইবে, অথবা তাহার ৪০০ পণ দণ্ড হইবে। সেই কন্যা যদি (যোনিক্ষতাদিবশতঃ) মরিয়া যায়, তাহা হইলে অপরাধী পুরুষের বধদণ্ড বিহিত হইবে।

যদি সেই কন্যা প্রাপ্তরজস্কা হয়, তাহা হইলে অপরাধী পুরুষের মধ্যমা ও তর্জ্জনীনামক অঙ্গুলির ছেদ বিহিত হইবে, অথবা তাহার ২০০ পণ দণ্ড হইবে, এবং কন্যার পিতাকে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইবে।

পুরুষের প্রতি কামনারহিত কন্যার প্রকর্ম্মবিষয়ে পুরুষ ইচ্ছাপূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না। কন্যা তৎপ্রতি কামনাযুক্তা হইলে, (প্রকর্ম্মের দোষে) পুরুষের ৫৪ পণ দণ্ড হইবে, এবং সেই স্ত্রীলোকটিরও ইহার অর্দ্ধ (অর্থাৎ ২৭ পণ) দণ্ড হইবে।

অন্যের নিকট হইতে শুল্কগ্রহণবশতঃ প্রতিবদ্ধ কন্যার উপর দোষকারী পুরুষের হস্তছেদনরূপ দণ্ড হইবে, অথবা ৪০০ পণ দণ্ড হইবে, এবং যে পরিমাণ শুল্ক অন্য লোকটি দিয়াছে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

সাত মাস ক্রমাগত ঋতুযুক্তা, অথচ বরণের পরে যে কন্যা (ভাবী) পতিকে পায় নাই, তাহার উপর প্রকর্ম্মকারী পুরুষ যথেচ্ছভাবে ভোগপূর্ত্তি করিতে পারিবে এবং সেই অপরাধে তাহাকে কন্যার পিতার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। কারণ, ঋতুরূপ তস্করের প্রতিরোধবশতঃ (অর্থাৎ কন্যার সাতঋতুকালপর্য্যন্ত অভোগ ঘটাইবার অপরাধে) পিতা কন্যার উপর প্রভুত্ব হইতে রহিত হইবে।

তিন বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঋতুগামিনী কন্যার বিবাহ না হইলে, তৎসঙ্গমকারী পুরুষ তুল্যজাতীয় হইলে তাহার কোন দোষ হইবে না। তিন বৎসরের অধিক সময় পর্য্যন্ত ঋতুগামিনী কন্যার সহিত সঙ্গমকারী পুরুষ অসমানজাতীয় হইলেও তাহার কোন দোষ হইবে না,

তবে সেই পুরুষ সেই কন্যার জন্য পিতৃনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি নিতে পারিবে না। সেই পুরুষ পিতৃদ্রব্যের গ্রহণ করিলে সে চৌর্য্যদণ্ডপ্রাপ্ত হইবে।

অপরের উদ্দেশ্যে রক্ষিতা কন্যাকে "সেই পুরুষ আমিই"—এইরূপ বলিয়া অন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিলে তাহার ২০০ পণ দণ্ড হইবে। এবং সেই স্ত্রীর কামনা না থাকিলে, সেই পুরুষ যথেচ্ছ ভোগ লাভ করিতে পারিবে না।

এক কন্যা দেখাইয়া (বরের) সমানজাতীয়া অন্য কন্যা প্রদান করিলে প্রদানকারীর ১০০ পণ দণ্ড হইবে, আর তাহাকে হীনজাতীয়া অন্য কন্যা প্রদান করিলে ইহার দ্বিগুণ (অর্থাৎ ২০০ পণ) দণ্ড হইবে।

প্রকর্ম্ম বা ব্যভিচারবিষয়ে অকুমারী (অর্থাৎ বিবাহিতা) কন্যার ৫৪ পণ দণ্ড হইবে। পূর্ব্ব বরের নিকট হইতে লব্ধ শুল্ক ও তাহার (বিবাহ কার্য্যের) ব্যয় অপরাধকারিণী কন্যা পূর্ব্ব প্রতিগ্রহীতাকে ফিরাইয়া দিবে। যদি সেই কন্যা পরে আবার (অর্থাৎ তৃতীয়বার কাহারও দ্বারা স্বীকৃতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই অপরাধজনিত দণ্ড দ্বিগুণ (অর্থাৎ ১০৮ পণ) করিয়া দিতে হইবে।

অন্য স্ত্রীলোকের শোণিতদ্বারা উপলিপ্ত করিয়া নিজবস্ত্র দেখাইলে (অর্থাৎ এইভাবে ক্ষতযোনিত্ব প্রদর্শন করিলে), স্ত্রীলোকের ১০০ পণ দণ্ড হইবে এবং এই বিষয়ে মিথ্যা বচনকারী পুরুষেরও সেইরূপ ১০০ পণ দণ্ড হইবে। এবং কন্যাপক্ষ (পূর্ব্ববরপক্ষকে) শুল্ক ও বিবাহের ব্যয় পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। যে স্ত্রী পুরুষের কামনা করে না সেই স্ত্রীকে কেহ যথেচ্ছভাবে ভোগ করিতে পারিবে না।

যদি কোনও সমানজাতীয়া স্ত্রী কামনাযুক্তা হইয়া (কাহারও দ্বারা) প্রকৃত বা ব্যভিচারিত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী ১২ পণ দণ্ড দিবে। (অন্য) কোনও স্ত্রী এই ব্যাপারে সেই স্ত্রীর প্রকর্ত্রী বা যোনিক্ষতিকারিণী হইলে, তাহাকে (অপরাধকারিণীকে) দ্বিগুণ (অর্থাৎ ২৪ পণ) দণ্ড দিতে হইবে।

কামনাবিহীন হইলেও যদি নিজের অনুরাগার্থ কোনও স্ত্রী প্রকর্ম্মরতা হয়, তাহা হইলে তাহার ১০০ পণ দণ্ড হইবে, এবং সে সেই পুরুষকেও শুল্ক দিতে বাধ্য হইবে। যদি কোনও স্ত্রী স্বেচ্ছায় পুরুষের সঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকে রাজদাসী হইতে হইবে।

গ্রামের বাহিরে প্রকর্ম্ম করাইলে স্ত্রীকে দ্বিগুণ (অর্থাৎ ২৪ পণ) দণ্ড দিতে হইবে, এবং এই বিষয়ে পুরুষটি কোন মিথ্যাকথা বলিলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড বিধেয় হইবে।

বলাৎকারসহকারে কোন পুরুষ কন্যা অপহরণ করিলে তাহার ২০০ পণ দণ্ড হইবে, এবং সেই কন্যা স্বুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারাদিভূষিত থাকিলে অপহরণকারী পুরুষের প্রতি উত্তম-সাহসদণ্ড বিধেয় হইবে। অপহরণকারীদিগের সংখ্যা বহু হইলে, তাহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ যথোক্ত দণ্ড দিতে হইবে।

কোনও গণিকার কন্যার উপর কোনও পুরুষ বলাৎকার করিলে তাহাকে ৫৪ পণ দণ্ড দিতে হইবে। আর (পুরুষটি) কন্যার মাকে শুল্করূপে ষোড়শগুণ ভোগের টাকা

এই সকল ক্লেশদণ্ড (মনুপ্রভৃতি) মহাত্মাদিগের শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়া বিহিত আছে। কিন্তু, অক্লিষ্ট (অর্থাৎ অদুষ্কর বলিয়া ছোট ছোট) পাপে শুদ্ধবধই (অক্লেশন মারণই) ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ১ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে শুদ্ধ ও
চিত্র দণ্ডের বিধান-নামক একাদশ অধ্যায় (আদি
হইতে ৮৮ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

৮৭ম প্রকরণ—কন্যাপ্রকর্ম্ম

যদি কোন পুরুষ নিজের সমানজাতীয়া অপ্রাপ্তরজস্কা কোনও কন্যাকে দূষিত করে, তাহা হইলে তাহার হস্ত কাটিয়া দিতে হইবে, অথবা তাহার ৪০০ পণ দণ্ড হইবে। সেই কন্যা যদি (যোনিক্ষতাদিবশতঃ) মরিয়া যায়, তাহা হইলে অপরাধী পুরুষের বধদণ্ড বিহিত হইবে।

যদি সেই কন্যা প্রাপ্তরজস্কা হয়, তাহা হইলে অপরাধী পুরুষের মধ্যমা ও তর্জ্জনীনামক অঙ্গুলির ছেদ বিহিত হইবে, অথবা তাহার ২০০ পণ দণ্ড হইবে, এবং কন্যার পিতাকে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইবে।

পুরুষের প্রতি কামনারহিত কন্যার প্রকর্ম্মবিষয়ে পুরুষ ইচ্ছাপূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না। কন্যা তৎপ্রতি কামনাযুক্তা হইলে, (প্রকর্ম্মের দোষে) পুরুষের ৫৪ পণ দণ্ড হইবে, এবং সেই স্ত্রীলোকটিরও ইহার অর্দ্ধ (অর্থাৎ ২৭ পণ) দণ্ড হইবে।

অন্যের নিকট হইতে শুল্কগ্রহণবশতঃ প্রতিবদ্ধ কন্যার উপর দোষকারী পুরুষের হস্তছেদনরূপ দণ্ড হইবে, অথবা ৪০০ পণ দণ্ড হইবে, এবং যে পরিমাণ শুল্ক অন্য লোকটি দিয়াছে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

সাত মাস ক্রমাগত ঋতুযুক্তা, অথচ বরণের পরে যে কন্যা (ভাবী) পতিকে পায় নাই, তাহার উপর প্রকর্ম্মকারী পুরুষ যথেচ্ছভাবে ভোগপূর্ত্তি করিতে পারিবে এবং সেই অপরাধে তাহাকে কন্যার পিতার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। কারণ, ঋতুরূপ তস্করের প্রতিরোধবশতঃ (অর্থাৎ কন্যার সাতঋতুকালপর্য্যন্ত অভোগ ঘটাইবার অপরাধে) পিতা কন্যার উপর প্রভুত্ব হইতে রহিত হইবে।

তিন বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঋতুগামিনী কন্যার বিবাহ না হইলে, তৎসঙ্গমকারী পুরুষ তুল্যজাতীয় হইলে তাহার কোন দোষ হইবে না। তিন বৎসরের অধিক সময় পর্য্যন্ত ঋতুগামিনী কন্যার সহিত সঙ্গমকারী পুরুষ অসমানজাতীয় হইলেও তাহার কোন দোষ হইবে না,

তবে সেই পুরুষ সেই কন্যার জন্য পিতৃনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি নিতে পারিবে না। সেই পুরুষ পিতৃদ্রব্যের গ্রহণ করিলে সে চৌর্য্যদণ্ডপ্রাপ্ত হইবে।

অপরের উদ্দেশ্যে রক্ষিতা কন্যাকে "সেই পুরুষ আমিই"—এইরূপ বলিয়া অন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিলে তাহার ২০০ পণ দণ্ড হইবে। এবং সেই স্ত্রীর কামনা না থাকিলে, সেই পুরুষ যথেচ্ছ ভোগ লাভ করিতে পারিবে না।

এক কন্যা দেখাইয়া (বরের) সমানজাতীয়া অন্য কন্যা প্রদান করিলে প্রদানকারীর ১০০ পণ দণ্ড হইবে, আর তাহাকে হীনজাতীয়া অন্য কন্যা প্রদান করিলে ইহার দ্বিগুণ (অর্থাৎ ২০০ পণ) দণ্ড হইবে।

প্রকর্ম্ম বা ব্যভিচারবিষয়ে অকুমারী (অর্থাৎ বিবাহিতা) কন্যার ৫৪ পণ দণ্ড হইবে। পূর্ব্ব বরের নিকট হইতে লব্ধ শুল্ক ও তাহার (বিবাহ কার্য্যের) ব্যয় অপরাধকারিণী কন্যা পূর্ব্ব প্রতিগ্রহীতাকে ফিরাইয়া দিবে। যদি সেই কন্যা পরে আবার (অর্থাৎ তৃতীয়বার কাহারও দ্বারা স্বীকৃতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই অপরাধজনিত দণ্ড দ্বিগুণ (অর্থাৎ ১০৮ পণ) করিয়া দিতে হইবে।

অন্য স্ত্রীলোকের শোণিতদ্বারা উপলিপ্ত করিয়া নিজবস্ত্র দেখাইলে (অর্থাৎ এইভাবে ক্ষতযোনিত্ব প্রদর্শন করিলে), স্ত্রীলোকের ১০০ পণ দণ্ড হইবে এবং এই বিষয়ে মিথ্যা বচনকারী পুরুষেরও সেইরূপ ১০০ পণ দণ্ড হইবে। এবং কন্যাপক্ষ (পূর্ব্ববরপক্ষকে) শুল্ক ও বিবাহের ব্যয় পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। যে স্ত্রী পুরুষের কামনা করে না সেই স্ত্রীকে কেহ যথেচ্ছভাবে ভোগ করিতে পারিবে না।

যদি কোনও সমানজাতীয়া স্ত্রী কামনাযুক্তা হইয়া (কাহারও দ্বারা) প্রকৃত বা ব্যভিচারিত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী ১২ পণ দণ্ড দিবে। (অন্য) কোনও স্ত্রী এই ব্যাপারে সেই স্ত্রীর প্রকর্ত্রী বা যোনিক্ষতিকারিণী হইলে, তাহাকে (অপরাধকারিণীকে) দ্বিগুণ (অর্থাৎ ২৪ পণ) দণ্ড দিতে হইবে।

কামনাবিহীন হইলেও যদি নিজের অনুরাগার্থ কোনও স্ত্রী প্রকর্ম্মরতা হয়, তাহা হইলে তাহার ১০০ পণ দণ্ড হইবে, এবং সে সেই পুরুষকেও শুল্ক দিতে বাধ্য হইবে। যদি কোনও স্ত্রী স্বেচ্ছায় পুরুষের সঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকে রাজদাসী হইতে হইবে।

গ্রামের বাহিরে প্রকর্ম্ম করাইলে স্ত্রীকে দ্বিগুণ (অর্থাৎ ২৪ পণ) দণ্ড দিতে হইবে, এবং এই বিষয়ে পুরুষটি কোন মিথ্যাকথা বলিলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড বিধেয় হইবে।

বলাৎকারসহকারে কোন পুরুষ কন্যা অপহরণ করিলে তাহার ২০০ পণ দণ্ড হইবে, এবং সেই কন্যা স্বুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারাদিভূষিত থাকিলে অপহরণকারী পুরুষের প্রতি উত্তম-সাহসদণ্ড বিধেয় হইবে। অপহরণকারীদিগের সংখ্যা বহু হইলে, তাহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ যথোক্ত দণ্ড দিতে হইবে।

কোনও গণিকার কন্যার উপর কোনও পুরুষ বলাৎকার করিলে তাহাকে ৫৪ পণ দণ্ড দিতে হইবে। আর (পুরুষটি) কন্যার মাকে শুল্করূপে ষোড়শগুণ ভোগের টাকা

(বেশ্যার উপভোগের মূল্যের নাম ভোগ বলিয়া অর্থশাস্ত্রে অভিহিত হয়) দিতে বাধ্য থাকিবে।

দাস বা দাসীর যে কন্যা স্বয়ং অদাসী তাহাকে কোন পুরুষ প্রকর্ম্মদ্বারা দূষিত করিলে, সেই পুরুষকে ২৪ পণ দণ্ড দিতে হইবে, এবং সে সেই কন্যাকে শুল্ক ও আভরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। যদি কোন পুরুষ কোনও দাসীকে দাস্যমুক্ত করিবার নিষ্ক্রয় বা মোক্ষণার্থ অর্থ প্রদান করিয়া তাহাকে দূষিত করে, তাহা হইলে সেই পুরুষের ১২ পণ দণ্ড হইবে, এবং সেই স্ত্রীকে সে বস্ত্র ও আভরণ দিতে বাধ্য থাকিবে।

কোনও কন্যাকে দূষিত করা বিষয়ে যে পুরুষ সাহায্য ও স্থান দান করিবে, তাহাকেও প্রকর্ম্মকারী দোষী পুরুষের সমান দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

যে স্ত্রীর পতি প্রবাসে আছে সে স্ত্রী (পতির অনুপস্থিতিতে) ব্যভিচারিণী হইলে, তাহার পতির (ভ্রাতা প্রভৃতি) বান্ধব বা পতির ভৃত্য তাহাকে নিয়মিত রাখিবে। এইভাবে রক্ষিতা স্ত্রী পতির আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে। যদি (প্রত্যাবৃত্ত) পতি সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করে, তাহা হইলে উভয়কে (অর্থাৎ জার ও সেই স্ত্রীকে) ছাড়িয়া দিতে হইবে (অর্থাৎ তাহাদের উপর কোন দণ্ডবিধান করিতে হইবে না)। পতি তাহাকে ক্ষমা না করিলে, (সেই অপরাধে) সেই স্ত্রীর উপর কর্ণ ও নাসাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রদেয় হইবে। এবং সেই জার বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

যদি কেহ (সেই জারের ব্যভিচার গোপন করার জন্য) তাহাকে চোর বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে ৫০০ পণ দণ্ড দিতে হইবে। যদি কোনও (রক্ষিপুরুষ) হিরণ্য বা নগদ টাকা (উৎকোচরূপে) লইয়া তাহাকে (জারকে) ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে সেই রক্ষিপুরুষ গৃহীত হিরণ্যের আটগুণ টাকা দণ্ডরূপে দিবে।

কোন স্ত্রী অপর পুরুষের সহিত প্রকর্ম্মদোষে দূষিত আছে—ইহা তাহাদের উভয়ের পরস্পরের কেশ আকর্ষণদ্বারা কামক্রীড়া হইতে বুঝা যাইতে পারে। এবং এই সংগ্রহণ বা ব্যভিচার, তাহাদের কামোদ্দীপক চন্দনাদি শারীর উপভোগের চিহ্নদ্বারা, অথবা তদ্বিষয়ক ইঙ্গিতজ্ঞ পুরুষদ্বারা, অথবা সেই পরামৃষ্ট স্ত্রীলোকটির নিজের কথাদ্বারাও জানা যায়।

(কি অবস্থায় পরস্ত্রীগ্রহণ দণ্ডযোগ্য হইবে না—এখন তাহা বলা হইতেছে।) যদি কোন পুরুষ, শত্রুচক্রের আটবিকদ্বারা অপহৃতা, নদীপ্রবাহে নীতা, বা অরণ্যে বা দুর্ভিক্ষসময়ে পরিত্যক্তা, কিংবা (রোগ ও মূর্চ্ছাদির কারণে অমৃতাবস্থায়) মৃতা বলিয়া নিক্ষিপ্তা অপরের স্ত্রীকে বিপদ ও মরণ হইতে উদ্ধার করে, তাহা হইলে সে তাহাকে যথাসম্ভাবিতরূপে (অর্থাৎ পরস্পরের সম্মতিক্রমে ভার্য্যা বা দাসীভাবে) উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু, সেই উদ্ধৃতা রমণী উচ্চকুলসম্ভূতা, বা (সমানজাতীয় উদ্ধারকারীর প্রতি) কামনারহিতা, কিংবা অপত্যবতী হইলে, তাহার পতির নিকট হইতে নিষ্ক্রয় (অর্থাৎ বিপদ হইতে উদ্ধরণের মূল্যরূপ পুরস্কার) গ্রহণ করিয়া সেই উদ্ধারকর্ত্তা তাহাকে পতির নিকট অর্পণ করিবে।

চোরের হস্ত, নদীপ্রবাহ, দুর্ভিক্ষ, দেশবিপ্লব ও কান্তার-প্রদেশ হইতে উদ্ধার করিয়া

কোন পুরুষ অপরের নষ্টা (অপহৃতা) ও মৃতা বলিয়া পরিত্যক্তা স্ত্রীকে যথাসম্ভাবিতভাবে ভোগ করিতে পারে। কিন্তু, সেই স্ত্রী রাজকোপবশতঃ বা স্বজনদ্বারা পরিত্যক্তা হইলে, এবং সে উত্তমবংশজাতা, কামনারহিতা ও পূর্ব্বেই অপত্যবতী হইলে, সে তাহাকে ভোগ করিতে পারিবে না। পরন্তু, সে অনুরূপ নিষ্ক্রয়মূল্য লইয়া তাদৃশী স্ত্রীকে পতিগৃহে পাঠাইয়া দেওয়াইবে ॥ ১—৩ ॥

কৌটলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে কন্যাপ্রকর্ম্ম-নামক দ্বাদশ অধ্যায় (আদি হইতে ৮৯ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৮৮ম প্রকরণ—অতিচারের দণ্ড

(সম্প্রতি স্বধর্ম্মের ব্যতিক্রমকারী কণ্টকের শোধন বলা হইতেছে।)

যে লোক কোনও ব্রাহ্মণকে অপেয় দ্রব্য পান করায়, বা অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করায়, তাহার প্রতি উত্তমসাহসদণ্ড প্রযুক্ত হইবে। ক্ষত্রিয়কে তাহা করাইলে, তাহার প্রতি মধ্যমসাহসদণ্ড প্রযুক্ত হইবে। বৈশ্যকে তাহা করাইলে, তাহার প্রতি প্রথমসাহসদণ্ড প্রযুক্ত হইবে। এবং শূদ্রকে তাহা করাইলে, তাহার প্রতি ৫৪ পণ দণ্ড প্রযুক্ত হইবে।

যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কোন লোকেরা নিজেই (অপরের প্রেরণা ব্যতীত) সেইরূপ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিষয় বা দেশ হইতে নিষ্কাসিত করিতে হইবে।

যদি কেহ দিনের বেলায় অপরের গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি প্রথম-সাহসদণ্ড প্রযুক্ত হইবে; রাত্রিতে প্রবেশ করিলে তাহার মধ্যমসাহসদণ্ড হইবে। (কিন্তু), দিনের বেলায় অথবা রাত্রিতে সে যদি শস্ত্র সহিত অন্যের গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি উত্তমসাহসদণ্ড প্রযুক্ত হইবে।

যদি ভিক্ষুক ও বৈদেহক (বাণিজক, যথা ফেরীওয়ালা) এবং মদিরাদি-পানে মত্ত ও উন্মাদগ্রস্ত লোক বলপূর্ব্বক, এবং আপদের সময়ে অতিনিকটবর্ত্তী বন্ধুবান্ধব, অপর কাহারও গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে না—কিন্তু, কেহ যদি তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবে। যদি কোনও লোক রাত্রির একযাম অপগত হইলে নিজের গৃহের (বহিঃস্থিত) প্রাকার ও প্রাচীরাদিতে আরোহণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি প্রথমসাহসদণ্ড প্রযুক্ত হইবে, পরের বাড়ীর প্রাকার ও প্রাচীরাদিতে উঠিলে মধ্যমসাহসদণ্ড প্রযুক্ত হইবে; এবং গ্রামের ও উপবনের (বাগান বাড়ীর) বাট বা বেরা ভাঙ্গিলে তাহার প্রতি সেই দণ্ডই (অর্থাৎ মধ্যম-সাহসদণ্ডই) প্রযুক্ত হইবে।

সার্থিকেরা (বাণিজ্য জন্য বিদেশে যাত্রাকারীরা) কোনও গ্রামমধ্যে বাসকালে তাহাদের (নিজপার্শ্বস্থ) সারদ্রব্য সমূহের তালিকা (গ্রামাধ্যক্ষের নিকট) জানাইয়া তথায় বাস করিবে। এই ব্যাপারীদিগের কোন দ্রব্য রাত্রিতে চোরিত বা অন্যত্র নীত হইয়া, যদি সেই গ্রামের বাহিরে চলিয়া না যায়, তাহা হইলে গ্রামস্বামী বা গ্রামাধ্যক্ষ সেই দ্রব্য (দ্রব্যাধিকারী সার্থিককে) দিবেন। অথবা, গ্রামসীমান্তে তাহাদের কোন দ্রব্য মুষিত বা অন্যত্র নীত হইলে, বিবীতা-ধ্যক্ষকে তাহা দিতে হইবে। বিবীতবিহীন প্রদেশে দ্রব্য চুরি গেলে বা অন্যত্র নীত হইলে, চোররজ্জুক-নামক চৌরোদ্ধরনিক রাজপুরুষ তাহা দিবেন। তথাপি যদি (সার্থিকদিগের) দ্রব্য সুরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে (তৎ তৎ সীমাস্বামীরা) যদি দ্রব্যের বিচয় বা অন্বেষণ করিতে চাহেন, তবে গ্রামবাসীরা তাহা করিবার অবসর দিবেন। এই ভাবে সীমার অবরোধ অসম্ভব হইলে, পঞ্চগ্রামী ও দশগ্রামীর অধ্যক্ষেরা সেই চোরিত ও অন্যত্র অপনীত দ্রব্যের প্রত্যানয়নদ্বারা তাহা দেওয়াইবেন।

যদি কাহারও বাড়ী দুর্ব্বল হওয়ায়, শকট উর্দ্ধস্তম্ভাদি রহিত হওয়ায়, শস্ত্র আবরণ-রহিত থাকায়, এবং গর্ত্ত, কূপ ও কূট অবপাত (অবপতিত হস্ত্যাদি ধরিবার জন্য প্রচ্ছন্ন গর্ত্ত) মৃত্তিকাদিদ্বারা অপূরিত রাখায়, অন্য কাহারও উপর কোন হিংসা বা অনিষ্ট আপতিত হয়, তাহা হইলে দোষী লোকের প্রতি দণ্ডপারুষ্য-বিহিত দণ্ডের প্রয়োগ করিতে হইবে।

বৃক্ষচ্ছেদন-সময়ে, (গবাদি) দম্য পশুর নাসারজ্জু হরণ (ধরণ বা খোলা)-সময়ে, চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে যে পশুর দমন সিদ্ধ হয় নাই সেই বাহনের চালনের অভ্যাস-সময়ে, কলহপ্রবৃত্ত লোকদিগের পরস্পরের প্রতি কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, দণ্ড, বাণ ও বাহুবিক্ষেপের সময়ে, ও হস্তীতে গমন-সময়ে, কাহারও কোন সংঘট্টনজনিত অনিষ্ট আপতিত হইলে, যদি দোষী লোক (আরোহী প্রভৃতি) সংঘট্টনের পূর্ব্বেই "সরিয়া যাও, সরিয়া যাও" বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হইবে না।

যদি (হস্তীর পাদপেষণাদিদ্বারা মারা যাওয়ার ইচ্ছায়) কেহ (হস্তীর গমনপথের অভিমুখে শয়ান থাকিয়া) হস্তীকে ক্রোধিত করিয়া হত হয়, তাহা হইলে (তদীয় উত্তরাধিকারী বান্ধব) হস্তীকে এক দ্রোণপরিমিত অন্ন, (মদ্য) কুম্ভ, মালা ও (সিন্দুরচন্দনাদি) অনুলেপন-দ্রব্য এবং হস্তীর দন্ত-মার্জ্জনার্থ বস্ত্র হস্তীর জন্য দিবে। ইহা হস্তীর জন্য 'পাদপ্রক্ষালন'-রূপ পূজাবিশেষ, কারণ, অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপনান্তে পবিত্র স্নানে যে পুণ্য হয়, হস্তীর পাদতলে পড়িয়া মৃত্যু ঘটিলে তৎতুল্য পুণ্য অর্জ্জিত হয়। কিন্তু, হস্তিচালকের ঔদাসীন্যে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, চালকের প্রতি উত্তমসাহসদণ্ড প্রদত্ত হইবে।

যদি কোন লোকের নিজের শৃঙ্গযুক্ত (গবাদি) পশুদ্বারা, কিংবা দাঁতযুক্ত (কুক্কুরাদি) পশুদ্বারা অন্য কোনও লোক হিংসিত হয় এবং পশুর স্বামী যদি তাহাকে পশুর হিংসা হইতে মোচন না করে, তাহা হইলে মালিকের উপর প্রথমসাহসদণ্ড প্রযুক্ত হইবে। যদি হিংসিত ব্যক্তিকর্ত্তৃক "তোমার পশুর হিংসা হইতে আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ ভাবে চীৎকারপূর্ব্বক মালিক অনুরুদ্ধ হইয়াও রক্ষা না করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড

প্রযুক্ত হইবে। যদি কোন লোক শৃঙ্গযুক্ত ও দন্তযুক্ত পশুদ্বারা অন্যোন্যের বধ ঘটায়, তাহা হইলে সেই মালিক (মারিত পশুর মালিককে) সেই মূল্যের একটি পশু ও ইহার মূল্য-পরিমিত অর্থ দণ্ডরূপে দিবে।

যদি কেহ দেবতার নামে উৎসৃষ্ট কোন ঋষভ (ষণ্ড), উক্ষা (পুংগব) বা গোকুমারী (গাভী) দ্বারা হাল বাহন করায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি ৫০০ শত পণ দণ্ড বিধেয়। এবং যদি সে এই প্রকার পশুকে অন্য স্থানে তাড়াইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উপর উত্তম-সাহসদণ্ড প্রযুক্ত হইবে।

লোম, দুগ্ধ, বহনকার্য্য ও শাবপ্রসবনদ্বারা উপকারসমর্থ ক্ষুদ্র (মেষাদি) পশুর অপহরণকারীকে সেই মূল্যের একটি পশু ও ইহার মূল্য-পরিমিত অর্থ দণ্ডরূপে দিতে হইবে। সেইরূপ পশুকে যে অন্যত্র সরাইয়া নেয়, তাহার প্রতিও তদ্রূপ দণ্ড প্রযুক্ত হইবে; কিন্তু, দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের জন্য পশুর প্রবাসন ঘটাইলে, সে আর দণ্ডনীয় হইবে না।

যদি কোন শকটের (বলীবর্দ্দের) নাসারজ্জু ছিন্ন হয়, অথবা ইহার যুগ ভাঙ্গিয়া যায়, অথবা (বলীবর্দ্দ) তির্য্যগ্‌ভাবে (তেরছা) কিংবা প্রতিমুখে গমন করে, অথবা পশ্চাদ্দিকে যায়, অথবা যদি অন্য গাড়ী, পশু ও মানুষের ভিড় হয়, এরূপ অবস্থায় কোন লোক হিংসিত হইলে, শাকটিকের কোন দণ্ড বিধেয় হইবে না। অন্যথা হইলে, মানুষ ও অন্য প্রাণীর হিংসাজন্য দোষীকে (শাকটিকাদিকে) রাজা যথোক্ত দণ্ড প্রদান করিবেন। এবং মানুষ ও অন্য বড় (পশুরূপ) প্রাণীর উপর হিংসা না ঘটিয়া যদি (অজাদি) ছোট প্রাণীর উপর আঘাত বা চোট লাগে, তাহা হইলে দোষীকে তেমন একটি প্রাণীও (দণ্ডরূপে) দান করিতে হইবে।

(শকটনিমিত্তক প্রাণিহিংসাবিষয়ে) যদি দেখা যায় যে, শকটের চালক বালক (অর্থাৎ অপ্রাপ্তব্যবহার), তাহা হইলে যানস্থিত মালিকের দণ্ড হইবে। শকটে যদি শকট-স্বামী না থাকেন, তাহা হইলে যানস্থ ব্যক্তিই দণ্ডনীয় হইবে, অথবা প্রাপ্তব্যবহার হইলে গাড়ীচালকই দণ্ডনীয় হইবে। যান যদি বালক বা অপ্রাপ্তব্যবহার চালকদ্বারা অধিষ্ঠিত হয়, এবং ইহাতে কোন পুরুষই যানস্থ না থাকে, তাহা হইলে রাজা সেই যান আত্মসাৎ করিবেন।

যদি কোন পুরুষ অন্যের প্রতি কৃত্যা ও অভিচারদ্বারা কোন (মারণস্তম্ভনাদিরূপ) অনিষ্ট ঘটায়, তাহা হইলে সেই কৃত্যা ও অভিচারকারীর উপরও তদ্রূপ অনিষ্ট ঘটাইতে পারা যাইবে। বাস্তবিক পক্ষে, ভার্য্যা যদি পতিকে না চাহে ও কন্যা যদি পতিকে না চাহে, তাহা হইলে সেই পতি, এবং ভর্ত্তা যদি স্ত্রীকে না চাহে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী বশীকরণাদির প্রয়োগ (বিনা অপরাধে) করিতে পারে। অন্যথা, বশীকরণাদিজনিত হিংসা বা অনিষ্ট ঘটিলে, অনিষ্টকারীর মধ্যমসাহসদণ্ড হইবে।

মাতা ও পিতার ভগিনী (অর্থাৎ মাসী ও পিসী), মাতুলানী (মামী), আচার্য্যপত্নী, পুত্রবধূ, নিজের কন্যা ও নিজের ভগিনীর উপর ব্যভিচারকারীর ত্রিলিঙ্গচ্ছেদন (অর্থাৎ উপস্থ

ও দুই অণ্ডকোষ ছেদন) ও প্রাণদণ্ডের বিধান হইতে পারিবে। যদি মাসী-পিসী প্রভৃতি কামপরায়ণা হইয়া ব্যভিচার করায়, তাহা হইলে তাহাদেরও সেইরূপ দণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্তনদ্বয় ও ভগচ্ছেদন পূর্ব্বক বধদণ্ড হইবে)। দাস, চাকর ও আধিরূপে রক্ষিতপুরুষদ্বারা ইহারা সেইভাবে ভুক্তা হইলে, তাহাদের (ও তুল্যন্যায়ে দাসাদিরও) পূর্ব্ববৎ দণ্ড হইবে।

স্বতন্ত্রাবস্থায় স্থিত ব্রাহ্মণীর উপর ব্যভিচারকারী ক্ষত্রিয়ের উত্তমসাহসদণ্ড ও বৈশ্যের সর্ব্বস্বহরণ বিধেয়। ব্রাহ্মণীগমণকারী শূদ্রকে কটাগ্নিবারা (অর্থাৎ শুষ্ক-ঘাসদ্বারা তাহাকে মুড়াইয়া অগ্নিদীপনদ্বারা) দগ্ধ করা হইবে। রাজার ভার্য্যার উপর ব্যভিচারকারী (ব্রাহ্মণাদি) সকলেরই কুম্ভীপাক-দণ্ড বিধেয় (অর্থাৎ তাহাকে তপ্ত কটাহে ভাজিয়া মারিতে হইবে)।

চণ্ডালীকে গমন করিলে, পুরুষকে মাথায় বন্ধনচিহ্নযুক্ত করিয়া অন্য দেশে চলিয়া যাইতে হইবে। সেই পুরুষ শূদ্র হইলে, তাহাকে চণ্ডালশ্রেণীভুক্তও করা যাইতে পারে। কোন চণ্ডাল কোনও আর্য্যাকে (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাকে) অভিগমন করিলে, তাহার প্রতি বধদণ্ড প্রযোজ্য হইবে এবং স্ত্রীলোকটির কর্ণনাসার ছেদন বিধেয় হইবে।

প্রব্রজিতা বা সন্ন্যাসিনীর গমনে, পুরুষের ২৪ পণ দণ্ড হইবে, এইং সেই প্রব্রজিতা যদি স্বয়ং কামবশা হইয়া ব্যভিচার করায়, তাহা হইলে তাহাকেও সেই দণ্ড (২৪ পণ) দিতে হইবে।

বেশ্যার উপর বলাৎকারসহকারে উপভোগ করিলে, পুরুষের ১২ পণ দণ্ড হইবে।

বহুসংখ্যক পুরুষ যদি একই স্ত্রীর উপর উপভোগ করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের উপর পৃথগ্‌ভাবে ২৪ পণ দণ্ড হইবে।

স্ত্রীলোকের যোনি ব্যতীত অন্যস্থানে (গুদাদিতে) গমন করিলে, পুরুষের প্রতি প্রথমসাহসদণ্ড বিধেয়। পুরুষের উপর উপভোগ করিলেও (উপভোগকারী) পুরুষের প্রতি সেই দণ্ড (অর্থাৎ প্রথমসাহসদণ্ড) বিধেয়।

গবাদি তির্য্যগজন্তুর যোনিতে গমনকারী দুরাত্মার ১২ পণ দণ্ড হইবে, এবং দেবতার প্রতিমাতে গমনকারীর প্রতি তদ্দ্বিগুণ (অর্থাৎ ২৪ পণ) দণ্ড বিধেয় ॥১॥

দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তির উপর দণ্ড বিধান করিলে, রাজাকে ত্রিশগুণ দণ্ড দিতে হইবে, এবং সেই দণ্ডের ধন জলমধ্যে বরুণদেবতার উদ্দেশ্যে প্রদান করিতে হইবে, এবং তৎপর ব্রাহ্মণগণকে (তাহা) দেওয়া হইবে ॥২॥

এইপ্রকার প্রদানদ্বারা রাজার দণ্ডবিধানের ব্যতিক্রমজনিত সেই পাপ শোধিত হয়, কারণ, বরুণই মানুষের উপর অনুচিত ব্যবহারকারী রাজগণের শাসক হয়েন ॥৩॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণে অতিচারের দণ্ড-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় (আদি হইতে ৯০ অধ্যায়) সমাপ্ত।

কণ্টকশোধন-নামক চতুর্থ অধিকরণ সমাপ্ত।

যোগবৃত্ত—পঞ্চম অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

৮৯ম প্রকরণ—দণ্ডকর্ম্ম বা উপাংশু বধের প্রয়োগ

দুর্গ ও রাষ্ট্রের কণ্টকের শোধন (চতুর্থ অধিকরণে) উক্ত হইয়াছে। রাজা ও রাজ্যের (বা অমাত্যাদি প্রকৃতির) কণ্টকশোধন (এই প্রকরণে) বলা হইবে। (সম্প্রতি রাজকণ্টক-সমূহের কথা বলা হইতেছে।)

যে মুখ্যেরা (মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা) রাজাকে নীচে রাখিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন, অথবা যাঁহারা রাজার শত্রুর সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপর সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে নিরাকৃত করিতে হইলে) রাজার পক্ষে, গূঢ়পুরুষগণের প্রণিধি বা নিয়োগ ও কৃত্যপক্ষের (অর্থাৎ শত্রুর কার্য্যবশতঃ যাহারা ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ভীত বা তদ্রূপ হইয়াছে তাহাদের) স্বীকার (অর্থাৎ নিজ পক্ষে আনয়ন)—এই দুই কার্য্য বিহিত। তাহাদের উপজাপকার্য্য ও অপসর্পণকার্য্য পূর্ব্বে (১।১২) বলা হইয়াছে এবং পারগ্রামিকনামক প্রস্তাবে (১৩।১) পরে বলা হইবে।

যে সব বল্লভেরা (অধ্যক্ষেরা), এবং একত্র মিলিত হইয়া কার্য্যকারী যে সব মুখ্যেরা রাজ্যের উপঘাত বা নাশ আনয়ন করেন এবং দূষ্য (বা উপঘাতের যোগ্য) হইলেও যাঁহা-দিগকে প্রকাশভাবে নিবারণ করা সম্ভবপর হয় না, তাঁহাদিগের প্রতি ধর্ম্মরুচি (অর্থাৎ রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী) রাজা উপাংশুদণ্ডের (গোপনভাবে হত্যার) প্রয়োগ করিতে পারেন।

সত্রী (গূঢ়পুরুষবিশেষ), কোন দূষ্য মহামাত্রের (বা মহামাত্যের) ভ্রাতা যদি মহামাত্রদ্বারা অদত্তদায়াংশ বলিয়া অসম্মানিত বোধ করে, তাহা হইলে তাহাকে (মহামাত্রের বিরুদ্ধে) প্রোৎসাহিত করিয়া রাজার নিকট আনিয়া দেখাইবে। রাজা তাহাকে দূষ্যের উপভোগযোগ্য দ্রব্য অধিকপরিমাণে দান করিয়া, দূষ্যের বিরুদ্ধে বিক্রম দেখাইতে প্রয়োজিত করিবেন। শস্ত্র বা বিষপ্রয়োগদ্বারা সেই ভাই মহামাত্রের উপর বিক্রম প্রদর্শন করিলে অর্থাৎ ভাইকে মারিয়া ফেলিলে; ভ্রাতৃঘাতক বলিয়া তাহাকেও রাজা সেই স্থানেই ঘাতিত করিবেন।

ইহাদ্বারা (মহামাত্রের) পারশব-পুত্র (অর্থাৎ নীচবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র) ও পরিচারিকার পুত্রের বিষয়ও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ সত্রীর উপজাপে সেইরূপ পুত্রকেও পিতার বিরুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিয়া পিতৃঘাতী হইলে পর রাজা তাহাকেও মারাইবেন।

সত্রিদ্বারা প্রোৎসাহিত ভ্রাতা দূষ্যমহামাত্রের নিকট নিজেরপ্রাপ্য দায়ভাগ যাচনা করিবে। রাত্রিতে দূষ্য মহামাত্রের দ্বারদেশে শয়ান বা অন্য কোন স্থানে অবস্থানকারী সেই ভ্রাতার সম্বন্ধে তীক্ষ্ননামক গুপ্তচর (তাহাকে নিজে মারিয়াও) এইরূপ ঘোষণা করিবে যে,

এই দায়কামী ভ্রাতা (মহামাত্রদ্বারা) হত হইয়াছে। তৎপর রাজা হত ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইতর পক্ষকে (অর্থাৎ ভ্রাতৃহন্তা বলিয়া উদ্‌ঘোষিত মহামাত্রকে) নিগৃহীত (বা ঘাতিত) করিবেন।

অথবা, সত্রীরা দূষ্যমহামাত্রের সমীপে থাকিয়া দায়ভাগ-যাচনাকারী ভাইকে ঘাতনের ভয় দেখাইয়া ভর্ৎসনা করিবে। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে, রাত্রিতে দূষ্যমহামাত্রের দ্বারদেশে ইত্যাদি বিষয় সমান থাকিবে।

(পিতা-পুত্র বা ভাই-ভাই সম্বন্ধে সম্বন্ধবান্) দুইটি মহামাত্রের মধ্যে যিনি পুত্র, তিনি যদি পিতার কোনও স্ত্রীর উপর, অথবা যিনি পিতা, তিনি যদি পুত্রের স্ত্রীর উপর, অথবা এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার স্ত্রীর উপর ব্যভিচার করেন, তাহা হইলে কাপটিকনামক গুপ্তচরের (১।১১ দ্রষ্টব্য) দ্বারা উভয়ের মধ্যে কলহ বাঁধাইয়া পূর্ব্বরীতিতে উভয়ের মারণ ঘটাইতে হইবে, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একজনদ্বারা দ্বিতীয়ের ঘাত সাধিত হইলে, প্রথমের উপরও ঘাতের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ করণীয় হইবে।

দূষ্য মহামাত্রের যে পুত্র নিজ (শৌর্য্যাদিগুণে) অভিমানী, তাহাকে সত্রী এইভাবে উপজপিত করিবে—"তুমি রাজার পুত্র, শত্রুর ভয়ে তুমি এই (মহামাত্রের) স্থানে ন্যাসরূপে রক্ষিত হইয়াছ"। এই কথায় বিশ্বাসকারী হইলে তাহাকে রাজা গোপনে এই বলিয়া সংকৃত করিবেন—"তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার কাল বা বয়স প্রাপ্ত হইয়াছ সত্য, কিন্তু, এই (রাজ্যকামী) মহামাত্রের ভয়ে তোমাকে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না"। সত্রী তাহাকে সেই মহামাত্রের বধে নিয়োজিত করিবে। পিতাকে বধ করিয়া বিক্রম দেখাইলে পর, (রাজা) তাহাকে পিতৃঘাতক বলিয়া ঘোষিত করিয়া ঘাতিত করিবেন।

(গুপ্তচরের কার্য্যকারিণী) ভিক্ষুকী দূষ্য (অমাত্যাদির) ভার্য্যাকে, নিজের বশীকরণের শক্তিসম্পন্ন ওষধির পরিজ্ঞান জানাইয়া, (তৎপরিবর্ত্তে) বিষদ্বারা তাহাকে বঞ্চিত করিবে (যেন তদ্দ্বারা তাহার পতির মৃত্যু ঘটে)। এইপ্রকার বঞ্চনকার্য্যকে আপ্য-প্রয়োগ বলা হয়। (কোনও সংস্করণে "আপ্তঃ"-পাঠও দেখা যায়।)

অটবীপাল বা পারগ্রামিকদিগকে বধ করার জন্য, বা কান্তার বা বনস্থলীদ্বারা অন্তরিত প্রদেশে রাষ্ট্রপাল কিংবা অন্তপালকে স্থাপন করার জন্য, বা কোপদুষ্ট নগরস্থান (অর্থাৎ তন্নগরবাসীদিগকে) নিয়মন করার জন্য, বা প্রত্যন্তপ্রদেশে প্রত্যাদেয় সহিত (অর্থাৎ শত্রুদ্বারা পূর্ব্বে গৃহীত, অতএব, পুনরায় গ্রহীতব্য, ভূম্যাদি সহিত) সার্থগণদ্বারা অতিবহনযোগ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করার জন্য, (রাজা) দূষ্যমহামাত্রকে অল্পসংখ্যক সেনার সহিত ও তীক্ষ্ণাদি গূঢ়পুরুষযুক্ত করিয়া পাঠাইবেন। তৎপর রাত্রিতে বা দিবাতে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে, তীক্ষ্ণগণ প্রতিরোধকের (লুণ্ঠনকারী দস্যুর) বেশধারী হইয়া (সেই দূষ্য মহামাত্রকে) বধ করিবে এবং প্রচার করিবে যে, এইব্যক্তি যুদ্ধে হত হইয়াছেন। অথবা, যাত্রা (শত্রুর প্রতি অভিযান) ও বিহারের (ক্রীড়াদির) জন্য প্রস্তুত হইয়া

(রাজা) দূষ্য মহামাত্রদিগকে দর্শনার্থ আহ্বান করিবেন। সঙ্গে গূঢ়ভাবে শস্ত্ররক্ষণশীল তীক্ষ্ণনামক গুপ্তচরদিগের সহিত তাঁহারা (মহামাত্রেরা, রাজকুলে) প্রবেশ করিলে, (রাজসমীপে) প্রবেশলাভার্থ মধ্যম কক্ষ্যাতে (সঙ্গে কোন শস্ত্রাদি আছে কি না তদ্বিষয়ে) নিজ শরীরের অন্বেষণ করাইতে স্বীকার করিবেন। তৎপর দৌবারিককর্ত্তৃক অভিগৃহীত (গ্রেপ্তারে আবদ্ধ) তীক্ষ্ণগণ প্রকাশ করিবে যে, তাহারা দূষ্য (মহামাত্রগণদ্বারা সশস্ত্র করাইয়া) প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহারা (তীক্ষ্ণেরা) সেই বিষয়টা (অর্থাৎ মহামাত্রগণকর্ত্তৃক রাজার বধচেষ্টার কথাটা) প্রচারিত করিয়া (সেই দোষের জন্য) দূষ্যদিগকে বধ করিবে। কিন্তু, সেই তীক্ষ্ণগণের পরিবর্ত্তে অন্যলোক (রাজাদেশে) বধ্য হইবে।

অথবা, (দুর্গাদির) বাহিরে (পরিদর্শনার্থ) নির্গত হইয়া, (রাজা) নিকটবর্ত্তী আবাসে বাসকারী দূষ্য মহামাত্রদিগকে বিশেষ সৎকারাদি প্রদর্শন করিবেন। রাত্রিতে মহারাণীর বেশধারিণী কোন দুষ্ট স্ত্রীকে তাঁহাদের আবাসে ধৃত করাইবেন (যেন বিচয়ব্যস্ত লোকেরা মহারাণীকেই অন্বেষণ করিতেছে)। ইহার পরে পূর্ব্ব রীতির সমান কর্ম্ম জ্ঞাতব্য (অর্থাৎ দেবীকামুক বলিয়া খ্যাপিত করিয়া মহামাত্রদিগের বধসাধন করাইতে হইবে)।

"তোমার রন্ধনকারী বা খাদ্যপ্রস্তুতকারী বেশ ভাল পাক করে" এইভাবে প্রশংসা করিয়া (রাজা) দূষ্য মহামাত্রের নিকট ভক্ষণের জিনিষ যাচনা করিবেন, অথবা (দুর্গের) বাহিরে কোন পথে গেলে কোনও স্থানে (তাঁহার নিকট) পানীয় যাচনা করিবেন। (তৎপর) সেই (খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়) উভয় বস্তুতে (গোপনে) বিষ যোজনা করাইয়া —ইহার প্রথম আস্বাদনে সেই মহামাত্রদ্বয়কে (ভক্ষ্যভোজ্যদায়ী মহামাত্র ও পানীয়দায়ী মহামাত্রকে) খাওয়াইবেন, (তাঁহারাও মারা যাইবেন)। এইকথা (অর্থাৎ সূদ ও ভক্ষকার উভয়েই মহামাত্রদ্বয়কে বিষ খাওয়াইয়াছে এই বিষয়) প্রচার করিয়া, তাহারা উভয়েই বিষপ্রদানকারী বলিয়া রাজা তাহাদিগকে বধ করাইবেন। অথবা, আভিচারিক কার্য্যে শ্রদ্ধালু (দূষ্য) মহামাত্রকে সিদ্ধপুরুষের বেশধারী গুপ্তচর এই কথা বুঝাইবে যে, তিনি যদি সুলক্ষণযুক্ত গোধা, কূর্ম্ম, কর্কট ও কূটের (হরিণবিশেষের) অন্যতমকে (অভিচার কর্ম্মদ্বারা পাক করিয়া) খান, তাহা হইলে তিনি সব মনোরথ প্রাপ্ত হইবেন। এই কথাতে বিশ্বাসকারী মহামাত্র যখন (শ্মশানাদিতে) অভিচারকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন (তিনি) তাঁহাকে বিষপ্রয়োগদ্বারা, অথবা লৌহমুষলের আঘাতদ্বারা ঘাতিত করিবেন এবং ইহাই প্রসিদ্ধ করাইবেন যে, তিনি অভিচারকর্ম্মের বৈগুণ্যবশতঃ (পিশাচাদিদ্বারা) হত হইয়াছেন।

অথবা, চিকিৎসকের বেশধারী গুপ্তচর দূষ্য (মহামাত্রের) নিজের দুরাচার হইতে উৎপন্ন ব্যাধি কিংবা অসাধ্য বা প্রতীকারহীন ব্যাধি তাহার হইয়াছে বলিয়া স্থির করিয়া, তাঁহাকে ঔষধ ও ভোজনদ্রব্যের সঙ্গে বিষ প্রযোগ করিয়া মারিয়া ফেলিবে।

অথবা, সূদ (মাংসাদিপাচক) ও আরালিক (তণ্ডুলাদিপাচক)—এই উভয়ের বেশধারী গুপ্তচরেরা দূষ্য (মহামাত্রের) বিরুদ্ধে (গোপনে) নিযুক্ত থাকিয়া বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে।

'এই পর্য্যন্ত উপনিষৎ বা গুপ্তবিধিতে (দূষ্যাদির) প্রতিষেধ বা নিগ্রহ অভিহিত হইল।

এখন এক প্রযত্ন দুইটি দূষ্যের নিগ্রহসম্বন্ধে এইরূপ বলা হইতেছে। যে-স্থানে কোন একটি দূষ্যকে নিগৃহীত করিবার আবশ্যক হয়, সে-স্থানে (রাজা) অন্য একটি দূষ্যকে ফল্গুবল (স্বল্পসংখ্যক সৈন্য) ও তীক্ষ্ণ-নামক গুপ্তচরদ্বারা যুক্ত করিয়া পাঠাইবেন। তাহাকে এইরূপ বলিয়া দিতে হইবে—"অমুক দুর্গে বা রাষ্ট্রে যাও—সেখানে যাইয়া সেনাতে উপযুক্ত লোক ভর্ত্তি করাও, অথবা টাকা উঠাও, অথবা, বল্লভ বা অধ্যক্ষ হইতে টাকা সংগ্রহ করাও, অথবা অধ্যক্ষের কন্যাকে বলাৎকার-সহকারে অধিকার কর, অথবা দুর্গকর্ম্ম, সেতুকর্ম্ম, বণিক্‌পথকর্ম্ম, শূন্যনিবেশনকর্ম্ম (অর্থাৎ শূন্যস্থানে গৃহাদি নিবেশনকর্ম্ম), খনিকর্ম্ম, দ্রব্যবনকর্ম্ম (দারুপ্রভৃতি বনের কর্ম্ম) ও হস্তিবনকর্ম্ম সমূহের অন্যতম কাজ করাও, অথবা রাষ্ট্রপালের ও অন্তপালের কর্ম্ম করাও। অথবা, যে লোক তোমার এইসব কাজে বাধা দিবে, অথবা তোমাকে কোনও সাহায্য প্রদান না করিবে, তাহাকে বাঁধিয়া আনিবে।" এই প্রকারেই তিনি সেই স্থানের লোক-দিগকে (যাহারা সেখানকার দূষ্যের পক্ষপাতী তাহাদিগকে) (বাচিক সংবাদ) পাঠাইবেন—"অমুক (প্রেষ্যমাণ) লোকটির অবিনয় যেন তোমরা প্রতিরোধ করিও।" (সৈন্য ও টাকা উত্থাপনরূপ) কলহবহুল কারণ উপস্থিত হইলে, অথবা (প্রেষিত দূষ্যদ্বারা আরব্ধ কর্ম্মের) বিঘ্ন উপস্থিত হইলে পর, যদি সেই (প্রেষিত দূষ্য) বিবাদপরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে (তাহার সঙ্গী) তীক্ষ্ণগণ গোপনে শস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা বধ করিবে। আবার (রাজনিযুক্ত লোককে ইহারা বধ করিয়াছে, এই ছল প্রকাশ করিয়া) সেই অপরাধে (তৎস্থানের) অন্য দূষ্যেরাও নিয়মিত বা মারিত হইবে।

অথবা, দূষ্য নগর, গ্রাম বা কুলে (পরিবারে), যদি সীমা, ক্ষেত্র, খলস্থান (অর্থাৎ ধান্য মাড়িবার খামার) ও গৃহসীমাসম্বন্ধে, (সুবর্ণাদি মূলবান্) দ্রব্য, (বস্ত্রাদি) উপকরণ, শস্য ও (যানাদি) বাহনের উপঘাতবিষয়ে, কিংবা প্রেক্ষাকার্য্য (অভিনয়াদি তামাসা) ও বিবাহাদি উৎসবসম্বন্ধে কোনও কলহ উৎপন্ন হয়, কিংবা তীক্ষ্ণনামক গুপ্তচরগণদ্বারা ইহা উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে তীক্ষ্ণেরা (প্রচ্ছন্নভাবে দূষ্যদের উপর) শস্ত্র-প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া এইরূপ প্রচার করিবে "অমুক ব্যক্তির সহিত কলহ করিয়া ইহাদের এইরূপ গতি হইয়াছে।" পরে অন্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মারণদোষ প্রচার করিয়া, তাহাদিগকেও সেই অপরাধের জন্য (রাজা) নিয়মিত করাইবেন।

অথবা, যে দূষ্যগণের কলহের মূল পাকিয়া গিয়া দৃঢ় হইয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্র, খল ও বাড়ীঘর অগ্নিদ্বারা জ্বালাইয়া দিয়া, কিংবা তাহাদের বন্ধুবান্ধবের (যানাদি) বাহনসমূহে শস্ত্র-পাতদ্বারা তাহা নাশ করিয়া, পূর্ব্ববৎ সেই তীক্ষ্ণেরা বলিবে "আমরা অমুক ব্যক্তিদ্বারা এই কাজ করিতে প্রযুক্ত হইয়াছি।" তৎপর সেই দোষের জন্য রাজা (দূষ্যগণকে) নিয়মিত করাইবেন।

দুর্গে ও রাষ্ট্রে বাসকারী দূষ্যগণকে সত্রিনামক গুপ্তচরেরা চেষ্টা করিয়া তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া পরস্পরের বাড়ীতে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাইবে। সেখানে বিষদায়ী চরেরা বিষপ্রদানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মৃত্যু ঘটাইবে, পরে সেই দোষের জন্য অপর দূষ্যগণকে রাজা নিয়মিত করাইবেন।

অথবা, (গুপ্তচরের কার্য্যে নিযুক্তা) ভিক্ষুকী কোন দূষ্য রাষ্ট্রমুখ্যকে (উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে) এই বলিয়া উপজাপদ্বারা বশীভূত করিবে যে, অপর দূষ্য রাষ্ট্রমুখ্যের স্ত্রী, পুত্রবধূ বা কন্যা তাঁহাকে কামনা করেন। সেই ব্যক্তি এই কথা বিশ্বাস করিলে পর, (সেই ভিক্ষুকী) তাঁহার নিকট হইতে (অপর দূষ্য রাষ্ট্রমুখ্যের স্ত্রী প্রভৃতির জন্য) কোন আভরণ লইয়া আসিয়া তাঁহার স্বামীকে (অর্থাৎ অপর দূষ্য রাষ্ট্রমুখ্যকে) দেখাইবে। (এবং সে এইরূপও বলিবে)—"অমুক মুখ্য যৌবনমদে দৃপ্ত হইয়া আপনার স্ত্রী, পুত্রবধূ বা কন্যাকে কামনা করিতেছেন।" তৎপর উভয়ের কলহ উপস্থিত হইলে পর, (তীক্ষ্ণ-পুরুষেরা রাত্রিতে তাঁহাকে গোপনে বধ করিয়া, এই বধের দোষ অপর দূষ্যের উপর চাপাইয়া দিয়া তাঁহার উপরও রাজদণ্ডের ব্যবস্থা করাইবে) ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য।

কিন্তু, দণ্ডোপনত (৭।১৫-তে উক্ত স্বসেনাদ্বারা বশীভূত) রাজারা দূষ্য হইলে, তাঁহা-দিগের সম্বন্ধে (বিজিগীষুর) যুবরাজ বা সেনাপতি কোনরূপ কিঞ্চিৎ অপকার সাধন করিয়া, (দেশ হইতে) বহির্গত হইয়া (তাঁহাদের প্রতি) বিক্রম প্রদর্শন করিবে। তৎপর রাজা দূষ্যভূত অন্য দণ্ডোপনত রাজাদিগকে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য ও তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষদ্বারা যুক্ত করিয়া অপরদিগের প্রতি (যুদ্ধাদির জন্য) প্রেরণ করিবেন। এইভাবে সর্ব্বপ্রকার উপায়ই সমানপ্রায় (অর্থাৎ দুইপ্রকার দূষ্যের মধ্যে কলহ বাঁধাইয়া দিয়া, একের দ্বারা অন্যের বধ সাধন হইলে, তাহাকেও সেই অপরাধে বধকরা ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত রীতিতে উপায়প্রয়োগ সমান হইবে)।

সেই মারিত (দণ্ডোপনত) দূষ্য রাজাদিগের যে যে পুত্রেরা (বিজেগীষুর) নিন্দা করিবেন, তন্মধ্যে যে পুত্রটি নির্ব্বিকার (অর্থাৎ রাজদ্রোহের চিন্তারহিত) থাকিবেন, তিনিই পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। এইভাবে তাঁহার রাজ্য হইতে সর্ব্বপ্রকার পুরুষদোষ (রাজদ্রোহাদি) দূরীভূত হওয়ায়, সেই রাজ্য তদীয় পুত্রপৌত্রগণেও অনুবর্ত্তিত হইবে।

ক্ষমাশীল রাজা বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে কোন আশঙ্কা না রাখিয়া নিজপক্ষে ও পরপক্ষে এই গূঢ় দণ্ডের প্রয়োগ করিবেন॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যোগবৃত্ত-নামক পঞ্চম অধিকরণে দাণ্ডকর্ম্মিক-নামক
প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে ৯১ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৯০ম প্রকরণ—কোশাভিসংহরণ বা নির্দ্দিষ্ট কোশ অপেক্ষায় অধিক কোশ সংগ্রহ

রাজার কোশ অল্প হইয়া পড়িলে, এবং অতর্কিতভাবে তাঁহার অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে, রাজা কোশসংগ্রহ করিতে পারেন (অর্থাৎ অর্থসংচয়ের উপায় অবলম্বন করিয়া রাজকোশ বাড়াইতে পারেন)। যদি কোনও মহান্ বা বড় জনপদ স্বল্পধনপ্রমাণবিশিষ্ট হয়, অথবা যদি ইহার শস্যজীবন বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে ('অদেবমাতৃক' পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে—'যাহার শস্যজীবন নদী প্রভৃতির জলের উপর নির্ভর করে) এবং ইহাতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে রাজা সেখানকার জনপদবাসীদিগ হইতে ধান্যের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ যাচনা করিয়া লইবেন (অর্থাৎ বলাৎকার-সহকারে লইবেন না); কিন্তু, কোনও জনপদ যদি মধ্যম বা অবর (অধম) শ্রেণীর হয়, তাহা হইলে সেখান হইতে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ বুঝিয়া ইহার অংশ গ্রহণ করিবেন।

দুর্গকর্ম্ম, সেতুকর্ম্ম, বণিক্‌পথ, শূন্যনিবেশ, খনি, দ্রব্যবন ও হস্তিবন—এই সাতপ্রকার কার্য্যদ্বারা যে প্রত্যন্তপ্রদেশ স্বল্পধনপ্রমাণবিশিষ্ট হইয়াও (রাজা ও প্রজার) উপকার সাধন করে, রাজা সে প্রত্যন্তপ্রদেশ হইতে (কোশবৃদ্ধির জন্য কোশ) যাচনা করিবেন না।

নূতন জনপদনিবেশকারী কৃষককে তিনি ধান্য, পশু ও হিরণ্যাদি (নগদ টাকা প্রভৃতি) দিবেন। তিনি সেখানে উৎপন্ন ধান্যের চতুর্থাংশ, হিরণ্য বা নগদ টাকাদ্বারা, ক্রয় করিবেন; কিন্তু, তিনি দেখিবেন যেন কৃষকের বপনের বীজ ও খাইবার ভক্ত বা অন্ন কম না পড়ে, অর্থাৎ বীজ ও ভক্তাবশিষ্ট ধান্যেরই খরিদ বিধেয় হইবে।

অরণ্যে স্বয়ং উৎপন্ন (ধান্যাদি) ও শ্রোত্রিয়দ্বারা উৎপন্ন শস্যাদি ধনও রাজা পরিহার করিবেন, অর্থাৎ তাহা হইতে ভাগ গ্রহণ করিবেন না। সেই ধান্যাদিও অনুগ্রহসহকারে, অর্থাৎ বীজ ও ভক্ত রক্ষা করিয়া, খরিদ করিবেন।

অথবা, তাঁহার (শ্রোত্রিয়ের) অকরণে অর্থাৎ যদি শ্রোত্রিয় নিজে কৃষি না করেন, তাহা হইলে সমাহর্ত্তার পুরুষেরা (কর্ম্মচারীরা) গ্রীষ্মকালে কর্ষকগণদ্বারা বপন কার্য্য করাইবেন। কর্ষকের প্রমাদবশতঃ যদি উক্ত বীজাদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নষ্ট বীজাদির দ্বিগুণ অত্যয় বা দণ্ড বিধান করিয়া (পুনর্ব্বার) বীজবপন-সময়ে বীজসম্বন্ধীয় লেখ্য (সংবিৎ-লেখ্য) করিয়া লইবেন। বীজ ফলিত হইতে থাকিলে তাঁহারা কৃষককে কাচা ও পাকা শস্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিবেন; কিন্তু, দেবপূজা ও পিতৃপূজার জন্য, অথবা গরুর জন্য শাকমুষ্টি ও হস্তচ্ছিন্ন ধান্যমুষ্টি সে নিতে পারিবে। তাঁহারা (সমাহর্ত্তৃপুরুষেরা) ভিক্ষুক ও গ্রামভৃতকের (অর্থাৎ নাপিত-রজকপ্রভৃতির) জন্য ধান্যরাশির তলগত অর্থাৎ নীচের ধান্য পরিত্যাগ করিবেন।

যদি কৃষক স্বশস্যের পরিমাণ লুকায় (অর্থাৎ করমুক্তির জন্য ধান্য চুরি করিয়া রাখে', তাহা হইলে অপহৃত ধান্যের আট গুণ তাহার দণ্ড বা জরিমানা হইবে। স্ববর্গস্থিত অর্থাৎ একগ্রামবাসী কেহ যদি অন্যের শস্য অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশ-গুণ সীতাত্যয় অর্থাৎ অপহৃত ক্ষেত্রশস্যের পঞ্চাশ-গুণ দণ্ড হইবে। কিন্তু, সে যদি বাহ্য বা গ্রামান্তরবাসী হয়, তাহা হইলে এই অপরাধে তাহার বধদণ্ড হইবে।

তাঁহারা (পূর্ণ মাত্রায় উৎপন্ন) ধান্যের চতুর্থাংশ, এবং বন্য ধান্যের ও তুলা, লাক্ষা, ক্ষৌম, বল্ক, (বৃক্ষত্বক্), কার্পাস, রোমজাত, কৌশেয়ক (রেশম), ঔষধ, গন্ধ (চন্দনাদি), পুষ্প, ফল ও শাকপণ্যের এবং কাষ্ঠ, বংশ, মাংস ও শুষ্কমাংসের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবেন। (তাঁহারা) (হস্তিপ্রভৃতির) দাঁত ও (গবাদির) চর্ম্মের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিবেন। রাজপক্ষের আজ্ঞা না লইয়া এই সব দ্রব্য বিক্রয়কারীর উপর পূর্ব্ব বা প্রথমসাহসদণ্ড বিধেয় হইবে।

এই পর্য্যন্ত কর্ষকদিগ হইতে প্রণয় বা রাজপক্ষে করযাচনা উক্ত হইল।

সুবর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবাল, অশ্ব ও হস্তী —এই সব পণ্যের ব্যবহারীকে পঞ্চাশভাগের একভাগ কররূপে দিতে হইবে। সূত্র, কাপড়, তাম্র, বৃত্ত (ধাতুবিশেষ), কাঁস, গন্ধ, ভৈষজ্য, শীধু (সুরা)—এই সব পণ্যের ব্যাপারীকে চত্বারিংশৎ ভাগের এক ভাগ কররূপে দিতে হইবে ধান্য, রস (তৈলঘৃতাদি) ও লোহজাত পণ্যের ব্যবহারীকে ও শকটের কারবারীকে ত্রিশ ভাগের এক ভাগ কররূপে দিতে হইবে। কাচের ব্যবহারীকে ও বড় বড় কারুকে উপার্জ্জনের বিংশতিভাগের একভাগ কররূপে দিতে হইবে। ছোট ছোট কারুকে ও বন্ধকী ব কুলটা স্ত্রীকে পোষণ করিয়া উপর্জ্জনকারীকে দশ ভাগের এক ভাগ কররূপে দিতে হইবে। কাষ্ঠ, বেণু পাষাণ, মৃত্তিকাভাণ্ড, পক্কান্ন ও শাক—এইসব পণ্যের ব্যবহারীকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ কররূপে দিতে হইবে। কুশীলব (নটনর্ত্তকাদি) ও বেশ্যাদিগের স্বোপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধাংশ কররূপে দিতে হইবে। বাণিজ্যাদি কর্ম্মে অব্যাপৃত বণিক্‌দিগের প্রত্যেক জন হইতে এক হিরণ্য (এক টাকা) কররূপে সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাদের (অব্যাপাররূপ) কোনও অপরাধ উপেক্ষা করা হইবে না, অর্থাৎ তাহাদের দেয় হিরণ্যকর অবশ্যই সংগৃহীত হইবে। যে-হেতু তাহারা নিজের তৈয়ারী পণ্যাদি অপরের কৃত বলিয়া ছল করিয়া বিক্রয় করে (রাজদেয় কর এড়াইবার জন্য)।

এই পর্য্যন্ত ব্যবহারী বা ব্যাপারীদিগের নিকট হইতে প্রণয় বা অর্থযাচনা নিরূপিত হইল।

কুক্কুট ও সূকর-পোষকেরা (স্ববর্দ্ধিত) জন্তুদিগের অর্দ্ধভাগ রাজকররূপে দিবে। ক্ষুদ্র পশু (ছাগাদি)- পোষকেরা এক ষষ্ঠাংশ দিবে। গরু, মহিষ, অশ্বতর (খচ্চর), গর্দ্দভ ও উষ্ট্রপালকেরা এক দশম ভাগ দিবে। বন্ধকী বা কুলটা স্ত্রী-পোষকেরা রাজার অনুমতি প্রাপ্ত (কিংবা রাজকিঙ্করীভূত) পরমরূপযৌবনবতী স্ত্রীদ্বারা রাজকোশের নিমিত্ত ধন-সঞ্চয় করিবে।

এই পর্য্যন্ত যোনিপোষকগণ-সম্বন্ধে প্রণয় বা রাজার্থ জন্য যাচনা ব্যাখ্যাত হইল।

এইপ্রকার করপ্রণয় একবার মাত্রই হওয়া চলে, দুইবার নহে। উপরি উক্ত প্রণালীতে (কোশবৃদ্ধির জন্য) কর-প্রণয় না করা হইলে, সমাহর্ত্তা কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের ব্যপদেশ (ছল) করিয়া পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের নিকট (রাজার্থ ধন) মাগিয়া লইতে পারেন। এই কার্য্যে (সমাহর্ত্তার) সংকেতিত পুরুষেরা সর্ব্বাগ্রে অধিক মাত্রায় ধন দিবে। এই প্রকারে রাজা পৌর ও জানপদ জনগণ হইতে ধন যাচ্ঞা করিবেন। যে সমস্ত পৌর ও জানপদেরা (এই কার্য্যে) অল্প ধন প্রদান করিবে কাপটিক-নামক গূঢ়পুরুষেরা তাহাদিগের কুৎসা বা নিন্দা করিবে। যাঁহারা ধনী লোক তাঁহাদের সার বা ধনবল বুঝিয়া (রাজা) তাঁহাদের নিকট (ধন) যাচনা করিবেন। অথবা, রাজা হইতে প্রাপ্ত উপকার স্মরণ করিয়া, কিংবা রাজার আপন বশবর্ত্তী বলিয়া, আঢ্যজনেরা যাহাই দিবেন, (রাজা তাহাই গ্রহণ করিবেন), এবং তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হিরণ্য বা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে (অধ্যক্ষাদি) পদ, ছত্র, (উষ্ণীষাদি) বেষ্টন, ও (কনকবলয়াদি) বিভূষণ প্রদান করিবেন, অর্থাৎ এই সব দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি সৎকার দেখাইবেন। কোনও পাষণ্ডের (ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের) দ্রব্য ও কোনও (বৌদ্ধ) সংঘের দ্রব্য, অথবা শ্রোত্রিয়-গণের ভোগ্যাতিরিক্ত (মন্দির)-দেবতার দ্রব্য রাজার পক্ষে কৃত্যকারীরা (কার্য্যসম্পাদক পুরুষেরা)—'ইহা অমুক প্রেতব্যক্তির হস্তে, কিংবা যাহার গৃহ দগ্ধ হইয়াছে তাহার হস্তে রক্ষার্থ ন্যাস বা নিক্ষেপরূপে রক্ষিত ছিল' এই ব্যপদেশে—গ্রহণ করিয়া (রাজসমীপে) অর্পণ করিবে।

দেবতাধ্যক্ষ দুর্গের ও রাষ্ট্রের দেবতাগণের ধন যথাযথভাবে (শত্রুভয়ে) একস্থানে একত্রিত রাখিবেন এবং সেইভাবেই রাজাকে আনিয়া দিবেন। কোনও প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থানে ভূমিভেদপূর্ব্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন—এই ব্যপদেশে সেখানে রাত্রিতে (অর্থাৎ নির্জ্জনে) একটি দৈবতচৈত্য বা দেবতার বেদি উত্থাপিত করিয়া (উক্ত দেবতাধ্যক্ষ) সেখানে যাত্রা (উৎসবাদি) ও সমাজ (জনমেলা) দ্বারা দৈবতার্থ ধনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, অর্থাৎ সেই স্থানে যাত্রিলোকের প্রদত্ত ধন রাজসমীপে গোপনে অর্পণ করিবেন। (তিনি) ইহাও খ্যাপনা করিতে পারেন যে, সেই চৈত্যের উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে (স্ব ঋতুর ব্যতিরিক্ত কালে) পুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই সেখানে দেবতার অভিগমন নিশ্চিত হইয়াছে, ইহা খ্যাপিত করাইবেন। অথবা, সিদ্ধপুরুষের বেশধারী গূঢ়-পুরুষেরা (শ্মশানাদির নিকটবর্ত্তী) কোনও বৃক্ষে প্রতিদিন এক একটি মানুষ ভক্ষণার্থ কররূপে দিতে হইবে—এই মর্ম্মে রাক্ষসের ভয় উৎপাদন করিয়া, পৌর ও জানপদ জন হইতে বহু টাকা লইয়া সেই ভয়ের প্রতীকার করিবে, অর্থাৎ রাক্ষসভয়ে স্বজীবনার্থ প্রদত্ত টাকা রাজাকে গোপনে অর্পণ করিবে। অথবা, কোনও সুরঙ্গযুক্ত কূপে অন্তশ্ছিদ্রযুক্ত নাগমূর্ত্তিতে অনিয়মিত অর্থাৎ তিন বা পাঁচ সংখ্যাপরিমিত মস্তকযুক্ত নাগ (দর্শকবৃন্দকে) দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে হিরণ্য বা টাকা উপহাররূপে লইবে (এবং সেই টাকা রাজসমীপে অর্পণ করিবে)। চৈত্যের কিংবা বল্মীকের কোনও ছিদ্রে (হঠাৎ) কোন সর্প দেখা গেলে, সেই সর্পকে (আয়ত্তী-করণের মন্ত্র ও ওষধিদ্বারা) নিরুদ্ধগতি করিয়া শ্রদ্ধালু লোককে দেখাইবে (অর্থাৎ বলিবে

যে দেবতার প্রভাবে সর্পের সংজ্ঞা প্রতিবদ্ধ হইয়াছে)। যাহারা অশ্রদ্ধালু তাহাদিগকে আচমন (ভোজন। ও প্রোক্ষণ (স্নানাদি) দ্রব্যে (স্বল্পমাত্রায়) বিষ মিশাইয়া মোহিত করিয়া, 'ইহা দেবতার অভিশাপ' এই বলিয়া প্রচার করিবে। অথবা, অভিত্যক্ত বা বধ্য জনকে সর্পদ্বারা দষ্ট করাইয়া (দেবতার অভিশাপ বলিয়া প্রচার করিবে)। অথবা, ঔপনিষদিক অধিকরণে প্রোক্ত বিষাদিযোগের প্রতীকারদ্বারা (রাজার কোশবৃদ্ধির জন্য) কোশসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিবে।

অথবা, বণিকের বেশধারী গূঢ়পুরুষ (বিক্রয়ার্থ) অনেক পণ্যদ্রব্য ও অনেক সহায়ক (কর্মচারী) সঙ্গে লইয়া (ক্রয়বিক্রয়-) ব্যবহার আরম্ভ করিবে। যখন সে পণ্যের অনেক মূল্য সঞ্চয় করিবে এবং (তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট) অন্যেরা নিক্ষেপ বা টাকা আমানত রাখিবে এবং বৃদ্ধির জন্য তাহাকে প্রয়োগ বা টাকা ধার দিবে এবং সেই কারণে সে অত্যন্ত ধনাধিকারী হইয়া বসিবে, তখন (রাজা) রাত্রিতে তাহার সেই উপচিত ধন চুরি করাইবেন (অর্থাৎ তদ্দ্বারা নিজ কোশ আংশিক বৃদ্ধি করাইবেন)।

এই প্রকারে সরকারী মুদ্রাপরীক্ষক ও রাজকীয় সুবর্ণকারদ্বারাও (রাজা) রাজকোশ-সংবৃদ্ধি করাইবেন (অর্থাৎ রূপদর্শক ও সুবর্ণকারের নিকট যথাক্রমে পরীক্ষণার্থ রক্ষিত মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি-নির্মাণের জন্য রক্ষিত সুবর্ণাদি দ্রব্য রাজা রাত্রিতে চুরি করাইবেন), তাহাও ব্যাখাত হইল।

অথবা, বণিকের বেশধারী গুপ্তপুরুষ নিজের ক্রয়বিক্রয়ব্যবহারের প্রসিদ্ধি ঘটিলে, প্রহবণ বা তুষ্টিভোজের ছল করিয়া (অন্যের নিকট হইতে) অনেক রূপ্যজাত ও সুবর্ণজাত ভাণ্ড যাচিয়া বা ভাড়া লইয়া সংগ্রহ করিবে। সমাজ বা বহুলোকের সমাগমে নিজের সমস্ত পণ্যভাণ্ড দেখাইয়া নগদ টাকা ও সুবর্ণ ঋণরূপে গ্রহণ করিবে। এবং নিজের বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্যও (দ্রব্য সরবরাহ করার পূর্ব্বেই) গ্রহণ করিবে। এই উভয় প্রকারের ধন (অর্থাৎ সেই রূপ্যাদি ভাণ্ড ও মূল্যের টাকা) রাত্রিতে (রাজা) চুরি করাইবেন।

সাধ্বী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী (রাজকীয়) গূঢ়স্ত্রীগণদ্বারা (রাজদ্বেষী) দূষ্যজনদিগকে উন্মাদিত করাইয়া, তাহাদের (সেই স্ত্রীলোকদিগের) বাড়ীতেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়া (তাহারা) তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে।

অথবা, দূষ্যপুরুষের নিজকুলের লোকদিগের (কোনও দায়াদি বিষয়সম্বন্ধে) বিবাদ উপস্থিত হইলে, রাজপ্রযুক্ত বিষদায়ী গূঢ়পুরুষেরা (এক পক্ষের লোকের প্রতি) বিষ প্রয়োগ করিবে। অপর পক্ষকে সেই দোষে দোষী বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করাইবে। অথবা, কোনও অভিত্যক্ত বা বধ্য ব্যক্তি দূষ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কাছে এমন ভাবে কোনও পণ্য বা নগদ আমানত টাকা, বা কোনও ঋণপ্রয়োগের টাকা, বা কোন দায়ভাগের বস্তু চাহিবে, যেন সকলেই বিশ্বাস করে যে, উভয়ের মধ্যে এই সব বস্তুবিষয়ে কোন সম্বন্ধ রহিয়াছে। অথবা, সে দূষ্যকে তাহার 'দাস' বলিয়া প্রখ্যাত করিবে। অথবা, তাহার (দূষ্যের) স্ত্রী, পুত্রবধূ কিংবা কন্যাকে নিজের 'দাসী' বলিয়া কিংবা নিজের

এইপ্রকার করপ্রণয় একবার মাত্রই হওয়া চলে, দুইবার নহে। উপরি উক্ত প্রণালীতে (কোশবৃদ্ধির জন্য) কর-প্রণয় না করা হইলে, সমাহর্ত্তা কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের ব্যপদেশ (ছল) করিয়া পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের নিকট (রাজার্থ ধন) মাগিয়া লইতে পারেন। এই কার্য্যে (সমাহর্ত্তার) সংকেতিত পুরুষেরা সর্ব্বাগ্রে অধিক মাত্রায় ধন দিবে। এই প্রকারে রাজা পৌর ও জানপদ জনগণ হইতে ধন যাচ্ঞা করিবেন। যে সমস্ত পৌর ও জানপদেরা (এই কার্য্যে) অল্প ধন প্রদান করিবে কাপটিক-নামক গূঢ়পুরুষেরা তাহাদিগের কুৎসা বা নিন্দা করিবে। যাঁহারা ধনী লোক তাঁহাদের সার বা ধনবল বুঝিয়া (রাজা) তাঁহাদের নিকট (ধন) যাচনা করিবেন। অথবা, রাজা হইতে প্রাপ্ত উপকার স্মরণ করিয়া, কিংবা রাজার আপন বশবর্ত্তী বলিয়া, আঢ্যজনেরা যাহাই দিবেন, (রাজা তাহাই গ্রহণ করিবেন), এবং তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হিরণ্য বা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে (অধ্যক্ষাদি) পদ, ছত্র, (উষ্ণীষাদি) বেষ্টন, ও (কনকবলয়াদি) বিভূষণ প্রদান করিবেন, অর্থাৎ এই সব দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি সৎকার দেখাইবেন। কোনও পাষণ্ডের (ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের) দ্রব্য ও কোনও (বৌদ্ধ) সংঘের দ্রব্য, অথবা শ্রোত্রিয়-গণের ভোগ্যাতিরিক্ত (মন্দির)-দেবতার দ্রব্য রাজার পক্ষে কৃত্যকারীরা (কার্য্যসম্পাদক পুরুষেরা)—'ইহা অমুক প্রেতব্যক্তির হস্তে, কিংবা যাহার গৃহ দগ্ধ হইয়াছে তাহার হস্তে রক্ষার্থ ন্যাস বা নিক্ষেপরূপে রক্ষিত ছিল' এই ব্যপদেশে—গ্রহণ করিয়া (রাজসমীপে) অর্পণ করিবে।

দেবতাধ্যক্ষ দুর্গের ও রাষ্ট্রের দেবতাগণের ধন যথাযথভাবে (শত্রুভয়ে) একস্থানে একত্রিত রাখিবেন এবং সেইভাবেই রাজাকে আনিয়া দিবেন। কোনও প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থানে ভূমিভেদপূর্ব্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন—এই ব্যপদেশে সেখানে রাত্রিতে (অর্থাৎ নির্জ্জনে) একটি দৈবতচৈত্য বা দেবতার বেদি উত্থাপিত করিয়া (উক্ত দেবতাধ্যক্ষ) সেখানে যাত্রা (উৎসবাদি) ও সমাজ (জনমেলা) দ্বারা দৈবতার্থ ধনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, অর্থাৎ সেই স্থানে যাত্রিলোকের প্রদত্ত ধন রাজসমীপে গোপনে অর্পণ করিবেন। (তিনি) ইহাও খ্যাপনা করিতে পারেন যে, সেই চৈত্যের উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে (স্ব ঋতুর ব্যতিরিক্ত কালে) পুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই সেখানে দেবতার অভিগমন নিশ্চিত হইয়াছে, ইহা খ্যাপিত করাইবেন। অথবা, সিদ্ধপুরুষের বেশধারী গূঢ়-পুরুষেরা (শ্মশানাদির নিকটবর্ত্তী) কোনও বৃক্ষে প্রতিদিন এক একটি মানুষ ভক্ষণার্থ কররূপে দিতে হইবে—এই মর্ম্মে রাক্ষসের ভয় উৎপাদন করিয়া, পৌর ও জানপদ জন হইতে বহু টাকা লইয়া সেই ভয়ের প্রতীকার করিবে, অর্থাৎ রাক্ষসভয়ে স্বজীবনার্থ প্রদত্ত টাকা রাজাকে গোপনে অর্পণ করিবে। অথবা, কোনও সুরঙ্গযুক্ত কূপে অন্তশ্ছিদ্রযুক্ত নাগমূর্ত্তিতে অনিয়মিত অর্থাৎ তিন বা পাঁচ সংখ্যাপরিমিত মস্তকযুক্ত নাগ (দর্শকবৃন্দকে) দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে হিরণ্য বা টাকা উপহাররূপে লইবে (এবং সেই টাকা রাজসমীপে অর্পণ করিবে)। চৈত্যের কিংবা বল্মীকের কোনও ছিদ্রে (হঠাৎ) কোন সর্প দেখা গেলে, সেই সর্পকে (আয়ত্তী-করণের মন্ত্র ও ওষধিদ্বারা) নিরুদ্ধগতি করিয়া শ্রদ্ধালু লোককে দেখাইবে (অর্থাৎ বলিবে

যে দেবতার প্রভাবে সর্পের সংজ্ঞা প্রতিবদ্ধ হইয়াছে)। যাহারা অশ্রদ্ধালু তাহাদিগকে আচমন (ভোজন) ও প্রোক্ষণ (স্নানাদি) দ্রব্যে (স্বল্পমাত্রায়) বিষ মিশাইয়া মোহিত করিয়া, 'ইহা দেবতার অভিশাপ' এই বলিয়া প্রচার করিবে। অথবা, অভিত্যক্ত বা বধ্য জনকে সর্পদ্বারা দষ্ট করাইয়া (দেবতার অভিশাপ বলিয়া প্রচার করিবে)। অথবা, ঔপনিষদিক অধিকরণে প্রোক্ত বিষাদিযোগের প্রতীকারদ্বারা (রাজার কোশবৃদ্ধির জন্য) কোশসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিবে।

অথবা, বণিকের বেশধারী গূঢ়পুরুষ (বিক্রয়ার্থ) অনেক পণ্যদ্রব্য ও অনেক সহায়ক (কর্ম্মচারী) সঙ্গে লইয়া (ক্রয়বিক্রয়-) ব্যবহার আরম্ভ করিবে। যখন সে পণ্যের অনেক মূল্য সঞ্চয় করিবে এবং (তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট) অন্যেরা নিক্ষেপ বা টাকা আমানত রাখিবে এবং বৃদ্ধির জন্য তাহাকে প্রয়োগ বা টাকা ধার দিবে এবং সেই কারণে সে অত্যন্ত ধনাধিকারী হইয়া বসিবে, তখন (রাজা) রাত্রিতে তাহার সেই উপচিত ধন চুরি করাইবেন (অর্থাৎ তদ্দ্বারা নিজ কোশ আংশিক বৃদ্ধি করাইবেন)।

এই প্রকারে সরকারী মুদ্রাপরীক্ষক ও রাজকীয় সুবর্ণকারদ্বারাও (রাজা) রাজকোশ-সংবৃদ্ধি করাইবেন (অর্থাৎ রূপদর্শক ও সুবর্ণকারের নিকট যথাক্রমে পরীক্ষণার্থ রক্ষিত মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি-নির্ম্মাণের জন্য রক্ষিত সুবর্ণাদি দ্রব্য রাজা রাত্রিতে চুরি করাইবেন), তাহাও ব্যাখাত হইল।

অথবা, বণিকের বেশধারী গুপ্তপুরুষ নিজের ক্রয়বিক্রয়ব্যবহারের প্রসিদ্ধি ঘটিলে, প্রহবণ বা তুষ্টিভোজের ছল করিয়া (অন্যের নিকট হইতে) অনেক রূপ্যজাত ও সুবর্ণজাত ভাণ্ড যাচিয়া বা ভাড়া লইয়া সংগ্রহ করিবে। সমাজ বা বহুলোকের সমাগমে নিজের সমস্ত পণ্যভাণ্ড দেখাইয়া নগদ টাকা ও সুবর্ণ ঋণরূপে গ্রহণ করিবে। এবং নিজের বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্যও (দ্রব্য সরবরাহ করার পূর্ব্বেই) গ্রহণ করিবে। এই উভয় প্রকারের ধন (অর্থাৎ সেই রূপ্যাদি ভাণ্ড ও মূল্যের টাকা) রাত্রিতে (রাজা) চুরি করাইবেন।

সাধ্বী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী (রাজকীয়) গূঢ়স্ত্রীগণদ্বারা (রাজদ্বেষী) দুষ্যজনদিগকে উন্মাদিত করাইয়া, তাহাদের (সেই স্ত্রীলোকদিগের) বাড়ীতেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়া (তাহারা) তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে।

অথবা, দুষ্যপুরুষের নিজকুলের লোকদিগের (কোনও দায়াদি বিষয়সম্বন্ধে) বিবাদ উপস্থিত হইলে, রাজপ্রযুক্ত বিষদায়ী গূঢ়পুরুষেরা (এক পক্ষের লোকের প্রতি) বিষ প্রয়োগ করিবে। অপর পক্ষকে সেই দোষে দোষী বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করাইবে। অথবা, কোনও অভিত্যক্ত বা বধ্য ব্যক্তি দুষ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কাছে এমন ভাবে কোনও পণ্য বা নগদ আমানত টাকা, বা কোনও ঋণপ্রয়োগের টাকা, বা কোন দায়ভাগের বস্তু চাহিবে, যেন সকলেই বিশ্বাস করে যে, উভয়ের মধ্যে এই সব বস্তুবিষয়ে কোন সম্বন্ধ রহিয়াছে। অথবা, সে দুষ্যকে তাহার 'দাস' বলিয়া প্রখ্যাত করিবে। অথবা, তাহার (দুষ্যের) স্ত্রী, পুত্রবধূ কিংবা কন্যাকে নিজের 'দাসী' বলিয়া কিংবা নিজের

'ভার্য্যা' বলিয়া ব্যপদেশ করিবে। রাত্রিতে দূষ্যের গৃহদ্বারে শয়নকারী, অথবা অন্যত্র বাসকারী সেই অভিত্যক্ত বা বধ্যজনকে তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষ হত্যা করিয়া এইরূপ প্রচার করিবে যে, এই কামুক ব্যক্তি এই ভাবে (দূষ্যদ্বারা) হত হইয়াছে। সেই অপরাধে দূষ্য-দিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করা হইবে।

অথবা, সিদ্ধপুরুষের বেশধারী গূঢ়পুরুষ কোনও দূষ্যকে মায়াবিদ্যাদ্বারা প্রলোভিত করিয়া বলিবে—"আমি অক্ষয় টাকার নিধিপ্রদর্শন, রাজাকে বশে আনয়ন, স্ত্রীলোকের হৃদয় আকর্ষণ, শত্রুর ব্যাধি উৎপাদন এবং (লোকের) আয়ুর্বৃদ্ধিকারক ও পুত্র-সন্তানপ্রাপ্তিকারক কর্ম্ম সব জানি"। যদি সে এই সব কথা বিশ্বাস করে তবে রাত্রিতে কোন (শ্মশানের) কোন চৈত্যস্থানে নিয়া তাহাদ্বারা প্রভূত সুরা, মাংস ও গন্ধদ্রব্যের উপহার দেওয়াইবে। একটি রূপ (অর্থাৎ নগদ এক টাকা) পূর্ব্বে কোন স্থানে নিখাত রাখিবে। যেখানে কোনও প্রেত ব্যক্তির অঙ্গ বা মৃতশিশু রহিয়াছে সেখানে সে পূর্ব্বনিখাত টাকা দেখাইয়া বলিবে যে, ইহা বড় অল্প টাকা (কারণ, তাহার উপহারও অল্পরকমের হইয়াছে)। "যদি খুব বেশী হিরণ্য (নগদ টাকা) তুমি চাহ—তাহা হইলে পুনর্ব্বার (বড়) উপহার আন, এবং এই টাকাদ্বারা স্বয়ং আগামী কল্যের জন্য প্রভূত উপহারদ্রব্য খরিদ করিয়া আন" ইহাও সে বলিবে। সেই টাকা দিয়া উপহারদ্রব্যের ক্রয়কালে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে (এবং সেই অপরাধে সেই দূষ্যের সর্ব্বস্ব অপহরণ করাইবে)।

অথবা, মাতার বেশধারিণী গূঢ়স্ত্রী কোনও দূষ্যকে "তোমাদ্বারা আমার পুত্র হত হইয়াছে" এই দোষারোপ করিয়া দেখাইয়া দিবে। তৎপর সেই দূষ্যের রাত্রিকালীন যাগ (হবন) বা বনে কৃত যাগ, অথবা বনক্রীড়া আরম্ভ হইলে, তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষেরা (প্রথম হইতেই) মরণসজ্জিত বধ্য পুরুষকে হত্যা করিয়া আনিয়া তৎসমীপে (সেই যাগাদিস্থানে) নিহিত করিবে (এবং সেই অপরাধ ঘোষণা করিয়া সেই দূষ্যের সর্ব্বস্ব অপহরণ করাইবে)।

অথবা, কোন দূষ্যের বেতনভোগী ভৃত্যের বেশধারী গূঢ়পুরুষ নিজের বেতনের টাকাতে কূট বা কপটমুদ্রা মিশাইয়া দূষ্যের দত্ত বলিয়া (রাজদ্বারে) দেখাইবে (এবং সেই অপরাধে তাঁহার পূর্ব্ববৎ শাস্তির বিধান করাইবে)।

অথবা, কর্ম্মকারের বেষধারী গূঢ়পুরুষ (কোন দূষ্যের) বাড়ীতে কর্ম্ম করিতে যাইয়া, চুরি করিয়া কূটরূপ বা কপটমুদ্রা তৈয়ার করার উপকরণ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া দিবে (এবং সেই অপরাধে তাহার পূর্ব্বৎ শাস্তির বিধান করাইবে)।

অথবা, চিকিৎসকের বেশধারী গূঢ়পুরুষ (কোন দূষ্যের কাছে) বিষনাশক ওষধির ছলে বিষ রাখিয়া দিবে (অথবা পীড়ানাশক ওষধির ছলে পীড়াবর্দ্ধক ওষধি রাখিয়া দিবে এবং সেই অপরাধে তাহার পূর্ব্বৎ শাস্তির বিধান করাইবে)।

অথবা দূষ্যের বন্ধুরূপে কোনও নিকটচারী সত্রী গূঢ়পুরুষ (তৎগৃহে গোপনে) রক্ষিত অভিষেকদ্রব্য ও শত্রুর লেখ্যের কথা কাপটিক গূঢ়পুরুষদ্বারা (রাজসমীপে) প্রকাশ করিবে

এবং ইহার কারণও বলিবে (অর্থাৎ এই বলিবে যে, এই দূষ্য রাজাকে হত্যা করিয়া তৎস্থানে শত্রুর অভিষেক করাইবার চেষ্টা করিতেছে)।

এই ভাবে রাজা (রাজকোশবর্দ্ধনের জন্য) দূষ্য ও অধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের উপরই এই সব উপায় প্রয়োগ করিবেন—অন্যের উপর নহে, অর্থাৎ ধার্ম্মিক লোকের উপর নহে।

যেমন বাগান হইতে পক্ব পক্ব ফলই গ্রহণ করা উচিত, তেমন (রাজাও) রাজ্য হইতে (দোষপরিপাকযুক্ত দুষ্টব্যক্তি হইতে) ধন সংগ্রহ করিবেন। বাগান হইতে কাচা ফল সংগ্রহ করা উচিত নহে, রাজাও নিজের নাশের আশঙ্কায় প্রজার কোপজনক কাচা বা অদোষযুক্ত ধন সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যোগবৃত্ত-নামক পঞ্চম অধিকরণে কোশাভিসংহরণ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ৯২ অধ্যায়) সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

৯১ম প্রকরণ—ভৃত্যভরণীয় (সচিবাদি রাজভৃত্যদিগের ভরণ-পোষণ)

(রাজা) দুর্গ ও জনপদের শক্তি অনুসারে রাজ্যের সমগ্র সমুদয় বা আয়ের এক চতুর্থাংশদ্বারা (সচিবাদি-) রাজভৃত্যদিগের কর্ম্ম সম্পাদন করাইবেন; অথবা, (বেশী অর্থদ্বারা) প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধনে সমর্থ ভৃত্যগণ পাওয়া গেলে, আয়ের চতুর্থাংশের অধিক ব্যয়দ্বারাও ভৃত্যকর্ম্ম স্থাপনা করিবেন। (তবে) তাঁহার উচিত হইবে (সর্ব্বদাই) আত্মশরীরের উপর দৃষ্টি রাখা; এবং কখনও তিনি (ভৃত্যভরণের জন্য অর্থব্যয়ের অত্যাবশ্যকতা হইলেও) যেন (দেবপিতৃকার্য্যাদিরূপ) ধর্ম্মের ও (দুর্গসেতুকর্ম্মাদিরূপ) অর্থের নিরোধ না করেন।

ঋত্বিক্, আচার্য্য, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, রাজমাতা ও রাজমহিষী (পাটরাণী)—ইহারা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) ৪৮০০০ আটচল্লিশ হাজার (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন। এতাবৎ বেতনদ্বারা ভরণপোষণ-বিষয়ে তাঁহাদের নানাবিধ ভোজ্য-ভোগ্যের আস্বাদ সম্ভাবিত হইবে; এবং (রাজার প্রতি) তাঁহাদের কোনরূপ কোপকারণও থাকিবে না।

দৌবারিক, অন্তর্বংশিক (প্রধান অন্তঃপুররক্ষক), প্রশাস্তা (প্রশাসনকারী প্রধান বিচারক; অথবা, মতান্তরে, আয়ুধাধ্যক্ষ), সমাহর্ত্তা ও সন্নিধাতা—ইহারা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) ২৪০০০ চব্বিশ হাজার (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন। এতাবৎ বেতন প্রাপ্ত হইলে ইহারা কর্ম্মযোগ্য থাকিবেন।

কুমার (যুবরাজ ব্যতীত অন্যান্য রাজপুত্র), কুমারমাতা (মহাদেবী অর্থাৎ পট্টমহিষী

ব্যতীত রাজার অন্য রাণী), নায়ক (সেনানায়ক, অথবা এখানে 'নাগরিক' পাঠ গ্রহীতব্য ?), পৌরব্যবহারিক (পুরবাসীদিগের জন্য ব্যবহারাধ্যক্ষ), কার্ম্মান্তিক (কৃষিপ্রভৃতিকর্ম্মান্ত-নিযুক্ত মুখ্যপুরুষ), মন্ত্রিপরিষৎপাল (মন্ত্রিপরিষদের অধ্যক্ষ), রাষ্ট্রপাল ও অন্তপাল—ইঁহাদের (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) ১২০০০ বার হাজার (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন। কারণ, এতাবৎ বেতন পাইলে তাঁহারা রাজার পরিকরবলভূত থাকিয়া তাঁহার (প্রধান) সহায়কও থাকিবেন।

(শিল্প) শ্রেণীর মুখ্যেরা, হস্তিমুখ্য, অশ্বমুখ্য ও রথমুখ্যেরা এবং (কণ্টকশোধনাধিকৃত) প্রদেষ্টারা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) আট হাজার (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন। কারণ, এতাবৎ বেতন পাইলে তাঁহারা স্ববর্গকে অর্থাৎ নিজবর্গের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে অনুকূল রাখিতে পারিবেন।

পত্তি বা পদাতি সেনার অধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, রথাধ্যক্ষ ও গজাধ্যক্ষ এবং দ্রব্যবনপাল ও হস্তিবনপাল—ইঁহারা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) চারি হাজার (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন।

রথিক বা রথচর্য্যাশিক্ষক, গজশিক্ষক, চিকিৎসক, অশ্বশিক্ষক ও বর্দ্ধকি (মহাতক্ষা বা মুখ্য ছুতার) এবং যোনিপোষক (কুক্কুটসূকরাদি-পালকদিগের অধ্যক্ষ)—ইঁহারা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) দুই হাজার (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন।

কার্ত্তান্তিক (হস্তরেখাদির পরীক্ষাদ্বারা অতীত ও অনাগত-বিষয়ের আদেষ্টা) নৈমিত্তিক (শাকুনবিদ্যাবিচক্ষণ), জ্যোতিষিক, পুরাণকথার বক্তা, সূত (সারথি) ও মাগধ (স্তুতিপাঠক) এবং পুরোহিতগণের পরিকর্ম্মীরা (ভৃত্যেরা) ও (সুরা-সূনা-সূত্রাদির) অধ্যক্ষেরা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) এক হাজার (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন।

(চিত্রকরাদি) শিল্পী, পদাতি সৈন্যের পুরুষ, সংখ্যায়ক (গণনাব্যাপৃতক) ও লেখকাদি (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) ৫০০ পাঁচ শত (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন।

কুশীলবেরা (নটনর্ত্তকেরা) (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) ২৫০ আড়াই শত (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি তূর্য্যকর (প্রধান বাদ্যকর) তিনি ইঁহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫০০ পাঁচ শত (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন।

কারুশিল্পীরা (কারুকরেরা) (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) ১২০ এক শত কুড়ি (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন।

চতুষ্পদ ও দ্বিপদ (পক্ষী ? মনুষ্য ?) জন্তুদিগের পরিচারক, পারিকর্ম্মিক (প্রসাধন-কার্য্যে ব্যাপৃত ভৃত্য), উপস্থায়িক (উপস্থান বা সেবায় রত পুরুষ), পালক (রক্ষক) ও বিষ্টিবন্ধক (বিষ্টি বা কর্ম্মকর-সংগ্রহকারী)—ইঁহারা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) ৬০ ষাইট (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবেন।

আর্য্য (শীলাদিসম্পন্ন সৎপুরুষ), যুক্তারোহ (দুর্দ্দান্ত অশ্বাদির আরোহক), মাণবক (বেদাদিপঠনদ্বারা বিদ্যার্থী) ও শৈলখনক (প্রস্তরশিল্পী) এবং সকলের সেবাসুখ-দায়ী (গান্ধর্ব্বাদিবিদ্যার) আচার্য্য, ও (ধর্ম্মার্থাদিশাস্ত্রবিৎ) বিদ্বান—ইঁহারা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে)

যথোপযুক্ত পূজা ও বেতনাদি পাইবেন; তাঁহাদের বেতন ৫০০ পাঁচ শত হইতে ১০০০ এক হাজার (পণমুদ্রা) পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

প্রতিযোজন গমন করিলে মধ্যম শ্রেণীর দূত দশ পণ বেতন পাইবে। দশ যোজনের অধিক এবং একশত যোজন পর্যন্ত গমনসমর্থ (দূত) ইহার দ্বিগুণ বেতন অর্থাৎ প্রতিযোজন কুড়ি পণমুদ্রা পাইবেন।

রাজা রাজসূয় যজ্ঞে আনীত সমানবিদ্যাসম্পন্ন (পুরোহিতাদিকে) তাঁহাদের সাধারণ বেতনের তিনগুণ বেতন দিবেন; এবং রাজার সারথি অর্থাৎ রাজসূয়যজ্ঞে রাজাকে রথে আনয়নকারী সারথি ১০০০ এক হাজার পণমুদ্রা পাইবেন।

কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহকব্যঞ্জন ও তাপসব্যঞ্জন গূঢ়পুরুষেরা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) এক হাজার (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবে। গ্রামভৃতক (গ্রামের সরকারী ভৃত্যেরা—মতান্তরে, গ্রামের সকলের কার্য্যকারী রজকনাপিতাদি ভৃত্যেরা), সত্রী, তীক্ষ্ণ, রসদ, ও ভিক্ষুকী-নামক গুপ্তচরেরা (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) ৫০০ পাঁচ শত (পণমুদ্রা) বেতনরূপে পাইবে।

গূঢ়পুরুষদিগের অধীন সঞ্চারী পুরুষগণ ২৫০ আড়াই শত (পণমুদ্রা) (প্রত্যেকে প্রতিবর্ষে) পাইবে।

পূর্ব্বোক্ত সকলেই প্রয়াসের অনুরূপ যথোক্ত বেতনের অধিক বেতনও পাইতে পারে।

(উপর্যুক্ত ভৃতকগণের) প্রত্যেক শতবর্গ ও সহস্রবর্গের জন্য (রাজ-নিযুক্ত) অধ্যক্ষেরা, ভক্ত ও বেতন দান, রাজার আদেশ প্রচার ও তাহাদিগের সমুচিত কর্ম্মে নিয়োজন করিবেন। (কোনও বর্গের) সমুচিত কার্য্য বা ব্যাপার না থাকিলে, (অধ্যক্ষেরা) তাহাদিগকে রাজার পরিগ্রহ (অন্তঃপুর, অথবা রাজবাড়ীর সব সম্পত্তি, অথবা রাজমহল), দুর্গ ও রাষ্ট্রের রক্ষণ ও অবেক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। (ভৃতকবর্গেরা) নিত্যই তাহাদিগের মুখ্যের বা প্রধানের অধীন থাকিবে এবং তাহাদিগের মুখ্যসংখ্যাও বহু থাকিবে।

রাজকার্য্য করিতে থাকা অবস্থায় মৃত ভৃতকদিগের পুত্র ও স্ত্রী ভক্ত ও বেতন পাইবে। (মৃত ভৃতকদিগের পোষ্যভূত) বাল, বৃদ্ধ ও ব্যাধিগ্রস্ত জনের প্রতি (রাজার) অনুগ্রহ দৃষ্টি রক্ষিত হওয়া উচিত। (মৃত ভৃতকদিগের) প্রেতকার্য্য (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া), ব্যাধির চিকিৎসা-ক্রিয়া ও প্রসবাদি সূতিকা-ক্রিয়াতে (রাজা) অর্থপ্রদানরূপ সৎকার প্রদর্শন করিবেন।

অল্পকোশযুক্ত রাজা (সহায়তাদানযোগ্য ব্যক্তিদিগকে) কুপ্য, পশু ও ক্ষেত্র দান করিবেন, এবং হিরণ্য (নগদ টাকা) অল্পই দিবেন। (রাজা) যদি শূন্যস্থানে গ্রাম নিবেশ করিতে ব্যাপৃত হয়েন, তাহা হইলে তিনি (তৎসম্পর্কে দানীয়দিগকে) হিরণ্যই দিবেন—গ্রাম দিবেন না; কারণ, নিবেশিত (গ্রামের নিবেশন জন্য হিরণ্য-ব্যয় গণনাপূর্ব্বক) ইহাতে সঞ্জাত আমদানীর ব্যবহার তাঁহাকে স্থাপিত করিতে হইবে।

এইভাবে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভৃতকদিগের বিদ্যা ও কর্ম্মের প্রকর্ষানুসারে তাহাদিগের ভক্ত ও বেতনের (ন্যূনাধিকতারূপ) বিশেষ তিনি করিবেন। প্রত্যেক ষষ্টি পণ বেতনের

জন্য এক এক আঢ়ক-পরিমিত ভক্ত (ভাতা) দেওয়া স্থির করিয়া ভৃতকগণের হিরণ্যপ্রাপ্তির অনুরূপ ভক্তদানের ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

(অমাবস্যাদি অনধ্যায়রূপ) সন্ধিদিবস ব্যতীত অন্যান্য দিবসে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে (শস্ত্রচর্য্যা) শিল্পে যোগ্য পত্তি, অশ্ব, রথ ও গজসেনাকে (ব্যায়ামাদি) করিতে হইবে (এই স্থানের সংস্কৃত মূলাংশে 'কুর্য্যুঃ' পদের অকর্ম্মকভাবে প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয় না)। রাজা এই চতুরঙ্গ সেনার প্রতি নিত্যই যুক্ত থাকিবেন। এবং তিনি সততই তাহাদিগের শিল্পদর্শন করিবেন। (শিল্পদর্শনের পরে) তিনি সব শস্ত্র ও কবচ রাজমুদ্রাযুক্ত করিয়া আয়ুধাগারে প্রবেশ করাইবেন। রাজমুদ্রাদ্বারা অনুমতি না পাইলে, সকলকেই শস্ত্র-বিহীন হইয়া চলিতে হইবে। যে ব্যক্তি শস্ত্র ও আবরণ হারাইবে বা বিনষ্ট করিবে তাহাকে ইহার দ্বিগুণ মূল্য দিতে হইবে। রাজা (আয়ুধশালাতে) বিধ্বস্ত অর্থাৎ নষ্ট ও বিনষ্ট আয়ুধের গণনাও করিবেন।

সার্থচারী (দলবদ্ধ হইয়া পরদেশ হইতে আগত) (ব্যাপারীদিগের) শস্ত্র ও আবরণ (কবচ) অন্তপালগণ গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু, যাহারা মুদ্রা দেখাইবেন তাহাদিগকে অবারিতভাবে ছাড়িয়া দিবেন। অথবা, (রাজা যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত হইয়া নিজ সেনাকে উত্তোজিত বা কার্য্যে সমাহিত করিবেন। তৎপর বৈদেহকের বেশধারী গূঢ়পুরুষেরা (যুদ্ধের উপকরণভূত) সর্ব্ববিধ পণ্য যাত্রাকালে (অস্ত্রবিহীন) যোদ্ধাদিগের নিকট, দ্বিগুণমূল্য সহ (যুদ্ধান্তে) ফিরাইয়া দিবার চুক্তিতে দিবে—এইভাবে রাজপণ্যের বিক্রয় ও (আয়ুধীয়গণের জন্য) প্রদত্ত বেতনের প্রত্যাপত্তিও সাধিত হইবে।

যথোক্ত প্রকারে আয় ও ব্যয় অবেক্ষণকারী রাজা কোশ ও দণ্ডের ব্যসন প্রাপ্ত হয়েন না, অর্থাৎ তাঁহার কোশাভাব ও সেনাভাব ঘটে না। এই পর্য্যন্ত ভক্ত ও বেতন-সম্বন্ধে নানারূপ বিচার করা হইল।

সত্ত্রী, বেশ্যা, কারু, কুশীলব ও প্রাচীন সৈনিক পুরুষেরা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া আয়ুধধারী সৈনিকগণের শৌচ (চরিত্রশুদ্ধি) ও অশৌচ (চরিত্রভ্রংশ) জানিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যোগবৃত্ত-নামক পঞ্চম অধিকরণে ভৃত্যভরণীয়-নামক তৃতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ৯৩ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

৯২ম প্রকরণ—সচিবাদি অনুজীবিগণের বৃত্ত বা ব্যবহার

লোকযাত্রাভিজ্ঞ (লৌকিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ) (রাজানুজীবী অমাত্যাদি), আত্মগুণসম্পন্ন (মহাকৌলিন্য ও দৈববুদ্ধিপ্রভৃতিযুক্ত) ও দ্রব্যগুণসম্পন্ন (অর্থাৎ অমাত্যাদি পঞ্চদ্রব্যাদির যোগ্যগুণযুক্ত) রাজাকে রাজার প্রিয় ও হিতৈষী পুরুষদ্বারা আশ্রয় করিবেন। অথবা, এমন রাজা না পাইলেও, যাঁহাকে এমন মনে করিবেন—'আমি যেমন আশ্রয়প্রার্থী, তিনিও বিনয়লাভেচ্ছু অর্থাৎ বিদ্যাবৃদ্ধসংযোগপ্রার্থী এবং আভিগামিক বা চিত্তাকর্ষক গুণদ্বারা সমন্বিত'—তাহা হইলে, সেই রাজা দ্রব্যপ্রকৃতিহীন অর্থাৎ উপযুক্ত অমাত্যাদি-রহিত হইলেও তাঁহাকে (তাঁহারা) আশ্রয় করিবেন। কিন্তু, (তিনি) কখনই আত্মসম্পদ্‌রহিত রাজাকে আশ্রয় করিবেন না। কারণ, আত্মসম্পদ্‌বিহীন রাজা নীতিশাস্ত্রের প্রতি নিজের দ্বেষ বা অননুরাগবশতঃ, কিংবা অনর্থের উৎপাদক (মৃগয়াদি) ব্যসনের প্রতি নিজের আসক্তিবশতঃ, (পিতৃপৈতামহ) মহৎ রাজৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও (বেশী দিন) স্থিতিলাভ করেন না অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যান।

রাজা আত্মসম্পন্ন হইলে, অবসর লাভ করিলেই (অনুজীবী) তাঁহাকে শাস্ত্রবিষয়ে পৃচ্ছাসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন। কারণ, শাস্ত্রের সঙ্গে তদীয় উপদেশের সংবাদ বা মিলন হইলে (রাজা তাঁহাকে নীতিবিৎ মনে করায়), তিনি কোন অধিকারীর পদে স্থায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন। মতিসাধ্য কার্য্যে অর্থাৎ বুদ্ধিবিচারের কার্য্যে জিজ্ঞাসিত হইয়া (অনুজীবী), প্রবীণ ব্যক্তির মত পরিষৎকে ভয় না করিয়া, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে উপকার-সমর্থ ধর্ম্ম ও অর্থ-সংযুক্ত উপদেশ রাজাকে প্রদান করিবেন। যদি রাজা কোনও অনুজীবীকে (অমাত্যাদি কর্ম্মের জন্য) প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি রাজার সহিত এইরূপ পণ বা চুক্তি করিবেন—"আপনি অবিশিষ্ট বা গুণোৎকর্ষহীন লোকের নিকট ধর্ম্ম ও অর্থ-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন, বলবান্ (শত্রুর) সহিত সংযুক্ত ব্যক্তিদিগের উপর দণ্ডধারণ, এবং আমার সম্বন্ধেও তৎক্ষণাৎ কোন দণ্ডধারণ করিবেন না। আপনি আমার পক্ষ (স্ববর্গ), ব্যবহার ও গুহ্য (রহস্য) নষ্ট করিবেন না। আমি সংজ্ঞাদ্বারা (অক্ষিসঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা) আপনার কাম ও ক্রোধ-জনিত (অনুচিত) দণ্ডপ্রদান-সময়ে আপনাকে বারণ করিব (অর্থাৎ আমার এই প্রকার ব্যবহার আপনি রোধ করিবেন না)।"

আযুক্ত (অর্থাৎ অধিকারিপদে নিযুক্ত) ব্যক্তিদিগের জন্য ব্যবস্থিত ভূমিতে অনুমতি পাইয়া (রাজানুজীবী) প্রবেশ করিবেন ('আদিষ্টঃ প্রদিষ্টায়াং'—এইরূপ পাঠে 'কার্য্যে আদেশ লাভ করিলে, প্রদর্শিত ভূমিতে' এইরূপ অনুবাদ হইতে পারে)। (তিনি) রাজার পার্শ্বে, নাতিনিকটে কিংবা নাতিদূরে, উপবেশন করিবেন। (অনুজীবী) শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ, ঝগড়া করিয়া কথন, অশ্লীল, পরোক্ষবিষয়ক, অবিশ্বাস্য ও অসত্য বাক্য প্রয়োগ, পরিহাসের

অসমসরে উচ্চ হাসি, এবং শব্দযুক্ত বায়ুবৃত্তি ও ষ্ঠীবন (কফ বা থুথু ফেলা) করিবেন না। (রাজসন্নিধানে) অন্যের সহিত গোপনে কথা বলা, জনবাদ বা কিংবদন্তী-সম্বন্ধে দ্বন্দ্বোক্তি অর্থাৎ দুই বিভিন্ন প্রকারের উক্তি, রাজার বেশ ও উদ্ধত কুহক বা মায়াবীদিগের বেশধারণ, রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত রত্নাদির আতিশয্য প্রকাশ করার প্রার্থনা, একটি অক্ষি ও ওষ্ঠ বাঁকান, ভ্রূকুটিভঙ্গ, রাজা কথা কহিতে থাকিলে মধ্যে কথা কহা, বলবান্ শত্রুর সহিত সংযুক্ত লোকদিগের সঙ্গে বিরোধ, স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকদর্শী (অন্তর্বংশিক) লোক, সামন্তগণের দূত, (রাজার) দূষ্য, (অপক্ষভূত) উদাসীন জন, তিরস্কৃত ও অনর্থকারীদিগের সহিত সখ্য, একার্থচারিতা (এক বিষয়ই ধরিয়া রাখা), এবং দলবদ্ধতা—(এই সব বৃত্তি) বর্জ্জন করিবেন।

(অমাত্যাদি অনুজীবী জন) কালবিলম্ব না করিয়া রাজার প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁহাকে বলিবেন, নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁহার প্রিয় ও হিতৈষী লোকের সহায়তায় বলিবেন, এবং দেশ ও কালের বিচার করিয়া পরের প্রয়োজনীয় বিষয় বলিবেন ; কিন্তু, তিনি যাহা বলিবেন তাহা ধর্ম্ম ও অর্থসংযুক্ত হওয়া চাই ॥ ১ ॥

রাজা দ্বারা পৃষ্ট হইলে, এবং রাজা তাহা শুনিতে ইচ্ছুক হইলে (অনুজীবী জন) অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া গোপনে রাজাকে প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন, অহিতকর প্রিয় বাক্য বলিবেন না, অথবা, হিতকর অপ্রিয় কথাও বলিবেন না ॥২॥

অথবা, (তিনি) উত্তর দেওয়ার সময়ে (ভয় হইলে) মৌনাবলম্বন করিবেন, রাজার দ্বেষ্যাদির কথা বর্ণনা করিবেন না। তাহা করিয়া (অর্থাৎ রাজচ্ছন্দের অনুবর্ত্তন না করায়) যাঁহারা (রাজার মন হইতে) বহিষ্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারা কার্যদক্ষ হইলেও রাজার অপ্রিয় হইয়া উঠেন ॥৩॥

দেখা গিয়াছে যে, (রাজার) চিত্ত বুঝিয়া যাহারা রাজচ্ছন্দের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহারা অনর্থকারী হইলেও রাজার প্রিয় হয়েন। রাজার হসনীয় বিষয়ে (অনুজীবী) হাসিবেন, কিন্তু, ঘোর হাস্য (অট্টহাস্য) বর্জ্জন করিবেন ॥৪॥

অপর ব্যক্তিদ্বারা (তিনি) কোন ঘোর বা ভয়াবহ সংবাদ রাজাকে জানাইবেন এবং স্বয়ং ঘোর সংবাদ বলিবেন না। এবং নিজের সম্বন্ধে কোন ঘোর বিষয় আপতিত হইলে, (তিনি) তাহা পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাযুক্ত হইয়া সহ্য করিবেন ॥৫॥

(অনুজীবী জন) সততই সব-বিষয় জানিয়া রাখিয়া আগে আত্মরক্ষা করিবেন; কারণ, রাজার আশ্রয় লাভকারী জনদিগের বৃত্তি বা ব্যবহার অগ্নিতে খেলার ন্যায় বিবেচিত হয় ॥৬॥

অগ্নি শরীরের একদেশমাত্র দহন করে, অথবা, বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ইহা সমস্ত শরীরও দহন করিতে পারে ; কিন্তু, রাজা পুত্র ও কলত্র সহিত সমগ্র পরিবার নষ্ট করিতে পারেন, অথবা (রাজা অনুকূল হইলে) ইহাকে উন্নতও করিতে পারেন ॥৭॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যোগবৃত্ত-নামক পঞ্চম অধিকরণে অনুজীবি-বৃত্ত-নামক চতুর্থ অধ্যায় (আদি হইতে ৯৪ অধ্যায়) সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

৯ম প্রকরণ—সময়াচারিক (ব্যবস্থায় অনুষ্ঠান অথবা সময়বিশেষে আচরণ)

রাজকার্য্যে নিযুক্ত (সমাহর্ত্তৃ প্রভৃতি) রাজপুরুষ ব্যয়বিশুদ্ধ আয় দেখাইবেন (অর্থাৎ ব্যয় পৃথক্-প্রদর্শনপূর্ব্বক আয় প্রদর্শন করিবেন)।

(দুর্গাদিসম্বন্ধীয়) অভ্যন্তরবিষয়ক ও (জনপদাদিসম্বন্ধীয়) বাহ্যবিষয়ক কার্য্য এবং গুহ্য, প্রকাশ্য, আত্যয়িক (কালবিলম্বাসহ) ও উপেক্ষিতব্য (উপেক্ষা বা ফেলিয়া রাখিবার যোগ্য) কার্য্য-সম্বন্ধে 'ইহা এই প্রকার করা হইয়াছে'—এইরূপ ভাবে বিশেষ করিয়া (তিনি) (রাজসমীপে) নিবেদন করিবেন (এবং ইহা নিবন্ধপুস্তকে লিখিত রাখিবেন)।

এবং (রাজা) মৃগয়া, দ্যূত, মদ্য ও স্ত্রীলোকে আসক্ত হইলে, তাঁহাকে (সেই রাজপুরুষ) প্রশংসাবচনের প্রয়োগে অনুবর্ত্তন করিবেন ; এবং তাঁহার নিকটবর্ত্তী থাকিয়া তাঁহার ব্যসন-সমূহের উপঘাত বা নাশবিষয়ে যত্ন নিবেন ; এবং তাঁহাকে শত্রুর উপজাপ (ভেদ), অতি-সন্ধান (ষড়যন্ত্র বা প্রবঞ্চনা) ও উপধি (ছলপ্রয়োগ) হইতে রক্ষা করিবেন।

এবং (রাজার) ইঙ্গিত (আচরণ বা চেষ্টা) ও (মুখরাগাদি) আকার (তিনি) সর্ব্বদা (সূক্ষ্মদৃষ্টিতে) লক্ষ্য করিবেন। কারণ, প্রাজ্ঞজনেরা মন্ত্রগোপনের জন্য, ইঙ্গিত ও আকারদ্বারাই (নিজদিগের) কাম (অনুরাগ), দ্বেষ (বিরাগ), হর্ষ, দৈন্য (নিরানন্দ), ব্যবসায় (কার্য্য-নিশ্চয়), ভয় ও দ্বন্দ্ববিপর্য্যয় (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বপ্রভাবে বিপর্য্যস্ত বা বিচলিত হওয়ার ভাব) সূচিত করেন (অর্থাৎ ইঙ্গিত ও আকার অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য বলিয়া তদ্দর্শনে অবধান-বিশেষের প্রয়োজন হয়)।

রাজা তুষ্ট হইয়াছেন এইরূপ প্রতীতি নিম্নলিখিত চিহ্নদর্শনে উদিত হইতে পারে, যথা—কাহাকেও দর্শন করিলেই যদি (রাজা) প্রসন্ন হয়েন ; কাহারও বাক্য তিনি যদি আদরপূর্ব্বক শুনিয়া গ্রহণ করেন ; কাহাকেও উপবেশনার্থ তিনি যদি আসন প্রদান করেন ; কাহাকেও তিনি যদি বিবিক্ত বা একান্ত স্থানে দেখা দেন ; শঙ্কার কারণ থাকিলেও তিনি যদি (বিশ্বাসবশতঃ কাহারও নিকট) বেশী শঙ্কিত না হয়েন ; কাহারও সহিত কথা কহিতে তিনি যদি সুখ অনুভব করেন ; অপরের বিজ্ঞাপ্য বিষয়েও অর্থাৎ যাহা অপরের অবশ্য জানিতেই হইবে এইরূপ বিষয়েও তিনি যদি (প্রিয়পুরুষদিগের সহিত তদ্বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য) অপেক্ষা করেন ; উক্ত হিতকর কথা (কর্কশ হইলেও) তিনি যদি সহ্য করেন ; হাস্যবদনে তিনি যদি কাহাকেও কোনও কার্য্য করিতে নিযুক্ত করেন ; কাহাকেও হাত দিয়া তিনি যদি স্পর্শ করেন (অর্থাৎ স্পর্শপূর্ব্বক কথা বলেন) ; কেহ কোন শ্লাঘনীয় কর্ম্ম করিলে তিনি যদি সম্মুখেই হাস্য করেন ; কাহারও গুণের কথা তিনি যদি পরোক্ষে বলেন ; ভোজন-সময়ে (অথবা বিশেষ ভোজ্যাদিতে) কাহাকেও তিনি যদি (নিমন্ত্রণার্থ) স্মরণ করেন ; কাহারও

সহিত তিনি যদি বিহারজন্য (ক্রীড়াদির জন্য) বাহির হয়েন; কাহারও বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি যদি তাহাকে তৎপ্রতীকারের জন্য সর্ব্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করেন; তিনি যদি তাঁহার দিকে অনুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রতি সৎকার প্রদর্শন করেন; তিনি যদি কাহাকেও নিজের গুহ্য বা রহস্যও বলেন; তিনি যদি কাহারও (উচ্চ পদাদির দ্বারা) সম্মান বৃদ্ধি করেন; তিনি যদি কাহাকেও (ঈপ্সিত) অর্থপ্রদান করেন; এবং তিনি যদি কাহারও অনর্থ নিবারণ করেন। (এই সব লক্ষণদ্বারাই রাজার তুষ্টি জ্ঞাত হওয়া যায়।)

রাজা অতুষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত সবই বিপরীত হইয়া যায়। রাজার অতুষ্টি পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আরও অধিক কতকগুলি চিহ্ন বলা হইতেছে, যথা—(কাহারও) দর্শনমাত্রে কোপ উপস্থিত হয়; তাহার বাক্য শুনেন না, কিংবা তাহাকে (কহিতে) নিষেধ করেন; তাহাকে বসিবার জন্য আসন দেন না, কিংবা তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না; (মুখের) বর্ণ ও (গলার) স্বর ভিন্ন করেন; একনয়নদ্বারা অবলোকন করেন, এবং ভ্রূকুটিভঙ্গ ও ওষ্ঠের বক্রীকরণ ঘটান; শরীরে ঘর্ম্মোৎপত্তি হয়; অকারণে শ্বাস ও হাসির উৎপত্তি হয়; নিজে নিজে বা অন্যের সহিত কথা কহেন; অকস্মাৎ চলিয়া যান; (তাহাকে বাদ দিয়া) অন্যের প্রতি সমাদর করেন; ভূমিতে বা নিজ গাত্রে (নখাদিদ্বারা) বিলেখন করেন অর্থাৎ তাহাতে নখচিহ্ন বসান; অন্যকে তাড়ন করেন; তাহার বিদ্যা, বর্ণ (জাতি) ও দেশের নিন্দা করেন; তৎতুল্য ক্রিয়ার নিন্দা করেন; তাহার দোষের মত দোষের নিন্দা করেন; তদ্বিরুদ্ধবৃত্তি জনের প্রশংসা করেন; তাহা দ্বারা কৃত উৎকৃষ্ট কার্য্যও গণনা করেন না; তাহা দ্বারা কৃত দুষ্কার্য্যের সর্ব্বত্র প্রচার করেন; চলিয়া যাওয়ার সময় তাহার পৃষ্ঠদিকে অবলোকন করেন; কোনও কার্য্যোপলক্ষে সমীপে আসিলেও তাহাকে ত্যাগ করেন; তাহার সহিত মিথ্যা বা ভাবশূন্য বাক্য বলেন; এবং তাহার প্রতি অন্য রাজসেবকদিগের ব্যবহারের অন্যথা ঘটান।

(রাজানুজীবী), (পশুপক্ষ্যাদি) অমানুষদিগেরও বৃত্তি বা ব্যবহারের বিকার (ভেদ) লক্ষ্য করিবেন (অর্থাৎ মানুষ ও অমানুষ উভয় প্রকার জীবের বৃত্তিবিকার লক্ষ্য করিবেন)।

এই (জলসেচক অশ্ব) উপর দিক দিয়া জল সেচন করিতেছে—ইহা দেখিয়া কাত্যায়ন[১] (পৌণ্ড্রদেশের সোমদত্ত রাজার মন্ত্রী রাজাকে ছাড়িয়া) প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। পৌণ্ড্রাধিপ সোমদত্ত কোনও অপরাধে নিজ পুত্রকে বন্ধনাগারে পাঠাইতে চাহিয়া মন্ত্রী কাত্যায়নের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। আকার ও ইঙ্গিতে রাজপুত্রের স্বপক্ষীয়েরা ইহা জানিতে পারিয়া রাজপুত্রকে অন্যত্র সরাইয়া দেন। রাজা বুঝিলেন কাত্যায়নই মন্ত্র ভেদ ঘটাইয়াছেন। কাত্যায়নের বধসাধনের জন্য রাজা স্বসেবকদিগকে আদেশ করিলেন। কোন জলসেচক রাজার আদেশ শুনিতে পাইয়া সে-দিন কাত্যায়নের সম্মুখেই উপর দিক্ হইতে জল সেচন আরম্ভ করেন। কাত্যায়ন বুঝিলেন যে, যে জলসেচক মন্ত্রীর গাত্রে জলবিন্দু পতিত হইবে এই ভয়ে গত দিন পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে জলসেচন করিত, সে কেন সে-দিন এমন ভাবে জলসেচন করিতেছে—সম্ভবতঃ তাহার প্রতি রাজার কোনও কোপের কথা এই জলসেচক অবশ্যই জানিয়াছে—তাই তাহার 'বৃত্তি-বিকার' উপস্থিত হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া কাত্যায়ন রাজদরবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

ক্রৌঞ্চ পক্ষী বাম দিক দিয়া চলিয়া গেল—ইহা দেখিয়া ভারদ্বাজ গোত্রের কণিঙ্ক[১] (কোসল দেশের পরন্তপ রাজার অর্থশাস্ত্রবিচক্ষণ মন্ত্রী, রাজাকে ছাড়িয়া) প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(অন্ন) তৃণচ্ছন্ন দেখিয়া চারায়ণ গোত্রের দীর্ঘ-নামক[২] (মগধদেশের বালক রাজার মন্ত্রী, রাজাকে ছাড়িয়া) প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'শাড়ি (বস্ত্র) ঠাণ্ডা বোধ হয়' ইহা শুনিয়া ঘোটমুখ[৩] (অবন্তিদেশের অংশুমান্ রাজার মন্ত্রী, রাজ্য ছাড়িয়া) প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

হস্তী (তাঁহার প্রতি) জল সিঞ্চন করিতেছে দেখিয়া কিঞ্জল্ক[৪] (বঙ্গাধিপ শতানন্দের অনুজীবী রাজপুরুষ, রাজ্য ছাড়িয়া) প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

(রাজপুত্র) নিজের রথের অশ্বকে (শীঘ্রগামী বলিয়া) প্রশংসা করিতেছেন—ইহা শুনিয়া, (উজ্জয়িনী-রাজ্যের রাজা প্রদ্যোতের পুত্রের অধ্যাপক) আচার্য্য পিশুন[৫] রাজ্য ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

১। ক্রৌঞ্চট প্রতিদিন কণিঙ্কের রাজকুলে গমনসময়ে দক্ষিণ দিকেই উড়িত। একদিন রাজার নিজের অন্তঃপুরে অবস্থান কালে মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত হওয়ায় রাজা মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিন্দা করেন। ক্রৌঞ্চ তাহা শুনিয়া দ্বিতীয় দিন মন্ত্রীর রাজসমীপে যাইবার সময়ে বাম দিকে উড়ে। তদ্দ্বারা রাজকোপ অনুমান করিয়া কণিঙ্ক রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

২। আচার্য্য দীর্ঘ মগধের বালক রাজার পিতার স্নিগ্ধ বন্ধু ছিলেন ও অত্যন্ত মাননীয়ও ছিলেন। রাজমাতাও দীর্ঘকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মাতাকে আচার্য্যের সেবাপরায়ণ দেখিয়া রাজা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে মাতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে, দীর্ঘ বিদ্বান্ বলিয়া স্বর্গীয় রাজা ও তাঁহার নিজেরও মাননীয়—সুতরাং মাতা পুত্রকে দীর্ঘের প্রতি সম্মান দেখাইতে বলিলেন। রাজা দীর্ঘকে তৃণচ্ছন্ন অন্ন প্রদান করায় দীর্ঘ রাজার অনাদর পরিজ্ঞাত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

৩। ঘোটমুখ অবন্তিদেশের অংশুমান্ রাজার পুত্রের নীতিবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। রাজা কোনও কারণে অধ্যাপকের উপর অপ্রসন্ন হওয়ায়, রাজপুত্র ইঙ্গিতদ্বারা তাঁহার গুরুকে তাহা পরিজ্ঞাত করাইলেন। প্রতিদিন স্নানান্তে রাজপুত্র বস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া তাহা কণ্ঠে ধারণ করিয়া চলেন। সেই দিন বস্ত্র ঠাণ্ডা বলিয়া তিনি রিক্তকণ্ঠে চলিতেছেন—ইহা দেখিয়া ঘোটমুখ নিজের প্রতি রাজার ভাববিকার অনুমান করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যান।

৪। আচার্য্য কিঞ্জল্ক প্রতিদিন রাজকুলে গমনসময়ে রাজার উপবাহ্য হস্তীকে উপলালন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। একদিন সেই হাতীতে আরোহণ করিয়া রাজা আচার্য্য-সম্বন্ধে দ্রোহের মন্ত্রণা করেন। হস্তী তাহা বুঝিতে পারিয়া আচার্য্যকে জলসেচন করে—এই ইঙ্গিতদ্বারা কিঞ্জল্ক নিজের প্রতি রাজার মনোবিকার বুঝিয়া রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান।

৫। আচার্য্য পিশুন উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের পালক-নামক পুত্রের জন্য নীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপন সমাপ্ত হইলে রাজা পিশুনের ধন অপহরণ করাইবার কথা স্বপুত্রের নিকট মন্ত্রণা করেন। আচার্য্যের প্রতি দ্রোহপরিহার জন্য রাজপুত্র রথযুক্ত অশ্বের একদিনে ৩০০ শত যোজন গমন করিবার সামর্থ্যের কথা প্রশংসা করেন। সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া পিশুন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

কুকুরের শব্দ শুনিয়া পিশুনপুত্র[৬] (রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া) প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

রাজা যদি (অনুজীবী পুরুষের) অর্থ ও মান নাশ করেন, তাহা হইলে (অনুজীবী) সেই রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। অথবা, (তিনি) রাজার শীল বা স্বভাব ও নিজের অপরাধ বিচার করিয়া (রাজাকে না ছাড়িতে হইলে রাজকোপের) প্রতীকার করিবেন, কিংবা (রাজার প্রসাদ উৎপাদনের জন্য) তাঁহার সন্নিকৃষ্ট কোনও মিত্র রাজার আশ্রয় নিবেন।

কিঞ্চ, (অনুজীবী) সেখানে (রাজসন্নিধানে) থাকিয়া রাজার মন্ত্রিগণদ্বারা নিজের দোষের মার্জ্জনা ঘটাইবেন এবং তাহার পরে তিনি রাজার আশ্রয়েও থাকিতে পারেন অথবা, রাজা মারা গেলে, পুনরায় (রাজপুরে) ফিরিয়া আসিতেও পারেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যোগবৃত্ত-নামক পঞ্চম অধিকরণে সময়াচারিক-নামক পঞ্চম অধ্যায় (আদি হইতে ৯৫ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৯৪ম-৯৫ম প্রকরণ—(রাজার অস্বাস্থ্যরূপ বিপদের) প্রতিসন্ধান (প্রতীকার) ও একৈশ্বর্য্য

অমাত্য এইভাবে রাজার ব্যসনের (মৃত্যু বা অস্বাস্থ্যের) প্রতীকার করিবেন। রাজার মরণরূপ বিপদের ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, তিনি রাজার প্রিয় ও হিতকর জনের সহিত পরামর্শ করিয়া, একমাস বা দুইমাস অন্তর রাজার দর্শনের ব্যবস্থা করিবেন এবং এই অপদেশ বা ব্যাজ প্রচার করিবেন যে, তিনি এখন দেশের পীড়া নিবারণের জন্য, শত্রুর নাশের জন্য, এবং আয়ুঃবর্দ্ধন ও পুত্রলাভের জন্য নানারূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং এইরূপ ছল করিয়া, রাজদর্শনের ঠিক সময় উপস্থিত হইলে, প্রকৃতিবর্গের নিকট রাজব্যঞ্জন অর্থাৎ রাজচিহ্নযুক্ত অপর একজন আপ্ত জনকে দেখাইবেন, এবং মিত্র ও অমিত্রের দূত-সন্নিধানেও তাঁহাকে (সেই রাজব্যঞ্জন অপর লোকটিকে) দেখাইবেন। এবং (এই রাজ-ব্যঞ্জন ব্যক্তি বা অবাস্তব রাজা) অমাত্য-মুখেই তাঁহাদের সহিত যথোচিত সম্ভাষণ করিবেন।

৬। আচার্য্য পিশুনের পুত্র অল্পবয়সেই অত্যন্ত নীতিশাস্ত্রবিৎ হইয়া উঠেন। তাহার বিদ্যাবত্তার জন্য রাজাও তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তিনি তখনও, বালক, অতএব মন্ত্রীর পদ পাওয়ার অযোগ্য। রাজা তাঁহাকে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত রাজকুলে বাঁধিয়া রাখিবার মন্ত্রণা করিলেন—তাহা না হইলে তিনি অন্যত্রও চলিয়া যাইতে পারেন। এই মন্ত্রণা শুনিয়া এক কুক্কুর পিশুনপুত্রের কাছে খুব বুকন আরম্ভ করে। এই ইঙ্গিত হইতে তিনি রাজার নিজের প্রতি মনোবিকার বুঝিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যান।

(তিনি) দৌবারিক ও অন্তর্বংশিকমুখে যথোক্ত (১ম অধিকরণে ১৯শ অধ্যায়ে উক্ত) রাজ-প্রণিধি বা রাজকরণীয় কার্য্যসমূহ করাইবেন। তিনি অমাত্যাদি প্রকৃতির সম্মতিক্রমে অপকারী লোকের প্রতি কোপ বা প্রসাদ প্রদর্শন করিবেন এবং উপকারী জনের প্রতি কেবল প্রসাদই দেখাইবেন।

দুর্গগত ও প্রত্যন্তপ্রদেশগত রাজার কোশ ও দণ্ড (সেনা), আপ্ত পুরুষদ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেও, কোনও ব্যাজে অমাত্য তাহা একস্থানগত করাইবেন, এবং কোনও ছলে (রাজবংশের) কুলীন, রাজকুমার, ও রাজ্যমুখ্যদিগকে (তিনি) একত্রিত করাইবেন।

অথবা, যে মুখ্য দুর্গ ও অটবীতে থাকিয়া, পক্ষবান্ অর্থাৎ সহায়যুক্ত হইয়া রাজার প্রতি বিকারগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে (তিনি) অনুকূলিত করাইবেন। অথবা তাঁহাকে তিনি বহু বিপদ্যুক্ত যাত্রাতে বা শত্রুর প্রতি অভিযানে পাঠাইবেন, অথবা (সাহায্যদানার্থ) কোন মিত্রসন্নিধানে পাঠাইবেন।

(তিনি) যদি কোন সামন্ত রাজা হইতে আবাধ (বিপত্তি) উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে (তিনি) কোনও উৎসব, বিবাহ, হস্তিবন্ধন কার্য্য, অশ্ব, পণ্য ও ভূমি প্রদানের অপদেশ (ছল) করিয়া তাঁহাকে (সেই সামন্তকে) আনাইয়া অনুকূলিত করিবেন, অথবা, নিজ মিত্রদ্বারা তাঁহাকে অনুকূলিত করিবেন। (তিনি) তদ্দ্বারা (সেই মিত্রদ্বারা) তাঁহার সহিত দোষরহিত সন্ধি করাইবেন।

অথবা, (তিনি) আটবিক ও (নিজ রাজার) শত্রুর সহিত তাঁহার (সেই সামন্তের) শত্রুতা ঘটাইবেন। অথবা, (তিনি) তাঁহার (সেই সামন্তের) নিজ কুলীন কাহাকে কিংবা তাঁহার অবরুদ্ধ কোন (পুত্রাদিকে) ভূমির একদেশ প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে দমিত রাখিবেন। (এইরূপ প্রতীকার রাজার জীবদ্দশায় অমাত্য করাইবেন)।

অথবা, (রাজার মৃত্যু ঘটিলে, অমাত্য) রাজবংশের কুলীন, রাজকুমার ও (রাজ্যের) মুখ্যগণকে উপগৃহীত বা অনুকূলিত করিয়া, (রাজ্যে) অভিষিক্ত এক কুমারকেই দেখাইবেন (সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করাইবেন)। অথবা, দাণ্ডকর্ম্মিক প্রকরণে (৫ম অধিকরণে ১ম অধ্যায়ে) উক্ত রীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্যের কণ্টকসমূহের উদ্ধার বা নাশ সাধন করিয়া রাজ্য করাইবেন। (স্ববিষয়ে অমাত্যের কর্ত্তব্য এইরূপ হইবে।)

(এখন পরবিষয়ে, অমাত্যের কর্ত্তব্য বলা হইতেছে।) যদিবা সামন্তাদির মধ্যে অন্যতম কোনও মুখ্য (এইরূপ ব্যবস্থায়) কুপিত হয়েন, তাহা হইলে (অমাত্য) তাঁহাকে বলিবেন—"(এই যুবরাজ ত বালক, সুতরাং রাজ্য প্রাপ্তির অযোগ্য) আইস, তোমাকেই রাজা করিয়া দিতেছি"। এবং এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনাইয়া হত্যা করাইবেন। অথবা, (তিনি) আপৎপ্রতীকার প্রকরণে (৯ম অধিকরণে ৩য় অধ্যায়ে) উক্ত রীতিতে (তাঁহাকে) সাধিত বা স্বহস্তগত করিবেন।

অথবা, যুবরাজ বর্ত্তমান থাকিলে, ক্রমে ক্রমে তদুপরি রাজ্যভার আরোপণ করিয়া, (অমাত্য,) রাজব্যসন (অর্থাৎ রাজার মরণরূপ বিপত্তির কথা) প্রকট করিবেন। (স্বভূমিতে রাজব্যসন ঘটিলে, (অমাত্য) শত্রুব্যঞ্জন (অর্থাৎ শত্রুর বেশধারী) মিত্ররাজার সহিত সন্ধি

স্থাপিত করিয়া (অর্থাৎ শত্রুর ভূমিতে নিজ রাজার কোশ ও দণ্ডের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া) চলিয়া আসিবেন। অথবা, সামন্তদিগের অন্যতম একজনকে সেই (পর) দুর্গে স্থাপিত করিয়া চলিয়া আসিবেন। অথবা, কুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুর প্রতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবেন। (এই অবস্থায়) যদি কোন শত্রুদ্বারা তিনি আক্রান্ত হয়েন, তাহা হইলে (অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক অধিকরণে) যথোক্ত উপায়দ্বারা আপৎপ্রতীকার করিবেন।

এই ভাবে অমাত্য রাজ্যের ঐকৈশ্বর্য্য (এক রাজবংশের আধিপত্য) পালন করাইবেন—ইহাই কৌটিল্যের নিজ মত।

কিন্তু, আচার্য্য ভারদ্বাজ এই মত সঙ্গত মনে করেন না (অর্থাৎ অমাত্য এইভাবে রাজকুমারদ্বারা কঠোর একচ্ছত্রতার ব্যবস্থা করিবেন না)। (তাঁহার মতে) রাজা ম্রিয়মাণ হইলে, (অমাত্য,) রাজকুলীন, রাজকুমার ও রাজ্যমুখ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে, অথবা অন্য রাষ্ট্রমুখ্যগণের সহিত যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিবেন; এবং প্রকৃতিকোপ উৎপাদন করিয়া বিক্রান্ত পুরুষকে ঘাতিত করিবেন। এবং (তৎপর) রাজকুলীন, রাজকুমার ও রাজ্যমুখ্যদিগকে গোপনে হত্যা করাইয়া (তিনি) স্বয়ং রাজ্য অধিকার করিয়া বসিবেন। যে-হেতু রাজ্যের জন্য পিতাকে পুত্রদিগের প্রতি ও পুত্রগণকে পিতার প্রতি অভিদ্রোহের আচরণ করিতে দেখা যায়, অমাত্যের কথা ত বলাই বাহুল্য, কারণ, তিনি (অমাত্য) রাজ্যের একমাত্র নিয়ামক। অতএব, স্বয়ং উপস্থিত (এই রাজ্য) কখনই (তিনি) উপেক্ষা করিবেন না। কারণ, লোকপ্রবাদও এইরূপ আছে যে, (রমণার্থ) স্বয়ং উপগত স্ত্রী প্রত্যাখ্যাত হইলে পুরুষকে অভিশাপ প্রদান করে।

কার্য্য করার উপযুক্ত কাল যিনি আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই কাল তাঁহার নিকট একবারই উপস্থিত হয়; কিন্তু, কার্য্য করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেও তাঁহার নিকট (উপযুক্ত) কাল পুনরায় দুর্লভ হয়॥ ১॥

(এবিষয়ে) কৌটিল্য বলেন—ইহা (অমাত্যকর্ত্তৃক কুল্যাদিদ্বারা বিক্রমণের পর স্বয়ং রাজ্যাধিকার) (অমাত্যাদি) প্রকৃতির কোপ উৎপাদন করে, ইহা ধর্ম্মসংগত কার্য্য নহে এবং ইহা ঐকান্তিক নহে অর্থাৎ নিয়তই কার্য্যসাধক নহে। (সুতরাং, অমাত্য,) আত্মগুণসম্পন্ন রাজপুত্রকেই রাজ্যে স্থাপিত করিবেন। যদি কোন রাজপুত্র আত্মসম্পন্ন পাওয়া না যায়, তাহা হইলে (স্ত্রী-মদ্যাদি) ব্যসনে আসক্ত কুমারকে, রাজকন্যাকে, অথবা গর্ভিণী দেবীকে (রাজ্ঞীকে) সমীপে রাখিয়া মহামাত্রগণকে (মহামাত্য বা অষ্টাদশ তীর্থদিগকে) একত্রিত করাইয়া (অমাত্য বা প্রধানমন্ত্রী এইরূপ) বলিবেন—"এই রাজকুমারকে আপনাদের হস্তে নিক্ষেপ বা ন্যাসরূপে রাখিলাম (আপনারা ইহার রক্ষাকর্ত্তা)। ইহার পিতাকে আপনারা লক্ষ্য করুন, (তাঁহার) পরাক্রম ও আভিজাত্য এবং আপনাদিগের নিজের গুণাবলীর প্রতিও দৃষ্টিপাত করুন। এই (রাজপুত্র) ত ধ্বজরূপী মাত্র, আপনারাই (বাস্তবিক) স্বামিস্থানীয়। (বলুন ত) এই বিষয়ে কি করা যাইতে পারে?"

এইপ্রকার কথনকারী অমাত্যকে যোগপুরুষেরা (সেই স্থানে সংমেলিত পুরুষেরা, অথবা যাঁহারা বড় বড় রাজকার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা, অথবা যাঁহাদের সহিত পূর্ব্বে গোপনভাবে

পরামর্শ করা হইয়াছে তাঁহারা) বলিয়া উঠিবেন—"আপনার নেতৃত্বের অধীন এই রাজা ব্যতিরেকে অন্য আর কে চাতুর্বর্ণ্যের প্রজাবর্গ পালন করিবার যোগ্য ?" সেই (প্রধান) অমাত্য "আচ্ছা তাহাই হউক" এই বলিয়া কুমার, রাজকন্যা বা গর্ভিণী দেবীকে (রাজ্ঞীকে) রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন এবং তাঁহাকেই নিজের বান্ধব ও সম্বন্ধীদিগের এবং মিত্র ও অমিত্রের দূতগণের নিকট রাজস্থানীয় বলিয়া দেখাইবেন।

সেই (প্রধান অমাত্য) অন্যান্য অমাত্যদিগের ও আয়ুধধারী সৈনিকপুরুষদিগের ভক্ত ও বেতনের কিছু বিশেষ অর্থাৎ বৃদ্ধি করাইবেন। এবং তিনি বলিবেন—"এই (রাজা) প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া ইহা আরও বর্দ্ধিত করিবেন।" এইভাবে (তিনি) দুর্গ ও রাষ্ট্রের মুখ্যগণকেও ডাকাইয়া বলিবেন, এবং যথোচিতভাবে মিত্র ও অমিত্রপক্ষকেও জানাইবেন ; এবং কুমারের বিনয়কর্ম্মে অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে চেষ্টামান হইবেন। অথবা, রাজকন্যাকে সমানজাতীয় পুরুষের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাতে (পুত্ররূপ) অপত্য উৎপন্ন করাইয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। মাতার (রাজমাতার) চিত্তক্ষোভ না ঘটে, এইজন্য, (তিনি) কুলীন, অথচ অল্পতেজস্ক, সৌম্যলক্ষণযুক্ত (বেদাধ্যয়নরত) ছাত্রকে তৎসমীপে নিযুক্ত রাখিবেন (যেন তাঁহার দেবতার পূজা ও পুরাণশ্রবণাদি কার্য্যে তিনি সাহায্য করিতে পারেন) ; এবং ঋতুকালে তিনি তাঁহাকে রক্ষাণাবেক্ষণ করিবেন। নিজের জন্য তিনি কোন উৎকৃষ্ট উপভোগের সামগ্রী রাখিবেন না। কিন্তু, রাজার জন্য যান, বাহন, আভরণ, বস্ত্র, স্ত্রী, গৃহ ও অন্যান্য (শয়নাসনাদি) ভোগ্য দ্রব্য তৈয়ার করাইয়া দিবেন।

রাজা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে অমাত্য তাঁহার চিত্ত পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকট (অমাত্য-কার্য্য হইতে) বিশ্রাম যাচনা করিবেন এবং রাজাকে অতুষ্ট দেখিলে (অর্থাৎ তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলে) তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তুষ্ট দেখিলে (অর্থাৎ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলে) তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কার্য্য করিতে থাকিবেন ॥ ২ ॥

(অমাত্যপদের কার্য্যে) অরুচি প্রাপ্ত হইলে তিনি পুত্রের রক্ষার্থ পূর্ব্বরাজগণদ্বারা স্থাপিত গূঢ়পুরুষ ও নিধিপরিগ্রহের কথা (অথবা গূঢ়ভাবে রক্ষিত সারদ্রব্যাদির নিধির কথা) তাঁহাকে (রাজাকে) নিবেদন করিয়া (তপস্যার্থে) অরণ্যে চলিয়া যাইবেন, অথবা দীর্ঘকালে সম্পাদন-যোগ্য যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন ॥ ৩ ॥

অথবা, অমাত্য নিজে **অর্থশাস্ত্রবিৎ** হইয়া, রাজা যখন মুখ্যগণের স্বায়ত্তীকৃত হইবেন, তখন তাঁহার প্রিয়জনের সহায়তা লইয়া তাঁহাকে **ইতিহাস** ও **পুরাণ**-কথাদ্বারা (অর্থশাস্ত্র) বুঝাইবেন ॥ ৪ ॥

অথবা, অমাত্য সিদ্ধপুরুষের বেশধারী হইয়া (কপট) যোগ আশ্রয় করিয়া রাজাকে স্ববশে আনয়ন করিবেন এবং তাঁহাকে স্ববশে আনিয়া দাণ্ডকর্ম্মিক প্রকরণে উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া দূষ্যদিগকে দমিত রাখিবেন ॥৫॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যোগবৃত্ত-নামক অধিকরণে রাজ্যপ্রতিসন্ধান ও একৈশ্বর্য্য-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় (আদি হইতে ৯৬ অধ্যায়) সমাপ্ত।

যোগবৃত্ত-নামক অধিকরণ সমাপ্ত।

মণ্ডলযোনি—ষষ্ঠ অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

৯৬ম প্রকরণ—(রাজা প্রভৃতি) প্রকৃতির গুণসম্পৎ

(প্রথম পাঁচটি অধিকরণে 'তন্ত্রভাগ' অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রের অনুষ্ঠান নিরূপিত হইয়াছে। ষষ্ঠ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাকি অধিকরণগুলিতে 'আবাপভাগ' অর্থাৎ পররাষ্ট্রের অনুষ্ঠান নিরূপিত হইতেছে।)

স্বামী (রাজা), অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড (বল বা সেনা) ও মিত্র এই সাতটিকে **প্রকৃতি** বলা হয় (পরস্পরের প্রকৃষ্টভাবে উপকারসাধক বলিয়া ইহাদের নাম প্রকৃতি)।

এইগুলির মধ্যে (প্রথমতঃ) স্বামী বা রাজার গুণসম্পৎ উল্লিখিত হইতেছে। সম্প্রতি রাজার ষোলটি **আভিগামিক গুণ** বলা হইতেছে, যথা,—রাজা হইবেন—মহাকুলীন (উচ্চকুলসম্ভূত), দৈবসম্পন্ন (পৌর্ব্বদেহিক শুভকর্ম্মবিশিষ্ট), বুদ্ধিসম্পন্ন (শুশ্রূষাদিজনিত বুদ্ধিযুক্ত), সত্ত্বসম্পন্ন (বিপদে ও সম্পদে ধৈর্য্যযুক্ত), বৃদ্ধদর্শী (বিদ্যাবৃদ্ধজনের সেবী অর্থাৎ জ্ঞানাদিবিষয়ে অভিজ্ঞজনের মতগ্রহণকারী), ধার্ম্মিক, সত্যবাক্ (সত্যবাদী), অবিসংবাদক (সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্থাৎ বচনে ও কর্ম্মে একরূপ), কৃতজ্ঞ (পরের উপকার-স্মরণকারী), স্থূললক্ষ (বহুপ্রদ বা মহাদাতা), মহোৎসাহ (প্রকৃষ্ট ব্যবসায়শীল বা কার্য্যোৎসাহী), অদীর্ঘসূত্র (কাজ ফেলিয়া রাখার প্রবৃত্তিশূন্য অর্থাৎ ক্ষিপ্র কার্যকারী), শক্যসামন্ত (সহজে সামন্তগণের বশকারী), দৃঢ়বুদ্ধি (দৃঢ়নিশ্চয় ; এস্থলে 'দৃঢ়ভক্তি' পাঠও দৃষ্ট হয়) অক্ষুদ্রপরিষৎক (গুণবান্ অমাত্যাদি পারিষদবর্গযুক্ত) ও বিনয়কাম (বিনয় বা শিক্ষার অভিলাষী)।

রাজার (আটটি) **প্রজ্ঞাগুণের** উল্লেখ করা হইতেছে, যথা—**শুশ্রূষা** (শাস্ত্রশ্রবণের ইচ্ছা), **শ্রবণ** (শব্দের অবগম বা বোধ), **গ্রহণ** (অর্থের অবগম বা বোধ), **ধারণ** (গৃহীত বিষয়ের অবিস্মরণ), **বিজ্ঞান** (বিষয়বিশেষের জ্ঞান), **উহ** (কোন বিষয় বুঝিবার জন্য তর্ককরণ), **অপোহ** (দোষযুক্ত পক্ষের পরিত্যাগ) ও **তত্ত্বাভিনিবেশ** (গুণযুক্ত পক্ষে মনোনিবেশ)।

রাজার চারিটি **উৎসাহগুণের** উল্লেখ করা হইতেছে, যথা—শৌর্য্য (ভয়রাহিত্য), অমর্ষ (পাপাচরণে ক্ষমারাহিত্য বা অসহন), শীঘ্রতা (শীঘ্রকার্য্যসম্পাদনে তৎপরতা) ও দাক্ষ্য (সর্ব্বকার্য্যে নিপুণতা)।

এখন রাজার **আত্মসম্পদের** কথা উল্লেখ করা হইতেছে, যথা—রাজা হইবেন—বাগ্মী (অর্থযুক্ত ভাষণকারী), প্রগল্ভ (সভাতে ভাষণসময়ে কম্পরহিত), স্মৃতিমান্ (অতীত বিষয়ের স্মরণরক্ষী), মতিমান্ (আগামী বিষয়ের মননকারী), বলবান্ (শারীরিক

বলধারী), উদগ্র (উন্নতচিত্ত), **স্ববগ্রহ** (সহজে অকার্য্য হইতে নিবারণযোগ্য), কৃতশিল্প (হস্ত্যাদির আরোহণ ও প্রহরণাদিধারণরূপ শিল্পে অভ্যস্ত), ব্যসনে (নিজের ও শত্রুর ব্যসনাবসরে) **দণ্ডনায়ী** (অর্থাৎ যথাক্রমে সেনারক্ষক ও সেনাদ্বারা উপশমকারী), কাহারও দ্বারা কৃত উপকার ও অপকারসম্বন্ধে প্রতিকারবিধায়ক, লজ্জাশীল (অকার্য্যকরণে লজ্জাযুক্ত), আপদে (দুর্ভিক্ষাদি বিপত্তিতে) ও প্রকৃতিতে (সুভিক্ষাদি রাজ্যের স্বাস্থ্যাবস্থায়) (ধান্যাদির) সুবিনিয়োগকারী, দীর্ঘকালসম্বদ্ধ ও দূরদেশসম্বদ্ধ বিষয়ের দর্শনকারী, (স্বসৈন্যাদির) দেশ, কাল, (উৎসাহাদি) পুরুষকার ও ক্রিয়াবিষয়ের প্রাধান্যসম্বন্ধে বিবেচনাকারী, **সন্ধিবিভাগী** (শত্রুর সহিত সন্ধিপ্রয়োগ বিষয়ে অভিজ্ঞ), **বিক্রমবিভাগী** (শত্রুর সহিত বিগ্রহবিষয়ে অভিজ্ঞ), ত্যাগবিভাগী (সুপাত্রে দানশীল), সংযমবিভাগী (অর্থাৎ দুষ্কার্য্য হইতে আত্মসংযমকারী,) পণবিভাগী (অন্যরাজাদির সহিত পণ বা চুক্তি মাননকারী) ও **পরচ্ছিদ্রবিভাগী** (শত্রুর ব্যসনাদি বৈগুণ্যের লক্ষ্যকারী), সংবৃত (গূঢ়মন্ত্রাদির রক্ষক), দীনজনের প্রতি অহসনশীল, বক্র ভ্রূকুটিতে অনবলোকনকারী, কাম, ক্রোধ, লোভ, স্তম্ভ (গর্ব্ব), চাপল (অবিবেকসহকারে কার্য্যকরণ), উপতাপ (প্রজার প্রতি দ্রোহাচরণ) ও পৈশুন্য (খলের ব্যবহার)-শূন্য, প্রিয়বাদী, হাস্যসহকারে উদগ্র বা কর্কশ বিষয়ের ভাবণকারী ও বিদ্যাবৃদ্ধজনের উপদেশানুসারে আচরণকারী।

অমাত্যসম্পৎ পূর্ব্বেই (বিনয়াধিকরণে) উক্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি **জনপদসম্পৎ** বলা হইতেছে। জনপদ এইরূপ হইবে, যথা—যাহার মধ্যে ও প্রান্তদেশে (দুর্গাদির) স্থান থাকিবে; যাহাতে স্বদেশবাসীর ও পরদেশ হইতে আগন্তুক লোকদিগের ধারণযোগ্য ধান্যাদিযোগ থাকা চাই; আপদ উপস্থিত হইলে (পর্ব্বতবনদুর্গাদি থাকায়) যাহাতে নিজের রক্ষা সুকর হয়; যাহাতে অল্পায়াসে (ধান্যাদি নিষ্পন্ন হওয়ায় লোকের জীবিকা সুসাধ্য হয়; যাহাতে (নিজরাজার) শত্রুর প্রতি দ্বেষ আবরণ করার লোক আছে; যাহাতে সামন্তগণকে দমিত রাখার উপায় সম্ভাবিত; যাহা পঙ্ক, পাষাণ, উষর, বিষমস্থান, (চৌরাদি) কণ্টক, (রাজবিরোধী) শ্রেণী বা জনসংঘ, হিংস্র জন্তু, ও অটবীস্থানশূন্য; যাহা (নদীতড়াগাদি থাকায়) রমণীয়; যাহাতে সীতা (কৃষ্যভূমি), খনি, (কাষ্ঠাদি) দ্রব্যবন ও হস্তিবন বিদ্যমান আছে; যাহা গরুর হিতকর স্থান; যাহা পুরুষের পক্ষে হিতকর স্থান; যাহা (লুব্ধকাদি হইতে) গুপ্তপ্রসর; যাহাতে (গোমহিষাদি) পশুবাহুল্য আছে; যাহা (শস্যাদির উৎপত্তি জন্য) দেবতার বর্ষণ হইতে কেবল প্রাপ্তজল নহে অর্থাৎ যাহা নদীখালাদিবহুল; যাহাতে জলপথ ও স্থলপথ—উভয় পথই আছে; যাহাতে বহুপ্রকারের মূল্যবান্ ও বিচিত্র পণ্যবস্তু পাওয়া যায়; যাহা রাজার দণ্ড (জরিমানা প্রভৃতি) ও রাজকর সহ্য করিতে পারে; যাহাতে কৃষকেরা খুব কর্ম্মশীল; যাহাতে স্বামীরা (মালিকগণ) নির্ব্বোধ নহে, অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ বা বিবেচক; যাহাতে নীচ বর্ণের মানুষ সংখ্যায় বেশী বাস করে; এবং যাহাতে মানুষেরা রাজভক্ত ও শুদ্ধচরিত্র।

দুর্গসম্পৎ পূর্ব্বেই (দুর্গবিধানপ্রকরণে) উক্ত হইয়াছে।

(এখন) **কোশসম্পৎ** বলা হইতেছে। রাজকোশ পূর্ব্বরাজগণদ্বারা ও নিজদ্বারা ধর্ম্ম বা ন্যায়ানুসারে অর্জ্জিত (অর্থাৎ ধান্যষড্‌ভাগ ও পণ্যদশভাগ প্রভৃতি যাহা শাস্ত্রবিহিত বলিয়া গৃহীত তদ্দ্বারা উপচিত) হওয়া উচিত। ইহাতে প্রচুর সুবর্ণ ও রজত বিদ্যমান থাকিবে। ইহাতে নানাবিধ ও বৃহৎ রত্ন ও হিরণ্য (নগদ টাকা) থাকিবে। ইহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবস্থায়ী বিপদ এবং অনায়তি (অর্থের ভবিষ্যৎকালীন অনাগম, সুতরাং ব্যয়বাহুল্য) সহ্য করিতে সমর্থ হইবে।

(এখন) **দণ্ডসম্পৎ** বলা হইতেছে। দণ্ড বা সেনার গুণ এইরূপ হইবে, যথা—ইহা পিতৃপিতামহক্রমে আগত হওয়া উচিত—তাহা হইলে ইহা নিত্য বা স্থিরভাবে সেবাশীল হইবে। ইহা (রাজার) বশবর্ত্তী থাকিবে। ইহার পুত্র ও স্ত্রীকে রাজা ভরণ করিয়া তুষ্ট রাখিবেন। (অভিযানাদিতে) প্রবাসে থাকা সময়ে, ইহাকে আবশ্যকীয় ভোগ্যবস্তুদ্বারা সম্পন্ন রাখিতে হইবে। ইহা সর্ব্বত্রই প্রতিঘাত বা ভঙ্গ প্রাপ্ত হইবে না। ইহা দুঃখকষ্ট-সহনশীল এবং বহু যুদ্ধে পরিচিত থাকিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধের প্রহরণ বা আয়ুধবিদ্যাতে বিশারদ হইবে এবং রাজার সহিত সমান বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের জন্য দ্বিধাভাবশূন্য অর্থাৎ শত্রুকৃত ভেদ প্রতিহত রাখিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে ক্ষত্রিয় জাতির লোকই অধিক থাকিবে।

(এখন) **মিত্রসম্পৎ** বলা হইতেছে। মিত্র পিতৃপিতামহক্রমে আগত, নিত্য বা অকৃত্রিম, বশ্য (বংশগত), অদ্বৈধ্য অর্থাৎ দ্বিধাভাবশূন্য বা ভেদরহিত, মহান্ (অর্থাৎ প্রভু-মন্ত্র ও উৎসাহশক্তিসম্পন্ন) এবং অবসরমত শীঘ্র উত্থানশীল বা উদ্যোগী হইবেন।

প্রসঙ্গক্রমে **অমিত্র বা শত্রুর সম্পৎ** (অর্থাৎ শত্রুতে কি কি দোষ থাকিলে তিনি বিজিগীষুদ্বারা পরাভূত হইতে পারিবেন তাহা) বলা হইতেছে। শত্রু রাজবংশ সম্ভূত হইবেন না তিনি লোভী ও দুষ্ট পারিষদবর্গযুক্ত হইবেন; তাঁহার অমাত্যাদি প্রকৃতি বিরাগভাজন থাকিবেন; তিনি অন্যায় বা শাস্ত্রের প্রতিকূল আচরণ করিবেন; তিনি অযুক্ত (উত্থানরহিত বা উপেক্ষাকারী), ব্যসনযুক্ত ও উৎসাহশূন্য হইবেন; তিনি (পুরুষকারে বিশ্বাসশূন্য হইয়া) কেবল দৈবের উপর নির্ভরশীল থাকিবেন; তিনি (বিবেচনা না করিয়াই) যাহা তাহা করিতে পারেন; তিনি (উচ্ছিন্ন হইলেও) গতি বা আশ্রয়বিহীন, সহায়রহিত, ধৈর্য্যবিহীন, এবং নিত্য (স্বজন ও পরজনের) অপকারকারী হইবেন। কারণ, এই প্রকার সম্পদ্‌যুক্ত অর্থাৎ দোষযুক্ত শত্রুকে সহজেই সমুচ্ছিন্ন বা নষ্ট করিতে পারা যায়।

শেষোক্ত অরিকে বাদ দিয়া, অবশিষ্ট (রাজা প্রভৃতি) এই সাতটি প্রকৃতি, তাহাদের নিজ নিজ গুণযোগ সহ, উক্ত হইল। তাহারা যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের অঙ্গভূত হইয়া স্বস্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে **রাজসম্পৎ** বলা যায় ॥১॥

আত্মসম্পদে যুক্ত নরপতি নিজ নিজ গুণসম্পদ্‌বিহীন প্রকৃতিদিগকেও গুণসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন। আর আত্মসম্পদ্‌রহিত নরপতি গুণসম্পদে সমৃদ্ধ ও অনুরক্ত প্রকৃতিদিগকেও নষ্ট করিতে পারেন ॥২॥

সেই কারণে, যে আত্মসম্পদ্‌বিহীন রাজার প্রকৃতিরাও দোষযুক্ত, তিনি চাতুরন্ত

সম্রাট্ (চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমির ঈশ্বর) হইলেও অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গদ্বারা হৃত হয়েন, অথবা শত্রুগণের বশগামী হয়েন ॥৩॥

কিন্তু, আত্মসম্পদ্‌যুক্ত নীতিজ্ঞ রাজা, অল্প ভূমির অধিকারী হইলেও, প্রকৃতিসম্পদে যুক্ত থাকিলে, সমগ্র পৃথিবীও জয় করিতে পারেন ও (কখনও) হানিপ্রাপ্ত হয়েন না ॥৪॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে মণ্ডলযোনি-নামক ষষ্ঠ অধিকরণে প্রকৃতিসম্পৎ-নামক প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে ৯৭ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৯৭ম প্রকরণ—শান্তি ও ব্যায়াম (উদ্যোগ)

শম (শান্তি) ক্ষেমের (অর্জ্জিত বস্তুর যথাযথ উপভোগের) কারণ, এবং ব্যায়াম (কর্ম্মোদ্যোগ) যোগের (অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভের) কারণ হইয়া থাকে।

আরভ্যমাণ কর্ম্মের যাহা যোগসাধক, তাহার নাম 'ব্যায়াম,' (অর্থাৎ স্ববিষয়ে দুর্গাদিকর্ম্মের ও পরবিষয়ে সন্ধিপ্রভৃতি কর্ম্মের এবং পুরুষ ও অন্যান্য উপকরণের যোগ বা সম্বন্ধের যাহা সাধক, তাহাই 'ব্যায়াম' শব্দের অর্থ)। আর যাহা সব কর্ম্মের ফল উপভোগের ক্ষেমের বা বিঘ্নবিঘাতের সাধক, তাহার নাম 'শম', (অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাদির স্ববিষয়ে রত্নাদি ও পরবিষয়ে মিত্রাদিরূপ ফলের উপভোগের ক্ষেমসাধক বা বিঘ্ননাশসাধক, তাহাই 'শম' শব্দের অর্থ)। এই শম ও ব্যায়ামের কারণ হয় ষাড্‌গুণ্য (অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাবরূপ ছয়টি গুণ)।

তাহার (অর্থাৎ ষাড্‌গুণ্যের) ফল (তিনটি) যথা—ক্ষয় (অপচয় বা অবনতি), স্থান (সমান অবস্থায় অবস্থিতি) ও বৃদ্ধি (উপচয় বা উন্নতি)।

(উক্ত উদয় বা ফলের প্রাপ্তি ঘটাইবার জন্য দুই প্রকার কর্ম্ম আবশ্যক হয়, যথা—মানুষ কর্ম্ম ও দৈবকর্ম্ম)। 'নয়' ও 'অপনয়' মানুষকর্ম্ম। 'অয়' ও 'অনয়' দৈব-কর্ম্ম। যে-হেতু, দৈব ও মানুষ কর্ম্মই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে। (ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ) অদৃষ্টদ্বারা যে কর্ম্ম করান হয় তাহা দৈব কর্ম্ম। (ধর্ম্মরূপ) অদৃষ্টাখ্য দৈব কার্য্যকারী হইলে, যে (অর্থলাভাদি) ইষ্ট ফলের যোগ ঘটে তাহার নাম 'অয়' ; এবং (অধর্ম্মরূপ) অদৃষ্টাখ্য দৈব কার্য্যকারী হইলে, (যে অনর্থাদি) অনিষ্ট ফলের যোগ ঘটে, তাহার নাম 'অনয়'। (প্রভুশক্তি প্রভৃতি ত্রিশক্তি ও তদ্ধেতুক ষাড্‌গুণ্যাদি প্রয়োগরূপ) দৃষ্ট দ্বারা যে কর্ম্ম করান হয় তাহা মানুষ কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম করা গেলে, যদি যোগ (অপূর্ব্বলাভ) ও ক্ষেম (কর্ম্মফলের উপভোগ) নিষ্পন্ন হয়—তাহা হইলে এই যোগ ও ক্ষেমের নিষ্পত্তির নাম 'নয়'। আর সেই কর্ম্ম করা গেলে, যদি যোগক্ষেমের বিপত্তি বা

অনিষ্পত্তি ঘটে, তাহা হইলে ইহার নাম 'অপনয়'। সুতরাং (যোগক্ষেমের নিষ্পত্তির ও তাহার বিপত্তির পরিহারার্থ) সেই মানুষ কর্ম্মই চিন্তাপূর্ব্বক করণীয়; কিন্তু, দৈব কর্ম্ম (অপ্রত্যক্ষ বলিয়া) চিন্তা বা বিচারের অতীত বলিয়া পরিগণ্য।

রাজা আত্মগুণসম্পন্ন ও অমাত্যাদি পঞ্চ দ্রব্যপ্রকৃতির গুণসম্পন্ন এবং (সন্ধ্যাদির সম্যক্ প্রয়োগজনিত) নয়ের আশ্রয়ভূত হইলে তাঁহাকে **বিজিগীষু** বলা যায় (অর্থাৎ তখনই তিনি বাস্তবিক পক্ষে সামাদি উপায়-চতুষ্টয়ের প্রয়োগে শত্রুকে বিজিত করিবার জন্য সম্যক্ ইচ্ছুক হওয়ার যোগ্য হয়েন)। তাঁহার (বিজিগীষুর) চতুর্দ্দিকে মণ্ডলীভূত এবং অন্তর বিনা (অর্থাৎ অন্য দেশ মধ্যবর্ত্তী না থাকিলে) সংলগ্ন ভূমির অধিপতি **অরিপ্রকৃতি** বলিয়া পরিজ্ঞাত। সেইভাবে এক ভূমি বা এক রাজ্য ব্যবহিত ভূমির অধিপতি **মিত্রপ্রকৃতি** বলিয়া পরিজ্ঞাত।

পূর্ব্বোক্ত অরিদোষসম্পদে যুক্ত হইলে **সামন্ত** রাজাও শত্রু বলিয়া পরিগণিত। যে শত্রু (মৃগয়াদি) ব্যসনে আসক্ত তাহার উপর অভিযান বা আক্রমণ করা উচিত। আশ্রয়-বিহীন (অর্থাৎ দুর্গ ও মিত্রহীন) শত্রু, ও দুর্ব্বল আশ্রয়যুক্ত শত্রুর উচ্ছেদ সাধন করা উচিত। ইহার বিপরীত হইলে, (অর্থাৎ শত্রু যদি আশ্রয়যুক্ত ও সবল আশ্রয় প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে) সেই শত্রু (অপকার করিলে) তাহার পীড়ন ও কর্শন (ধন ও দণ্ডের কৃশতা সম্পাদন) করা উচিত। **যাতব্য, উচ্ছেদনীয়, পীড়নীয় ও কর্শনীয়** এই চারিপ্রকার ভেদে শত্রুর ভেদও চারিপ্রকার হইল।

(অরির প্রতি অভিযোগ বা আক্রমণকারী) বিজিগীষুর সম্মুখ দিকে ভূমি বা রাজ্যের অন্তর বা ব্যবধান না থাকিলে তৎতৎ ভূমির অধিপতিরা যথাক্রমে এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইবেন, যথা—(অরির অনন্তর) **মিত্র**, (তদনন্তর) **অরিমিত্র**, (তদনন্তর) **মিত্রমিত্র** ও (তদনন্তর) **অরিমিত্রমিত্র**। সেই অবস্থায় বিজিগীষুর অনন্তর পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজার সংজ্ঞা **পার্ষ্ণিগ্রাহ** (তিনি অরির হিতার্থে বিজিগীষুর পার্ষ্ণি বা পশ্চাদ্ভাগ গ্রহণ করেন বলিয়া, বিজিগীষুর অরি); তদনন্তর রাজার সংজ্ঞা **আক্রন্দ** ('তুমি আসিয়া আমার পার্ষ্ণিগ্রাহকে বারিত কর'—এই বলিয়া যাহাকে আক্রন্দন বা ডাকা হয়,—তিনি বিজিগীষুর মিত্রভূত), তদনন্তর রাজার সংজ্ঞা **পার্ষ্ণিগ্রাহাসার** (তিনি পার্ষ্ণিগ্রাহের সাহায্যার্থ সরিয়া আসেন) এবং তদনন্তর রাজার নাম **আক্রন্দাসার** (তিনি আক্রন্দের সাহায্যার্থ সরিয়া আসেন)। (সুতরাং বিজিগীষু স্বয়ং এবং সম্মুখদিকে পাঁচজন ও পশ্চাদ্দিকে চারিজন, সর্ব্বসমেত এই দশজন রাজাদ্বারা গঠিত **'দশরাজমণ্ডল'** হয়।)

বিজিগীষুর নিজ ভূমির অনন্তর রাজা যদি স্বভাবতঃ অমিত্র হয়, অথবা তাঁহার সমান বংশে উৎপন্ন বলিয়া দায়ভাগী হয়—তাহা হইলে এই উভয়কেই **সহজশত্রু** বলা যায়। যে শত্রু নিজেই বিরুদ্ধ, কিংবা যিনি অপরের দ্বারা বিজিগীষুর বিরোধ উৎপাদন করান—তাহাকে (অর্থাৎ এই উভয়কে) **কৃত্রিমশত্রু** বলা যায়। (এই গেল শত্রুর অবান্তর ভেদ।)

বিজিগীষুর নিজ ভূমির এক অন্তর ভূমির অর্থাৎ এক রাজ্যের ব্যবধানে স্থিত রাজা যদি স্বভাবতঃ মিত্র হয়, এবং মাতাপিতার সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত (অর্থাৎ মাতুলপুত্র বা পিতৃস্বসার পুত্র) হয়—তাহা হইলে উভয়কে **সহজ মিত্র** বলা যায়। যে মিত্র নিজের ধন ও জীবনের জন্য বিজিগীষুর আশ্রয় গ্রহণ করে—তাহাকে **কৃত্রিম মিত্র** বলা যায়।

অরি ও বিজিগীষুর রাজ্যের অনন্তর (বিদিক্ ভাগে স্থিত) রাজা—যিনি (অরি ও বিজিগীষু) উভয়ে সন্ধিবদ্ধ বা বিগ্রহযুক্ত হইলেও উভয়কেই অনুগ্রহ-প্রদর্শন করিতে সমর্থ এবং উভয়ে কেবল বিগ্রহযুক্ত হইলেও উভয়কেই নিগ্রহ দেখাইতে সমর্থ—তিনি **মধ্যম রাজা** বলিয়া অভিহিত হয়েন।

আবার অরি, বিজিগীষু ও মধ্যমরাজার প্রকৃতি হইতে বাহিরে অবস্থিত ও (মধ্যম রাজা হইতেও কোশদণ্ডহিসাবে) অধিকতর বলবান্ রাজা—যিনি অরি, বিজিগীষু ও মধ্যম রাজা একত্রে সন্ধিবদ্ধ বা বিগ্রহ যুক্ত হইলেও তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে সমর্থ এবং তাঁহারা বিগ্রহযুক্ত হইলেও তাঁহাদিগকে নিগ্রহ দেখাইতে সমর্থ, তাহাকে **উদাসীন** (উর্দ্ধে আসীন—সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তম) বলা হয়। এইভাবে (**দ্বাদশ**) **রাজপ্রকৃতি** নিরূপিত হইল।

সংক্ষেপে চতুর্মণ্ডল রাজার (অর্থাৎ বিজিগীষু, অরি, মধ্যম ও উদাসীন রাজার) বিষয় অন্য প্রকারে বলা হইতেছে। অথবা, বিজিগীষু, ও ইহার মিত্র ও মিত্র-মিত্র—এই তিনটিকেও প্রকৃতি ধরা হয়। ইহাদের প্রত্যেকে অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ ও দণ্ড প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া অষ্টাদশ অবয়বযুক্ত মণ্ডল গঠিত করেন (ইহা বিজিগীষু-সম্বদ্ধ মণ্ডল)। এইভাবে অরি, মধ্যম ও উদাসীনেরও পৃথক্ পৃথক্ অষ্টাদশ অবয়বযুক্ত মণ্ডল প্রত্যেকের গঠিত হইতে পারে, ইহাও ব্যাখ্যাত হইল। এই প্রকারে চারি মণ্ডলেরই সংক্ষেপে নিরূপণ করা হইল।

(শুদ্ধ) রাজপ্রকৃতি বারটি এবং তাহাদের অমাত্যাদি দ্রব্য প্রকৃতি ষাটটি—সুতরাং সর্ব্বসমেত **দ্বিসপ্ততি** (৭২) প্রকারের প্রকৃতি ধরা হইল।

এই সব প্রকৃতির যথাযথ সম্পৎ বলা হইয়াছে। তাহাদের শক্তি ও সিদ্ধিও বলা হইতেছে। **শক্তি**শব্দ দ্বারা বল এবং **সিদ্ধি**শব্দ দ্বারা সুখ বুঝিতে হইবে।

শক্তি তিন প্রকার হয়। জ্ঞানবলের (অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা যোগক্ষেমসাধনের সামর্থ্যের নাম) **মন্ত্রশক্তি**। কোশ ও দণ্ডজনিত বলের নাম **প্রভুশক্তি**। এবং বিক্রমবলের নাম **উৎসাহশক্তি**।

এই প্রকারে সিদ্ধিও ত্রিবিধ হয়। যে সিদ্ধি মন্ত্রশক্তিদ্বারা সাধ্য, ইহার নাম **মন্ত্রসিদ্ধি**; যে সিদ্ধি প্রভুশক্তিদ্বারা সাধ্য, ইহার নাম **প্রভুসিদ্ধি**; এবং যে সিদ্ধি উৎসাহশক্তিদ্বারা সাধ্য, ইহার নাম **উৎসাহসিদ্ধি**।

উক্ত শক্তিদ্বারা অধিক উপচিত হইলে রাজা **জ্যায়ান্** (উত্তম) হয়েন। সেই শক্তিগুলিদ্বারা অপচিত (বা রহিত) হইলে তিনি **হীন** (অধম) হয়েন। এবং সেই শক্তিগুলির সমতা (অর্থাৎ অনূনতা ও অনধিকতা থাকিলে) তিনি **সম**

(মধ্যম) হয়েন। সেই কারণে, রাজা নিজের জন্য শক্তি ও সিদ্ধি বাড়াইতে ব্যাপৃত থাকিবেন। যে রাজা সাধারণ (অর্থাৎ উক্ত প্রকারে নিজের জন্য শক্তি ও সিদ্ধি বাড়াইতে অসমর্থ), তিনি (অমাত্যাদি) দ্রব্যপ্রকৃতির জন্য ক্রমান্বয়ে (অর্থাৎ প্রথমতঃ অমাত্য প্রকৃতি, তৎপর জনপদ প্রকৃতির জন্য ইত্যাদিক্রমে) শক্তি ও সিদ্ধি বাড়াইতে ব্যাপৃত হইবেন, অথবা ইহাদের শৌচ (শুদ্ধত্ব) বিবেচনা করিয়া ইহাদের জন্য শক্তি ও সিদ্ধি বাড়াইতে ব্যাপৃত হইবেন। অথবা (তিনি) দূষ্য ও অমিত্রদ্বারা শত্রুর (শক্তি ও সিদ্ধির) অপকর্ষসাধনে যত্ন করিবেন।

(সম্প্রতি কিরূপ অবস্থায় শত্রুর শক্তি ও সিদ্ধির অপকর্ষ সাধন করা উচিত হইবে না তাহা বলা হইতেছে।) বিজিগীষু রাজা যদি দেখেন—"আমার অমিত্র (শত্রু) শক্তিযুক্ত হইয়া বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, ও অর্থদূষণ দ্বারা আপন (অমাত্যাদি) প্রকৃতি-বর্গকে উপহত অর্থাৎ বিরক্ত করিবেন; অথবা সিদ্ধিযুক্ত হইয়া স্বয়ং মৃগয়া, দ্যূত, মদ্য ও স্ত্রীব্যসনে আসক্ত হইয়া প্রমাদ প্রাপ্ত হইবেন; অথবা এইভাবে প্রকৃতিবর্গকে বিরক্ত করিয়া উপক্ষীণ (বা দুর্ব্বল) হওয়ায় ও প্রমাদযুক্ত হওয়ায় আমার বশবর্ত্তী হইবেন (অর্থাৎ সহজে আমাদ্বারা পরাজিত) হইবেন, অথবা সর্ব্বপ্রকার সেনার সাহায্যে আমাদ্বারা যুদ্ধে অভিযুক্ত (আক্রান্ত) হইয়া একাকী কোন এক দুর্গে অবস্থিত থাকিবেন; (অথবা) তিনি সংহত (সংঘাতপ্রাপ্ত বা একত্রিত) সৈন্য লইয়াও মিত্র ও দুর্গরহিত হওয়ায় (সহজে) আমার সাধ্য হইবেন; অথবা তিনি নিজে অত্যন্ত বলবান্ হইয়া পরদেশে অন্য শত্রুর উচ্ছেদ সাধন করিতে অভিলাষী হইয়া, তাঁহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া আর আমাকে উচ্ছেদ করিবেন না; অথবা কোনও বলবান্ রাজাদ্বারা আমি যুদ্ধার্থ আহূত হইলে, কার্য্যারম্ভেই আমি বিপন্ন হইয়া পড়িলে আমাকে মধ্যমরাজার সহায়তা লইতে আকাঙ্ক্ষী দেখিয়া (নিজেই মধ্যম রাজরূপে) আমাকে সাহায্য প্রদান করিবেন, তাহা হইলে (অর্থাৎ এই সমস্ত কারণ উপস্থিত হইলে), অমিত্রেরও শক্তি ও সিদ্ধি কামনা করা যাইতে পারে।

দ্বাদশরাজপ্রকৃতি মণ্ডলের নায়ক বিজিগীষু রাজা, একান্তর-রাজ্যে অবস্থিত (মিত্র) রাজগণকে নেমিরূপে কল্পনা করিয়া, অনন্তর রাজ্যে অবস্থিত রাজগণকে অররূপে কল্পনা করিবেন, এবং নিজকে (রাজমণ্ডলচক্রের) নাভিরূপে গণনা করিবেন ॥ ১ ॥

নায়ক (বিজিগীষু) ও মিত্র—এই উভয়ের মধ্যে নিবেশিত হইলে, বলবান্ শত্রুও উচ্ছেদ বা পীড়নের যোগ্য হইবেন, (অর্থাৎ বিজিগীষু তাঁহার উচ্ছেদ বা পীড়ন সাধন করিবেন) ॥ ২ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে মণ্ডলযোনি-নামক ষষ্ঠ অধিকরণে শম ও ব্যায়াম-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ৯৮ অধ্যায়) সমাপ্ত।

মণ্ডলযোনি-নামক ষষ্ঠ অধিকরণ সমাপ্ত।

ষাড়্গুণ্য—সপ্তম অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

৯৮ম-৯৯ম প্রকরণ—ষাড়্গুণ্যের বিশেষ বর্ণন ও ক্ষয়, স্থান ও বৃদ্ধির নিশ্চয়

(স্বামিপ্রভৃতি) সপ্ত প্রকৃতি ও (দ্বাদশ) রাজমণ্ডল ষাড়্গুণ্যের (সন্ধিপ্রভৃতি ছয় গুণের) যোনি বা কারণ হইয়া থাকে।

সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—ইহাই ষড়্গুণ্য বা ছয়টি গুণ—ইহাই তদীয় আচার্য্যের মত।

কিন্তু, বাতব্যাধির মতে (প্রধানতঃ) গুণ দুই প্রকার; কারণ, সন্ধি ও বিগ্রহদ্বারাই ষাড়্গুণ্য সম্পাদিত হয় (অর্থাৎ আসন ও সংশ্রয় সন্ধিতে, যান বিগ্রহে এবং দ্বৈধীভাব উভয়ে অন্তর্ভূত হইতে পারে)।

কিন্তু, কৌটিল্যের নিজের মতে ইহার (অর্থাৎ সন্ধি ও বিগ্রহের) অবস্থাভেদে (স্বরূপভেদবশতঃ) গুণ ছয় প্রকারেরই হইয়া থাকে।

এই ছয় গুণের মধ্যে (দুই রাজার মধ্যে ভূমি, কোশ ও দণ্ডের দানাদি সর্ত্তে) পণবন্ধনের নাম সন্ধি। শত্রুর প্রতি অপকার বা দ্রোহাচরণের নাম বিগ্রহ। (সন্ধি প্রভৃতির) উপেক্ষা বা অকরণের নাম আসন। (শক্তিদেশকালাদির) অত্যধিকযোগই (যানের কারণ হয় বলিয়া ইহাই) যান নামে পরিজ্ঞাত। অন্য বলবান্ রাজার কাছে (নিজ, নিজের স্ত্রীপুত্র ও নিজের দ্রব্যাদির) অর্পণের নাম সংশ্রয়। সন্ধি ও বিগ্রহের এককালীন উপযোগের নাম দ্বৈধীভাব (দুই বলবান্ শত্রুর মধ্যে কেবল বাক্যদ্বারা নিজকে সমর্পণ করিয়া গূঢ়চিত্তবৃত্তি লইয়া অবস্থানের নামও দ্বৈধীভাব)। এইভাবে গুণ ছয় প্রকারই হইয়া থাকে।

নিজকে শত্রুর অপেক্ষায় হীন (বা নির্ব্বল) মনে করিলে (বিজিগীষু তাহার সহিত) সন্ধি করিবেন। নিজকে (শক্তি প্রভৃতি দ্বারা অধিক) উপচয়যুক্ত মনে করিলে (তিনি শত্রুবিশেষের সহিত) বিগ্রহ করিতে পারেন। 'আমাকে কোনও শত্রু উপহত করিতে পারিবে না, আমিও শত্রুকে উপহত করিতে পারিব না'—এইরূপ অবস্থায় (তিনি) আসন গ্রহণ করিয়া থাকিবেন (অর্থাৎ শত্রুকে তখন উপেক্ষা করা যায়)। (অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক অধিকরণে উক্ত শক্তিদেশকালাদি) গুণের আধিক্যে নিজকে যুক্ত মনে করিলে (তিনি) যানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। নিজকে শক্তিহীন মনে করিলে (তিনি বলবত্তর রাজার) সংশ্রয় কামনা করিবেন। কোন কার্য্যে সহায়তার অপেক্ষা থাকিলে, তিনি দ্বৈধীভাব অবলম্বন করিবেন।

এইভাবে বিষয়ভেদে ছয়গুণই স্থাপিত বা নিরূপিত হইল। (এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রকরণ নিরূপিত হইতেছে।)

এই ছয়টির মধ্যে যে গুণটিকে অবলম্বন করিয়া (বিজিগীষু রাজা) মনে করিবেন—

"এই গুণে অবস্থিত থাকিলে আমি নিজের দুর্গকর্ম্ম, সেতুকর্ম্ম, বণিক্‌পথ, শূন্যনিবেশন, খনি, দ্রব্যবন ও হস্তিবনকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে শক্ত হইব এবং শত্রুর এই সব কর্ম্ম নষ্ট করিতে শক্ত হইব"—তিনি সেই গুণটির অনুসন্ধান করিবেন। এই গুণানুষ্ঠান (বৃদ্ধির হেতু বলিয়া) বৃদ্ধি শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়।

'আমার বৃদ্ধি অতিশীঘ্র ঘটিবে, অথবা আমার বৃদ্ধি অধিকতর হইবে, অথবা আমার বৃদ্ধি উত্তরোত্তর আরও উপচিত হইবে এবং শত্রুর বৃদ্ধি বিপরীত হইবে (অর্থাৎ ইহা অতিশীঘ্র ঘটিবে না, কমই হইবে এবং উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইবে)'—এইরূপ বুঝিলে (বিজিগীষু) শত্রুর বৃদ্ধি উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু, উভয়ের বৃদ্ধি তুল্যকালে উদিত হইলে এবং তুল্য-ফলযুক্ত হইলে, (তিনি শত্রুর সহিত) সন্ধি করিবেন।

অথবা, (ছয় গুণের মধ্যে) যে গুণটি অবলম্বন করিলে নিজ (দুর্গাদি) কর্ম্মের উপ-ঘাত লক্ষিত হইবে এবং অপরের (শত্রুর) তাহা হইবে না, বিজিগীষু তাহা অবলম্বন করিবেন না। এই প্রকার গুণানুষ্ঠান (ক্ষয়ের হেতু বলিয়া) ক্ষয়-শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়।

"আমি দীর্ঘকাল পরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইব, আমার ক্ষয় অল্প হইবে, এবং আমার ক্ষয় বৃদ্ধির উদয় আনিবে এবং শত্রুর ক্ষয় বিপরীত হইবে (অর্থাৎ ইহা শীঘ্র ঘটিবে, অধিক হইবে এবং ক্ষয় অধিক বাড়িবে)",—এইরূপ বুঝিলে (নিজের) ক্ষয়ও উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু, নিজের ও শত্রুর উভয়ের ক্ষয় তুল্যকালে উপস্থিত হইলে এবং তুল্যফলযুক্ত হইলে, (তিনি শত্রুর সহিত) সন্ধি করিবেন।

অথবা, (ছয় গুণের মধ্যে) যে গুণটি অবলম্বন করিলে নিজ (দুর্গাদি) কর্ম্মের বৃদ্ধি বা ক্ষয় কোনটাই দেখা যায় না—তখন (তদবস্থায় থাকার দরুণ) ইহার অনুষ্ঠান স্থান-শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়।

অথবা, 'আমার স্থান অল্পকালস্থায়ী এবং ইহা বৃদ্ধির উদয় আনিবে এবং শত্রুর স্থান ইহার বিপরীত হইবে (অর্থাৎ ইহা বহুকালস্থায়ী এবং ক্ষয়কর হইবে)'—ইহা বুঝিলে বিজিগীষু নিজের স্থান উপেক্ষা করিতে পারেন। (নিজের ও শত্রুর)-উভয়ের স্থান তুল্যকালে উপস্থিত হইলে এবং তুল্যফলযুক্ত হইলে (তিনি শত্রুর সহিত) সন্ধি করিবেন।

উপরি উল্লিখিত বিষয় তদীয় আচার্য্যের সিদ্ধান্ত। কিন্তু, কৌটিল্য বলেন যে, এই বিষয়সমূহ বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই (অর্থাৎ সাধারণভাবে উক্ত হইয়াছে)। (কাজেই সম্প্রতি তিনি সেগুলি বিশেষভাবে বলিতেছেন।)

(বিজিগীষু কি অবস্থায় সন্ধি করিয়া নিজের বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তাহার কথা বিশেষভাবে বলা হইতেছে।) যদি (বিজিগীষু) এইরূপ দেখেন—"সন্ধি করিয়া অবস্থিত হইলে, (১) আমি আমার মহাফলযুক্ত নিজ (দুর্গাদি-) কর্ম্মদ্বারা শত্রুর (দুর্গাদি-) কর্ম্মের উপঘাত (নাশ বা মূল্যহানি) করিতে পারিব; (২) অথবা (সন্ধি-বশতঃ) আমি নিজের মহাফলযুক্ত কর্ম্মসমূহের উপভোগ করিতে পারিব; কিংবা (৩) শত্রুর কর্ম্মসমূহের উপভোগ করিতে পারিব; অথবা (৪) সন্ধিদ্বারা বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক আমি যোগপ্রণিধি

(অর্থাৎ গূঢ়পুরুষ তীক্ষ্ণাদি-প্রয়োগ) ও উপনিবৎ-প্রণিধিদ্বারা (অর্থাৎ বিষধূমাদির প্রয়োগ-দ্বারা) শত্রুর (দুর্গাদি-) কর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিব ; অথবা (৫) (সন্ধিবশতঃ) অনায়াসে আমি শত্রুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কুশল জনসমূহকে (বীজদানাদিরূপ) অনুগ্রহ ও (করমোক্ষণাদিরূপ) পরিহারের সুকরতা প্রদর্শন করিয়া এবং নিজ কর্ম্মসমূহের ফললাভের আতিশয্য দ্বারা (নিজ দেশে) আকৃষ্ট করিতে পারিব ; অথবা (৬) আমার শত্রু অত্যধিক বলবান্ নিজ শত্রুর সহিত অধিক মাত্রায় (ধনাদিদানদ্বারা) সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া (ক্ষীণকোশ হইয়া) স্বকর্ম্মের উপঘাত বা নাশ প্রাপ্ত হইবে ; অথবা (৭) যাঁহার (যে তৃতীয় পক্ষের) সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া (আমার শত্রু) আমার সহিত সন্ধি করিতেছে, তাঁহার সহিত তাহার (আমার শত্রুর) বিগ্রহ আমি দীর্ঘকালস্থায়ী করিতে পারিব ; অথবা (৮) আমার সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ (আমার শত্রু) আমার দ্বেষকারীর জনপদ পীড়িত করিতে পারিবে ; অথবা (৯) আমার শত্রুদ্বারা উপহত সেই (দ্বেষকারীর) জনপদ আমার হস্তে আসিবে এবং সেই কারণে আমি আমার নিজ কর্ম্মসমূহে বৃদ্ধি (উন্নতি) লাভ করিব ; অথবা (১০) আমার শত্রু নিজের কর্ম্মারম্ভ বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়ায় শঙ্কটে পতিত হইয়া আমার কর্ম্মে আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং (১১) সে অন্য শত্রুর সাহায্যে স্বকর্ম্মারম্ভে প্রবৃত্ত হইয়াছে (কিংবা বিষমে পতিত শত্রু অন্য শত্রুর সাহায্যে স্বকর্ম্মারম্ভে প্রবৃত্ত হইয়াও আমার কার্য্যে আক্রমণ করিতে পারিবে না—এইরূপ অনুবাদও হইতে পারে), এবং তজ্জন্য এই উভয় শত্রুর সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া আমি সর্ব্ব কর্ম্মে বৃদ্ধি (উন্নতি) লাভ করিতে পারিব ; অথবা (১২) শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া শত্রুর সহিত সংমিলিত রাজমণ্ডলকে ভিন্ন করিতে পারিব ; অথবা, সেই ভিন্ন (ভেদ প্রাপ্ত) রাজ-মণ্ডলকে নিজ বশে আনিতে পারিব ; অথবা, (১৩) শত্রুকে সেনাসাহায্য প্রদানপূর্ব্বক স্ববশে আনিয়া মণ্ডলের সহিত তাঁহার মিলনের লিপ্সাতে বিদ্বেষ আনাইতে পারিব ; অথবা (১৪) বিদ্বেষ প্রাপ্ত হইলে সেই শত্রুকে সেই মণ্ডলদ্বারাই ঘাতিত করিতে পারিব"—তাহা হইলে তিনি সন্ধিদ্বারা নিজ বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

(বিজিগীষু কি অবস্থায় বিগ্রহ করিয়া নিজের বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সম্প্রতি সেই কথা বিশেষভাবে বলা হইতেছে।) অথবা বিজিগীষু যদি এইরূপ দেখেন—"(১) আমার জনপদে আয়ুধজীবী (ক্ষত্রিয়) অনেক আছে, কিংবা এখানে শ্রেণীর (কৃষ্যাদিকারী ও তৎকারয়িতার) সংখ্যাও অধিক আছে। কিংবা ইহা শৈলদুর্গ, বনদুর্গ ও নদীদুর্গদ্বারা এবং (যাতায়াতের) একটি মাত্র দ্বার-দ্বারা সুরক্ষিত—সুতরাং আমার এই জনপদ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইবে ; (২) অথবা, আমি আমার রাজ্যপ্রান্তে দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইয়া শত্রুর (দুর্গাদি-) কর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিব ; (৩) অথবা, আমার শত্রু নানাপ্রকার ব্যসন ও পীড়নে হতোৎসাহ হইয়াছে এবং এখনই তদীয় কর্ম্মসমূহের উপঘাতকাল উপস্থিত হইয়াছে ; (৪) অথবা, বিগ্রহে প্রবৃত্ত শত্রুর জনপদবাসীদিগকে আমি অন্য পথ দিয়া সরাইয়া দিতে পারিব"—তাহা হইলে তিনি বিগ্রহে অবস্থিত হইয়া নিজের বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

(বিজিগীষু কি অবস্থায় আসন অবলম্বন করিয়া নিজের বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সম্প্রতি বিশেষভাবে তাহা বলা হইতেছে।) অথবা, বিজিগীষু যদি এইরূপ মনে করেন—"আমার শত্রু আমার (দুর্গাদি-) কর্ম্ম নষ্ট করিতে সমর্থ নহে, অথবা আমিও তাহার (দুর্গাদি) কর্ম্ম নষ্ট করিতে সমর্থ নহি; শত্রুর ব্যসনও (উপস্থিত হইয়াছে), সুতরাং (সমানবলশালী) কুক্কুর ও বরাহের ন্যায় আমাদের উভয়ের কলহ উপস্থিত হইলেও, আমি স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইলে বৃদ্ধি বা উন্নতি প্রাপ্ত হইব"—তাহা হইলে তিনি আসন অবলম্বন করিয়া নিজের বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

(সম্প্রতি যানদ্বারা বিজিগীষুর স্ববৃদ্ধির কথা বলা হইতেছে।) অথবা, বিজিগীষু যদি এইরূপ মনে করেন—"আমার শত্রুর (দুর্গাদি-) কর্ম্মের নাশ কেবল যানদ্বারাই সাধ্য এবং আমার স্বকর্ম্মের রক্ষাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে বিহিত আছে"—তাহা হইলে তিনি যানদ্বারা নিজের বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

(সম্প্রতি সমাশ্রয়দ্বারা বিজিগীষুর বৃদ্ধিলাভের কথা বলা হইতেছে।) অথবা, বিজিগীষু যদি এইরূপ মনে করেন—"আমি শত্রুর (দুর্গাদি) কর্ম্ম নষ্ট করিতে সমর্থ নহি, অথবা স্বকর্ম্মের নাশও নিবারণ করিতে সমর্থ নহি"—তাহা হইলে তিনি বলবান্ অন্য রাজাকে আশ্রয় করিয়া স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা ক্ষয় হইতে স্থান এবং স্থান হইতে বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিবেন।

(সম্প্রতি দ্বৈধীভাবদ্বারা বিজিগীষুর বৃদ্ধিলাভের কথা বলা হইতেছে।) অথবা, বিজিগীষু যদি এইরূপ মনে করেন—"এক শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া স্বকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত রাখিতে পারিব এবং অন্য এক শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিয়া তদীয় কর্ম্মের নাশ করিতে পারিব"—তাহা হইলে তিনি দ্বৈধীভাব অবলম্বন করিয়া (নিজের) বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

এইভাবে প্রকৃতিমণ্ডলে অবস্থিত (বিজিগীষু রাজা) এই ছয়প্রকার গুণের প্রয়োগদ্বারা কর্ম্মবিষয়ে, ক্ষয়ের অবস্থা হইতে স্থানের অবস্থা, এবং (তৎপর) স্থানের অবস্থা হইতে বৃদ্ধির অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে ষাড্‌গুণ্যসমুদ্দেশ ও ক্ষয়, স্থান ও বৃদ্ধির নিশ্চয়-নামক প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে ৯৯ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১০০ম প্রকরণ—সংশ্রয়বৃত্তি

১ (পূর্ব্বাধ্যায়ে কেবল একটি গুণ অবলম্বনপূর্ব্বক কি প্রকারে বিজিগীষু স্ববৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহা নিরূপিত হইয়াছে; সম্প্রতি দুইগুণদ্বারা প্রাপ্ত লাভ সমান হইলে—ইহার কোন্‌টি অবলম্বনীয় তাহা বলা হইতেছে।) বিজিগীষু যখন দেখিবেন যে, সন্ধি ও বিগ্রহদ্বারা সমান বৃদ্ধিলাভ ঘটে তখন তিনি সন্ধি অবলম্বন করিবেন। কারণ, বিগ্রহে ক্ষয় (প্রাণিনাশ), ব্যয় (ধনধান্যাদিব্যয়), প্রবাস (পরদেশে গমন) ও প্রত্যবায় (শত্রুপুরুষদ্বারা কৃত বিষপ্রয়োগাদিজনিত কষ্ট)—এই (অনর্থগুলি) সম্ভাবিত হয়।

এই বিধিদ্বারা যান ও আসনদ্বারা সমানলাভের সম্ভাবনায় আসনই অবলম্বনীয়—ইহা ব্যাখ্যাত হইল।

(আবার) দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়দ্বারা সমানলাভের সম্ভাবনায় দ্বৈধীভাবই (তিনি) অবলম্বন করিবেন। কারণ, দ্বৈধীভাবের আশ্রয়কারী রাজা মুখ্যভাবে স্বকর্ম্মে অনুষ্ঠানপর বলিয়া (তিনি) নিজেরই উপকার করেন। কিন্তু, সংশ্রয় অবলম্বনকারী রাজা (আশ্রয়দাতার বিধেয় থাকিয়া) পরের উপকারই করেন, নিজের নহে।

(নিজের অভিযোক্তা) সামন্ত যতটা বলযুক্ত, তাহা হইতে অধিকতর বলসম্পন্ন রাজাকে (তিনি) আশ্রয় করিবেন। তদপেক্ষায় অধিকতর বলসম্পন্ন রাজা না পাওয়া গেলে, সেই (অভিযোক্তা সামন্তকেই) আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে না দেখা দিয়া (অর্থাৎ তৎসমীপবর্ত্তী না থাকিয়া) কোশ, দণ্ড (সেনা) ও ভূমির যে কোনটা তাঁহাকে দিয়া, তাঁহার উপকার করিতে যত্নবান্ হইবেন। কারণ, রাজগণের পক্ষে বিশিষ্ট (অর্থাৎ বলবান্) রাজার সহিত সমাগম (বধবন্ধনাদি) মহৎ অনর্থ উৎপাদন করে—কিন্তু, নিজ শত্রুর সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত বিশিষ্ট রাজার সহিত সমাগম নিষিদ্ধ নহে।

(বিশিষ্টবলযুক্ত রাজা) যদি (বিনা সমাগমে) প্রসন্ন না হয়েন, তাহা হইলে (বিজিগীষু) তাঁহার নিকট দণ্ডোপনত রাজার মত (অর্থাৎ যে রাজা দণ্ড বা সেনাপ্রদানপূর্ব্বক সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার মত) প্রণত থাকিবেন। যখন বিজিগীষু দেখিবেন যে, (আশ্রয়ভূত বলবান্) রাজার প্রাণান্তকারী কোন ব্যাধি, কিংবা তাঁহার রাজ্যে (অমাত্যাদির) অন্তঃকোপ, কিংবা তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি, কিংবা তাঁহার মিত্রব্যসন উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই কারণে তাঁহার (বিজিগীষুর নিজের) বৃদ্ধি বা উন্নতির সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি বিশ্বাসযোগ্য (নিজের) ব্যাধি বা কোন ধর্ম্মকার্য্যের ছল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িবেন। (উপরি উক্ত অবস্থায়, বিজিগীষু) নিজের রাজ্যে অবস্থিত থাকিয়া, (আহূত হইয়াও উক্তরূপ ছল করিয়া তৎসমীপে) যাইবেন না। অথবা, তাঁহার নিকটে অবস্থিত থাকিলেও তদীয় ছিদ্র বা দোষ পাইলে তাহাতে আঘাত করিবেন।

দুই বলবান্ রাজার মধ্যগত হইয়া (বিজিগীষু নিজের) রক্ষাকার্য্যে সমর্থ রাজাকে (অর্থাৎ বলবান্ রাজদ্বয়ের অন্ততরকে) আশ্রয় করিবেন। অথবা; তন্মধ্যে যে রাজাটি সমীপবর্ত্তী বা রাজ্যান্তরদ্বারা ব্যবহিত নহেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন। অথবা, তিনি উভয়কেই আশ্রয় করিবেন এবং উভয়ের সহিত কপাল-সন্ধি করিয়া আশ্রয় করিবেন (অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের নিকট এইরূপ বলিবেন 'আপনিই আমার রক্ষক—আপনার দ্বারা রক্ষিত না হইলে আমাকে শত্রু উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন'। এইরূপ উক্তিদ্বারাই কপালসন্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে।) অথবা, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একজন অপর জনের মূল অর্থাৎ দ্রব্যাদি নষ্ট করিতেছেন, ইহা বলিয়া (অর্থাৎ নিজে তাহা নষ্ট করিয়া তাহাদের একজনের উপর তদ্দোষ আরোপণ করিয়া)—উভয়ের মধ্যে পরস্পরের অপকারকরণের ছলজনিত ভেদ প্রয়োগ করিবেন। এবং এইভাবে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর ভিন্ন হইলে তাঁহাদের উপর উপাংশুদণ্ড প্রয়োগ বা গোপনে বধ সাধন করিবেন।

অথবা, (তিনি) পার্শ্বে থাকিয়া উভয় বলবান্ রাজার মধ্যে যাঁহার নিকট হইতে শীঘ্র ভয়ের আশঙ্কা করিবেন তাঁহা হইতে আত্মরক্ষার্থ (বিপত্তির) প্রতীকার করিবেন। অথবা, (তিনি) দুর্গ আশ্রয় করিয়া দ্বৈধীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন (অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে সন্ধি ও বিগ্রহ—উভয়ের অভিমুখ হইবেন)।

অথবা, (তিনি এই অধিকরণের পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত) সন্ধির ও বিগ্রহের বিশেষবিধি অবলম্বনে চেষ্টমান হইবেন। উভয়ের দূষ্য, অমিত্র ও আটবিকদিগকে (মানদানাদিদ্বারা) (তিনি) নিজ বশে আনিবেন। উভয়ের মধ্যে একজনের আশ্রয় লইয়া অপরজনের ব্যসনসময়ে তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ দূষ্যাদিদ্বারাই তদীয় রন্ধ্রে প্রহার করিবেন। অথবা, উভয়দ্বারা আক্রান্ত বা পীড়িত হইলে (তিনি) উভয়ের মণ্ডলকে আশ্রয় করিবেন। অথবা, তিনি মধ্যম বা উদাসীন রাজাকে আশ্রয় করিবেন। অথবা, (তিনি) তাঁহার সহিত (মধ্যম বা উদাসীন রাজার সহিত) মিলিত হইয়া উভয়ের একজনকে (মানদানাদিদ্বারা) স্ববশে আনিয়া অপর জনের, অথবা উভয়েরই, উচ্ছেদ সাধন করিবেন।

অথবা, উভয় রাজাদ্বারা উচ্ছিন্ন (বিজিগীষু) মধ্যম ও উদাসীন রাজার মধ্যে, কিংবা তাঁহাদের স্বপক্ষে অবস্থিত রাজাদিগের মধ্যে যিনি ন্যায়বৃত্তি (অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত পথের অবলম্বনকারী), তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন। আবার, তুল্যশীল রাজাদিগের মধ্যে যে রাজার অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ নিজ রাজার প্রতি প্রীতিসুখ-যুক্ত আছেন তাঁহাকে (আশ্রয় করিবেন); অথবা, যে রাজার আশ্রয়ে স্থিত হইয়া (তিনি) নিজকে উদ্ধার করিতে পারিবেন তাঁহাকে (আশ্রয় করিবেন); অথবা, যাঁহার সহিত নিজের পূর্ব্বপুরুষগণদ্বারা অনুবৃত্ত (বিবাহাদিবশতঃ) গতি বা ব্যবহার ছিল, বা অন্যপ্রকার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল তাঁহাকে (আশ্রয় করিবেন); অথবা যাঁহার কাছে বহুসংখ্যক শক্তিমান্ মিত্র আছেন তাঁহাকে (আশ্রয় করিবেন)।

যিনি যাঁহার প্রিয়—এই উভয়ের মধ্যে কোন্ জন কোন্ জনের প্রিয় হয়েন না ? (অর্থাৎ

দুইজনই পরস্পরের প্রিয়।) (এই অবস্থায়) যিনি যাঁহার প্রিয়, তিনি তাঁহারই আশ্রয় লইবেন—এইপ্রকার আশ্রয়বৃত্তিই প্রশস্ত ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে সংশ্রয়বৃত্তি-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১০০ অধ্যায়) সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

১০১ম-১০২ম প্রকরণ—সম, হীন ও অধিকের গুণাভিনিবেশ এবং হীনের সহিত সন্ধি

নিজের শক্তি অপেক্ষা করিয়া বিজিগীষু ষাড়্গুণ্যের প্রয়োগ করিবেন। সম (সমশক্তিসিদ্ধিবিশিষ্ট) ও জ্যায়ান্ (অর্থাৎ অধিকশক্তিসিদ্ধিযুক্ত) রাজার সহিত তিনি সন্ধি করিবেন। হীন (হীনশক্তিসিদ্ধিযুক্ত) রাজার সহিত তিনি বিগ্রহ করিবেন। কারণ, যিনি (নিজে হীন হইয়া) জ্যায়ান্ বা অধিকশক্তিসিদ্ধিবিশিষ্ট রাজার সহিত বিগ্রহে ব্যাপৃত হয়েন, তাহার সেই যুদ্ধ পদাতির সহিত হস্তীর যুদ্ধের ন্যায় নাশের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। আর সমশক্তি বিজিগীষু রাজা যদি সমশক্তি অন্য রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে সেই যুদ্ধ কাচা পাত্র কাচা পাত্রের সহিত আহত হইলে যেমন উভয়ের নাশ ঘটে, তেমন উভয়েই নাশ প্রাপ্ত হয়েন। আবার অধিকশক্তি বিজিগীষু রাজা যদি হীনশক্তি অন্য রাজার সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে পাষাণের সহিত কুম্ভের সংঘর্ষ হইলে যেমন কুম্ভই ভাঙ্গিয়া যায়, পাষাণ টিকিয়া থাকে, তেমন অধিকশক্তি রাজাই সিদ্ধিলাভ করেন।

জ্যায়ান্ বা অধিকশক্তি রাজা যদি বিজিগীষুর সহিত সন্ধি ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে (বিজিগীষু): **দণ্ডোপনতবৃত্ত** (৭ম অধিকরণে ১৫ অধ্যায়ে উক্ত) প্রকরণে নিরূপিত উপায় ও **আবলীয়স** (১২ অধিকরণে) নিরূপিত যোগের অনুষ্ঠান করিবেন।

সমশক্তি রাজা যদি তাঁহার সহিত সন্ধি ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তিনি (বিজিগীষু) সেই সম রাজা যতখানি অপকার করিবেন, তিনিও ততখানি প্রত্যপকার করিবেন। যে-হেতু তেজই সন্ধির (মিলনের) কারণ হয়, এবং অতপ্ত লৌহ লৌহের সহিত মিলিত হয় না।

হীনশক্তি রাজা যদি সব বিষয়ে নম্রতা দেখাইয়া প্রণত থাকেন, তাহা হইলে তিনি (বিজিগীষু) তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে পারেন। কারণ (তাহা না হইলে) বনজাত বহ্নির ন্যায় (সেই হীন রাজা) দুঃখ ও ক্রোধজনিত তেজোদ্বারা বিজিগীষুর প্রতি বিক্রম দেখাইতে পারেন। এবং (সেই কারণে সেই হীনশক্তি রাজা) রাজমণ্ডলের অনুগ্রহ বা কৃপার বিষয় হইয়া পড়িবেন।

যদি হীনশক্তি বিজিগীষু অন্য রাজার সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া এইপ্রকার দেখেন—

"শত্রুর অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ অত্যন্ত লোভী, ক্ষীণ (ক্ষয়যুক্ত) এবং অপচারে (নানারূপ অকার্য্যে) রত ('দানমানাদিদ্বারা অনাদৃত'—এইরূপ অনুবাদ সঙ্গততর মনে হয় না) হইয়া প্রত্যাক্রমণ বা উচ্ছেদের ভয়ে (অথবা, শত্রুকর্ত্তৃক পুনরায় তাঁহার বশে আনীত হইবার ভয়ে) আমার দিকে আসিতেছে না"—তাহা হইলে তিনি (হীন হইলেও জ্যায়ান্ বা অধিকের সহিত) বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

যদি অধিকশক্তি বিজিগীষু অন্য রাজার সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া এইপ্রকার দেখেন— ("শত্রুর) অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ লুব্ধ ক্ষীণ ও অপচাররত ('অপচরিত' শব্দদ্বারা দুষ্টচরিত্র অর্থও গৃহীত হইতে পারে) হইয়া, অথবা তাহারা যুদ্ধে উদ্বিগ্ন হইয়াও আমার দিকে আসিতেছে না"—তাহা হইলে তিনি (অধিকশক্তি হইলেও হীনশক্তি রাজার সহিত) সন্ধি করিবেন। অথবা (তাঁহাদের অর্থাৎ অমাত্যাদির) বিগ্রহের উদ্বেগ শমিত করিবেন। অথবা যদি তিনি দেখেন—"আমার উপর ও শত্রুর উপর একসময়েই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে ; কিন্তু, আমার ব্যসন বা বিপত্তি গুরুতর এবং শত্রুর ব্যসন লঘুতর, সুতরাং শত্রু সহজেই নিজের ব্যসনের প্রতীকার করিয়া আমাকে আক্রমণ করিবে"—তাহা হইলে তিনি অধিকশক্তি হইলেও (হীন-শক্তি শত্রুর সহিত) সন্ধি করিবেন।

যদি অধিকশক্তি হইয়াও বিজিগীষু এইপ্রকার বুঝেন যে, শত্রুর সহিত সন্ধি কিম্বা বিগ্রহ করিয়া শত্রুর অপচয় ও নিজের উপচয় কোনটাই সম্ভাবিত হইবে না, তাহা হইলে তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করিবেন।

যদি হীনশক্তি হইয়াও বিজিগীষু এইপ্রকার দেখেন যে, শত্রুর ব্যসন বা বিপত্তির প্রতী-কারের সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তিনি অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

যদি অধিকশক্তি হইয়াও বিজিগীষু নিজের ব্যসন বা বিপত্তি প্রতীকার্য্য নহে এবং ইহা সমীপগত হইয়াছে—এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তিনি সংশ্রয় অবলম্বন করিবেন।

যদি অধিকশক্তি হইয়াও বিজিগীষু এইরূপ মনে করেন যে, এক রাজার সহিত সন্ধিদ্বারা নিজ কার্য্যসিদ্ধি ও অন্য রাজার সহিত বিগ্রহদ্বারা নিজ কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহা হইলে তিনি দ্বৈধীভাব অবলম্বন করিবেন।

(প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত হইল।) এইভাবে সকল সমশক্তি রাজার পক্ষে ছয়গুণের উপ-যোগ বা প্রয়োগ নিরূপিত হইল। কিন্তু, তন্মধ্যে (হীনের সম্বন্ধে) কিছু কিছু বিশেষের কথা উক্ত হইতেছে, যথা—

বলবান্ রাজা সৈন্যচক্র লইয়া আক্রমণ করিলে, নির্ব্বল রাজা শীঘ্রই ধন, সেনা, আত্মা (নিজ) ও ভূমি-সমর্পণপূর্ব্বক সন্ধি করিয়া (তাঁহার নিকট) উপনত (সমীপে আনত) হইবেন ॥১॥

বলবান্ রাজাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার সেনা ও (নিজশক্তি বিবেচনা করিয়া) ধন লইয়া, (সেই নির্ব্বল রাজা) স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবারত হইবেন। এই প্রকার সন্ধি আত্মামিষ সন্ধি-নামে পরিজ্ঞাত হয় (অর্থাৎ অবল রাজা নিজকে আমিষরূপে অর্থাৎ বলবানের ভোগ্যরূপে ব্যবহার করিতে স্বীকৃত থাকেন) ॥২॥

সেনাপতি ও কুমারকে শত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া তৎসেবায় নিযুক্ত হইতে দিয়া (অবল রাজা সবলের সহিত) যে সন্ধি করেন, তাহাকে **পুরুষান্তর-সন্ধি** বলা হয় (অর্থাৎ সেনাপতি ও কুমাররূপ পুরুষবিশেষের অর্পণদ্বারা বিহিত বলিয়া ইহার এই নাম)। অবল রাজা নিজকে অর্পণ করেন না বলিয়া এই সন্ধির অপর নাম **আত্মরক্ষণ-সন্ধি** ॥৩॥

(শত্রুর কার্য্যসাধনের জন্য) অবল রাজা স্বয়ং একাকী কোন স্থানে যাইবেন, অথবা তাঁহার সৈন্য যাইবে—এই চুক্তিতে ক্রিয়মাণ সন্ধিকে **অদৃষ্টপুরুষ-সন্ধি** বলা হয় (অর্থাৎ যে সন্ধিতে শত্রুসেবার্থ কোন পুরুষকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হয় না)। সেনামুখ্য ও রাজা স্বয়ং এই সন্ধিতে রক্ষা পাইয়া যান বলিয়া ইহার অপর নাম **দণ্ডমুখ্যাত্মরক্ষণ-সন্ধি** ॥৪॥

উপরিউক্ত পূর্ব্ব দুইটি সন্ধিতে (অর্থাৎ 'আত্মামিষ' ও 'পুরুষান্তর' সন্ধিতে) অবল রাজা, (উভয়পক্ষের) মুখ্য ব্যক্তিদিগের কন্যাগণের সহিত বিশ্বাসার্থ বিবাহবন্ধন ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু শেষ সন্ধিতে (অর্থাৎ 'অদৃষ্টপুরুষ' সন্ধিতে) তিনি গূঢ়ভাবে অরিকে বশে আনিবেন। এই তিন প্রকার সন্ধিই **দণ্ডোপনত-সন্ধি** নামে পরিচিত ॥৫॥

যে সন্ধিতে হতাবশিষ্ট অমাত্যাদি প্রকৃতিকে বলবান্ শত্রুর হস্ত হইতে কোশদানের চুক্তিতে পরিমোচন করা হয়, তাহার নাম **পরিক্রয়-সন্ধি**। এবং সেই সন্ধিই যদি অবলের অনায়াসে বহুবারে স্কন্ধে স্কন্ধে (অর্থাৎ কিস্তিতে কিস্তিতে) অর্থ দেওয়ার চুক্তিতে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে এই পরিক্রয় সন্ধিই তখন **উপগ্রহ-সন্ধি** নামে জ্ঞাত হইবে। এবং এই উপগ্রহ সন্ধিতে যদি দেয় ধন অমুক দেশে ও অমুক কালে দেওয়া হইবে বলিয়া নিয়মিত থাকে, তাহা হইলে এই উপগ্রহ সন্ধির নাম হয় **অত্যয়-সন্ধি** ॥৬-৭॥

সুখপূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে কোশদানের চুক্তিতে অর্থাৎ সহনীয় দানের চুক্তিতে সম্পাদিত বলিয়া, এবং উত্তরকালে ইহা কন্যাদান-জনিত সন্ধির অপেক্ষায় বেশী প্রশস্ত বলিয়া, এই সন্ধির নাম **সুবর্ণ-সন্ধি**ও হইয়া থাকে; কারণ, এই সন্ধিতে বিশ্বাসবশতঃ (শত্রু ও বিজিগীষু) উভয়ের মধ্যে, সুবর্ণে সুবর্ণে মিলনের ন্যায়, একীভাব সম্ভাবিত হইতে পারে ॥৮॥

ইহার বিপরীত সন্ধিকে (অর্থাৎ যে সন্ধিতে সমস্ত ধন তৎক্ষণাৎ দেয় বলিয়া চুক্তি করা থাকে তাহাকে) **কপাল-সন্ধি** বলা হয়। তৎক্ষণাৎ অতিমাত্র ধনগ্রহণে দুষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে এই সন্ধি উপাদেয় বলিয়া কথিত হয় না। (উপরি বর্ণিত পরিক্রয়াদি চারিপ্রকার সন্ধির মধ্যে) প্রথম দুইটিতে (অর্থাৎ 'পরিক্রয়' ও 'উপগ্রহ' সন্ধিতে) রাজা কুপ্য (অর্থাৎ বস্ত্রাদি অসার বস্তু), অথবা বিষযুক্ত হস্তী ও অশ্ব দিবেন (অর্থাৎ বিষযোগে যে হস্তী ও অশ্ব অল্পকালের মধ্যেই মারা যাইবে)। আবার তৃতীয় সন্ধিতে অর্থাৎ 'অত্যয় বা সুবর্ণ সন্ধিতে' তিনি দেয় ধনের অর্দ্ধটা দিবেন এবং বলিবেন যে, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে (অর্থাৎ সেইজন্য ধনাগম কম হয়)। চতুর্থ সন্ধিতে (অর্থাৎ কপালসন্ধিতে) তিনি (মধ্যম বা উদাসীনকে আশ্রয় করিয়া) 'দেই দিতেছি' বলিয়া কাল কাটাইয়া অবস্থান করিবেন। কোশ দিয়া সম্পাদিত হয় বলিয়া এই চারিপ্রকার সন্ধিকে **কোশোপনত-সন্ধি** বলা হয় ॥ ৯-১০ ॥

দেশ ও অমাত্যাদি-প্রকৃতি-রক্ষার জন্য ভূমির (জনপদের) একাংশ দানপূর্ব্বক কৃত সন্ধির নাম **আদিষ্ট-সন্ধি**। এই সন্ধি খুব ইষ্ট, যদি প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে গূঢ়পুরুষ ও চৌরাদিদ্বারা উপঘাত বা উপদ্রব উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় (অর্থাৎ তাহা হইলেই প্রদত্ত দেশভাগ পুনরায় নিজের আয়ত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে)॥ ১১ ॥

মূল (রাজধানী) বর্জ্জন করিয়া, যে যে ভূমি হইতে সব সারদ্রব্য গৃহীত হইয়াছে সেই সেই ভূমি শত্রুকে দিয়া সন্ধি করিলে সেই সন্ধিকে **উচ্ছিন্ন-সন্ধি** বলা হয়। এই সব ভূমিতে শত্রুর ব্যসন উৎপন্ন হইবে বলিয়া (অতএব, ইহা ফিরিয়া পাইবার আশায়) প্রতীক্ষা করিতে পারিলে এই সন্ধি ঈপ্সিত হইতে পারে ॥ ১২ ॥

কোনও ভূমিতে উৎপন্ন (শস্যাদি) ফলের দানপূর্ব্বক যদি সেই ভূমি ছাড়াইয়া লওয়ার চুক্তিতে সন্ধি করা হয়, তাহা হইলে সেই সন্ধির নাম হয় **অবক্রয়-সন্ধি**। কিন্তু যে সন্ধিতে ভূমি হইতে উৎপন্ন ফলাদির দান ছাড়াও অন্য অতিরিক্ত বস্তু দেওয়ার চুক্তি থাকে—সেই সন্ধির নাম হয় **পরদূষণ-সন্ধি** ॥ ১৩ ॥

(পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার সন্ধির মধ্যে) প্রথম দুইটি সন্ধি (অর্থাৎ 'আদিষ্ট' ও 'উচ্ছিন্ন' সন্ধি) অবলম্বন করিয়া রাজা (শত্রুর ব্যসনের) প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন এবং শেষের দুইটি সন্ধি (অর্থাৎ 'অবক্রয়' ও 'পরদূষণ' সন্ধি) অবলম্বন করিয়া, ভূমির ফল নিজে রাখিয়া আবলীয়স (১২শ) অধিকরণে উক্ত উপায়সমূহদ্বারা শত্রুর প্রতীকার করিবেন। ভূমিদান-বিষয়ক বলিয়া এই চারিপ্রকার সন্ধিকে **দেশোপনত-সন্ধি** বলা হয় ॥ ১৪ ॥

এই ভাবে নিরূপিত এই ত্রিবিধ (দণ্ডোপনত, কোশোপনত ও দেশোপনত) হীন-সন্ধি অবলীয়ান্ (নির্ব্বল) রাজা স্বকার্য্য, দেশ ও সময় বিবেচনা করিয়া অবলম্বন করিবেন ॥ ১৫ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে সম, হীন ও অধিকের গুণাভিনিবেশ এবং হীনসন্ধি-নামক তৃতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১০১ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

১০৩ম-১০৪ম প্রকরণ—বিগ্রহ করিয়া আসন, সন্ধি করিয়া আসন, বিগ্রহ করিয়া যান, সন্ধি করিয়া যান ও একত্রিত হইয়া প্রযাণ।

(পূর্ব্বাচার্য্যগণ) ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে 'আসন' ও 'যান'—সন্ধি ও বিগ্রহেই অন্তর্ভুক্ত হইবে। 'স্থান', 'আসন' ও 'উপেক্ষণ'—এই শব্দ তিনটী আসনের পর্য্যায়বাচী শব্দ।

কিন্তু, ইহাতে যাহা বিশেষ তাহা বলা হইতেছে, যথা—(আসনরূপ) গুণের একদেশ বা অবয়ববিশেষকে 'স্থান' বলা হয় (অর্থাৎ শত্রুর সহিত বিজিগীষুর সমান শক্তির অবস্থায়

নাম 'আসন', সেই শক্তির একদেশ (অল্পতা) হইলে, ইহার নাম হয় 'স্থান' এবং এই অবস্থায় শত্রু কর্তৃক বিহিত অপকারের প্রত্যপকারদ্বারা প্রতীকারের সামর্থ্য থাকে না)। নিজের বৃদ্ধির জন্য এই গুণ অবলম্বিত হইলে ইহার নাম 'আসন'। উপায়গুলির প্রয়োগ না করার বা অল্প প্রয়োগ করার নাম 'উপেক্ষণ'।

সন্ধির ইচ্ছুক অরি ও বিজিগীষু যদি পরস্পরের অপকারে অসমর্থ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা (অধিকশক্তিসম্পন্ন হইলে) বিগ্রহ করিয়া আসন অবলম্বন করিবেন, কিংবা (অল্পশক্তিসম্পন্ন হইলে) সন্ধি করিয়া আসন অবলম্বন করিবেন।

অথবা, বিজিগীষু যখন দেখিবেন যে, তিনি নিজের সৈন্যদ্বারা বা মিত্রের বা আটবিকের সৈন্যদ্বারা সমশক্তি বা অধিকশক্তি শত্রুর কর্শনে সমর্থ হইবেন, তখন তিনি বাহ্য (অর্থাৎ জনপদগত) ও আভ্যন্তর (অর্থাৎ দুর্গাদিগত) কৃত্যপক্ষকে (অর্থাৎ ক্রুদ্ধলুব্ধভীতাদিদিগকে) বর্দ্ধিত বা শমিত করিয়া, বিগ্রহ করিয়া 'আসন' অবলম্বন করিবেন।

অথবা, যখন তিনি দেখিবেন যে, তাঁহার অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ উৎসাহপূর্ণ, ঐকমত্যপূর্ব্বক কার্য্যকারী ও বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া স্বকর্ম্মসমূহ অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠান করিবেন এবং শত্রুর কর্ম্মসমূহ নষ্ট করিবেন, তখন তিনি বিগ্রহ করিয়া আসন অবলম্বন করিবেন।

(আরও কি কি অবস্থায় বিজিগীষু বিগ্রহ করিয়া আসন অবলম্বন করিবেন তাহা বলা হইতেছে।) অথবা, বিজিগীষু যখন দেখিবেন, "শত্রুর অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ দুষ্টচরিত্র (বা তিরস্কৃত বা অনাদৃত), (দুর্ভিক্ষাদির দরুণ) ক্ষয়প্রাপ্ত, লুব্ধ ও স্বচক্র (নিজ সেনা),চৌর ও আটবিকদ্বারা ব্যথিত হইয়া স্বয়ং বা মদীয় উপজাপের ফলে আমার (বিজিগীষুর) নিকট উপস্থিত হইবেন ; অথবা, আমার বার্ত্তা (কৃষি, পাশুপাল্য ও বণিজ্যা) সম্পদ্‌যুক্ত এবং শত্রুর বার্ত্তা বিপদ্‌যুক্ত এবং (সেই কারণে) তাঁহার অমাত্যাদিপ্রকৃতিবর্গ দুর্ভিক্ষে উপহত হইয়া আমাকেই আশ্রয় করিবেন ; (কিংবা) আমার বার্ত্তা বিপদ্‌যুক্ত ও শত্রুর বার্ত্তা সম্পদ্‌যুক্ত (তথাপি) আমার প্রকৃতিবর্গ তাঁহার নিকট যাইবেন না এবং বিগ্রহ করিয়া আমি তাঁহার (শত্রুর) ধান্য, পশু ও হিরণ্য অপহরণ করিতে পারিব ; অথবা, শত্রুর দেশে জাত পণ্যসমূহ (আমার দেশে আসিলে) আমার দেশের পণ্যসমূহের (বিক্রয়ের) উপঘাত বা হানি উৎপাদন করিবে বলিয়া আমি স্বদেশ হইতে সেগুলিকে নিবর্ত্তিত করিতে পারিব (অর্থাৎ স্বদেশে প্রবেশ করিতে দিব না) ; অথবা, (শত্রু আমার সহিত) বিগ্রহে ব্যাপৃত হইলে, শত্রুর বণিক্‌পথ হইতে আমার নিকটই সারবস্তু (অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্যসমূহ) আসিবে, তাঁহার (শত্রুর) নিকট নহে ; অথবা, আমার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া শত্রু আর দূষ্য অমিত্র ও আটবিকদিগের নিগ্রহ করিতে পারিবে না ; অথবা শত্রু তাহাদের (দূষ্যাদির) সহিতই বিগ্রহ করিতে বাধ্য হইবে ; (কিংবা) আমার মিত্রভাবী (অর্থাৎ সম্পদ্‌বিপদের মিত্র—এই অধিকরণের ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত) মিত্রের প্রতি আক্রমণার্থ প্রযাণ করিয়া, শত্রু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অল্প ক্ষয় (সৈন্যাদির ক্ষয়) ও ব্যয় (অর্থের ব্যয়) করিয়া মহান্ অর্থ লাভ করিবে (কিন্তু, আমি এই অভিপ্রয়াণ রোধ করিতে পারিব) ; অথবা কোনও গুণযুক্ত ও উপাদেয় ভূমির জন্য সেই দিকে

সর্ব্ব সৈন্য লইয়া, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, শত্রু যেপ্রকারে অভিযানে অগ্রসর না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা আমি করিতে পারিব"—তখন তিনি শত্রুর বৃদ্ধিবিঘাত ও নিজের প্রতাপ প্রদর্শনের জন্য বিগ্রহ করিয়া আসন অবলম্বন করিবেন।

যে-হেতু (সর্ব্ব সৈন্য লইয়া যাতব্যের প্রতি অভিপ্রয়াণে উদ্যত শত্রুর প্রতি বিগ্রহ করিয়া আসন অনুষ্ঠান করিলে) সেই শত্রু (কুপিত হইয়া যাতব্য শত্রুর দিক হইতে) প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকেই (বিজিগীষুকেই) গ্রাস করিতে পারে (সুতরাং বিগ্রহ করিয়া আসন অবলম্বন করা উচিত নহে)—ইহাই কৌটিল্যের আচার্য্য মনে করিতেন।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত স্বীকার করেন না। (তাঁহার মতে এই প্রকার শত্রু প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) ব্যসনহীন বিজিগীষুর কিছু কর্শন (অর্থাৎ কষ্ট প্রদান) করিতে পারিবেন মাত্র। কিন্তু, (বাধাপ্রাপ্ত না হইলে সেই শত্রু) তাঁহার নিজ যাতব্যের বৃদ্ধিদ্বারা নিজে বৃদ্ধ বা বলবত্তর হইয়া বিজিগীষুর উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন।

এইভাবে শত্রুর যাতব্য (আক্রমণের বিষয়ীভূত) রাজা অবিনষ্ট থাকিয়া (আত্মাপকারী) বিজিগীষুকে সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন। অতএব, সর্ব্বসৈন্য লইয়া যান আরম্ভকারী শত্রুর প্রতি বিগ্রহপূর্ব্বক আসন অবলম্বন করাই তাঁহার (বিজিগীষুর) প্রয়োজন।

বিগ্রহ করিয়া আসন অবলম্বনের যে-সব হেতু উক্ত হইয়াছে, তাহার বৈপরীত্য দর্শন করিলে, বিজিগীষু সন্ধি করিয়া আসন অবলম্বন করিবেন।

বিগ্রহ করিয়া আসন অবলম্বনের হেতুদ্বারা নিজ শক্তি উপচিত করিয়া, বিজিগীষু শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতি যানপ্রবৃত্ত হইবেন, কিন্তু, যে শত্রু অন্য যাতব্যের প্রতি সম্পূর্ণ সেনা লইয়া আক্রমণার্থ অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহার প্রতি বিগ্রহ করিয়া যান অবলম্বন করিবেন না (অর্থাৎ তাঁহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ে বিগ্রহ করিয়া আসন অবলম্বন করিবেন)।

অথবা বিজিগীষু যখন দেখিবেন—"শত্রু ব্যসনযুক্ত হইয়াছেন; অথবা, তাঁহার অমাত্যাদি প্রকৃতির ব্যসন অবশিষ্ট প্রকৃতিগণদ্বারা প্রতীকারের অতীত হইয়াছে; অথবা, তাঁহার প্রকৃতিরা আপন সৈন্যদ্বারা পীড়িত হইয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া গিয়াছে এবং (সেই জন্য) ইহারা কষ্ট প্রাপ্ত হওয়ায় উৎসাহহীন ও পরস্পর ভিন্ন হইয়া লোভের বশবর্ত্তী হইতে পারিবে; (এবং) শত্রু অগ্নি, জল, ব্যাধি, মরক ও দুর্ভিক্ষের জন্য নিজের বাহন, (কর্ম্মকর) পুরুষ ও কোষের রক্ষাবিধানসম্বন্ধে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন" —তখন তিনি বিগ্রহ করিয়া যানের অবলম্বন করিবেন।

অথবা, বিজিগীষু যখন দেখিবেন—"আমার (অগ্রবর্ত্তী) মিত্র ও (পশ্চাদ্বর্ত্তী মিত্ররূপী) আক্রন্দ—উভয়েই শূর, বৃদ্ধ ও অনুরক্ত প্রকৃতিদ্বারা যুক্ত আছেন, এবং শত্রু তদ্বিপরীত-প্রকৃতিযুক্ত; এবং সেই প্রকারে আমার পার্ষ্ণিগ্রাহও আসারও তদ্রূপ বিপরীত-প্রকৃতিযুক্ত; এবং আমি আমার মিত্রদ্বারা আসারকে ও আক্রন্দদ্বারা পার্ষ্ণিগ্রাহকে বিগৃহীত করিয়া (যাতব্যের প্রতি) যানে প্রবৃত্ত হইতে পারিব"—তখন তিনি বিগ্রহত করিয়া যানের অবলম্বন করিবেন।

অথবা, বিজিগীষু যখন দেখিবেন যে, অল্পকালের মধ্যেই তিনি কোনও ফল একাকীই সিদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন তিনি পার্ষ্ণিগ্রাহ ও আসারের সহিত বিগ্রহ করিয়া (যাতব্যের প্রতি) যান অবলম্বন করিবেন। ইহার বিপরীত হইলে (অর্থাৎ উপরি উক্ত বিগ্রহ করিয়া যান অবলম্বনের হেতুসমূহ বর্ত্তমান না থাকিলে) তিনি সন্ধি করিয়া যান অবলম্বন করিবেন।

অথবা, বিজিগীষু যখন দেখিবেন—"আমার পক্ষে একাকী (অসহায় হইয়া) যান অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে, অথচ যান অবলম্বন করাও প্রয়োজনীয়" তখন তিনি সমশক্তি, হীনশক্তি ও অধিকশক্তি রাজগণকে সমবেত করিয়া তাঁহাদের সহিত একত্র মিলিত হইয়া যানে প্রবৃত্ত হইবেন। যদি কেবল একদেশে যানের প্রয়োজন হয়; তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত অংশ বিভাগ করিয়া এবং অনেক দেশে যানের প্রয়োজন হইলে অংশ নির্দ্দিষ্ট না করিয়াই যানে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে সমবায় বা একত্র মিলন না ঘটিলে (অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে কোন রাজা সমবায়ে যোগ না দিলে), তাঁহার নিকট হইতে তিনি দেয় সেনাংশ যাচনা করিয়া লইবেন। অথবা, তিনি একত্র হইয়া অভিগমনের চুক্তিতে (অর্থাৎ তুমি একত্রযোগে এখন আমার সাহায্য করিলে, অবসর উপস্থিত হইলে আমিও তোমার তেমন সাহায্য করিব—এইরূপ চুক্তিতে) আবদ্ধ হইবেন। লাভ ধ্রুব পরিজ্ঞাত হইলে অংশ (পূর্ব্বেই) নির্দ্দিষ্ট করিয়া এবং ইহা অধ্রুব পরিজ্ঞাত হইলে, (পরে) যাহাই লাভ হইবে তাহার অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তিনি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন।

(সকল রাজা মিলিত হইয়া যান অবলম্বন করিলে যে ধনাদি লাভ হইবে, তাহার বিভাগের নিরূপণ করা হইতেছে।) (সহায়ার্থ প্রদত্ত) সেনার বহুত্ব ও অল্পত্ব অনুসারে লাভাংশ নির্দ্ধারণ করা—প্রথম পক্ষ। কোন্ রাজা কতখানি প্রয়াস অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে তাঁহার লাভাংশের কল্পনা করা উত্তম পক্ষ বলিয়া পরিজ্ঞাত। অথবা, যিনি যাহা লুণ্ঠন করিয়া লইবেন তাহাই তাঁহার লাভাংশ হইবে এইরূপ কল্পনা করাও এক পক্ষ। অথবা, অভিযানসময়ে প্রয়োজনীয় ধনসম্বন্ধে যিনি যত ধন ব্যয়ার্থ প্রক্ষিপ্ত বা নিয়োজিত করিবেন তদনুসারে তাঁহার লাভাংশ কল্পনা করাও একটি পক্ষ বলিয়া বিবেচিত হয় ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্গুণ্যনামক সপ্তম অধিকরণে, বিগ্রহ করিয়া আসন, সন্ধি করিয়া আসন, বিগ্রহ করিয়া যান, সন্ধি করিয়া যান ও একত্রিত হইয়া যান—নামক চতুর্থ অধ্যায় (আদি হইতে ১০২ অধ্যায়) সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

১০৮ম-১১০ম প্রকরণ—যাতব্য ও অমিত্রের আক্রমণবিষয়ক সম্প্রধারণ ; প্রকৃতিবর্গের ক্ষয়, লোভ ও বিরাগের হেতু ; সমবায়বদ্ধ রাজগণের বিচার

যাতব্য ও অমিত্রের উপর আপতিত সামন্তজনিত ব্যসন তুল্য হইলে, যাতব্য (অর্থাৎ অরিসম্পদ্‌যুক্ত ব্যসনী রাজা) কিংবা অমিত্রের প্রতি অভিযান করণীয় এই প্রশ্ন উঠিলে, অমিত্রের প্রতিই অভিযান করিতে হইবে—ইহাই উত্তর হইবে। তাঁহাকে (অমিত্রকে) বশে আনিতে পারিলে, (বিজিগীষু) যাতব্যের প্রতি যান অবলম্বন করিবেন। কারণ, অমিত্রের সাধনবিষয়ে যাতব্য রাজা (বিজিগীষুকে) সাহায্য প্রদান করিতে পারেন ; (কিন্তু,) যাতব্যের সাধনবিষয়ে অমিত্র রাজা তাঁহার সাহায্য প্রদান করিবেন না (যে-হেতু অমিত্র বিজিগীষুর নিত্য অপকারী)।

গুরুব্যসনযুক্ত যাতব্যের প্রতি কিংবা লঘুব্যসনযুক্ত অমিত্রের প্রতি অভিযান বিধেয় ? তদীয় আচার্য্যের মতে, গুরুব্যসনযুক্ত যাতব্যের প্রতি প্রথমতঃ আক্রমণ করা উচিত, কারণ, তাঁহাকে সাধিত করা সুকর। কিন্তু, কৌটিল্য এই মত পোষণ করেন না ; তাঁহার মতে লঘুব্যসনযুক্ত হইলেও অমিত্রের প্রতি অভিযান প্রথমতঃ করণীয়। কারণ, অমিত্র অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে, তাঁহার ব্যসন লঘু হইলেও ইহা কষ্টে প্রতিকার্য্য হইবে। ইহা সত্য কথা যে, যাতব্যের ব্যসন গুরু হইলেও (আক্রমণের পরে) ইহা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। তথাপি লঘুব্যসন অমিত্র যদি অনভিযুক্ত বা অনাক্রান্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি সহজে লঘুব্যসনের প্রতীকার করিয়া যাতব্যের নিকট (সহায়তাদানার্থ) অগ্রসর হইবেন (অর্থাৎ যাতব্যের সহিত মিলিত হইয়া বিজিগীষুর হানি উৎপাদন করিবেন), অথবা, তাঁহার (বিজিগীষুর) পার্ষ্ণি বা পশ্চাদ্ভাব গ্রহণ করিবেন।

নিম্নবর্ণিত তিন প্রকার যাতব্য যুগপৎ উপস্থিত হইলে, যথা (১) ন্যায়পূর্ব্বক (প্রজা) পালনকারী, কিন্তু গুরুব্যসনযুক্ত প্রথম যাতব্য, (২) অন্যায়পূর্ব্বক (প্রজা-) পালনকারী, কিন্তু, লঘুব্যসনযুক্ত দ্বিতীয় যাতব্য, (৩) এবং যাঁহার প্রকৃতিবর্গ বিরক্ত এমন তৃতীয় যাতব্য—তাঁহাদের মধ্যে কাহার প্রতি সর্ব্বপ্রথম যান অবলম্বন করা উচিত ? এই ক্ষেত্রে বিরক্তপ্রকৃতিযুক্ত যাতব্যের প্রতিই অভিযান করিতে হইবে। (কারণ), ন্যায়বৃত্তি গুরুব্যসনযুক্ত যাতব্য অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে, তাঁহার প্রকৃতিরা তাঁহাকে অনুগৃহীত করে অর্থাৎ তাহারা প্রাণপণে তাঁহার সহায়তা করে। আবার, অন্যায়বৃত্তি লঘুব্যসনযুক্ত যাতব্য (অভিযুক্ত হইলে) তদীয় প্রকৃতিরা তাঁহাকে উপেক্ষা করে (অর্থাৎ তাঁহার প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ কোনটাই প্রদর্শন করে না)। আবার বিরক্তপ্রকৃতি যাতব্য বলবান্ হইলেও (অভিযুক্ত হইলে) তাঁহাকে প্রকৃতিরা উচ্ছিন্ন করে। অতএব, বিরক্তপ্রকৃতি যাতব্যের প্রতিই অভিযান করা উচিত।

যে-যাতব্যের অমাত্যাদি প্রকৃতি (দুর্ভিক্ষাদিদ্বারা) ক্ষয়প্রাপ্ত ও লোভী তাঁহার প্রতি, অথবা যে যাতব্যের অমাত্যাদি প্রকৃতি অপচরিত (অনাদৃত বা তিরস্কৃত, অথবা দুশ্চরিত্র) তাঁহার প্রতি অভিযান আগে বিধেয়? যাঁহার প্রকৃতি ক্ষীণ ও লুব্ধ তাঁহার প্রতি অভিযান করা উচিত। কারণ, প্রকৃতিবর্গ ক্ষীণ ও লোভী হইলেই অনায়াসে উপজাপ বা ভেদ প্রাপ্ত হয়, অথবা পীড়া বা কর্শনের যোগ্য হয়; কিন্তু, অপচরিত প্রকৃতিবর্গ উপজাপ ও পীড়ার প্রভাবে পড়ে না, তাহারা প্রধানপুরুষদিগের স্বীকারদ্বারাই বশীভূত হইতে পারে,—ইহা তদীয় আচার্য্যের মত। কিন্তু, কৌটিল্য এই মত মানেন না। কারণ (তাঁহার মতে), ক্ষীণ ও লুব্ধ প্রকৃতিরা নিজ রাজার প্রতি স্নেহযুক্ত থাকায়, রাজার হিতসাধনে রত থাকে, অথবা, তাহার উপজাপ বা ভেদের বিসংবাদ ঘটায়, অর্থাৎ ভেদ অঙ্গীকার করে না—কারণ, তাহারা মনে করে রাজার প্রতি অনুরাগ থাকিলে, সর্ব্বগুণের যোগ উপস্থিত হয়। অতএব, যে যাতব্যের প্রকৃতি অপচরিত (অনাদৃত বা তিরস্কৃত, অথবা দুশ্চরিত্র) তাঁহার প্রতিই অভিযান করা উচিত।

অন্যায়বৃত্তি যাতব্য যদি বলবান্ হয়েন তাঁহার প্রতি, অথবা ন্যায়বৃত্তি যাতব্য যদি দুর্ব্বল হয়েন তাঁহার প্রতি, অভিযান করা উচিত? অন্যায়বৃত্তি বলবান্ যাতব্যের প্রতিই অভিযান বিধেয়। (কারণ,) অন্যায়বৃত্তি বলবান্ রাজা অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে, তাঁহার প্রকৃতিবর্গ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ রাখে না অর্থাৎ তাঁহার সহায়তা করে না, বরং (দুর্গাদি হইতে) তাঁহাকে নিষ্কাসিত করে, অথবা তাঁহার শত্রুর সহিত মিলিত হয়। কিন্তু, ন্যায়বৃত্তি দুর্ব্বল রাজা অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে, প্রকৃতিরা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ বা সহায়তা প্রদান করে, অথবা তাঁহাকে (দুর্গাদি হইতে) নিষ্কাসিত হইতে দেখিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও অনুগমন করে।

(বিজিগীষুর পক্ষে প্রকৃতিবর্গের ক্ষয়, লোভ ও বিরাগের হেতু নিবারণ করা উচিত—সম্প্রতি আটটি একান্বয় শ্লোকদ্বারা তাহাই নিরূপিত হইতেছে।) নিম্নবর্ণিত কারণগুলিদ্বারা, অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের ক্ষয়, লোভ ও (রাজার প্রতি) বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়,—যথা, (বিদ্যাদিসম্পন্ন) সজ্জনগণের প্রতি অবজ্ঞা ও অসজ্জনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন; অনুচিত ও অধর্ম্মযুক্ত হিংসাকার্য্যের প্রবর্ত্তন এবং সমুচিত ও ধর্ম্মযুক্ত আচরণের নিবর্ত্তন; অধর্ম্মকার্য্যের প্রতি আসক্তি ও ধর্ম্মকার্য্যের প্রত্যাখ্যান; অনর্থফলযুক্ত কার্য্যের করণ ও করণীয় কর্ম্মের প্রণাশ বা উপঘাত; (ভৃত্য-বেতনাদি) দেয় বস্তুর অপ্রদান ও (অন্যের নিকট হইতে উপঢৌকনাদি) অদেয় বস্তুর (বলপূর্ব্বক) গ্রহণ; দণ্ডার্হ ব্যক্তির প্রতি দণ্ডের অপ্রদান ও দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি দণ্ডপ্রদান ("দণ্ড্যানাং চণ্ডদণ্ডনৈঃ" —এইরূপ পাঠে—'দণ্ডার্হের প্রতি উগ্রদণ্ডপ্রদান'—এইরূপ অনুবাদ হইবে); (চৌরাদি) অগ্রাহ্য বা ত্যাজ্য পুরুষের স্বীকরণ (নিজের পার্শ্বে রক্ষণ) ও (গুণী ও পিতৃপিতামহ-ক্রমাগত) গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদিগের অসংগ্রহ (অর্থাৎ দূরে রক্ষণ); অনর্থকারক (সন্ধি-প্রভৃতি) কার্য্যের সম্পাদন ও অর্থ বা ফলযুক্ত কার্য্যের বিঘাত; চৌর হইতে প্রজার

অরক্ষণ ও স্বয়ং অপহরণ; পুরুষকারের ত্যাগ ও কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানজনিত গুণের নিন্দা; প্রধান বা কর্ম্মাধ্যক্ষগণের উপর দোষারোপ ও (পুরোহিতাদি) মান্য ব্যক্তি-দিগের অবমাননা; (বিদ্যাদিদ্বারা) বৃদ্ধগণের মধ্যে বিষমবৃত্তি ও অসত্য কথনদ্বারা বিরোধ ঘটান; উপকারের অনিষ্ক্রয় (অর্থাৎ প্রত্যুপকারের অবিধান) ও নিত্যকরণীয় কার্য্যের অকরণ; এবং রাজার প্রমাদ ও আলস্যবশতঃ যোগ (অলব্ধের লাভ) ও ক্ষেমের (লব্ধের পরিপালনের) নাশ (অর্থাৎ এই সমস্ত কারণদ্বারা প্রকৃতির ক্ষয়, লোভ ও বিরাগ উৎপন্ন হয়)॥ ১-৮॥

(অমাত্যাদি) প্রকৃতি ক্ষীণ হইলে লোভ প্রাপ্ত হয়, লোভী হইলে (রাজার প্রতি) বিরাগযুক্ত হয় এবং বিরক্ত হইয়া শত্রুর সহিত মিলিত হয়, অথবা, স্বয়ং নিজ প্রভুকে হত্যা করে॥৯॥

অতএব, রাজা কখনই প্রকৃতি বর্গের ক্ষয়, লোভ ও বিরাগের কারণগুলি উৎপাদন করিবেন না। সেগুলি উৎপন্ন হইলেও, তৎক্ষণাৎ তিনি ইহাদের প্রতিকার করিবেন।

ক্ষীণ, লুব্ধ ও বিরক্ত—এই তিন প্রকার প্রকৃতির মধ্যে পূর্ব্বটির অপেক্ষায় পরটি অধিক গুরুতর। কারণ, ক্ষীণ প্রকৃতিবর্গ পীড়া ও উচ্ছেদের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সন্ধি বা বিগ্রহ বা (দুর্গাদি হইতে) নিষ্ক্রমণ স্বীকার করিয়া লহে। লুব্ধ প্রকৃতিবর্গ লোভের জন্য অসন্তুষ্ট থাকিয়া শত্রুর দ্বারা প্রযুক্ত উপজাপের বশীভূত হইতে ইচ্ছুক হয়। (এবং) বিরক্ত প্রকৃতিবর্গ শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে (বিজিগীষুর প্রতি) আক্রমণের আয়োজন করে।

প্রকৃতিবর্গের হিরণ্য (নগদ টাকা) ও ধান্যের ক্ষয় ঘটিলে ইহা (হস্ত্যশ্বাদি) সকলেরই নাশক হয় এবং ইহার প্রতীকারও কষ্টসাধ্য হয়। (কিন্তু,) (হস্ত্যাদি) বাহন ও পুরুষের ক্ষয় ঘটিলে, হিরণ্য ও ধান্যদ্বারা ইহার প্রতীকার সহজসাধ্য হয়।

লোভ (অমাত্যাদি প্রকৃতিসমূহের) একটিকে আশ্রয় করিয়া ঘটে, এবং ইহার (প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন) মুখ্যগণের অধীন; এবং ইহা শত্রুর অর্থদ্বারা প্রতিহত বা প্রতিকৃত হইতে পারে, কিংবা ইহা (মুখ্যপুরুষদ্বারা) স্বয়ং গৃহীতও হইতে পারে।

(কিন্তু,) বিরাগ প্রধানদিগের নিগ্রহদ্বারা সাধিত বা উপশমিত হইতে পারে। কারণ, প্রধানরহিত প্রকৃতিবর্গ (বিজিগীষুর) বশ্য হয় ও অন্যের উপজাপের বিষয়ীভূত হয় না, কিন্তু, ইহা কখনও কোন আপৎ সহিতে পারে না (অর্থাৎ আপৎ উপস্থিত হইলে, বিজিগীষুকে ত্যাগ করিতেও পারে)। পরন্তু, ইহা প্রকৃতিমুখ্যগণদ্বারা প্রগৃহীত বা বশীকৃত থাকিলে, শত্রুর অভেদ্য হইয়া বহুধা রক্ষিত হইতে পারে এবং, আপৎ আপতিত হইলে তাহা সহিতে পারে।

সামবায়িকদিগের (বিজীগীষুর অনুগমনকারী রাজাদিগের) সন্ধি ও বিগ্রহের কারণ সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া, তন্মধ্যে যিনি শক্তি ও শৌচযুক্ত তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া (বিজিগীষু) অভিযানে প্রবৃত্ত হইবেন। কারণ, (সামবায়িক) শক্তিশালী হইলে, তিনি

পাঞ্চিগ্রাহ শত্রুকে নিবারিত রাখিতে ও যুদ্ধযাত্রায় (সেনাদ্বারা) সহায়তা প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন; এবং শুচি বা নিষ্কপট হইলে, তিনি (ঈপ্সিত কার্য্যের) সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে ন্যায্য পথাবলম্বী হয়েন।

এই সামবায়িকদিগের মধ্যে একজন অধিকতর শক্তিশালী হইলে এবং দুইজন সমশক্তিশালী হইলে—কোন্ পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া (বিজীগীষুর) যান অবলম্বন করা উচিত? সমানশক্তিশালী দুইটি সামবায়িকের সঙ্গে যাত্রা করা প্রশস্ত, কারণ, অধিক শক্তিশালীর সহিত মিলিত হইয়া যাত্রা করিলে, (বিজিগীষুকে) তাঁহার দ্বারা অবগৃহীত বা বশীভূত হইয়া চলিতে হয়; আর সমশক্তিশালী দুই সামবায়িকের সহিত মিলিত হইয়া যাত্রা করিলে, বিজিগীষুর পক্ষে অতিসন্ধানের বশে আধিক্য লব্ধ হইলে, উভয়ের পরস্পরের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করা সহজ হইতে পারে। উভয়ের মধ্যে একজন যদি দুষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্যের সহায়তায় তাঁহাকে দমিত করা, কিংবা, (দূষ্যাদিদ্বারা) ভেদ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে নিগৃহীত করা সম্ভবপর হয়।

সমশক্তি একজনের সহিত, অথবা হীনশক্তি দুইজনের সহিত মিলিত হইয়া তাহার যান অবলম্বন করা উচিত? হীনশক্তি দুইজনের সহিত মিলিত হইয়া যাত্রা করা উচিত, কারণ, তাহারা উভয়ে (একসময়ে একটি একটি করিয়া) দুইটি কার্য্য করিতে পারে এবং (বিজিগীষুর) বশবর্ত্তী থাকিতে পারে।

(অন্যান্য রাজারা যদি বিজিগীষুর সহিত মিলিত হইয়া যাত্রা অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহা হইলে কিরূপ কার্য্য বিধেয় হইবে সম্প্রতি তাহার নিরূপণ করা হইতেছে।) কার্যসিদ্ধি হইয়া গেলে—

যদি দেখা যায় যে, অধিকশক্তিশালী রাজা কৃতার্থ হইয়া শুচিরহিত হইয়াছেন, তাহা হইলে (বিজিগীষু) কোন অপদেশে বা ছলে গূঢ়ভাবে (তাঁহার নিকট হইতে) চলিয়া যাইবেন; কিন্তু, সেই রাজা শুচিস্বভাব থাকিলে, যতদিন তিনি না ছাড়িবেন ততদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রতীক্ষা করিবেন ॥১০॥

(বিজিগীষু) সত্র (দুর্গাদি সঙ্কটপ্রদেশ) হইতে ('সত্রাৎ' স্থানে 'সমাৎ' পাঠ সঙ্গততর মনে হয়—সেই পাঠ ধৃত হইলে 'সমশক্তি রাজা হইতে', এইরূপ অনুবাদ হইবে) যত্নপূর্ব্বক নিজ কলত্র (অর্থাৎ কলত্রাদি অন্তরঙ্গ পারিবারিক জন) সরাইয়া লইয়া নিজে অপসৃত হইবেন। কারণ, সমশক্তি রাজা লব্ধার্থ হইলে, তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বস্ত বিজিগীষুরও ভয় (অনর্থাপত্তির ভয়) হইতে পারে ॥১১॥

সমশক্তি রাজা লব্ধার্থ হইয়া অধিকশক্তিশালিত্ববোধে বিপরীত বৃত্তি হইয়া পড়েন। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাজাকে বিশ্বাস করিতে নাই। (কারণ,) বৃদ্ধি চিত্তের বিকার উৎপাদন করিয়া থাকে ॥১২॥

বিশিষ্ট বা অধিকশক্তিশালী রাজা হইতে অল্প অংশ পাইয়াই (বিজিগীষু) তুষ্টমুখ হইয়া চলিবেন, অথবা, অংশ না পাইয়াও তুষ্টমুখে ফিরিয়া যাইবেন। তাহার পর তদীয় অঙ্কে অর্থাৎ তদীয় রন্ধ্রে আঘাত করিয়া তিনি দ্বিগুণ অংশ হরণ করিবেন ॥১৩॥

কিন্তু, স্বতন্ত্রভাবে যানকারী বিজিগীষু কার্য্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, সামবায়িকদিগকে (অর্থাৎ সহায়কারী অনুগামী রাজাদিগকে) বিদায় দিবেন। তিনি নিজে অল্পাংশ লাভ করিয়া নিজকে পরাজিত মনে করিবেন। কিন্তু, তথাপি (সামবায়িকদিগকে অল্পাংশ দিয়া) নিজের জয় চাহিবেন না। তাহা হইলেই তিনি রাজমণ্ডলের প্রিয় হইবেন ॥১৪॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে যাতব্য ও অমিত্রের আক্রমণ-বিষয়ক সম্প্রধারণ, প্রকৃতিবর্গের ক্ষয়, লোভ ও বিরাগের হেতু এবং সমবায়বদ্ধ রাজগণের বিচার-নামক পঞ্চম অধ্যায় (আদি হইতে ১০৩ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১১১ম-১১২ম প্রকরণ—সন্ধিবদ্ধ রাজদ্বয়ের প্রযাণ, এবং পরিপণিত, অপরিপণিত ও অপসৃত সন্ধি

বিজিগীষু (রাজমণ্ডলের দ্বিতীয় প্রকৃতিকে অর্থাৎ অরিপ্রকৃতিকে (বক্ষ্যমাণ প্রকারে) বঞ্চিত করিবেন ; (এক সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অভিযানার্থ) তিনি তাঁহার কোন সামন্তকে সংহিত-প্রযাণ (অন্যোন্যকৃত সন্ধিপূর্ব্বক প্রযাণ) অবলম্বন করিতে প্রযুক্ত করিবেন (এবং বলিবেন)—"তুমি এই দিকে (তোমার যাতব্যের প্রতি) অগ্রসর হও, এবং আমি এই দিকে (আমার যাতব্যের প্রতি) অগ্রসর হইব। উভয়ত্র যে লাভ হইবে তাহা আমরা উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইব।"

উভয়ের লাভ সমান হইলে, (সমশক্তিত্ববশতঃ) বিজিগীষু তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করিবেন। আর লাভে বৈষম্য ঘটিলে (অর্থাৎ বিজিগীষুর লাভ অধিক হইলে) তিনি তাঁহার প্রতি বিক্রম প্রদর্শন করিবেন (অর্থাৎ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন)। এই পর্য্যন্ত সংহিতপ্রযাণ ব্যাখ্যাত হইল)।

সম্প্রতি পরিপণিত (অর্থাৎ যাহা দেশ, কাল ও কার্য্যানুরোধে ক্রিয়মাণ) সন্ধি ও অপরিপণিত সন্ধির বিষয় বলা হইতেছে।

"তুমি ঐ দেশে যাও, আর আমি এই দেশে যাইব"—এইভাবে দেশবিশেষের নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক যে সন্ধি করা হয়, ইহার নাম পরিপণিতদেশ সন্ধি (ইহা পরিপণিত সন্ধির প্রথম ভেদ)।

আবার, "তুমি এতখানি সময় পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে থাক, আর আমি এতখানি সময় পর্য্যন্ত কার্য্য করিব"—এই ভাবে সময় নিয়মিত করিয়া যে সন্ধি করা হয়, ইহার নাম পরিপণিতকাল সন্ধি (ইহা পরিপণিত সন্ধির দ্বিতীয় ভেদ)।

আবার, "তুমি এতখানি কার্য্য সমাধা কর, আর আমি এতখানি কার্য্য সমাধা করিব"—এই ভাবে কার্য্যবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া যে সন্ধি করা হয়, ইহার নাম **পরিপণিতার্থ সন্ধি** (ইহা পরিপণিত সন্ধির তৃতীয় ভেদ)।

বিজিগীষু যদি বা এইরূপ মনে করেন—"(আমার সঙ্গে পণাবদ্ধ) শত্রুভূত সামন্ত এরূপ দেশে যাইবেন যাহাতে গিরিদুর্গ, বনদুর্গ ও নদীদুর্গ আছে, যাহা অটবী বা কান্তারদ্বারা ব্যবহিত (অর্থাৎ যেখানে যাইতে হইলে জঙ্গলময় স্থান পার হইয়া যাইতে হয়), যেখানে অন্যস্থান হইতে ধান্য, পুরুষ, তৈল-ঘৃতাদি ভারবাহ্য দ্রব্য ও মিত্রবল আনা কঠিন, যেখানে তৃণঘাস, কাষ্ঠ ও জল পাওয়া যায় না, যে স্থান অপরিচিত ও দূরবর্ত্তী, যেখানে প্রজাজন অন্যভাবাপন্ন (অর্থাৎ স্বামিভক্ত নহে) এবং যেখানে সৈন্যের ব্যায়ামের উপযোগী ভূমি পাওয়া যায় না ;—এবং আমি ইহার বিপরীত প্রকারের দেশাভিমুখে যাত্রা করিব", তাহা হইলে দেশসম্বন্ধে এইরূপ কারণবিশেষ উপস্থিত হইলেই, তিনি 'পরিপণিতদেশ'-নামক সন্ধি অবলম্বন করিবেন।

আবার, বিজিগীষু যদি বা এইরূপ মনে করেন—"(আমার সঙ্গে পণাবদ্ধ) শত্রুভূত সামন্ত এরূপ কালে কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন যখন অধিক বর্ষা, অধিক উষ্ণতা ও অধিক শীত অনুভূত হইবে, যখন অত্যন্ত ব্যাধিপ্রকোপ দেখা যাইবে, যখন আহারোপভোগের দ্রব্যাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে (অর্থাৎ মিলিবে না), যখন তাঁহার সৈন্যের ব্যায়াম উপরুদ্ধ হইবে এবং যে কাল কার্য্যসাধনে প্রয়োজনীয় কালের বিবেচনায় কম বা বেশী ;—এবং আমি তদ্বিপরীত কালে কার্য্যে ব্যাপৃত হইব", তাহা হইলে কালসম্বন্ধে এইরূপ কারণবিশেষ উপস্থিত হইলেই, তিনি 'পরিপণিতকাল'-নামক সন্ধি অবলম্বন করিবেন।

আবার, বিজিগীষু যদি বা এইরূপ মনে করেন—"(আমার সঙ্গে পণাবদ্ধ) শত্রুভূত সামন্ত এরূপ কার্য্য করিবেন, যাহা কোন শত্রু উচ্ছেদ করিতে পারিবে, যাহা অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের কোপ উৎপাদন করিবে, যাহা দীর্ঘকালে সমাধা লাভ করিবে, যাহা সাধন করিতে প্রভূত জনক্ষয় ও অর্থব্যয় হইবে, যাহা ক্ষুদ্র ও যাহা ভবিষ্যতে অনর্থ ঘটাইবে, যাহা সাধন সময়ে কষ্টবিধায়ক ও অধর্ম্মযুক্ত, যাহা মধ্যম ও উদাসীন রাজারও বিরোধী এবং যাহা মিত্রের উপঘাত বা নাশ ঘটাইবে ;—এবং আমি তদ্বিপরীত কার্য্য সাধন করিব," তাহা হইলে কার্য্য-সম্বন্ধে এইরূপ কারণবিশেষ উপস্থিত হইলে, তিনি 'পরিপণিতকার্য্য'-নামক সন্ধি অবলম্বন করিবেন। এইভাবে দেশ ও কাল, কাল ও কার্য্য, দেশ ও কার্য্য এবং দেশ, কাল ও কার্য্য ইহাদের অন্যোন্য মিশ্রণে আরও চারি প্রকার 'পরিপণিত' সন্ধি ধার্য্য হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত তিন প্রকারের সহিত এ-গুলি যুক্ত হইলে 'পরিপণিত' সন্ধি সপ্তবিধ হইতে পারে। এইরূপ সন্ধি করা হইলে, বিজিগীষু প্রথমেই নিজের কর্ম্মসমূহ আরম্ভ করিয়া সে-গুলিকে ফলোদয় পর্য্যন্ত পরিসমাপ্ত করিবেন এবং (তৎপর) শত্রুর কর্ম্মসমূহ আক্রমণ করিবেন।

অথবা, (পানাদি-) ব্যসনযুক্ত, ত্বরা, অবমাননা ও আলস্যসমন্বিত, জ্ঞানরহিত শত্রুকে

বঞ্চনা করিতে ইচ্ছুক বিজিগীষু দেশ, কাল ও কার্য্যের ব্যবস্থা না করিয়া, "আমরা উভয়েই সন্ধিতে আবদ্ধ হইলাম" এই কথামাত্রদ্বারা বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক শত্রুভূত সামন্তের ছিদ্র বা দোষ পাইলেই ইহাতে প্রহার করিবেন। ইহাই অপরিপণিত সন্ধি নামে অভিহিত হয়।

এই সম্বন্ধে ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া (শ্লোকদ্বারা) উক্ত হইতেছে, যথা—জ্ঞানী বিজিগীষু এক সামন্তকে অন্য সামন্তের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য যাতব্য সামন্তের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত তৎপক্ষীয়গণকে উচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার (অর্থাৎ অন্য যাতব্য সামন্তের) ভূমি হরণ করিবেন॥১॥

সন্ধির চারিপ্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে, যথা—'অকৃতচিকীর্ষা', 'কৃতশ্লেষণ', 'কৃতবিদূষণ' ও 'অবশীর্ণক্রিয়া'। বিক্রম বা বিগ্রহেরও তিনপ্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে, যথা—প্রকাশযুদ্ধ, কূটযুদ্ধ ও তূষ্ণীংযুদ্ধ। এইভাবে সন্ধি ও বিক্রমের বিভাগ বলা হইল।

কোনও রাজার সঙ্গে এই সর্ব্বপ্রথম সন্ধি করিতে গিয়া, যদি (বিজিগীষু) তাঁহার (সেই রাজার) প্রতি অনুবন্ধ-যুক্ত সামাদির (অর্থাৎ দানযুক্ত সাম ও সামযুক্ত দানাদির) অনুষ্ঠানদ্বারা সন্ধির চেষ্টা করেন এবং নিজের বলের তুলনায় সমশক্তি, হীনশক্তি ও অধিক-শক্তির সহিত (কোশদণ্ডাদির দান ও গ্রহণদ্বারা) ইহার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ইহাকে **অকৃতচিকীর্ষা** সন্ধিধর্ম্ম বলা হয়। কোনও রাজার সঙ্গে সন্ধি করিয়া যদি (বিজিগীষু) প্রিয় ও হিতকর আচরণ দ্বারা, উভয়তঃ অর্থাৎ অপর পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া, সেই সন্ধির পরিপালন করেন এবং যথাকথিত ভাবে সন্ধিসর্ত্তের অনুবর্ত্তন করেন ও 'যাহাতে কোনও প্রকারে তিনি শত্রুর ভেদে না পতিত হয়েন' সেইরূপে আত্মরক্ষণ করেন, তাহা হইলে ইহাকে **কৃতশ্লেষণ** সন্ধিধর্ম্ম বলা হয়।

কোনও রাজার সঙ্গে সন্ধি করিয়া, যদি (বিজিগীষু) দুষ্যাদিদ্বারা শত্রুর প্রতি প্রবঞ্চনা চালাইয়া, শত্রুকে সন্ধানের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া পূর্ব্বকৃত সন্ধির ব্যতিক্রম বা ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে ইহাকে **কৃতবিদূষণ** সন্ধিধর্ম্ম বলা হয়।

যদি (বিজিগীষু) দেখেন যে, তাঁহার কোনও ভৃত্য বা মিত্র কোন দোষবশতঃ তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরে যদি তিনি পুনরায় তাহাদের সহিত সন্ধি করেন, তাহা হইলে ইহাকে **অবশীর্ণক্রিয়া**-নামক সন্ধিধর্ম্ম বলা হয়।

এই অবশীর্ণক্রিয়াতে গতাগত (অর্থাৎ একবারে চলিয়া গিয়া পুনরায় আগত বা মিলিত হওয়া) চারিপ্রকার হইতে পারে। (১) কোন কারণে পৃথক্ হইয়া যাওয়া ও কোন কারণে আসিয়া পুনর্মিলন; (২) তদ্বিপরীতকার্য্য অর্থাৎ অকারণে যাওয়া ও অকারণে পুনরাগমন; (৩) কোন কারণে যাওয়া ও অকারণে পুনরাগমন; ও (৪) তদ্বিপরীত কার্য্য অর্থাৎ অকারণে যাওয়া ও কোন কারণবশতঃ পুনরাগমন।

নিজ প্রভুর দোষরূপ কারণবশতঃ যদি কেহ চলিয়া যায় এবং নিজ প্রভুর (প্রসন্নতাদি) গুণরূপ কারণবশতঃ পুনরায় আগমন করে; (আবার) শত্রুর গুণদর্শনবশতঃ যদি সে চলিয়া যায় এবং সেই শত্রুরই দোষদর্শনবশতঃ (প্রভুসন্নিধানে) ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে এইরূপ গতাগতের সহিত পুনর্ব্বার সন্ধি করা বিধেয়।

যদি কেহ আপন দোষে (স্বামীকে ত্যাগ করিয়া) যাইয়া ও আপন দোষেই (শত্রুকে ছাড়িয়া) স্বামিসন্নিধানে পুনরায় আগমন করে, অথবা, স্বস্বামী ও শত্রু—এই উভয়ের গুণ বিবেচনা না করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অকারণে চলিয়া গিয়া আবার পুনরায় আগমন করে, তাহা হইলে সেই চঞ্চলবুদ্ধি জনের সহিত পুনরায় সন্ধান উচিত নহে।

যদি কেহ স্বামীর দোষে (শত্রুসমীপে) গত, এবং নিজের দোষে শত্রুর নিকট হইতে প্রত্যাগত হয়, তাহা হইলে কারণবশতঃ গত ও অকারণবশতঃ আগত বলিয়া তাহার সম্বন্ধে এইভাবে তর্ক বা বিচার করা উচিত, যথা—"তবে কি এই লোক শত্রুদ্বারা প্রযুক্ত হইয়া, অথবা তাহার নিজের দোষেই আমার অপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথবা সে আমার কোন অমিত্রকে আমার শত্রুর উচ্ছেদকারী বলিয়া বুঝিতে পারিয়া নিজের প্রতিঘাত বা বধ আশঙ্কা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, অথবা আমার উচ্ছেদকামী শত্রুকে ত্যাগ করিয়া (পূর্ব্বপরিচয়জনিত) সদয়তাবশতঃ ফিরিয়া আসিয়াছে ?" যদি (বিজিগীষু) তাহাকে কল্যাণবুদ্ধি মনে করেন, তাহা হইলে তাহাকে সৎকার দেখাইয়া নিজ সন্নিধানে রাখিবেন, এবং তাহাকে অন্যথাবুদ্ধি মনে করিলে তাহাকে দূরে বাস করাইবেন।

যদি কেহ নিজের দোষে (স্বপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া শত্রুসমীপে) গত, এবং শত্রুর দোষে তাহার নিকট হইতে (পুনরায়) আগত হয়, তাহা হইলে অকারণবশতঃ গত ও কারণবশতঃ আগত বলিয়া তাহার সম্বন্ধে এইভাবে তর্ক বা বিচার করা উচিত, যথা—"তবে কি এইলোক এখানে আসিয়া আমার ছিদ্র বা দোষ বিস্তার করিবে, অথবা এখানে আসিয়া তাহার বাস করা উচিত মনে করে, অথবা তাহার (কলত্রাদি পরিবারস্থ) জন পরদেশে থাকিতে ভালবাসে না, অথবা সে আমার মিত্রগণের সহিত সন্ধি করিয়াছে, অথবা সে শত্রুগণদ্বারা বিপ্রকৃত বা অপকৃত হইয়াছে, অথবা সে লোভী ও নিষ্ঠুর শত্রুকে ভয় করে, অথবা শত্রুর সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ অপর কাহাকে ভয় করে (শেষোক্ত বাক্যদ্বয়কে এক বাক্য মনে করিলে অনুবাদ এইরূপ হইবে—'অথবা শত্রুর সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ কোন লোভী ও নিষ্ঠুর অন্য কাহাকে ভয় করে) ?" (বিজিগীষু) তাহাকে ভালরূপে বুঝিয়া (অর্থাৎ কল্যাণবুদ্ধি বা অন্যথাবুদ্ধি মনে করিয়া) তাহার প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিবেন (অর্থাৎ তাহাকে কল্যাণবুদ্ধি মনে করিলে তাহার প্রতি সৎকার দেখাইবেন ও তাহাকে অকল্যাণবুদ্ধি মনে করিলে তাহাকে দূরে বাস করাইবেন)।

স্বামী বা প্রভুর ত্যাগবিষয়ে এইগুলিই কারণ হইতে পারে, যথা,—তিনি যদি কৃত উপকারের স্বীকার না করেন, বা যদি তাঁহার শক্তিসমূহের হানি বা ক্ষয় ঘটে, যদি তিনি বিদ্যাকে অন্যান্য পণ্য বস্তুর মত মূল্য-পরিবর্ত্তে বিক্রেয় মনে করেন, অর্থাৎ তিনি বিদ্যাকে অবহেলা করেন, যদি তিনি (কাহাকেও কিছু দেওয়ার) আশা দিয়া (তাহা তাহাকে না দিয়া) নির্ব্বেদ বা দুঃখদায়ী হয়েন, যদি তাঁহার দেশে (নানারূপ উপদ্রবের উৎপত্তিবশতঃ) চাঞ্চল্য দেখা দেয়, (অথবা, যদি তিনি দেশ লাভ করিবার জন্য লোলুপ হয়েন), যদি তিনি (ভৃত্যাদির উপর) বিশ্বাস স্থাপন না করেন, এবং যদি তিনি বলবান্ রাজাদিগের সহিত

বিগ্রহ করেন (তাহা হইলে এইগুলিই তাঁহাকে পরিত্যাগ করার কারণ হইতে পারে)। ইহাই তদীয় আচার্য্যের মত। কিন্তু, কৌটিল্য মনে করেন যে, ভয়, কার্য্যের অনারম্ভ ও ক্রোধ—এই তিনটিই (প্রভুত্যাগের হেতু হইতে পারে)। গতাগতসম্বন্ধে ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি অধম রাজার অপকার করে তাহাকে ত্যাগ করা উচিত। যে শত্রুর অপকার করে তাহার সহিত সন্ধি বিধেয় হইবে। (আর) যে উভয়ের (অর্থাৎ স্বপ্রভুর ও শত্রুর) অপকার করে তাহার বিষয় সম্যক্ পরীক্ষণীয় এবং পূর্ব্ববৎ ইহা তর্ক বা বিবেচনার যোগ্য (অর্থাৎ সে কল্যাণবুদ্ধি হইলে তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন এবং অন্যথাবুদ্ধি হইলে তাহাকে দূরে বাস করাইবেন)।

কোনও রাজা সন্ধির অযোগ্য হইলেও যদি তাঁহার সহিত সন্ধি করা (বিজিগীষুর পক্ষে) আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যে কারণে সেই রাজা প্রভাবযুক্ত. বিজিগীষু সেই কারণের প্রতিবিধান বা প্রতীকার করিবেন।

(পরপক্ষীয় কোনও ব্যক্তি পূর্ব্বে বিজিগীষুর আশ্রিত থাকিয়া পুনরায় পরপক্ষে গমনের পর বিজিগীষুর নিকট পুনরাগত হইলে, এইরূপ গতাগত ব্যক্তির সহিত কিরূপ নিয়মে সন্ধি হইতে পারে তদ্বিষয়ে বলা হইতেছে।)

অবশীর্ণক্রিয়াবিধিবিষয়ে (ত্রুটিত সন্ধির পুনঃস্থাপনবিষয়ে), এই বলা হইতেছে যে, শত্রুপক্ষীয় গতাগত জন বিজিগীষুর নিজের উপকার সাধন করিলে, তাহাকে তিনি নিজ হইতে দূরে (ভৃত্যান্তরের অবেক্ষণে) যাবজ্জীবন গুপ্তভাবে (স্বাশ্রয়ে) বাস করাইবেন ॥২॥

ব্যবহিত থাকিয়া শুচি বলিয়া সিদ্ধ পরিজ্ঞাত হইলে তাহাকে (বিজিগীষু) নিজের কাছে পরিচর্য্যাকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবেন, তাহাতে সিদ্ধ হইলে তাহাকে দণ্ডকারী অর্থাৎ সৈন্যকার্য্যে ব্যাপৃত করিবেন, অথবা অমিত্র ও আটবিকের প্রতি (বিক্রম-প্রদর্শনে) নিযুক্ত করিবেন, অথবা অন্যত্র প্রত্যন্ত দেশে (কোনও কার্য্যার্থ) পাঠাইবেন ॥৩॥

(উপরি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া) সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হইলে তাহাকে (পরদেশে) পণ্য-বিক্রয়ে পাঠাইবেন, এবং তাহার এই দোষের ছলেতে শত্রুর সহিত তাহার সন্ধি থাকার কারণ দেখাইয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, শত্রুদ্বারা গোপনে এই ব্যক্তি রক্ষিত হইতেছে এই বলিয়া তাহাকে 'সিদ্ধ' বা বশংগত করিবেন (শ্লোকটির ব্যাখ্যা কৃচ্ছ্রজ্ঞেয় বলিয়া প্রতিভাত হয় ;) 'সিদ্ধং বা 'কুর্য্যাৎ মারয়েৎ' ৺গণপতি শাস্ত্রীর এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না) ॥৪॥

অথবা ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য (বিজিগীষু) তাহাকে গুপ্ত বধদ্বারা উপশমিত করিবেন এবং উত্তরকালে বধ করিতে ইচ্ছুক গতাগতকে দেখিলেই তাহার বধ সাধন করিবেন ॥৫॥

শত্রুর নিকট হইতে (প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) আগত ব্যক্তি শত্রুর সহিত সহবাসদ্বারা উৎপাদিত দোষের হেতুরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। শত্রুর সহিত সহবাস সর্পের সহিত সহবাসের সমানধর্ম্মবিশিষ্ট হয়—অতএব, এইরূপ ব্যক্তি নিত্য উদ্বেগের হেতু বলিয়া দূষিত বা নিন্দিত হইয়া থাকে ॥৬॥

প্লক্ষবৃক্ষের বীজভক্ষণকারী কপোত যেমন শাল্মলী বৃক্ষের উদ্বেগের কারণ হইয়া ভবিষ্যতেও ভয়াবহ হয়, সেইরূপ (এই প্রকার শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিও বিজিগীষুর নিত্য ভয়াবহ হইয়া থাকে)॥৭॥

(সম্প্রতি যুদ্ধের ধর্ম্মসমূহ বলা হইতেছে)। কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশে নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি বিক্রম প্রদর্শন করিব' এই বলিয়া যে যুদ্ধ করা হয়, তাহার নাম প্রকাশযুদ্ধ ॥৮॥

অত্যন্ত ভয়প্রদর্শন, (দুর্গাদির দাহ ও লুণ্ঠনজন্য) আক্রমণ, ও (শত্রুর প্রমাদ ও ব্যসন উপস্থিত হইলে তাহার) পীড়ন এবং এক স্থানের যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে আঘাতপ্রদান—এই সব কূটযুদ্ধের মাতৃকা বা হেতু হইয়া থাকে। আর তূষ্ণীংযুদ্ধের লক্ষণে (বিষাদি-) যোগের ও গূঢ়পুরুষদ্বারা উপজাপের (শত্রুর ভেদের) প্রয়োজন অনুভূত হয় ॥৯॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে, সন্ধিবদ্ধ রাজদ্বয়ের প্রষাণ এবং পরিপণিত, ও অপরিপণিত অপসৃতসন্ধি-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় (আদি হইতে ১০৪ অধ্যায়) সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

১১৩ম প্রকরণ—দ্বৈধীভাবে অনুষ্ঠেয় সন্ধি ও বিক্রম

বিজিগীষু (নিজভূমির অনন্তর) দ্বিতীয় প্রকৃতিকে অর্থাৎ ভূম্যনন্তর শত্রুকে এই ভাবে (সাহায্যার্থ) স্বীকার করিবেন। (পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশস্থিত অনন্তর) সামন্তের সহিত মিলিত হইয়া (বিজিগীষু), যাতব্য সামন্তের প্রতি যাত্রা করিবেন। (মিলনের প্রয়োজন বলা হইতেছে, যথা—) যদি বা তিনি মনে করেন—"এই (উপগৃহীত) সামন্ত (যাতব্যের প্রতি আমার যাত্রাকালে) আমার পার্ষ্ণিগ্রহণ বা পশ্চাদ্দেশ হইতে আক্রমণ করিবে না; আমার অন্য পার্ষ্ণিগ্রাহকে নিবারণ করিবে; আমার যাতব্যের অনুসরণ করিবে না অর্থাৎ তাহার পক্ষ গ্রহণ করিবে না; (তাহার সহিত মিলনে) আমার সৈন্যবল দ্বিগুণ হইবে; আমার বীবধ (অর্থাৎ স্বদেশে উৎপন্ন ধান্যাদির প্রাপ্তি) ও আমার আসার (অর্থাৎ সুহৃৎ সৈন্যের আগমন) প্রবর্ত্তিত রাখিবে (অর্থাৎ ইহাতে কোনও বাধা দিবে না); এবং শত্রুর (এই বীবধ ও আসার সম্বন্ধে) বাধা দিবে; আমার যাত্রাপথে বহুপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে, প্রতিবন্ধকরূপ কণ্টকসমূহ মর্দ্দিত করিবে; দুর্গ ও অটবী হইতে আমার সৈন্যের অপসরণ-কালে (তাহাদের রক্ষার্থ) নিজ দণ্ড বা সেনা সঙ্গে করিয়া চলিবে; অথবা, অসহনীয় অনর্থ-উপস্থিত হইলে, যাতব্যকে সন্ধিতে স্থাপিত করিবে অর্থাৎ যাতব্যের সহিত সন্ধি ঘটাইবে; এবং সে নিজে আমার নিকট হইতে যথাসম্ভাষিত লাভাংশ পাইয়া আমার অন্য শত্রুদিগকেও

আমার প্রতি বিশ্বাসযুক্ত করিবে।" (তাহা হইলেই তিনি এইরূপ সামন্তের সহিত মিলিত হইবেন)।

অথবা, (যদি বিজিগীষু এইপ্রকার মিলনে অবিশ্বস্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি) দ্বৈধীভাব অবলম্বন করিয়া, এই (পৃষ্ঠ বা পার্শ্বস্থ অনন্তর) সামন্তগণের মধ্যে অন্যতমের নিকট হইতে (নিজের দণ্ডাল্পত্বে) কোশদানদ্বারা দণ্ড বা সেনা এবং (নিজের কোশাল্পত্বে) সেনা-দানদ্বারা কোশ লইতে ইচ্ছা করিবেন।

সেই সামন্তদিগের মধ্যে যিনি অধিকশক্তি (তাঁহার নিকট হইতে দণ্ড ও কোশের প্রাপ্তীচ্ছা থাকিলে,) তাঁহাকে অধিক অংশ, সমশক্তিকে সমান অংশ ও হীনশক্তিকে হীন অংশ দেওয়ার চুক্তিতে সন্ধি করিলে—ইহাকে (এই তিনপ্রকার সন্ধিকে) সমসন্ধি বলা হয়। ইহার বিপরীত অবস্থায় (অর্থাৎ অধিকশক্তিকে সমান বা হীন অংশ, সমশক্তিকে অধিক বা হীন অংশ ও হীনশক্তিকে অধিক বা সম অংশ দেওয়ার চুক্তিতে) সন্ধি করিলে—ইহাকে (এই প্রকার সন্ধিকে) বিষমসন্ধি বলা হয়। এই তিন প্রকার সমসন্ধি ও ছয়প্রকার বিষমসন্ধির প্রত্যেকটিতে প্রতিজ্ঞাত অংশের অধিক লাভ হইলে, ইহাকে (এই নয় প্রকার সন্ধিকে) অতিসন্ধি বলা হয়।

(লাভ তিন প্রকার—বলসম, বলাধিক ও বলহীন। তন্নিমিত্তক ভেদ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইতেছে।)

হীনশক্তি বিজিগীষু, ব্যসনযুক্ত, শরীরাদির অপায় বা নাশবিধায়ক কার্য্যে আসক্ত ও অনর্থযুক্ত অধিকশক্তি সামন্তের সহিত, দণ্ড বা বলের অনুরূপ অংশের চুক্তিতে, সন্ধি করিবেন। এইরূপ (অজ্ঞাতভাবে) পণিত হইয়া অধিকশক্তি সামন্ত তাঁহার (হীনশক্তি বিজিগীষুর) অপকারে সমর্থ হইলেই তাঁহার প্রতি বিক্রম প্রদর্শন করিবেন। অন্যথা তিনি (তাঁহার সহিত) সন্ধিতে আবদ্ধ হইবেন।

এই ভাবে (ব্যসনাদিদ্বারা অভিভূত) হীনশক্তি বিজিগীষু, নিজের নষ্টপ্রায় শক্তি ও প্রতাপের পূরণার্থ, সম্ভাবিত অর্থের সাধনে ব্যগ্র হইয়া, এবং নিজ মূলস্থান (দুর্গাদি) ও পার্ষ্ণির রক্ষার্থ, অধিকশক্তি সামন্তের সহিত (পূর্ব্বোক্ত) বলসম লাভ হইতে অধিক অংশের চুক্তিতে, সন্ধি করিবেন। এই ভাবে পণিত অধিকশক্তি সামন্ত হীনশক্তি বিজিগীষুকে কল্যাণবুদ্ধি মনে করিলে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন, অন্যথা বুঝিলে তদুপরি বিক্রম প্রদর্শন করিবেন।

মৃগয়াদিব্যসনযুক্ত, অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের প্রকোপাদিরূপ রন্ধ্র বা দোষযুক্ত ও অনর্থযুক্ত অধিকশক্তি সামন্তের সহিত, হীনশক্তি বিজিগীষু নিজ (উত্তম) দুর্গ ও (সুসহায়) মিত্রের যোগে গর্ব্বিত হইয়া, অল্পদূরে অগ্রসর হইয়া কোন শত্রুকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অথবা বিনা যুদ্ধে অবশ্যসিদ্ধ লাভের গ্রহণে লোলুপ হইয়া, বলসম লাভ হইতে হীন লাভের চুক্তিতে, সন্ধি করিবেন। এইভাবে পণিত অধিকশক্তি সামন্ত তাঁহার (হীনশক্তি বিজিগীষুর) অপকারে সমর্থ হইলেই তাঁহার প্রতি বিক্রম প্রদর্শন করিবেন। অন্যথা তিনি (তাঁহার সহিত) সন্ধি করিবেন।

অথবা, পণিত অধিকশক্তি সামন্ত, নিজে প্রকৃতিরন্ধ্রবিহীন ও অব্যসনী হইলে আদেশকালে কর্ম্মারম্ভকারী শত্রুকে অধিকজনক্ষয় ও অর্থব্যয়ের সহিত যুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়া, আপন দুষ্য সেনা দূর করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অথবা, (শত্রুর) দুষ্য সেনা নিজের কাছে আনিতে কামনা করিয়া, কিংবা নিজের পীড়নযোগ্য ও উচ্ছেদযোগ্য শত্রুকে হীনশক্তি বিজিগীষুদ্বারা ব্যথিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, স্বয়ং সন্ধিগুণকে প্রধান মনে করিয়া অথবা স্বয়ং কল্যাণবুদ্ধি থাকিয়া, হীনশক্তি বিজিগীষুর সহিত হীন লাভাংশ স্বীকার করিয়াও সন্ধি করিবেন। কল্যাণবুদ্ধি হীনশক্তির সহিত মিলিত হইয়া (বিজিগীষু) অর্থলাভ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। অন্যথা (হীনশক্তি যদি দুষ্টবুদ্ধি হয়েন তাহা হইলে) তদুপরি বিক্রম প্রদর্শন করিবেন।

এই প্রকারে সমশক্তি বিজিগীষু সমশক্তি সামন্তের উপর (তাঁহার কল্যাণবুদ্ধিত্ব ও দুষ্টবুদ্ধিত্ব বিচার করিয়া) অতিসন্ধান (আক্রমণাদি) অথবা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন।

অথবা, শত্রুসেনার সহিত প্রতিযোধনে সমর্থ, ও (শত্রুর) মিত্র ও আটবিকদিগের সহিত প্রতিযোধনে সমর্থ, শত্রুর (শৈলগুহাদি) গুহ্য ভূমির ('বিভূতীনাং'-পাঠে তদীয় ঐশ্বর্য্যাদি শক্তির) জ্ঞাতা সামন্তের সহিত, (সমশক্তি বিজিগীষু) আপন মূল (রাজধানীরূপ মূল দুর্গ) ও পার্ষ্ণিরক্ষার জন্য, বলসম লাভের সমান লাভের চুক্তিতে সন্ধি করিবেন। এই ভাবে পণিত সমশক্তি সামন্ত তাঁহাকে (বিজিগীষুকে) কল্যাণবুদ্ধি মনে করিলে তাঁহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন, অন্যথা বুঝিলে তদুপরি বিক্রম প্রদর্শন করিবেন।

অথবা, (সমশক্তি বিজিগীষু) অন্য কোনও উপায়ে লাভযুক্ত হইলে, ব্যসনযুক্ত ও প্রকৃতিরন্ধ্রযুক্ত, এবং অনেক অন্য সামন্তদ্বারা বিরোধিত সমশক্তি সামন্তের সহিত, বলসম লাভের অপেক্ষায় হীন লাভের চুক্তিতে সন্ধি করিবেন। এইভাবে পণিত সমশক্তি সামন্ত তাঁহার অপকারে সমর্থ হইলে তদুপরি বিক্রম দেখাইবেন, অন্যথা তাঁহার সহিত সন্ধি করিবেন।

অথবা, এইভাবে (ব্যসনাদিদ্বারা অভিভূত) সমশক্তি বিজিগীষু, সামন্তের উপর নিজ কার্য্যের সিদ্ধি নির্ভরশীল মনে করিলে এবং নিজের সেনা গঠন করিতে হইবে মনে করিলে (সমশক্তি সামন্তের সহিত) বলসম লাভের অধিক লাভের চুক্তিতে সন্ধি করিবেন। এই ভাবে পণিত সমশক্তি সামন্ত তাঁহাকে (বিজিগীষুকে) কল্যাণবুদ্ধি মনে করিলে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ, অন্যথা বিক্রম প্রদর্শন করিবেন।

অথবা, ব্যসনযুক্ত ও প্রকৃতিরন্ধ্রযুক্ত অধিকশক্তি, সমশক্তি বা হীনশক্তি সামন্তকে নষ্ট করিতে অভিলাষী হইলে, এবং তাঁহার (সামন্তের) নিশ্চিত-সিদ্ধিযুক্ত আরব্ধ কার্য্যের নাশ বিধান করিতে ইচ্ছুক হইলে, অথবা তাঁহার (সামন্তের) যাত্রাকালে তাঁহার অগ্রভাগে প্রহার করিতে ইচ্ছা করিলে, অথবা যাতব্য শত্রু হইতে অধিকতর লাভ পাইবেন মনে করিলে, (বিজিগীষু) সেই অধিকশক্তি অথবা হীনশক্তি সামন্তের নিকট অধিক অর্থ যাচনা করিবেন। এবং সেইভাবে যাচিত হইয়া সেই সামন্ত যদি নিজ সেনার রক্ষার্থ অন্য সামন্তের দুর্দ্ধর্ষ দুর্গ ও

তদীয় মিত্র ও আটবিকদিগকে (যাতব্য) শত্রুর সেনা দ্বারা মর্দ্দিত করিতে অভিলাষী হয়েন, অথবা অত্যন্ত দূরদেশে অধিক সময় পর্য্যন্ত (যাতব্য) শত্রুর সেনাকে লোকক্ষয় ও অর্থব্যয়-দ্বারা যুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন, অথবা (যাতব্য) শত্রুর সেনাদ্বারা নিজে বর্দ্ধিতবল হইয়া তাঁহাকেই উচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক হয়েন, অথবা (যাতব্য) শত্রুর সেনা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে তিনি (সেই সামন্ত) (বিজিগীষুকে) যাচ্যমান অধিক অর্থ দিবেন।

অথবা, যদি অধিকশক্তি (বিজিগীষু) যাতব্যের উচ্ছেদের ছলে হীনশক্তি সামন্তকে নিজ হস্তে অর্থাৎ বশে আনিতে অভিলাষী হয়েন, অথবা (যাতব্য) শত্রুর উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাঁহাকেও (সেই সামন্তকেও) উচ্ছিন্ন করিতে চাহেন, অথবা অর্থ অধিক দিয়া পরে তাহা অপহরণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি (বিজিগীষু) বলসম লাভ অপেক্ষায় অধিক লাভের চুক্তিতে সেই হীনশক্তি সামন্তের সহিত পণবদ্ধ হইতে পারেন। আবার সেই পণবদ্ধ সামন্ত তাঁহার (বিজিগীষুর) অপকারে সমর্থ হইলে তদুপরি বিক্রম প্রদর্শন করিবেন। অন্যথা তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া রহিবেন। অথবা, তিনি (সামন্ত) যাতব্য শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া আসন অবলম্বন করিবেন। অথবা (তিনি) আপন দূষ্য ও অমিত্রের সেনা তাঁহাকে (অধিকশক্তি বিজিগীষুকে) দিবেন।

অথবা, অধিকশক্তি (বিজিগীষু) ব্যসনযুক্ত ও প্রকৃতিরন্ধ্রযুক্ত থাকিলে, হীনশক্তি সামন্তের সহিত বলসম লাভের চুক্তিতে পণবদ্ধ হইবেন। আবার সেইভাবে পণবদ্ধ (সামন্ত) তাঁহার (সেই বিজিগীষুর) অপকারে সমর্থ হইলে তদুপরি বিক্রম প্রদর্শন করিবেন, অন্যথা তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া রহিবেন।

অথবা, সেইভাবে (ব্যসনযুক্ত ও প্রকৃতিরন্ধ্রযুক্ত) হীনশক্তি সামন্তের সহিত অধিকশক্তি (বিজিগীষু) বলসম লাভের অপেক্ষায় হীন লাভের চুক্তিতে পণবদ্ধ হইবেন। আবার সেইভাবে পণবদ্ধ (সামন্ত) তাঁহার (সেই বিজিগীষুর) অপকারে সমর্থ হইলে তদুপরি বিক্রমপ্রদর্শন করিবেন, অন্যথা তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া রহিবেন।

যিনি পণিত বা পণবদ্ধ হইবেন এবং যিনি পণকারী, তাঁহারা উভয়েই পূর্ব্ব হইতেই (উপরি উক্ত) পণন-কারণগুলি বুঝিবেন। তৎপর সন্ধি বা বিগ্রহ, এই উভয়ের লাভ ও হানির বিষয় বিচার করিয়া—যাহাতে কল্যাণ অধিক, তাহাই আশ্রয় করিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে দ্বৈধীভাবে অনুষ্ঠেয় সন্ধি ও বিক্রম-নামক সপ্তম অধ্যায় (আদি হইতে ১০৫ অধ্যায়) সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

১১৪ম-১১৫ম প্রকরণ—যাতব্যসম্বন্ধী ব্যবহার ও অনুগ্রাহ্য মিত্রের বিশেষ

(বিজিগীষুর) কোন যাতব্য সামন্ত, স্বয়ং শত্রুদ্বারা অভিযাস্যমান হইলে, সন্ধি করার কারণ স্বীকার করিতে, অথবা তাহা উপহত করিতে চাহিয়া (নিজের) বিরুদ্ধে সমবায়বদ্ধ সামন্তগণের অন্যতমের সহিত, তাঁহার ব্যবস্থিত লাভাংশের দ্বিগুণ লাভ দেওয়ার চুক্তিতে, পণবদ্ধ হইবেন। এইভাবে পণন করিতে উদ্যত হইয়া, (তিনি) সেই সামন্তবিশেষের নিকট লোকক্ষয়, অর্থব্যয়, (দূরদেশে প্রবাস, নানারূপ বিঘ্ন, শত্রুর পক্ষে যোগ দিয়া তাহার উপকার বিধান, ও শারীরিক ক্লেশ—এই ছয়টি দোষের কথা বুঝাইয়া বলিবেন। সেই সামন্ত তাহা স্বীকার করিয়া লইলে তিনি তাঁহাকে প্রতিশ্রুত অর্থদ্বারা যোজিত করিবেন। অথবা. অন্যান্য শত্রুর সহিত তাঁহার বিরোধ উৎপাদন করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিবেন।

(সামবায়িক সামন্তগণের মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত) সামন্তবিশেষ, অদেশকালে কর্ম্মারম্ভকারী শত্রুকে অধিক জনক্ষয় ও অর্থব্যয়ের সহিত যুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়া, অথবা শত্রুর নিজের সুষ্ঠুভাবে আরব্ধ যাত্রাতে শুভফল বিহত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অথবা যাত্রাকালমধ্যে শত্রুর মূলে (দুর্গাদি রাজধানীতে) প্রহার করিতে চাহিয়া, যাতব্যের সহিত (অল্প অর্থ লইয়া) সন্ধিতে আবদ্ধ হইলে পুনর্ব্বার অধিক অর্থ যাচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া, নিজের অর্থকষ্ট হঠাৎ আপতিত হইতে দেখিয়া, অথবা পণমান যাতব্যের প্রতি (প্রতিশ্রুত অর্থদান-বিষয়ে) অবিশ্বাসী হইয়া, তৎকালে অল্প লাভের এবং উত্তরকালে প্রভূত লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবেন।

স্বমিত্রের উপকার ও স্বশত্রুর হানি বিশেষভাবে ফলযুক্ত হইবে এইরূপ বিবেচনা করিলে, কিংবা পূর্ব্বকৃত উপকারীকে আরও উপকার করিতে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিলে তিনি (সেই সামন্তবিশেষ) তৎকালে বেশী লাভ ত্যাগ করিয়া উত্তরকালে সম্ভাব্য অল্পলাভ আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন।

অথবা. তিনি (সামন্তবিশেষ), দূষ্য ও অমিত্রদ্বারা, মূল (দুর্গাদি রাজধানী) হরণকারী অধিকশক্তি রাজার সহিত বিগ্রহে লিপ্ত (যাতব্য) সামন্তকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া, অথবা কাহারও দ্বারা সেই প্রকার উপকার করাইতে ইচ্ছা করিয়া, অথবা (যাতব্যের সহিত বৈবাহিকাদি) সম্বন্ধ চাহিয়া, তৎকালে ও উত্তরকালে কোনও লাভ গ্রহণ করিবেন না।

অথবা, প্রথমতঃ সন্ধি করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে চাহিয়া, অথবা শত্রুর অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের কর্শন (বৃত্তিকষ্ট) এবং মিত্র ও অমিত্রের সহিত কৃত সন্ধির বিশ্লেষণ করিতে অভিলাষী হইয়া, অথবা শত্রু হইতে আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া তিনি (সেই সামন্তবিশেষ) অপ্রাপ্ত অর্থ কিংবা প্রতিশ্রুত অর্থের অধিক অর্থ যাচনা

করিবেন। যাচিত (যাতব্য) সামন্ত তৎকালে ও উত্তরকালে সম্ভাব্য লাভ ও হানির ক্রম (অর্থাৎ যাচমানের উক্ত প্রকার) সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারেও এইরূপ লাভ ও হানির বিচার করা উচিত—ইহাও ব্যাখ্যাত হইল।

অরি ও বিজিগীষু স্ব স্ব (ভূম্যেকান্তর) মিত্রদিগকে অনুগ্রহ করিতে চাহিলে, (নিম্নলিখিত) শক্যারম্ভী, কল্যারম্ভী, ভব্যারম্ভী, স্থিরকর্ম্মা ও অনুরক্তপ্রকৃতি মিত্র হইতেই বিশেষ (লাভ) হইবে মনে করিবেন, অর্থাৎ তাঁহারাই তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র হইবেন। (তন্মধ্যে) যিনি শক্তির অনুরূপ কার্য্য আরম্ভ করেন, তিনি **শক্যারম্ভী** মিত্র। যিনি দোষরহিত কর্ম্ম আরম্ভ করেন, তিনি **কল্যারম্ভী** মিত্র। যিনি ভবিষ্যতে কল্যাণ ফলের উৎপাদক কার্য্য আরম্ভ করেন, তিনি **ভব্যারম্ভী** মিত্র। যিনি আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত না করিয়া ছাড়েন না, তিনি **স্থিরকর্ম্মা** মিত্র। আর, যিনি (প্রকৃতিবর্গ হইতে) অযত্নসুলভ সহায়তা পান বলিয়া, (অল্প সৈন্যাদি-দানরূপ) অনুগ্রহ পাইয়াই কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তিনি **অনুরক্তপ্রকৃতি** মিত্র। এই (পাঁচ) প্রকার মিত্রেরা সহায়তা প্রাপ্ত হইলে, অনায়াসে (বিজিগীষুর) প্রভূত উপকার সাধন করেন। ইহার বিপরীত যাঁহারা (অর্থাৎ অশক্যারম্ভিপ্রভৃতি মিত্রেরা) অনুগ্রহ লাভের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

যদি অরি ও বিজিগীষু—এই উভয়কে এক জনের উপরই (অর্থাৎ কোনও এক অনুগ্রাহ্য মিত্র বা অমিত্রের উপরই) অনুগ্রহ দেখাইবার প্রসঙ্গ হয়, তাহা হইলে যিনি (অমিত্রকে ত্যাগ করিয়া) মিত্রের প্রতি, অথবা (মিত্রকে উপেক্ষা করিয়া) মিত্রতরকে অনুগ্রহ করেন, তিনি (অর্থাৎ সেই মিত্রানুগ্রাহী বা মিত্রতরানুগ্রাহী) বিশেষ লাভ প্রাপ্ত হয়েন। কারণ, তিনি (কৃতানুগ্রহ) মিত্র হইতে নিজের বৃদ্ধি বা উন্নতি লাভ করেন। আর, অপরটি (অর্থাৎ অমিত্রানুগ্রাহী) লোকক্ষয়, অর্থব্যয়, প্রবাস ও শত্রুর উপকারকরণ—এই সব দোষ প্রাপ্ত হয়েন। আবার, নিজের কার্য্য সাধিত হইলে, শত্রু (স্বভাববশতঃ) বিকার প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু, (অরি ও বিজিগীষুকে) যদি মধ্যম রাজার উপর অনুগ্রহ দেখাইতে হয়, তাহা হইলে (উভয়ের মধ্যে) যিনি মিত্ররূপী বা মিত্রতররূপী মধ্যমকে অনুগ্রহ করেন তিনি বিশেষ লাভ প্রাপ্ত হয়েন। কারণ তিনি, মিত্র হইতে আত্মবৃদ্ধি বা নিজের উন্নতি লাভ করিবেন। আর, অপরটি, লোকক্ষয়, অর্থব্যয়, প্রবাস ও শত্রুর উপকারকরণরূপ দোষ প্রাপ্ত হয়েন। কৃতানুগ্রহ হইয়া মধ্যম যদি বিকারগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে অমিত্র বিশেষ লাভ প্রাপ্ত হয়েন। কারণ, সেই অমিত্র, প্রথমতঃ (বিজিগীষুর সহিত) একত্র প্রয়াণকারী, কিন্তু পরে বিকারবশতঃ তাঁহার নিকট হইতে অপসরণকারী এবং সম্প্রতি তাহার নিজের সহিত একার্থতা-প্রাপ্ত মধ্যম-অমিত্রকে প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রকারে এতদ্দ্বারা উদাসীনের প্রতি (বিজিগীষুর) অনুগ্রহপ্রদর্শনের রীতিও ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে।

মধ্যম ও উদাসীন—এই উভয়ের পক্ষে সৈন্যের অংশ প্রদান করিয়া (মিত্রাদির প্রতি) অনুগ্রহ দেখাইবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, যিনি শূর, অস্ত্রচালনে পটু, দুঃখসহনশীল ও প্রভুভক্ত সৈন্য প্রদান করেন, তিনি (অযুক্তকারী বলিয়া) বঞ্চিত হয়েন। কিন্তু, ইহার বিপরীতকারী (অর্থাৎ দুষ্যাদি সৈন্যদায়ী) বিশেষ লাভ প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু, যে কার্য্য সাধন করিতে যাইয়া অন্য সেনা প্রতিহত হইয়াও পুনরায় সেই কার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে (মনে করা যায়), তখন সেই কার্য্যে মৌলবল, ভৃতবল, শ্রেণীবল, মিত্রবল, ও অটবীবল—এই পাঁচ প্রকার বলের মধ্যে অন্যতমকে সমুচিত দেশ ও কালের বিচার করিয়া, তিনি (মধ্যম বা উদাসীন) (মিত্রের অনুগ্রহার্থ) দিতে পারেন। অথবা, দূরদেশে যাওয়া ও দীর্ঘকালের জন্য সেনা দিতে হইলে, (তিনি) কেবল অমিত্রবল ও অটবীবলই দিবেন।

কিন্তু, (তিনি) যে মিত্রকে এইরূপ মনে করিবেন—"এই রাজা নিজের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া আমার দণ্ড বা সেনাকে নিজ হস্তগত করিবেন ; অথবা, ইহাকে অমিত্র ও আটবিক-দিগের নিকট কিংবা বাসের অযোগ্য স্থানে ও বর্ষাদি অকালে কার্য্য করিতে পাঠাইবেন ; অথবা, (জয়লাভের পর) আমার সেনাকে ফল বা লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত করিবেন", তাঁহাকে, নিজ সৈন্যের অন্যত্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার অপদেশে (ছলে), কোন সেনাদানরূপ অনুগ্রহ দেখাইবেন না। কিন্তু, যদি এই প্রকার রাজাকে অনুগ্রহ দেখাইতেই হয়, তাহা হইলে, কেবল তৎকালে কার্য্যসমর্থ সেনাই তাঁহাকে তিনি দিবেন। এবং কার্য্য সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত (তিনি) সেই সেনাকে (যোগ্য স্থানে) বাস করাইবেন, (তদ্দ্বারা) যুদ্ধ করাইবেন এবং সেনা-ব্যসনসমূহ হইতে ইহাকে রক্ষা করিবেন। কৃতার্থ মিত্র হইতে কোনও ব্যাজে (পরে সেই সেনা তিনি) সরাইয়া লইবেন। অথবা, (তিনি) তাঁহাকে (অনুগ্রাহ্যমিত্রকে) দুষ্য, অমিত্র ও আটবিক সেনা দিবেন। অথবা (তিনি) যাতব্য শত্রুর সহিত (সেই অনুগ্রাহ্য) মিত্রকে সন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে বিশেষ লাভ প্রাপ্ত হইবেন।

(অতএব), লাভ সমান হইলে সন্ধি করা বিধেয়, এবং ইহা বিষম (ন্যূনাধিক) হইলে বিক্রম বিধেয়। সমানশক্তি, হীনশক্তি ও অধিকশক্তি রাজাদিগের সম্বন্ধে সন্ধি ও বিক্রম এইভাবে উক্ত হইল ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে যাতব্যসম্বন্ধী
ব্যবহার ও অনুগ্রাহ্যমিত্রের বিশেষ-নামক অষ্টম অধ্যায়
(আদি হইতে ১০৬ অধ্যায়) সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

১১৬ম প্রকরণ—মিত্রসন্ধি, হিরণ্যসন্ধি, ভূমিসন্ধি ও কর্ম্মসন্ধি—

(তন্মধ্যে) মিত্রসন্ধি ও হিরণ্যসন্ধি

রাজাদিগের সংহিত বা মিলিত হইয়া প্রযাণ বা যাত্রাবিষয়ে, মিত্রলাভ, হিরণ্যলাভ ও ভূমিলাভ ঘটিলে, তন্মধ্যে পর পর লাভটি অধিকতর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ মিত্রলাভ অপেক্ষায় হিরণ্য-লাভ ও হিরণ্যলাভ অপেক্ষায় ভূমিলাভ প্রশস্ততর। কারণ, ভূমিলাভ হইতে মিত্র ও হিরণ্য দুইই পাওয়া যাইতে পারে। এবং হিরণ্যলাভ হইতে মিত্রলাভও সম্ভাবিত হয়। অথবা ইহাদের মধ্যে যে কোনও লাভ সিদ্ধ হইয়া, যদি অবশিষ্ট দুইটির যে কোনটিকেও সিদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে সে লাভও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

"তুমি ও আমি উভয়েই মিত্রকে লাভ করিব" ইত্যাদিরূপ পণনদ্বারা ক্রিয়মাণ সন্ধিকে **সমসন্ধি** বলা হয় ("তুমি ও আমি উভয়েই হিরণ্য বা উভয়েই ভূমিলাভ করিব" এইরূপ পণনদ্বারা ক্রিয়মাণ সন্ধিও সমসন্ধি-নামে পরিচিত)। আবার, "তুমি মিত্রকে লাভ করিবে, (আমি হিরণ্য লাভ করিব ; অথবা, তুমি হিরণ্যলাভ করিবে, আমি ভূমি লাভ করিব ; অথবা, তুমি ভূমি লাভ করিবে, আমি মিত্র লাভ করিব") এইরূপ পণনদ্বারা ক্রিয়মাণ সন্ধির নাম **বিষমসন্ধি**। এই উভয় প্রকার সন্ধিতে (অর্থাৎ সমসন্ধি ও বিষমসন্ধিতে) পূর্ব্ব-নিশ্চিত লাভ হইতে যদি বিশেষ বা অধিক লাভ হয়, তাহা হইলে ইহাকে **অতিসন্ধি** বলা হয়।

(উক্ত) সন্ধিতে যিনি (নিত্যত্বাদি-) সম্পদ্-যুক্ত মিত্রকে প্রাপ্ত হয়েন, অথবা যিনি সেইরূপ সম্পন্ন মিত্রের আপৎকালে তাঁহাকে (সেই মিত্রকে) প্রাপ্ত হয়েন, তিনি অতিসন্ধি-নিমিত্তক বিশেষ লাভ প্রাপ্ত হয়েন। কারণ, আপদই মিত্রত্বের স্থৈর্য্য সম্পাদন করে অর্থাৎ মিত্রতাকে দৃঢ় করে।

মিত্রের বিপত্তির দশাতে, নিজের সার্ব্বদিক অথচ অবশংগতমিত্র ও অসার্ব্বদিক অথচ বশংগত—এই উভয়প্রকার মিত্রের মধ্যে কোনটির লাভ অধিকতর শ্রেয়ঃ সাধন করে? কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের মতে, নিত্য মিত্র অবশংগত হইলেও, তাঁহার লাভই শ্রেয়ঃ, কারণ, তেমন মিত্র উপকার না করিতে পারিলেও, অপকার করিবেন না।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত মানেন না। (তাঁহার মতে) বশ্য মিত্র অনিত্য হইলেও, তাঁহার লাভই শ্রেয়ঃ, কারণ, এই প্রকার মিত্র যতক্ষণ উপকার করিতে পারিবেন, ততক্ষণ মিত্রই থাকিয়া যান। (আর) মিত্রের স্বভাবই হইল (মিত্রের) উপকার-করণ।

অথবা, দুইটি বশ্য মিত্রের মধ্যে যদি একটি মহাসম্পত্তিশালী অথচ অসার্ব্বদিক হয়েন, এবং অপরটি যদি অল্পসম্পত্তিশালী অথচ নিত্য হয়েন—তাহা হইলে কোনটির লাভ অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক? কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের মতে, যিনি মহাসম্পত্তিশালী, অথচ অনিত্য

তিনিই অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক। কারণ, মহাভোগবিশিষ্ট অনিত্য মিত্র অল্পকালমধ্যে মহৎ উপকার করিয়া, (বিজিগীষুর) ব্যয়স্থানের প্রতিকারও করিয়া থাকেন।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত সমর্থন করেন না। (তাঁহার মতে) অল্পভোগবিশিষ্ট নিত্য মিত্রই অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক হয়েন, কারণ, মহাভোগবিশিষ্ট নিত্য মিত্র অধিক (ধনাদিদ্বারা মিত্রের) উপকার সাধন করিতে হইবে—এই ভয়ে মিত্রতা ত্যাগ করেন, অথবা উপকার করিয়া পরে তৎপরিবর্ত্তে নিজে অধিক গ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু, অল্পভোগবিশিষ্ট নিত্য মিত্র (বিজিগীষুর) সতত অল্প অল্প উপকার করিয়া অনেক কালপর্য্যন্ত মহৎ উপকার সাধন করিয়া থাকেন।

গুরুপ্রযত্নে উত্থানশীল, অথচ প্রবল মিত্র, কিংবা অল্পপ্রযত্নে উত্থানশীল অথচ অল্পশক্তি মিত্র অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক? কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের মতে গুরু-সমুত্থ প্রবল মিত্র (শত্রুর প্রতি) অধিক প্রতাপ প্রদর্শন করিতে পারেন এবং যখন তিনি (কষ্টসহকারে) উত্থিত (বা উৎসাহ প্রদর্শনে প্রস্তুত) হইবেন, তখনই কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। (তাঁহার মতে) শীঘ্র উত্থানশীল দুর্ব্বল মিত্রই অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক, কারণ, এই প্রকার লঘুসমুত্থ অল্পশক্তি মিত্র কার্য্যকাল অতিক্রম করেন না (অর্থাৎ কার্য্যের অবসর আপতিত হইলেই কার্য্যসাধনে তৎপর হয়েন) এবং তাঁহার নিজের দুর্ব্বলতার কারণে, তাঁহাকে যথেচ্ছভাবে বিজিগীষুর উপদেশমত কার্য্য করাইতে পারা যায়, (কিন্তু), অপর মিত্রটি (অর্থাৎ গুরুসমুত্থ প্রবল মিত্রটি) নিজের ভৌম-শক্তি প্রকৃষ্ট থাকায় তেমন উপকারে আসেন না।

এখন বিচার্য্য বিষয় হইল—যে মিত্রের সৈন্য নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত সেই মিত্র, অথবা যে মিত্রের সৈন্য স্ববশে নাই (অথচ এক স্থানে বর্ত্তমান আছে) সেই মিত্র অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক? কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই যে, নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত সৈন্য স্ববশে আছে বলিয়া, পুনরায় ইহাকে একত্রিত করা সম্ভবপর হয়।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত মানেন না। (তাঁহার মতে) যে মিত্রের সৈন্য অবশ্য (অবশবর্ত্তী) হইলেও (একস্থানে আছে) তিনিই প্রশস্ততর। কারণ, অবশবর্ত্তী সৈন্যকে সামাদি উপায় প্রয়োগ করিয়া বশবর্ত্তী করা যায়, কিন্তু, অপর সৈন্যকে (নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত সৈন্যকে) অন্যত্র কার্য্যবশতঃ বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও একত্রিত করা যায় না।

পুরুষদ্বারা উপকারসাধক মিত্র অথবা হিরণ্যদ্বারা উপকারসাধক মিত্র প্রশস্ততর? কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের মতে পুরুষদ্বারা উপকারকারী মিত্রই অধিকতর শ্রেয়ো-বিধায়ক, কারণ, এই প্রকার 'পুরুষভোগ' মিত্র (শত্রুর উপর) প্রতাপ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন এবং কোন কার্য্য করিবার জন্য সেই মিত্র উত্থিত বা উৎসাহযুক্ত হইলে, সেই কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারেন।

আবার, যে মিত্র নিজের দুর্ব্বলতাবশতঃ শত্রু ও বিজিগীষু—উভয়ের বৃদ্ধি বা উন্নতির অনুবর্ত্তন করেন এবং যিনি উভয়ের অবিদ্বেষভাজন, তাঁহাকেও উভয়ভাবী মিত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥১১॥

কারণ না দেখাইয়া (অর্থাৎ বিনা কারণে) যে মিত্র (মিত্রকে) ছাড়িয়া যান, এবং যিনি অকারণে আবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসেন, এমন মিত্রকে যে (বিজিগীষু) স্বীকার করিয়া লহেন, তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, (অর্থাৎ এমন মিত্রের স্বীকারে তিনি নিজেই নষ্ট হয়েন) ॥১২॥

অল্প কালে সম্ভূত অল্প লাভ, অথবা অনেক কালে সম্ভূত প্রভূত লাভ অধিকতর শ্রেয়স্কর ? কৌটিল্যের নিজ আচার্য্যের মতে, অল্পকালসম্ভূত লাভ কার্য্যসাধনের দেশ ও কালের সুসংযোগ ঘটাইতে পারে বলিয়া ইহা অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত সমর্থন করেন না। (তাঁহার মতে) বহুকালসম্ভূত প্রভূত লাভ যদি (ধান্যাদির) বীজের ন্যায় সমানধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া বিনিপাত বা নাশের অতীত হয় অর্থাৎ বিনা প্রতিবন্ধে সুসিদ্ধ হইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে সেইপ্রকার মহান্ লাভই অধিকতর শ্রেয়ঃ বিধান করে। কিন্তু, ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ বিনিপাতী বা বিঘ্নবহুল হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, পূর্ব্ব লাভটিই (অর্থাৎ আচার্য্যের অভিমত অল্পকালসম্ভূত অল্প লাভটিই) অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক।

এই প্রকারে, বিজিগীষু নিশ্চিত (মিত্র-হিরণ্য-ভূমিরূপ) লাভের বা লাভাংশে গুণ-বিশেষের উৎপত্তি বিবেচনা করিয়া, সামবায়িক সামন্তগণের সহিত সংহিত বা সন্ধিবদ্ধ হইয়া, নিজ স্বার্থসিদ্ধিবিষয়ে তৎপর হইয়া, (শত্রুর প্রতি) যানে প্রবৃত্ত হইবেন ॥১৩॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড্গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে মিত্রহিরণ্যভূমিকর্ম্ম-
সন্ধি-নামক প্রকরণের অন্তর্গত মিত্রসন্ধি ও হিরণ্যসন্ধি-নামক
নবম অধ্যায় (আদি হইতে ১০৭ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

১১৬ম প্রকরণ—ভূমিসন্ধি

"তুমিও আমি উভয়েই ভূমি লাভ করিব" এই প্রকার পণে আবদ্ধ সন্ধির নাম ভূমিসন্ধি।

(এইভাবে সন্ধিতে আবদ্ধ বিজিগীষু ও সামন্ত—) উভয়ের মধ্যে, যিনি (প্রয়োজনীয় ধন ও জনরূপ) অর্থ উপস্থিত করাইয়া সম্পন্ন (ভূমিসম্পদ্‌যুক্ত) ভূমি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই বিশেষ বা অধিক লাভভাক্ হয়েন।

উভয়ের পক্ষে সমানপ্রকারের সম্পন্ন ভূমির লাভ হইলেও, যিনি বলবান শত্রুকে আক্রমণ করিয়া ভূমি লাভ করেন, তিনি অতিসন্ধান বা বিশেষ লাভ করেন। কারণ, (তদ্দ্বারা) তিনি ভূমি লাভ ত করেনই, শত্রুরও কর্শন ও নিজ প্রতাপ বিস্তারও করেন। দুর্ব্বল শত্রু হইতে ভূমিলাভ সত্যসত্যই সুকর হয়। কিন্তু, এইপ্রকার ভূমিলাভও দুর্ব্বল অর্থাৎ নিকৃষ্ট। কারণ, এই অবস্থায় দুর্ব্বল রাজার অনন্তর ভূমিতে অবস্থিত (তদীয় অমিত্রভূত—কিন্তু বিজিগীষুর) মিত্রভূত সামন্তও তখন (দুর্ব্বলের প্রতি তাঁহার হিংসা দেখিয়া) অমিত্রভাবাপন্ন হইবেন।

দুইটি শত্রু সমান বলীয়ান্ হইলে, যিনি স্থির ('স্থিত' পাঠেও 'সমান' অর্থ সঙ্গত হয়) অর্থাৎ নিজ দুর্গাদিতে সুপ্রতিষ্ঠিত শত্রুকে উৎপাটিত করিয়া ভূমি লাভ করেন, তিনি বিশেষ লাভশালী হয়েন। কারণ, (শত্রুর) দুর্গলাভ, তাঁহার নিজভূমি রক্ষা এবং অন্যান্য অমিত্র ও আটবিকদিগের প্রতিঘাত করার পক্ষে সহায়তা করে।

চল বা অস্থির (অর্থাৎ দুর্গাদি-রহিত) অমিত্র হইতে ভূমিলাভ সমান হইলেও, যিনি দুর্ব্বলসামন্ত (অর্থাৎ যাঁহার সামন্ত দুর্ব্বলতাবশতঃ সহজে বশংগত হয় সেইরূপ) অমিত্র হইতে ভূমিলাভ হইলে ইহাকে বিশেষ লাভ বলিয়া ধরা যায়। কারণ, যে ভূমির সামন্ত দুর্ব্বল, সেই ভূমি শীঘ্রই (তল্লাভকারীর) যোগ ও ক্ষেম বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আর যে ভূমির সামন্ত প্রবল, সেই ভূমি তদ্বিপরীত অর্থাৎ চিরকালে যোগক্ষেম বর্দ্ধন করে এবং (তল্লাভকারী বিজিগীষুর) কোশ ও দণ্ড ক্ষীণ করে।

(বিজিগীষুর পক্ষে) সমৃদ্ধিপূর্ণ, অথচ নিত্য অমিত্রযুক্ত ভূমির লাভ, অথবা মন্দগুণ-বিশিষ্ট, অথচ অনিত্য মিত্রযুক্ত ভূমির লাভ অধিকতর শ্রেয়স্কর? নিজ **আচার্য্যের** মতে, সম্পদ্‌যুক্ত নিত্য অমিত্রযুক্ত ভূমির লাভ প্রশস্ততর। কারণ, সম্পন্ন ভূমির দ্বারা কোশ ও দণ্ড সম্পাদিত হইতে পারে। এবং এই দুই দ্রব্য—অর্থাৎ কোশ ও দণ্ড—অমিত্রগণের উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ হয়।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত স্বীকার করেন না। (তাঁহার মতে) নিত্য অমিত্রযুক্ত ভূমির লাভে, বহুতর শত্রুর লাভ ঘটে। আর, যে শত্রু নিত্য তিনি উপকার বা অপকার প্রাপ্ত হইলেও শত্রুই থাকিয়া যান (অর্থাৎ স্বাভাবিক শত্রুতা পরিহার করেন না)। কিন্তু, যিনি অনিত্য শত্রু, তিনি উপকার বা অপকার প্রাপ্ত হইলে শান্ত হইয়া যান। (নিত্যামিত্রা ও অনিত্যামিত্রা ভূমির লক্ষণ বলা হইতেছে।) যে ভূমির প্রত্যন্তপ্রদেশগুলি বহুদুর্গযুক্ত (অর্থাৎ যাহাতে বধ্যপ্রভৃতির অপসরণ সরল হয়) এবং চৌরগণ, ম্লেচ্ছ ও আটবিকগণদ্বারা নিত্য পরিপূর্ণ, সেই ভূমি নিত্যামিত্রা ভূমি বলিয়া আখ্যাত হয়। আর যে ভূমি তদ্বিপরীত অর্থাৎ যে ভূমির সীমান্তপ্রদেশে বহুতর দুর্গ নাই এবং চৌর, ম্লেচ্ছ ও আটবিকদ্বারা পরিপূর্ণ নহে, তাহার নাম অনিত্যামিত্রা ভূমি।

অল্পপরিমিতা (নিজ রাজ্যের) নিকটবর্ত্তিনী ভূমির লাভ, অথবা মহৎপরিমিতা দূরবর্ত্তিনী ভূমির লাভ অধিকতর শ্রেয়ঃ সাধন করিতে পারে? প্রত্যাসন্না ভূমি অল্প হইলেও প্রশস্ততর।

কারণ, ইহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহা সহজে রক্ষা করা যায় এবং (প্রয়োজন হইলে) ইহাতে সহজে অপসরণ করা যায় (অর্থাৎ আশ্রয় লওয়া যায়)। কিন্তু, ব্যবহিতা বা দূরবর্ত্তিনী ভূমি ইহার বিপরীত হয়।

দূরবর্ত্তিনী ও সমীপবর্ত্তিনী লভ্যভূমির মধ্যে, যে ভূমি (পরের) দণ্ডদ্বারা রক্ষিত হয় সে ভূমি, অথবা যে ভূমি নিজ (দণ্ডাদিদ্বারা) রক্ষিত হয় সে ভূমি অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক? নিজ (দণ্ডাদিদ্বারা) যে ভূমি রক্ষিত হয় সে ভূমিই প্রশস্ততর। কারণ, এই আত্মধারণা ভূমি নিজদ্বারা সমুত্থিত কোশ ও দণ্ডযোগে রক্ষিত হয়। কিন্তু, (পরদ্বারা সমুত্থিত কোশ ও দণ্ডযোগে রক্ষিত) দণ্ডধারণা ভূমি ইহার বিপরীত এবং ইহাতে কেবল পরসমুত্থ দণ্ড (নিজরক্ষার্থ) বাস করে বলিয়া ইহাকে 'দণ্ডস্থান' মাত্র বলা যায়।

মূর্খ হইতে ভূমিলাভ, অথবা প্রাজ্ঞ হইতে ভূমিলাভ অধিকতর শ্রেয়স্কর? মূর্খ হইতে ভূমিলাভ প্রশস্ততর। কারণ, ভূমি (মূর্খ হইতে) সহজে পাওয়া যায় ও সহজে রক্ষিত হয় এবং ইহা আর ফিরাইয়া দেওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু, প্রাজ্ঞ হইতে ভূমিলাভ ইহার বিপরীত হয়। কারণ, ইহা অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের অনুরাগযুক্ত থাকে, অর্থাৎ তজ্জন্য ইহা সুখপ্রাপ্যও নহে, সুরক্ষ্যও নহে এবং ইহা প্রত্যাদানের আশঙ্কাযুক্তও থাকে।

পীড়নীয় অরি হইতে, অথবা উচ্ছেদনীয় অরি হইতে ভূমিলাভ অধিকতর শ্রেয়স্কর? উচ্ছেদনীয় অরি (দুর্গমিত্রাদির) আশ্রয়রহিত হইয়া অথবা দুর্ব্বলের আশ্রয় লাভ করিয়া, অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে নিজের কোশ ও দণ্ড লইয়া (নিজ স্থান হইতে) অপসরণের অভিলাষী হয়েন এবং সেইজন্য প্রকৃতিবর্গ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু, পীড়নীয় অরি দুর্গ ও মিত্রের সহায়তা প্রাপ্ত হয় বলিয়া তেমন অবস্থাপন্ন হয়েন না, অর্থাৎ দুর্গ ও মিত্রদ্বারা রক্ষিত হইয়া তিনি স্বপ্রকৃতিবর্গদ্বারা পরিত্যক্ত হয়েন না।

আবার, দুর্গদ্বারা রক্ষিত দুইটি অরির মধ্যে যিনি স্থলদুর্গীয় অর্থাৎ স্থলদুর্গযুক্ত তাঁহার নিকট হইতে, অথবা যিনি নদীদুর্গীয় অর্থাৎ নদীদুর্গযুক্ত তাঁহার নিকট হইতে, ভূমিলাভ অধিকতর শ্রেয়স্কর? স্থলদুর্গযুক্ত অরি হইতে ভূমি লাভ সুকর হয়—কারণ, স্থলদুর্গকে সহজে রোধ বা বেষ্টন করা যায়, অবমর্দ্দিত করা যায় ও অবস্কন্দিত বা আক্রান্ত করা যায় এবং ইহা হইতে শত্রু সহজে নিঃসৃত হইতেও পারে না অর্থাৎ ইহা অনায়াসে উচ্ছেদ্য হয়। কিন্তু, নদীদুর্গ (উচ্ছেদবিষয়ে) দ্বিগুণ ক্লেশ উৎপাদন করে এবং শত্রুর পানযোগ্য জল (ইহাতে থাকে) এবং (এই জলদ্বারা ধান্যফলপুষ্পাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া) ইহা শত্রুর জীবনবৃত্তি সাধন করে অর্থাৎ ইহা দুরুচ্ছেদ্য হয়।

নদীদুর্গ ও পর্ব্বতদুর্গে অবস্থিত অরির মধ্যে, নদীদুর্গযুক্ত অরি হইতে ভূমিলাভ অধিকতর শ্রেয়স্কর। কারণ, নদীদুর্গ হস্তী, স্তম্ভাদিদ্বারা গঠিত পথ, সেতুবন্ধ ও নৌকাদ্বারা তার্য্য হইতে পারে, ইহার গাম্ভীর্য্য সর্ব্বদা সমান থাকে না, এবং (ইহার তটাদি ভাঙ্গিয়া দিয়া) ইহা হইতে জল নিঃসারিত করা যায় অর্থাৎ ইহা সুখসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু, পর্ব্বতদুর্গ সুষ্ঠুভাবে (শিলাবন্ধাদিদ্বারা) রক্ষিত; ইহার উপরোধ কঠিন, ইহার উপর

আরোহণও কষ্টকর এবং ইহার এক স্থান (অস্ত্রাদিদ্বারা) ভগ্ন হইলেও অবশিষ্ট সর্ব্ব স্থান নষ্ট হয় না এবং কোন মহাপকারী শত্রু ইহা আক্রমণ করিলে তদুপরি শিলা ও বৃক্ষের পাতন সম্ভাবিত হয়, অর্থাৎ ইহা কষ্টসাধ্য দুর্গ।

নিম্নযোধী (অর্থাৎ নৌকাদিতে অবস্থিত থাকিয়া যুদ্ধকারী) ও স্থলযোধী—এই উভয়ের মধ্যে নিম্নযোধীদিগের নিকট হইতে ভূমিলাভ অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক। কারণ, নিম্নযোধীরা বিশিষ্ট দেশে ও বিশিষ্ট কালেই যুদ্ধ করিতে পারে (সুতরাং তাহারা সুসাধ্য হয়), কিন্তু স্থলযোধীরা সব দেশে ও সব কালে যুদ্ধ করিতে পারে (সুতরাং তাহারা দুঃসাধ্য হয়)।

খনক-যোধী (অর্থাৎ যাহারা ভূমিতে খাত করিয়া সেখান হইতে যুদ্ধ করে) ও ও আকাশযোধী (অর্থাৎ যাহারা অনাবৃত স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করে)—এই উভয়ের মধ্যে খনক-যোধীর নিকট হইতে ভূমিলাভ অধিকতর সাধ্য হয়। কারণ, খনকেরা খাত ও শস্ত্র এই উভয় বস্তুর সাহায্যে যুদ্ধ করে (অতএব, তাহাদের দেশ ও কাল উপরুদ্ধ বলিয়া তাহারা সুখসাধ্য হয়), কিন্তু আকাশযোধীরা কেবলমাত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে (সুতরাং দেশ ও কালের উপরোধ নাই বলিয়া তাহারা দুঃসাধ্য হয়)।

অর্থশাস্ত্রবিৎ (বিজিগীষু) এবংবিধ কৃতসন্ধি সামন্তগণ ও অন্যান্য শত্রু হইতে পৃথিবী (ভূমি) লাভ করিয়া বিশেষ বা উন্নতি প্রাপ্ত হয়েন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে মিত্র-হিরণ্য-ভূমি-কর্ম্মসন্ধি-নামক প্রকরণের অন্তর্গত ভূমিসন্ধি-নামক দশম অধ্যায় (আদি হইতে ১০৮ অধ্যায়) সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

১১৬ম প্রকরণ—অনবসিত সন্ধি

"তুমি ও আমি উভয়েই শূন্যস্থানে (গ্রাম-নগরাদির) নিবেশ করিব"—এই প্রকার পণে আবদ্ধ সন্ধির নাম **অনবসিত** সন্ধি (এস্থলে জনপদনিবেশ, খনিনিবেশ, দ্রব্যবননিবেশ, হস্তিবননিবেশাদি বিশেষ নিবেশের নির্দ্দেশব্যতিরেকে সাধারণভাবে কেবল 'শূন্যনিবেশন' বলা হইয়াছে বলিয়া, তজ্জনিত সন্ধিকে 'অনবসিত বা বিশেষভাবে অনির্দ্ধারিত বা অনবধারিত' সন্ধি বলা হইল)।

এইরূপ সন্ধিতে পণবদ্ধ দুই রাজার (অর্থাৎ বিজিগীষু ও সামন্তের) মধ্যে, যিনি প্রয়োজনীয় (ধন ও জনরূপ) অর্থ উপস্থিত করাইয়া জনপদ নিবেশাদিপ্রকরণে উক্ত গুণসম্পন্ন ভূমিতে নিবেশ বসাইতে পারেন, তিনি (অন্যতরের অপেক্ষায়) বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন।

যথোক্তগুণসম্পন্ন ভূমির মধ্যে যে ভূমি স্থলযুক্ত (অর্থাৎ যাহাতে কেবল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া শস্যাদির উৎপত্তি করাইতে হয়) সেই ভূমি, অথবা যে ভূমি ঔদক (অর্থাৎ যাহাতে নদী ও জলপূর্ণ তড়াগাদির জলদ্বারা শস্যাদির উৎপত্তি সম্ভবপর হয়) সেই ভূমি অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক ? মহৎ বা বড় স্থলভূমি অপেক্ষায় অল্প ঔদকভূমি প্রশস্ততর, কারণ ইহাতে সতত শস্যাদির উৎপত্তি হয় এবং ইহাতে ফলোৎপত্তি নিশ্চিত হইতে পারে।

দুইটি স্থলভূমির মধ্যেও, সেইটিই প্রশস্ততর যাহাতে (শারদিক ও বাসন্তিক) পূর্ব্বাপর শস্যপ্রসব প্রভূত হইতে পারে, যাহাতে অল্প বর্ষণেও শস্যাদিফল পাকিতে পারে এবং যাহাতে (দন্তুরতা ও প্রস্তরময়তাদি দোষ না থাকায়) কর্ষণাদি কার্য্য বিনা উপরোধে সম্পাদিত হইতে পারে। আবার দুইটি ঔদক ভূমির মধ্যে, সেইটিই প্রশস্ততর যাহাতে ধান্য (অর্থাৎ ব্রীহিশালিপ্রভৃতি শস্য) উপ্ত হয়, কিন্তু যাহাতে ধান্য উপ্ত হয় না তাহা উত্তম নহে (অর্থাৎ অধান্যবাপ ভূমির অপেক্ষায় ধান্যবাপ ভূমিই প্রশস্ততর)।

এই উভয় ভূমির অল্পত্ব ও বহুত্বসম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে, যে ভূমি ধান্যাদির উৎপত্তিবশতঃ কমনীয়, কিন্তু পরিমাণে অল্প, তদপেক্ষায় যে ভূমি অধান্যযুক্ত বলিয়া কমনীয়, কিন্তু পরিমাণে অধিক, তাহাই প্রশস্ততর। কারণ, (ভূমির) অবকাশ বড় হইলে, তাহাতে স্থলজ ও জলজ ওষধির উৎপত্তি হয়। এবং তাহাতে দুর্গাদি কর্ম্মও অধিক সংখ্যায় করা যায়। কারণ, ভূমির গুণ কৃত্রিম অর্থাৎ ক্রিয়াসাধ্য, (সুতরাং অধান্য-কান্তভূমি বড় হইলে তাঁহা ইচ্ছামত ধান্যকান্তও করা যাইতে পারে)।

খনিভোগ (অর্থাৎ যে ভূমিতে খনির প্রাচুর্য্য বেশী সেই) ভূমি ও ধান্যভোগ (অর্থাৎ যে ভূমিতে ধান্যের প্রাচুর্য্য বেশী সেই) ভূমির মধ্যে, খনিভোগ ভূমি কেবল কোশবৃদ্ধিকারক, (কিন্তু,) ধান্যভোগ ভূমি কোশ ও কোষ্ঠাগারের বৃদ্ধি করে। কারণ, দুর্গাদি-কর্ম্মের আরম্ভ ধান্যের উপর নির্ভর করে (সুতরাং ধান্যভোগ ভূমিই প্রশস্ততর)। অথবা, খনিভোগ ভূমিও প্রশস্ততর হইতে পারে, যদি খনিতে উৎপন্ন বস্তুজাতের বিক্রয়-জনিত কারবার বেশী হয়।

নিজ **আচার্য্যের** মতে, দ্রব্যবনভোগযুক্ত ভূমি ও হস্তিবনভোগযুক্ত ভূমির মধ্যে দ্রব্যবন-ভোগযুক্ত ভূমি, সর্ব্বপ্রকার দুর্গাদিকর্ম্মের সাধন করিতে পারে বলিয়া এবং ইহা প্রচুর সঞ্চয়ের যোগ্য হয় বলিয়া, ইহা অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক। আর হস্তিবনভোগযুক্ত ভূমি তদ্বিপরীত।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত স্বীকার করেন না। (তাঁহার মতে) অনেকপ্রকার দ্রব্যবন অনেক-প্রকার ভূমিতে উৎপাদন করান যায়, কিন্তু হস্তিবন (কোনও কোনও বিশিষ্ট স্থানে হয় বলিয়া, স্বেচ্ছায় তেমন ভাবে) করান যায় না। আবার শত্রুর সেনাবধের প্রধান উপকরণ হস্তী (সুতরাং দ্রব্যবনভোগের অপেক্ষায় হস্তিবনভোগ প্রশস্ততর)।

বারিপথভোগ ও স্থলপথভোগ—এই উভয়ের মধ্যে বারিপথভোগ অনিত্য অর্থাৎ কদাচিৎ সম্ভবপর, (কিন্তু,) স্থলপথভোগ নিত্য অর্থাৎ সার্ব্বদিক (সুতরাং অধিকতর উপযোগী)।

[এস্থলে কোন কোনও ব্যাখ্যাতা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—"এই দুইপ্রকার পথভোগই যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে বারিপথভোগ উত্তম, আর দুইটিই যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে স্থলপথভোগ উত্তম" ; কিন্তু, এই ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে হয় না।]

ভিন্নমনুষ্যা ভূমি (অর্থাৎ যে ভূমিতে মানুষ পরস্পর মিলিত না হইয়া ভিন্নই থাকে সেই ভূমি), অথবা, শ্রেণীমনুষ্যা ভূমি (অর্থাৎ যে ভূমিতে মানুষ পরস্পর সংহিত বা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে সেই ভূমি) অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক ? পরস্পর ভিন্ন মনুষ্যদ্বারা যুক্ত ভূমিই প্রশস্ততর, কারণ, এই প্রকার ভিন্নমনুষ্যা ভূমি (বিজিগীষুর পক্ষে) সহজে ভোগ্যা হয়, অর্থাৎ ইহা তাঁহার অধিকারভুক্ত করিয়া রাখা যায়, এবং ইহা অন্য সকলের উপজাপের বিষয়ীভূতও হইতে পারে না, (আবার) বিপদের সময় আসিলে ইহা বিপদও সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু; শ্রেণীমনুষ্যা ভূমি ইহার বিপরীত (অর্থাৎ ইহা বশেও আসে না এবং অন্যের উপজাপের ও বিষয়ীভূত হয়, এবং আপদও সহ্য করিতে পারে) এবং কুপিত হইলে ইহা মহাদোষের কারণও হইয়া উঠে (অর্থাৎ রাজারও উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে)।

এই ভূমিতে চাতুর্বর্ণ্যের নিবাস সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে, যে ভূমি অবরবর্ণ-বহুল, অর্থাৎ যাহাতে শূদ্র ও গোপালকাদির বাহুল্য অধিক, সেই ভূমিই প্রশস্ততর, কারণ, ইহা সর্ব্বপ্রকারের (কর্ষণভারবহনাদি) কর্ম সহ্য করিতে সমর্থ হয়। কর্ষণবতী ভূমি (অর্থাৎ কর্ষণযোগ্য ক্ষেত্রাদিসমন্বিত ভূমি যদি বহুপরিমিত হয় এবং নিশ্চিতরূপে ফলদায়ক হয়, তাহা হইলে সেই ভূমিও উত্তম। আবার, কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য গোগণ ও গোরক্ষকগণের উপর নির্ভর করে বলিয়া 'গোরক্ষকবতী' ভূমিও প্রশস্ত হইতে পারে। কিঞ্চ, ধনী ব্যক্তিরা ও বণিকের (ধান্যাদি) পণ্যদ্রব্যের সঞ্চয় ও ঋণাদি দিয়া অন্যের অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন বলিয়া, 'আঢ্যবণিগ্‌বতী' ভূমিও উত্তম বিবেচিত হইতে পারে।

উপরি উক্ত ভূমিবিষয়ক সব গুণের মধ্যে অপাশ্রয় বা আশ্রয়দানে রক্ষাই প্রশস্ততর গুণ।

দুর্গের আশ্রয়দায়িকা ভূমি কিংবা পুরুষের আশ্রয়দায়িকা ভূমি অধিকতর শ্রেয়স্কর ? পুরুষের আশ্রয়দায়িকা ভূমিই (অর্থাৎ যাহাতে পুরুষের আশ্রয় পাওয়া সহজ সেই ভূমিই) প্রশস্ততর, কারণ, রাজ্য পুরুষদিগের যোগেই সম্ভবপর হয়। পুরুষশূন্য ভূমি বন্ধ্যা গাভীর মত কি দোহন করিবে অর্থাৎ কোন্ উপযোগে আসিবে ?

যে ভূমিতে জনপদাদির নিবেশ জন্য বহু লোকক্ষয় ও ধনব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই ভূমি পাইতে অভিলাষী হইয়া (বিজিগীষু তৎপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই) নিম্নবর্ণিত আটপ্রকার ক্রেতাদের মধ্যে অন্যতমের সহিত পণবদ্ধ হইবেন। ক্রেতার প্রকার ভেদ বলা হইতেছে, যথা—(১) দুর্ব্বল, (২) অরাজবীজী (যিনি কোনও রাজবংশে উৎপন্ন হয়েন নাই), (৩) নিরুৎসাহ, (৪) অপক্ষ (সহায় দেওয়ার পক্ষরহিত), (৫) অন্যায়বৃত্তি (প্রজার উপর অন্যায় ব্যবহারকারী), (৬) ব্যসনী (মৃগয়াদি ব্যসনযুক্ত), (৭) দৈবপ্রমাণ (দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যকারী), অথবা (৮) যৎকিঞ্চনকারী (যাহা মনে উঠে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত যিনি)।

যাহাতে নিবেশজন্য মহালোকক্ষয় ও মহাধনব্যয় হইতে পারে এমন ভূমিতে রাজ-বংশসম্ভূত, দুর্ব্বল (সামন্ত, জনপদাদির) নিবেশন করিলে, সমানজাতীয় অর্থাৎ নিজের সহায়তাদায়ী, অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ সহিত, লোকক্ষয় ও ধনব্যয়ংবশতঃ, অবসাদ বা ক্ষয়গ্রস্ত হইয়া পড়িবেন।

আবার, বলবান্ (সামন্ত) রাজবংশসম্ভূত না হইলে লোকক্ষয় ও ধন্যবয়ের ভয়ে অসমানজাতীয় (অর্থাৎ সহায়তা প্রদানে অসমর্থ) অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েন।

কিন্তু, উৎসাহবিহীন (সামন্ত), সৈন্যবলে বলীয়ান্ হইলেও, যথাযথভাবে দণ্ডের প্রণয়ন বা বিনিয়োগ করিতে না পারিয়া, নিজের দণ্ড সহিত লোকক্ষয় ও ধনব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নাশ প্রাপ্ত হয়েন।

আবার, কোশযুক্ত হইলেও, পক্ষ- (অর্থাৎ স্বপক্ষীয় মিত্র-) রহিত হওয়ায় (সামন্ত) লোকক্ষয় ও ধনব্যয়ে অন্য হইতে উপকার প্রাপ্ত না হইয়া, কোনও প্রকারে (সিদ্ধি) লাভ করিতে পারেন না।

(প্রজার উপর) অন্যায়ব্যবহারকারী (সামন্ত) পূর্ব্বকৃতনিবেশন লোকদিগকেও উঠাইয়া দেন। তিনি আবার কি প্রকারে অনিবিষ্ট স্থানে (জনপদাদির) নিবেশ করাইবেন ?

ব্যসনী সামন্তের পক্ষেও সেই একই কথা, অর্থাৎ তিনিও অনিবিষ্ট স্থানে নিবেশনে অসমর্থ হইবেন, ইহাও ব্যাখ্যাত হইল।

(যে সামন্ত) দৈবপ্রমাণ অর্থাৎ দৈবের উপরই নির্ভরশীল, তিনি পুরুষকার-রহিত হওয়ায় কোনও কার্য্যই আরম্ভ করিতে সমর্থ হয়েন না, আবার কোন কার্য্য আরব্ধ হইলেও তাহাতে তিনি বিপদ্গ্রস্ত হয়েন—এই জন্য তিনিও (ক্ষয়ব্যয়ে পতিত হইয়া) নিজেই অবসাদপ্রাপ্ত হয়েন।

অবিমৃষ্যকারী (সামন্ত) যথেচ্ছভাবে যে কোন কার্য্য করেন বলিয়া কোনও সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের অর্থাৎ (দুর্ব্বলাদি আটপ্রকাব রাজাদিগের) মধ্যে এই যৎকিঞ্চনকারী সামন্তই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হানিসাধক হয়েন। কারণ, নিজ আচার্য্যের মতে যে সামন্ত যৎকিঞ্চিৎ আরম্ভকারী তিনি কদাচিৎ বিজিগীষুর কোনও ছিদ্র বা দোষ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু, কৌটিল্য মনে করেন যে, তিনি বিজিগীষুর ছিদ্র (কখনও) যেমন পাইতে পারেন, তেমন (তখনই আবার) নিজের বিনাশও প্রাপ্ত হইতে পারেন (কারণ, বিজিগীষু তাঁহার অনেক দোষের সহিত পূর্ব্বেই পরিচিত আছেন বলিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবেন)।

দুর্ব্বলাদি আটপ্রকার সামন্তমধ্যে কোন সামন্তকে ক্রেতাভাবে না পাওয়া গেলে, পার্ষ্ণিগ্রাহচিন্তা-নামক প্রকরণে (এই অধিকরণের ১১৭ প্রকরণে) যে রীতি উক্ত হইবে

সেই রীতি অবলম্বন করিয়া (অর্থাৎ শত্রু হইতে বিশেষ বা অধিক লাভের বিচার করিয়া) ভূমিনিবেশের ব্যবস্থা করিবেন। ইহার নাম **অভিহিতসন্ধি** (ভূমির দান ও গ্রহণের কথাদ্বারা উৎপন্ন হওয়ায় এই সন্ধি অবিচাল্য থাকে বলিয়া ইহার এই প্রকার নাম হয়)।

আবার; (নিজ অপেক্ষায়) বলবত্তর সামন্ত যদি গুণসম্পন্না অথচ (ক্রেতার উপেক্ষা-বশতঃ) পুনঃ প্রাপ্তিযোগ্যা ভূমি ক্রয়ার্থ বিজিগীষুকে যাচনা করেন, তাহা হইলে সেই ভাবে যাচিত হইয়া তিনি ('অবসর উপস্থিত হইলে তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিও' এই বলিয়া) সন্ধি স্থাপন করিয়া সেই ভূমি তাঁহাকে দিবেন অর্থাৎ তৎসমীপে বিক্রয় করিবেন। ইহার নাম **অনিভৃতসন্ধি** (অর্থাৎ এই সন্ধি বিশ্বাসরহিত সন্ধি, কারণ, দুর্ব্বলের সহিত প্রবলের প্রতিজ্ঞাত সন্ধিও উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে)।

আবার কোন সমশক্তি সামন্ত সেই ভূমি খরিদ করিতে চাহিলে, যাচিত সমশক্তি (বিজিগীষু) নিম্নবর্ণিত কারণ বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার নিকট ভূমি বিক্রয় করিবেন। সেই কারণ এইরূপ চিন্তনীয়, যথা—"এই ভূমি (বিক্রীত হইলেও) পরে ইহা আমার হাতেই ফিরিয়া আসিবে, অথবা আমার নিজ ভোগের বিষয়ীভূত থাকিবে, অথবা এই ভূমির সহিত সম্বদ্ধ (অন্য) শত্রু আমার বশে আসিবেন, অথবা এই ভূমির বিক্রয়দ্বারা আমার কার্য্যসাধক মিত্র ও হিরণ্যের লাভ সম্ভবপর হইবে"।

এইপ্রকারে হীনশক্তি ক্রেতার বিষয়ও বুঝিয়া লইতে হইবে, ইহা বলা হইল।

এইভাবে, অর্থশাস্ত্রবিৎ (বিজিগীষু) মিত্র, হিরণ্য, জনবহুল ও জনশূন্য ভূমি লাভ করিয়া সামবায়িকদিগকে অতিসন্ধিত করিবেন অর্থাৎ সমবায়ে সহায়কারী অন্যান্য সামন্তগণের অপেক্ষায় বিশেষ লাভ প্রাপ্ত হইবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে, মিত্র-হিরণ্য-ভূমি-কর্ম্ম-সন্ধি-নামক প্রকরণের অন্তর্গত অনবসিতসন্ধি-নামক একাদশ অধ্যায় (আদি হইতে ১০৯ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

১১৬ম প্রকরণ—কর্ম্মসন্ধি

"তুমি ও আমি উভয়েই দুর্গ নির্ম্মাণ করিব"—এইপ্রকার পণে আবদ্ধ সন্ধির নাম **কর্ম্মসন্ধি**। (দুর্গনির্ম্মাণ ব্যতীত সেতুবন্ধাদিনির্ম্মাণও এইরূপ সন্ধিতে পণবিশেষ হইতে পারে।)

এইরূপ সন্ধিতে পণবদ্ধ দুই রাজার (অর্থাৎ বিজিগীষু ও সামন্তের) মধ্যে, যিনি দৈবকৃত

অর্থাৎ স্বভাবদুর্গমস্থানে কৃত, অতএব শত্রুর দুর্ভেদ্য এবং অল্পব্যয়ে আরব্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতে পারেন, তিনি (অন্যতরের অপেক্ষায়) অধিকতর লাভযুক্ত হইতে পারেন।

এই দুর্গমস্থানে কৃত দুর্গগুলির মধ্যেও, স্থলদুর্গ অপেক্ষায় নদীদুর্গ ও তদপেক্ষায় পর্ব্বতদুর্গ অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক অর্থাৎ (ইহারা উত্তরোত্তর প্রশস্ততর)।

আবার, দুইটি সেতুবন্ধের মধ্যে, যেটি 'আহার্য্যোদক' (অর্থাৎ যাহাতে কেবল বর্ষা ঋতুর জলই প্রযত্নে একত্রিত করিয়া লইতে হয় সেই) সেতুবন্ধ, তাহার অপেক্ষায় 'সহোদক' (অর্থাৎ যাহাতে স্বভাবতঃ সর্ব্বদা জল অবস্থিত থাকে সেই) সেতুবন্ধ প্রশস্ততর। আবার দুইটি সহোদক সেতুবন্ধের মধ্যে, যেইটি পর্য্যাপ্তরূপে শস্যবপনের স্থানবিশিষ্ট সেইটি প্রশস্ততর।

আবার, দুই দ্রব্যবনের মধ্যে, যিনি নিজের রাজ্যপ্রান্তে এমন দ্রব্যবনটির ছেদনের ব্যবস্থা করান, যাহাতে সারযুক্ত অর্থাৎ প্রচুরফলোদয়যোগ্য অটবী বা জঙ্গলময় ভূমি বিদ্যমান আছে এবং যাহা নদীমাতৃক স্থান (অর্থাৎ যাহাতে কৃষিকার্য্যার্থ নদীজল সর্ব্বদা পাওয়া যায়), তিনি অন্যতরের অপেক্ষায় বিশেষ লাভ প্রাপ্ত হয়েন। কারণ, নদীমাতৃক স্থান অতিসুখে (প্রজাদিগের) আজীবিকার উপযোগী হয় এবং ইহা (দুর্ভিক্ষাদি) আপদের সময়ে আশ্রয়স্থান বলিয়া গৃহীত হয়।

কিঞ্চ, দুইটি হস্তিবনের মধ্যে, যিনি নিজ রাজ্যপ্রান্তে এমন হস্তিবন নিবেশ করান, যাহাতে বহু শক্তিশালী জন্তু (হস্তী) আছে, যাহাতে কেবল দুর্ব্বল বনপ্রদেশ আছে (অর্থাৎ যাহাতে কেবল নীচ জনেরা কোনও প্রকারে বাসস্থান লইতে পারে) এবং যাহাতে অনন্ত (প্রবেশ ও নির্গমবিষয়ক) ক্লেশবহুল স্থান আছে—তিনি (অন্যতরাপেক্ষায়) অধিকতর লাভ প্রাপ্ত হয়েন।

এই প্রকার হস্তিবনের মধ্যেও, বহু কুণ্ঠ অর্থাৎ অনেক শক্তিহীন হস্তিযুক্ত, অথবা অল্প শক্তিশালী হস্তিযুক্ত বন অধিকতর শ্রেয়ঃ সাধন করে ? তদীয় **আচার্য্যের** মতে, যে হস্তিবনটি শক্তিশালী অল্পহস্তিযুক্ত সেইটি অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক, কারণ, শক্তিশালী হস্তীর উপর যুদ্ধ নির্ভর করে। শূর হস্তী সংখ্যায় অল্প হইলেও, বহু অশূর (শক্তিহীন) হস্তীকে ভাগাইয়া দিতে পারে এবং বিশৃঙ্খলিত হস্তিসমূহ নিজপক্ষের অন্যান্য সৈন্যকে নষ্ট করে।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত স্বীকার করেন না। (তাঁহার মতে) অশক্ত হস্তীও সংখ্যায় অধিক হইলে প্রশস্ততর হইতে পারে; (কারণ,) তাহারা সৈন্যসমূহের মধ্যে নানাপ্রকার (উপকরণাদির নয়ন ও আনয়নপ্রভৃতি) কর্ম্ম করিয়া, যুদ্ধে নিজ পক্ষের আশ্রয়স্বরূপ হইতে পারে, এবং (স্বসংখ্যার বাহুল্যদ্বারা) শত্রুপক্ষের ভয় উৎপাদন করিতে পারে ও সেইজন্য শত্রুকর্ত্তৃক ধর্ষণের অতীত হইতে পারে। কারণ, বহুসংখ্যক হস্তী কুণ্ঠ বা অশক্ত হইলেও, তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষাকর্ম্মদ্বারা শৌর্য্যগুণ আহিত বা স্থাপিত করা যায়, কিন্তু অল্পসংখ্যক হস্তী শূর বা শক্ত হইলেও, তাহাদিগের মধ্যে সংখ্যাবহুত্ব আনা যায় না।

আবার দুইটি খনির মধ্যে, যিনি এমনটি খনন করাইতে পারেন যাহাতে প্রচুর সারযুক্ত

দ্রব্য আছে, যাহাতে দুর্গম পথ নাই এবং যাহাতে অল্প ব্যয়ে কার্য্য আরব্ধ হইতে পারে, তিনি (অন্যতরের অপেক্ষায়) বিশেষ লাভ প্রাপ্ত হয়েন।

তন্মধ্যেও, কোনও খনিতে অল্পপরিমিত, অথচ মহাসারযুক্ত বস্তু, অথবা প্রভূতপরিমিত অথচ অল্পসারযুক্ত বস্তু লাভ করা অধিকতর শ্রেয়স্কর ? তদীয় আচার্য্যের মতে, অল্পপরিমিত হইলেও মহাসারযুক্ত বস্তুই প্রশস্ততর। কারণ, হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্য-ধাতু, অল্পসারযুক্ত প্রভূত পরিমিত বস্তু অধিক মূল্যদ্বারা গ্রাস করিতে (অর্থাৎ খরিদ করিতে) পারে।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত সমর্থন করেন না। (তাঁহার মতে) মহাসারযুক্ত (বজ্রমণি-প্রভৃতি) বস্তুর ক্রেতা বহুকালেও অল্পসংখ্যক পাওয়া যায়, কিন্তু, নিত্য প্রয়োজনীয়তার জন্য অল্পসারযুক্ত বস্তুর ক্রেতার সংখ্যা প্রভূত বা বেশী (সুতরাং প্রভূত অল্পসারযুক্ত বস্তু লাভই প্রশস্ততর)।

বণিক্‌পথ নিবেশন বিষয়েও এই প্রকার (বিশেষ-লাভসম্বন্ধী) বিচার করিতে হইবে —ইহা অভিহিত হইল।

বণিক্‌পথের মধ্যেও, বারিপথ অথবা স্থলপথ প্রশস্ততর ? তদীয় আচার্য্যের মতে, বারিপথই (স্থলপথ অপেক্ষায়) প্রশস্ততর। কারণ, বারিপথ অল্প ধনব্যয় ও অল্পপরিশ্রমে নির্ম্মিত হইতে পারে এবং এই পথে প্রভূত পণ্যদ্রব্যের নয়ন ও আনয়ন সম্ভবপর হয়।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত মানেন না। (তাঁহার মতে) বারিপথ (বিপদের সময়ে) গতি নিরোধ করিতে পারে, ইহাতে (বর্ষাদি) সর্ব্বকালে যাতায়াত কঠিন হয়। (স্থলপথের অপেক্ষায়) ইহাতে অধিক ভয়ের কারণও থাকে, এবং (বিপদ উপস্থিত হইলে) ইহাতে প্রতীকারের উপায়ও না পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু, স্থলপথ ইহার বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট (সুতরাং প্রশস্ততর)।

আবার, বারিপথও দুইপ্রকার হইতে পারে, যথা কূলপথ (জলের কিনারাতে যে পথ) ও সংযানপথ (সমুদ্রাদি নিরন্তর জলদ্বারা গতাগতির পথ)—এই দুই পথের মধ্যে, কূলপথ প্রশস্ততর, কারণ ইহাতে পণ্যপট্টণ বহু থাকে। অথবা, নদীপথও প্রশস্ততর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কারণ, ইহাতে জল সতত থাকে এবং ইহাতে বাধাবিঘ্ন সহ্য করা যায় অর্থাৎ ইহাতে বাধাবিঘ্ন অত্যুৎকট থাকে না।

স্থলপথের মধ্যেও, দক্ষিণাপথ অপেক্ষায় হৈমবত পথ অর্থাৎ উত্তরাপথ প্রশস্ততর। তদীয় আচার্য্যের মতে, ইহাতে বহুমূল্যযুক্ত হস্তী, অশ্ব, (কস্তুরী প্রভৃতি) গন্ধদ্রব্য, দন্ত, চর্ম্ম, রূপ্য ও সুবর্ণনির্ম্মিত পণ্যপদার্থ পাওয়া যায়।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত অবলম্বন করেন না। (তাঁহার মতে) দক্ষিণাপথে কম্বল, চর্ম্ম, ও অশ্বরূপ বিক্রেয় পদার্থ ব্যতীত শঙ্খ, হীরক, মণি ও মুক্তা এবং সুবর্ণনির্ম্মিত পণ্যপদার্থ প্রভূততর পাওয়া যায়। অথবা, দক্ষিণাপথেও যে বণিক্‌পথ বহুখনিবিশিষ্ট ও মহামূল্য বিক্রেয়পদার্থযুক্ত, যাহাতে যাতায়াত নির্ব্বিঘ্নে করা যায়, যাহাতে (কার্য্য-সাধনে) অল্প ব্যায়াম

বা পরিশ্রম করিতে হয়—তাহাই প্রশস্ততর। অথবা সেই বণিক্‌পথও এখানে প্রশস্ততর গণ্য হইতে পারে, যাহাতে ফল্গু বা অসার পণ্যও যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং সেগুলির (ক্রয়বিক্রয়-) বিষয়ও প্রভূত দেখা যায়।

ইহা দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের বণিক্‌পথও ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে।

আবার, বণিক্‌পথের মধ্যেও কোনও পথ চক্রপথ (শকটগম্য পথ) ও কোনও পথ পাদপথ—তন্মধ্যে চক্রপথই প্রশস্ততর, কারণ, ইহা দ্বারা বিপুল রকমের (ক্রয়বিক্রয়-) ব্যবহার চলিতে পারে। অথবা, দেশকালের অনুসারে খরপথ (গর্দ্দভগম্য পথ) ও উষ্ট্রপথও প্রশস্ততর হইতে পারে।

এই দুই পথের বর্ণনাদ্বারা 'অংসপথও' অর্থাৎ স্কন্ধদ্বারা ভারবাহী বলীবর্দ্দাদির পথও ব্যাখ্যাত হইল, বুঝিতে হইবে।

শত্রুর নিজ কর্ম্মের লাভকে বিজিগীষুর পক্ষে 'ক্ষয়' বলিয়া জানিতে হইবে এবং ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে অর্থাৎ নিজ কর্ম্মের সাফল্য ঘটিলে তাঁহার 'বৃদ্ধি' হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি উভয়ের কর্ম্মপথ সমানফলযুক্ত দেখা যায়, তাহা হইলে বিজিগীষু ইহাকে নিজের 'স্থান' অর্থাৎ স্ব অবস্থায় অবস্থিতি বলিয়া জানিবেন ॥১॥

অল্প আয় ও অধিক ব্যয় হইলে ইহাকে 'ক্ষয়' বলিতে হইবে, ইহার বিপরীত অবস্থার নাম (অর্থাৎ অধিক আয় ও অল্প ব্যয়) 'বৃদ্ধি'। আর কর্ম্মবিষয়ে আয় ও ব্যয় সমান হইলে, সেই অবস্থাকে (বিজিগীষু) নিজের 'স্থান' বলিয়া জানিবেন ॥২॥

অতএব, দুর্গাদিকর্ম্মবিষয়ে (বিজিগীষু) অল্প ব্যয়ে আরব্ধ মহাফলবিশিষ্ট কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া (শত্রুর অপেক্ষায়) বিশেষ লাভযুক্ত হইতে চেষ্টমান থাকিবেন। এই পর্য্যন্ত কর্ম্মসন্ধি-সমূহ নিরূপিত হইল ॥৩॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে, মিত্র-হিরণ্য-ভূমি-কর্ম্মসন্ধি-নামক প্রকরণের অন্তর্গত কর্ম্মসন্ধিনামক দ্বাদশ অধ্যায় (আদি হইতে ১১০ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১১৭ম প্রকরণ—পার্ষ্ণিগ্রাহচিন্তা বা শত্রুর পৃষ্ঠগ্রহণসম্বন্ধে অনুষ্ঠানের বিচার

বিজিগীষু ও অরি—এই উভয়কে যদি কখনও একত্র মিলিত হইয়া, নিজ শত্রুর প্রতি আক্রমণে ব্যাপৃত দুইটি তাঁহাদের (অর্থাৎ বিজিগীষু ও অরির) নিজ অমিত্রভূত সামন্তের পার্ষ্ণি বা পশ্চাদ্ভাগ গ্রহণ (বা আক্রমণ) করিতে হয়; তাহা হইলে (এই বিজিগীষু ও

অরির মধ্যে) যিনি শক্তিসম্পন্ন অমিত্রের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিবেন, তিনিই (অপরের অপেক্ষায়) বিশেষ লাভযুক্ত হইবেন। কারণ, শক্তিসম্পন্ন রাজাটি নিজের শত্রুর উচ্ছেদ সাধন করিয়াই পার্ষ্ণিগ্রাহকেরও উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হইতে পারেন (সুতরাং যাহাতে এই রাজা নিজ শত্রুর দ্বারা নিজের শক্তি অধিকতরভাবে না বাড়াইতে পারেন তজ্জন্য বিজিগীষু অবশ্যই সেই রাজার পার্ষ্ণি গ্রহণ করিবেন—যাহাতে তিনি নিজ শক্তি বাড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারেন)। কিন্তু, হীনশক্তি রাজা এইরূপ কোনও লাভ প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া অর্থাৎ শত্রুর উচ্ছেদ ও পরে পার্ষ্ণিগ্রাহকের উচ্ছেদ করিতে অসমর্থ বলিয়া তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রহণে বিজিগীষু বা অরির কোনও বিশেষ লাভ হইবে না।

(দুইটি অমিত্রভূত সামন্তের মধ্যে) যদি শক্তির তুল্যতা দেখা যায়, তাহা হইলে যিনি (বিজিগীষু বা অরি) বিপুল (দ্রব্যসম্ভারসহকারে যুদ্ধাদি) আরম্ভকারী সামন্তের পার্ষ্ণি গ্রহণ করেন, তিনি বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। কারণ, বিপুলারম্ভ সামন্ত নিজ অমিত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়াই পার্ষ্ণিগ্রাহকেরও উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু, অল্পারম্ভ (অর্থাৎ অল্পদ্রব্যসম্ভারযুক্ত) সামন্ত নিজের বিক্ষিপ্ত সেনাচক্র সাজাইবার জন্য ব্যস্ত বলিয়া তদীয় পার্ষ্ণিগ্রাহকের কোনও আশঙ্কা থাকে না (সুতরাং এমন রাজার পার্ষ্ণিগ্রহণে বিশেষ লাভ নাই)।

(দুইটি অমিত্র সামন্তের মধ্যে) যদি (যুদ্ধাদির উপকরণ-সামগ্রীর) আরম্ভ-সমতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি সম্পূর্ণ সেনাদি লইয়া যুদ্ধযানে প্রবৃত্ত সামন্তের পার্ষ্ণি গ্রহণ করেন, তিনিই বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। কারণ, এই সামন্তের মূলস্থান শূন্য বা রক্ষক-বিহীন হওয়ায়, তিনি তাঁহার (পার্ষ্ণিগ্রাহকের) সুখসাধ্য হয়েন (অর্থাৎ পার্ষ্ণিগ্রাহক তাঁহাকে সহজে নিজ বশবর্ত্তী করিতে পারেন)। কিন্তু, যে সামন্ত একদেশ সেনা লইয়া (অর্থাৎ মূলস্থানে সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট সেনা সঙ্গে করিয়া যুদ্ধযানে প্রবৃত্ত, তিনি পার্ষ্ণিগ্রাহকের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার প্রতিবিধান করিয়া তৎকার্য্যে অগ্রসর হয়েন (সুতরাং এইপ্রকার সামন্তের পার্ষ্ণি-গ্রহণে বিশেষ লাভ নাই)।

আবার, (দুইটি অমিত্র সামন্তের মধ্যে) যদি সেনাগ্রহণে সমতা (অর্থাৎ সংখ্যায় সৈন্য-সমতা) পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি চল অর্থাৎ দুর্গরহিত অমিত্রের প্রতি যানে প্রবৃত্ত সামন্তের পার্ষ্ণিগ্রহণ করেন, তিনিই বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। কারণ, চল বা দুর্গরহিত অমিত্রের প্রতি যুদ্ধযানে ব্যাপৃত সামন্ত সহজে (শত্রুজয়জনিত) সিদ্ধি লাভ করিয়া, পার্ষ্ণি-গ্রাহকের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন ; কিন্তু, স্থিত অমিত্রের (অর্থাৎ দুর্গসম্পন্ন অমিত্রের) প্রতি যানপ্রবৃত্ত সামন্ত তাহা করিতে পারেন না (সুতরাং তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রহণে বিজিগীষুর বিশেষ লাভ নাই)। আবার এই যানপ্রবৃত্ত সামন্ত (স্থিত অমিত্রের) দুর্গদ্বারা প্রতিহত হইতে পারেন ; এবং (স্থিত অমিত্রের) প্রতি যানপ্রবৃত্ত সামন্তের পার্ষ্ণি গ্রহণ করা হইলেও, পার্ষ্ণি-গ্রাহক সেই 'স্থিতামিত্র' হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবস্থিত অমিত্রদ্বারা আক্রান্তও হইতে পারেন

বা পরিশ্রম করিতে হয়—তাহাই প্রশস্ততর। অথবা সেই বণিক্‌পথও এখানে প্রশস্ততর গণ্য হইতে পারে, যাহাতে ফল্গু বা অসার পণ্যও যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং সেগুলির (ক্রয়বিক্রয়-) বিষয়ও প্রভূত দেখা যায়।

ইহা দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের বণিক্‌পথও ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে।

আবার, বণিক্‌পথের মধ্যেও কোনও পথ চক্রপথ (শকটগম্য পথ) ও কোনও পথ পাদপথ—তন্মধ্যে চক্রপথই প্রশস্ততর, কারণ, ইহা দ্বারা বিপুল রকমের (ক্রয়বিক্রয়-) ব্যবহার চলিতে পারে। অথবা, দেশকালের অনুসারে খরপথ (গর্দ্দভগম্য পথ) ও উষ্ট্রপথও প্রশস্ততর হইতে পারে।

এই দুই পথের বর্ণনাদ্বারা 'অংসপথও' অর্থাৎ স্কন্ধদ্বারা ভারবাহী বলীবর্দ্দাদির পথও ব্যাখ্যাত হইল, বুঝিতে হইবে।

শত্রুর নিজ কর্ম্মের লাভকে বিজিগীষুর পক্ষে 'ক্ষয়' বলিয়া জানিতে হইবে এবং ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে অর্থাৎ নিজ কর্ম্মের সাফল্য ঘটিলে তাঁহার 'বৃদ্ধি' হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি উভয়ের কর্ম্মপথ সমানফলযুক্ত দেখা যায়, তাহা হইলে বিজিগীষু ইহাকে নিজের 'স্থান' অর্থাৎ স্ব অবস্থায় অবস্থিতি বলিয়া জানিবেন ॥১॥

অল্প আয় ও অধিক ব্যয় হইলে ইহাকে 'ক্ষয়' বলিতে হইবে, ইহার বিপরীত অবস্থার নাম (অর্থাৎ অধিক আয় ও অল্প ব্যয়) 'বৃদ্ধি'। আর কর্ম্মবিষয়ে আয় ও ব্যয় সমান হইলে, সেই অবস্থাকে (বিজিগীষু) নিজের 'স্থান' বলিয়া জানিবেন ॥২॥

অতএব, দুর্গাদিকর্ম্মবিষয়ে (বিজিগীষু) অল্প ব্যয়ে আরব্ধ মহাফলবিশিষ্ট কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া (শত্রুর অপেক্ষায়) বিশেষ লাভযুক্ত হইতে চেষ্টমান থাকিবেন। এই পর্য্যন্ত কর্ম্মসন্ধি-সমূহ নিরূপিত হইল ॥৩॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে, মিত্র-হিরণ্য-ভূমি-
কর্ম্মসন্ধি-নামক প্রকরণের অন্তর্গত কর্ম্মসন্ধিনামক দ্বাদশ অধ্যায়
(আদি হইতে ১১০ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১১৭ম প্রকরণ—পার্ষ্ণিগ্রাহচিন্তা বা শত্রুর পৃষ্ঠগ্রহণসম্বন্ধে অনুষ্ঠানের বিচার

বিজিগীষু ও অরি—এই উভয়কে যদি কখনও একত্র মিলিত হইয়া, নিজ শত্রুর প্রতি আক্রমণে ব্যাপৃত দুইটি তাঁহাদের (অর্থাৎ বিজিগীষু ও অরির) নিজ অমিত্রভূত সামন্তের পার্ষ্ণি বা পশ্চাদ্ভাগ গ্রহণ (বা আক্রমণ) করিতে হয়; তাহা হইলে (এই বিজিগীষু ও

অরির মধ্যে) যিনি শক্তিসম্পন্ন অমিত্রের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিবেন, তিনিই (অপরের অপেক্ষায়) বিশেষ লাভযুক্ত হইবেন। কারণ, শক্তিসম্পন্ন রাজাটি নিজের শত্রুর উচ্ছেদ সাধন করিয়াই পার্ষ্ণিগ্রাহকেরও উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হইতে পারেন (সুতরাং যাহাতে এই রাজা নিজ শত্রুর দ্বারা নিজের শক্তি অধিকতরভাবে না বাড়াইতে পারেন তজ্জন্য বিজিগীষু অবশ্যই সেই রাজার পার্ষ্ণি গ্রহণ করিবেন—যাহাতে তিনি নিজ শক্তি বাড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারেন)। কিন্তু, হীনশক্তি রাজা এইরূপ কোনও লাভ প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া অর্থাৎ শত্রুর উচ্ছেদ ও পরে পার্ষ্ণিগ্রাহকের উচ্ছেদ করিতে অসমর্থ বলিয়া তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রহণে বিজিগীষু বা অরির কোনও বিশেষ লাভ হইবে না।

(দুইটি অমিত্রভূত সামন্তের মধ্যে) যদি শক্তির তুল্যতা দেখা যায়, তাহা হইলে যিনি (বিজিগীষু বা অরি) বিপুল (দ্রব্যসম্ভারসহকারে যুদ্ধাদি) আরম্ভকারী সামন্তের পার্ষ্ণি গ্রহণ করেন, তিনি বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। কারণ, বিপুলারম্ভ সামন্ত নিজ অমিত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়াই পার্ষ্ণিগ্রাহকেরও উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু, অল্পারম্ভ (অর্থাৎ অল্পদ্রব্যসম্ভারযুক্ত) সামন্ত নিজের বিক্ষিপ্ত সেনাচক্র সাজাইবার জন্য ব্যস্ত বলিয়া তদীয় পার্ষ্ণিগ্রাহকের কোনও আশঙ্কা থাকে না (সুতরাং এমন রাজার পার্ষ্ণিগ্রহণে বিশেষ লাভ নাই)।

(দুইটি অমিত্র সামন্তের মধ্যে) যদি (যুদ্ধাদির উপকরণ-সামগ্রীর) আরম্ভ-সমতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি সম্পূর্ণ সেনাদি লইয়া যুদ্ধযানে প্রবৃত্ত সামন্তের পার্ষ্ণি গ্রহণ করেন, তিনিই বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। কারণ, এই সামন্তের মূলস্থান শূন্য বা রক্ষক-বিহীন হওয়ায়, তিনি তাঁহার (পার্ষ্ণিগ্রাহকের) সুখসাধ্য হয়েন (অর্থাৎ পার্ষ্ণিগ্রাহক তাঁহাকে সহজে নিজ বশবর্ত্তী করিতে পারেন)। কিন্তু, যে সামন্ত একদেশ সেনা লইয়া (অর্থাৎ মূলস্থানে সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট সেনা সঙ্গে করিয়া যুদ্ধযানে প্রবৃত্ত, তিনি পার্ষ্ণিগ্রাহকের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার প্রতিবিধান করিয়া তৎকার্য্যে অগ্রসর হয়েন (সুতরাং এইপ্রকার সামন্তের পার্ষ্ণি-গ্রহণে বিশেষ লাভ নাই)।

আবার, (দুইটি অমিত্র সামন্তের মধ্যে) যদি সেনাগ্রহণে সমতা (অর্থাৎ সংখ্যায় সৈন্য-সমতা) পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি চল অর্থাৎ দুর্গরহিত অমিত্রের প্রতি যানে প্রবৃত্ত সামন্তের পার্ষ্ণিগ্রহণ করেন, তিনিই বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। কারণ, চল বা দুর্গরহিত অমিত্রের প্রতি যুদ্ধযানে ব্যাপৃত সামন্ত সহজে (শত্রুজয়জনিত) সিদ্ধি লাভ করিয়া, পার্ষ্ণি-গ্রাহকের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন ; কিন্তু, স্থিত অমিত্রের (অর্থাৎ দুর্গসম্পন্ন অমিত্রের) প্রতি যানপ্রবৃত্ত সামন্ত তাহা করিতে পারেন না (সুতরাং তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রহণে বিজিগীষুর বিশেষ লাভ নাই)। আবার এই যানপ্রবৃত্ত সামন্ত (স্থিত অমিত্রের) দুর্গদ্বারা প্রতিহত হইতে পারেন ; এবং (স্থিত অমিত্রের) প্রতি যানপ্রবৃত্ত সামন্তের পার্ষ্ণি গ্রহণ করা হইলেও, পার্ষ্ণি-গ্রাহক সেই 'স্থিতামিত্র' হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবস্থিত অমিত্রদ্বারা আক্রান্তও হইতে পারেন

(সুতরাং এইপ্রকার সামন্তের পাৰ্ষ্ণি-গ্রহণে বিশেষ লাভ দূরে থাকুক, পার্ষ্ণিগ্রাহকের হানিই সম্ভবপর হইবে)।

এতদ্দ্বারা অর্থাৎ দুর্গসম্পন্ন অমিত্রের উপর আক্রমণকারী সামন্তের পার্ষ্ণিগ্রহণকারীর বিষয় যেমন উক্ত হইল, সেইরূপ পূর্ব্ববর্ণিত হীনশক্তির পার্ষ্ণিগ্রাহী অল্পারম্ভীর পার্ষ্ণিগ্রাহী ও একদেশবল লইয়া প্রযাত সামন্তের পার্ষ্ণিগ্রাহী উক্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে (অর্থাৎ তাঁহারাও স্বশত্রু হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবস্থিত অমিত্র-কর্ত্তৃক অবগৃহীত বা আক্রান্ত হইতে পারেন)।

আবার, (দুইটি অমিত্র সামন্তের মধ্যে) যদি উভয়ের শত্রু থাকা বিষয়ে তুল্যতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি ধার্ম্মিক শত্রুর প্রতি আক্রমণকারী সামন্তের পার্ষ্ণিগ্রহণ করেন, তিনিই বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। কারণ, ধার্ম্মিক শত্রুর আক্রমণকারী সামন্তকে স্বজন (ও শত্রুজন) কেহই ভালবাসে না অর্থাৎ তিনি তাহাদের দ্বেষভাজন হয়েন (সুতরাং এই সামন্ত নিজে সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন না বলিয়া পার্ষ্ণিগ্রাহের সুসাধ্য হইতে পারেন)। আবার অধার্ম্মিক শত্রুর আক্রমণকারী সামন্ত (স্বজন ও পরজনের) অতীব প্রিয় হয়েন (সুতরাং তিনি পার্ষ্ণি-গ্রাহকের দুঃসাধ্য হয়েন)।

ইহা দ্বারা মূলহর, তাদাত্বিক ও কদর্য্য শত্রুর প্রতি আক্রমণকারী সামন্তের পার্ষ্ণিগ্রহণের লাভালাভ বিবেচিত হইবে—ইহা ব্যাখ্যাত হইল (মূলহর, তাদাত্বিক ও কদর্য্যের লক্ষণসম্বন্ধে ২য় অধিকরণের ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য,) (অর্থাৎ মূলহর শত্রুর অভিযোগে প্রবৃত্ত সামন্তের যিনি পার্ষ্ণিগ্রাহক হইবেন, তাঁহার বিশেষ লাভের সম্ভাবনা ; আবার কদর্য্য শত্রুর অভিযোগী সামন্তের যিনি পার্ষ্ণিগ্রাহক হইবেন, তাঁহারও বিশেষ লাভের সম্ভাবনা, কারণ, এই প্রকার সামন্ত নিজ শত্রুকে উচ্ছেদ করিয়া পার্ষ্ণিগ্রাহকের উচ্ছেদ করিতে পারেন—সুতরাং তাঁহাকে পৃষ্ঠ হইতে আক্রমণ করাই আত্মরক্ষারূপ লাভের জন্য পার্ষ্ণিগ্রাহকের পক্ষে উচিত কার্য্য হইবে)। অতিসন্ধানের (বিশেষ লাভের) যে-সকল হেতু ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, সেগুলি দুইটি মিত্র রাজার মধ্যে অন্যতরের প্রতি অভিযোগকারী সামন্তের পার্ষ্ণিগ্রহণ বিষয়েও বিবেচ্য।

মিত্র ও অমিত্রের প্রতি অভিযোগ বা আক্রমণকারীর মধ্যে, যিনি মিত্রাভিযোগী সামন্তের পার্ষ্ণিগ্রহণ করেন তিনি বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। কারণ, মিত্রের প্রতি আক্রমণকারী সামন্ত অতিসুখে (মিত্রের সহিত সন্ধিপূর্ব্বক) সিদ্ধি লাভ করিবার পরে, পার্ষ্ণিগ্রাহককেও উচ্ছিন্ন করিতে পারেন। আবার, মিত্রের সহিত সন্ধি করা সহজ, অমিত্রের সহিত তাহা করা যায় না (অর্থাৎ অমিত্রের সহিত সেই সামন্তের সন্ধি করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কঠিন বলিয়া তাঁহার পক্ষে পার্ষ্ণিগ্রাহকের কোনরূপ উচ্ছেদ করা সম্ভবপর নহে)।

আবার, মিত্র ও অমিত্রের উদ্ধার বা উচ্ছেদ-সাধনকারীর মধ্যে, যিনি অমিত্রের উচ্ছেদ-কারী সামন্তের পার্ষ্ণিগ্রহণ করেন, তিনিই লাভবান্ হয়েন। কারণ, অমিত্রের উন্মূলনকারী সামন্ত, স্বপক্ষগণকে সংবদ্ধ বা অনুপহত রাখেন বলিয়া (নিজ বল বাড়াইয়া) পার্ষ্ণিগ্রাহককেও উচ্ছেদ করিতে পারেন ; কিন্তু, অপর রাজা (অর্থাৎ যিনি মিত্রের উচ্ছেদকারী তিনি) নিজ

পক্ষের উপঘাতসাধক বলিয়া (হীনবল হইয়া) পার্ষ্ণিগ্রাহকের কোন ক্ষতিই করিতে পারিবেন না।

কিঞ্চ, মিত্র ও অমিত্রের উদ্ধারকারী সামন্তদ্বয় যদি কোনও লাভ না প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যা-গমন করেন, তাহা হইলে যে অমিত্রভূত সামন্তটি বড় লাভ হইতে বিযুক্ত এবং যাঁহার লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় অত্যধিক, তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রহণকারী রাজা বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। আর, তাঁহারা (মিত্রামিত্রের উদ্ধারকারী সামন্তদ্বয়) যদি কোনও লাভ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে যে অমিত্রভূত সামন্তটি লাভ ও শক্তিবিষয়ে হীন হয়েন, তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রহণকারী রাজা বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। অথবা যাঁহার যাতব্য অরি, শত্রুর (অর্থাৎ বিজিগীষুপ্রভৃতির) সহিত যুদ্ধরূপ অপকারকরণে সমর্থ তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রাহকও বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন।

আবার, সমানগুণবিশিষ্ট দুই পার্ষ্ণিগ্রাহকের মধ্যে যিনি সাধনযোগ্য কার্য্যের আরম্ভে সৈন্যবলের উপাদানবিষয়ে (অন্যতরের অপেক্ষায়) অত্যধিক, তথা যিনি স্বয়ং স্থিতশত্রু অর্থাৎ দুর্গাদিতে অবস্থিত শত্রু (অর্থাৎ যখন অন্যতরটি চলশত্রু বা দুর্গাদিতে অনবস্থিত শত্রু), অথবা যিনি (যাতব্যের) পার্শ্ববর্ত্তী বা সমীপবর্ত্তী আছেন, তিনি বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। আবার, (যাতব্যের) পার্শ্বস্থায়ী রাজা যাতব্যের অভিসরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন এবং (অপর আক্রমণকারীর) মূলস্থানের (রাজধানীর) বাধাবিঘ্নও ঘটাইতে পারেন। কিন্তু, পশ্চাৎ বা দূরস্থায়ী রাজা (অপর আক্রমণকারীর) মূলস্থানে বাধা দিতে পারেন না।

শত্রুর চেষ্টা বা ব্যাপারের নিরোধকারী পার্ষ্ণিগ্রাহ তিন প্রকারের হইতে পারে; যথা—(১) (অভিযোগ বা আক্রমণকারী শত্রুর) সামন্ত বা বিষয়ানন্তর রাজা, (২) তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত রাজা, ও (৩) তাঁহার দুইপার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী রাজা ॥১॥

(অভিযোক্তা) বিজিগীষু ও তাঁহার অরির মধ্যবর্ত্তী হইয়া অবস্থিত দুর্ব্বল রাজাকে অন্তর্দ্ধি বলা হয়। (এই রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত) কারণ, বলবান্ কোন রাজা হইতে প্রতিঘাত উপস্থিত হইলে এই রাজা দুর্গ বা অটবীতে পলাইয়া যান (অর্থাৎ এই ভাবে তিনি তিরোহিত হয়েন বলিয়াই তাঁহার নাম 'অন্তর্দ্ধি') ॥২॥

(পূর্ব্বোক্তলক্ষণবিশিষ্ট) মধ্যম রাজাকে বশে আনিতে অভিলাষী অরি ও বিজিগীষুর মধ্যে, তিনিই অধিক লাভযুক্ত হইবেন যিনি মধ্যমের পার্ষ্ণিগ্রহণ করেন এবং তাহা করিয়া, কিছু লাভপ্রাপ্তির পরে অপগত হইয়া, সেই মধ্যমকে তদীয় মিত্র হইতে বিযুক্ত করিতে পারেন এবং যিনি নিজের অমিত্রকেও (সন্ধিদ্বারা) মিত্র করিয়া লইতে পারেন। উপকারকারী শত্রুও সন্ধির যোগ্য হইতে পারেন, কিন্তু, অমিত্র রাজা মিত্রভাব হইতে বিরহিত বলিয়া তিনি সন্ধানের যোগ্য নহেন।

ইহাদ্বারা (মধ্যমকে বশ করার) রীতিতে উদাসীনকেও বশ করিতে হয়—এই কথাও বলা হইল।

কিন্তু, পার্ষ্ণিগ্রহণে ও যুদ্ধাভিযানে প্রবৃত্ত রাজদ্বয়ের মধ্যে (তাঁহারই) সবিশেষ

লাভ বা উন্নতি হইবে, যিনি মন্ত্রযুদ্ধ অবলম্বন করেন (অর্থাৎ যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়া মন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ সত্ত্রী, রসদ, তীক্ষ্ণাদি গূঢ়পুরুষের প্রয়োগদ্বারা শত্রুনাশের চেষ্টা করেন)। কারণ, ব্যায়ামযুদ্ধে (অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগদ্বারা কৃতযুদ্ধে) অত্যন্ত লোকক্ষয় ও ধনব্যয় হয় বলিয়া (অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত) উভয়ের অবৃদ্ধি বা অনুন্নতি ঘটে। আবার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও, সেনা ও কোষবিষয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া (জেতা) পরাজিতপ্রায় হইয়া থাকেন। ইহাই তদীয় আচার্য্যের মত।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত মানেন না। (তাঁহার মতে) যত মনুষ্যক্ষয়ই হউক ও যত ধনব্যয়ই হউক, (ব্যায়ামযুদ্ধদ্বারাই) শত্রুর বিনাশ সর্ব্বদাই অভিমত বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত।

আবার, লোকক্ষয় ও ধনব্যয় সমান হইলেও, যিনি (যোদ্ধা বা প্রতিযোদ্ধা) প্রথমতঃ নিজের দূষ্য সেনাকে (অর্থাৎ রাজ্যের উপঘাতকারী ও রাজদ্রোহাচরণে ব্যাপৃত সেনাকে) (শত্রুদ্বারা) ঘাতিত করাইয়া নিষ্কণ্টক হইয়া, পরে নিজের বশবর্ত্তী সেনা লইয়া যুদ্ধ করেন, তিনি বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন।

আবার সর্ব্বপ্রথম দূষ্যবলের ঘাতনকারী রাজদ্বয়ের মধ্যে তিনিই বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন, যিনি সংখ্যায় অত্যধিক ও শক্তিশালী অত্যন্তদূষ্য নিজ সেনার বধ উৎপাদন করাইতে সমর্থ হয়েন।

এতদ্দ্বারা অমিত্রবল ও আটবিকবলেরও ঘাতন পূর্ব্ববৎ সাধনীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল।

যখন বিজিগীষু স্বয়ং, পার্ষ্ণিগ্রাহ, বা অভিযোক্তা (আক্রমণকারী), অথবা যাতব্য হওয়ার অবস্থায় পড়িবেন, তখন তিনি নিম্নোক্তরূপ নেতৃত্বের কার্য্য করিবেন ॥৩॥

বিজিগীষু নিজের মিত্রের উপর আক্রমণকারী শত্রুরাজার পার্ষ্ণিগ্রহণ তখনই করিবেন (অর্থাৎ স্বয়ং পার্ষ্ণিগ্রাহের অবস্থাপন্ন হইবেন), যখন তিনি পূর্ব্বে (শত্রুর পশ্চাদ্বর্ত্তী) আক্রন্দ-নামক (নিজমিত্রভূত) রাজাকে পার্ষ্ণিগ্রাহাসার-নামক (তৎপরবর্ত্তী) রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত করাইতে পারিবেন ॥৪॥

বিজিগীষুকে নিজে অভিযোক্তার অবস্থাপন্ন হইতে হইলে, তিনি আক্রন্দ নামক (স্বপৃষ্ঠবর্ত্তী) মিত্রদ্বারা পার্ষ্ণিগ্রাহকে নিবারিত করিবেন এবং আক্রন্দাসার-নামক (নিজ মিত্রভূত) রাজাদ্বারা পার্ষ্ণিগ্রাহাসার-নামক (স্বশত্রুভূত) রাজাকে নিবারিত করিবেন ॥৫॥

আবার, সম্মুখেও (বিজিগীষু) নিজ মিত্রকে অরিমিত্রের সহিত যুদ্ধ করাইবেন এবং অরিমিত্র-মিত্রকে নিজের মিত্রমিত্র-নামক রাজাদ্বারা বারিত করিবেন ॥৬॥

বিজিগীষু স্বয়ং অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে, তিনি নিজ মিত্রদ্বারা নিজের আক্রমণকারী শত্রুর পার্ষ্ণিগ্রহণ করাইবেন, এবং তাঁহার (শত্রুর) আক্রন্দভূত রাজাকে নিজের মিত্রমিত্রদ্বারা পার্ষ্ণিগ্রহণ কার্য্য হইতে নিবারিত করিবেন ॥৭॥

এই প্রকারে, বিজিগীষু মিত্রপ্রকৃতিসম্পদে যুক্ত মণ্ডলকে (রাজপরম্পরাকে) নিজের সহায়তার জন্য পুরোদেশে ও পৃষ্ঠদেশে নিবেশিত বা স্থাপিত করিবেন ॥৮॥

(বিজিগীষু) সমগ্র রাজমণ্ডলে নিত্যই দূত ও গূঢ়পুরুষদিগকে বাস করাইবেন এবং শত্রুদিগের সহিত (বাহিরে) মিত্রভাব দেখাইয়া তাহাদিগকে একটি একটি করিয়া মারিয়া, তিনি স্বয়ং সংবৃত থাকিবেন অর্থাৎ নিজের আকৃতি ও ইঙ্গিত কাহাকেও বুঝিতে দিবেন না ॥৯॥

সংবরণরহিত বিজিগীষুর কার্য্যফল বিশেষভাবে প্রাপ্ত হইলেও তাহা নষ্ট হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমুদ্রে যে ব্যক্তির প্লব (নৌকাদি তরণ-সাধন) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার যেমন বিপদ ঘটে, অসংবৃত রাজারও তদ্রূপ বিপদ ঘটে (সুতরাং বিজিগীষুকে আকার ও ইঙ্গিত সংবৃত রাখিয়া মন্ত্রগুপ্তি রাখিতে হইবে) ॥১০॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে, পার্ষ্ণিগ্রাহচিন্তা-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় (আদি হইতে ১১১ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

১১৮ম প্রকরণ—হীনশক্তিপূরণ

সামবায়িক রাজগণদ্বারা (অর্থাৎ যাঁহারা বহুসংখ্যক হইয়া মিলিত অবস্থায় আক্রমণকারী হয় তাঁহাদের দ্বারা) অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে, বিজিগীষু, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান (ও ধর্ম্মাত্মা) তাঁহাকে বলিবেন—"তোমার সহিত আমার সন্ধি বর্ত্তমান থাকুক" (এবং সেই রাজা লোভী হইলে তিনি তাঁহাকে বলিবেন)—"এই হিরণ্য (বা নগদ টাকা) তোমাকে দিতেছি এবং আমি তোমার মিত্র রহিলাম—কাজেই তোমার বৃদ্ধি দ্বিগুণ হইল (অর্থাৎ আমার দেয় ধন ও আমার মিত্রভাব—এই দুইটি লাভদ্বারা তোমার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল); সুতরাং নিজের (ধন ও জন) ক্ষয় করিয়া বাক্যমাত্রদ্বারা মিত্রভাবাপন্ন এই শত্রুদিগকে বর্দ্ধিত করা তোমার উপযুক্ত কার্য্য হইবে না, কারণ, ইহারা বর্দ্ধিত হইয়া (অর্থাৎ তোমার সহায়তায় আমার উচ্ছেদ সাধন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া) তোমাকেই পরে পরাভূত করিবে"।

অথবা, (বিজিগীষু সেই সামবায়িকদিগের প্রধানকে সামদ্বারা তুষ্ট করিতে না পারিলে) এইরূপ ভেদের কথা তাঁহাকে বলিবেন—"যে প্রকারে অনপকারী আমাকে ইহারা সমবেত হইয়া আক্রমণ করিতেছে, সেই প্রকারে ইহারা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একত্র মিলিত হইয়া, অথবা তোমার ব্যসনের অবস্থা দেখিলে, তোমাকেও আক্রমণ করিবে, কারণ, উপচিত বল চিত্তকে বিকারগ্রস্ত করে, সুতরাং তুমি তাহাদের সেই বল বিঘাতিত কর"।

এইভাবে সেই সামবায়িকগণ ভেদপ্রাপ্ত হইলে, তন্মধ্যে তাহাদের প্রধানকে স্বীকার করিয়া লইয়া (বিজিগীষু) হীনদিগের উপর আক্রমণ করিবেন। অথবা, হীনদিগকে স্বীকার

লাভ বা উন্নতি হইবে, যিনি মন্ত্রযুদ্ধ অবলম্বন করেন (অর্থাৎ যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়া মন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ সত্রী, রসদ, তীক্ষ্ণাদি গূঢ়পুরুষের প্রয়োগদ্বারা শত্রুনাশের চেষ্টা করেন)। কারণ, ব্যায়ামযুদ্ধে (অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগদ্বারা কৃতযুদ্ধে) অত্যন্ত লোকক্ষয় ও ধনব্যয় হয় বলিয়া (অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত) উভয়ের অবৃদ্ধি বা অনুন্নতি ঘটে। আবার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও, সেনা ও কোষবিষয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া (জেতা) পরাজিতপ্রায় হইয়া থাকেন। ইহাই তদীয় আচার্য্যের মত।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত মানেন না। (তাঁহার মতে) যত মনুষ্যক্ষয়ই হউক ও যত ধনব্যয়ই হউক, (ব্যায়ামযুদ্ধদ্বারাই) শত্রুর বিনাশ সর্ব্বদাই অভিমত বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত।

আবার, লোকক্ষয় ও ধনব্যয় সমান হইলেও, যিনি (যোদ্ধা বা প্রতিযোদ্ধা) প্রথমতঃ নিজের দূষ্য সেনাকে (অর্থাৎ রাজ্যের উপঘাতকারী ও রাজদ্রোহাচরণে ব্যাপৃত সেনাকে) (শত্রুদ্বারা) ঘাতিত করাইয়া নিষ্কণ্টক হইয়া, পরে নিজের বশবর্ত্তী সেনা লইয়া যুদ্ধ করেন, তিনি বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন।

আবার সর্ব্বপ্রথম দূষ্যবলের ঘাতনকারী রাজদ্বয়ের মধ্যে তিনিই বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন, যিনি সংখ্যায় অত্যধিক ও শক্তিশালী অত্যন্তদূষ্য নিজ সেনার বধ উৎপাদন করাইতে সমর্থ হয়েন।

এতদ্দ্বারা অমিত্রবল ও আটবিকবলেরও ঘাতন পূর্ব্ববৎ সাধনীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল।

যখন বিজিগীষু স্বয়ং, পার্ষ্ণিগ্রাহ, বা অভিযোক্তা (আক্রমণকারী), অথবা যাতব্য হওয়ার অবস্থায় পড়িবেন, তখন তিনি নিম্নোক্তরূপ নেতৃত্বের কার্য্য করিবেন ॥৩॥

বিজিগীষু নিজের মিত্রের উপর আক্রমণকারী শত্রুরাজার পার্ষ্ণিগ্রহণ তখনই করিবেন (অর্থাৎ স্বয়ং পার্ষ্ণিগ্রাহের অবস্থাপন্ন হইবেন), যখন তিনি পূর্ব্বে (শত্রুর পশ্চাদ্বর্ত্তী) আক্রন্দ-নামক (নিজমিত্রভূত) রাজাকে পার্ষ্ণিগ্রাহাসার-নামক (তৎপরবর্ত্তী) রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত করাইতে পারিবেন ॥৪॥

বিজিগীষুকে নিজে অভিযোক্তার অবস্থাপন্ন হইতে হইলে, তিনি আক্রন্দ নামক (স্বপৃষ্ঠবর্ত্তী) মিত্রদ্বারা পার্ষ্ণিগ্রাহকে নিবারিত করিবেন এবং আক্রন্দাসার-নামক (নিজ মিত্রভূত) রাজাদ্বারা পার্ষ্ণিগ্রাহাসার-নামক (স্বশত্রুভূত) রাজাকে নিবারিত করিবেন ॥৫॥

আবার, সম্মুখেও (বিজিগীষু) মিজ মিত্রকে অরিমিত্রের সহিত যুদ্ধ করাইবেন এবং অরিমিত্র-মিত্রকে নিজের মিত্রমিত্র-নামক রাজাদ্বারা বারিত করিবেন ॥৬॥

বিজিগীষু স্বয়ং অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে, তিনি নিজ মিত্রদ্বারা নিজের আক্রমণকারী শত্রুর পার্ষ্ণিগ্রহণ করাইবেন, এবং তাঁহার (শত্রুর) আক্রন্দভূত রাজাকে নিজের মিত্রমিত্রদ্বারা পার্ষ্ণিগ্রহণ কার্য্য হইতে নিবারিত করিবেন ॥৭॥

এই প্রকারে, বিজিগীষু মিত্রপ্রকৃতিসম্পদে যুক্ত মণ্ডলকে (রাজপরম্পরাকে) নিজের সহায়তার জন্য পুরোদেশে ও পৃষ্ঠদেশে নিবেশিত বা স্থাপিত করিবেন ॥৮॥

(বিজিগীষু) সমগ্র রাজমণ্ডলে নিত্যই দূত ও গূঢ়পুরুষদিগকে বাস করাইবেন এবং শত্রুদিগের সহিত (বাহিরে) মিত্রভাব দেখাইয়া তাহাদিগকে একটি একটি করিয়া মারিয়া, তিনি স্বয়ং সংবৃত থাকিবেন অর্থাৎ নিজের আকৃতি ও ইঙ্গিত কাহাকেও বুঝিতে দিবেন না ॥৯॥

সংবরণরহিত বিজিগীষুর কার্য্যফল বিশেষভাবে প্রাপ্ত হইলেও তাহা নষ্ট হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমুদ্রে যে ব্যক্তির প্লব (নৌকাদি তরণ-সাধন) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার যেমন বিপদ ঘটে, অসংবৃত রাজারও তদ্রূপ বিপদ ঘটে (সুতরাং বিজিগীষুকে আকার ও ইঙ্গিত সংবৃত রাখিয়া মন্ত্রগুপ্তি রাখিতে হইবে) ॥১০॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে, পার্ষ্ণিগ্রাহচিন্তা-
নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় (আদি হইতে ১১১ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

১১৮ম প্রকরণ—হীনশক্তিপূরণ

সামবায়িক রাজগণদ্বারা (অর্থাৎ যাঁহারা বহুসংখ্যক হইয়া মিলিত অবস্থায় আক্রমণকারী হয় তাঁহাদের দ্বারা) অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে, বিজিগীষু, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান (ও ধর্ম্মাত্মা) তাঁহাকে বলিবেন—"তোমার সহিত আমার সন্ধি বর্ত্তমান থাকুক" (এবং সেই রাজা লোভী হইলে তিনি তাঁহাকে বলিবেন)—"এই হিরণ্য (বা নগদ টাকা) তোমাকে দিতেছি এবং আমি তোমার মিত্র রহিলাম—কাজেই তোমার বৃদ্ধি দ্বিগুণ হইল (অর্থাৎ আমার দেয় ধন ও আমার মিত্রভাব—এই দুইটি লাভদ্বারা তোমার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল); সুতরাং নিজের (ধন ও জন) ক্ষয় করিয়া বাক্যমাত্রদ্বারা মিত্রভাবাপন্ন এই শত্রুদিগকে বর্দ্ধিত করা তোমার উপযুক্ত কার্য্য হইবে না, কারণ, ইহারা বর্দ্ধিত হইয়া (অর্থাৎ তোমার সহায়তায় আমার উচ্ছেদ সাধন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া) তোমাকেই পরে পরাভূত করিবে"।

অথবা, (বিজিগীষু সেই সামবায়িকদিগের প্রধানকে সামদ্বারা তুষ্ট করিতে না পারিলে) এইরূপ ভেদের কথা তাঁহাকে বলিবেন—"যে প্রকারে অনপকারী আমাকে ইহারা সমবেত হইয়া আক্রমণ করিতেছে, সেই প্রকারে ইহারা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একত্র মিলিত হইয়া, অথবা তোমার ব্যসনের অবস্থা দেখিলে, তোমাকেও আক্রমণ করিবে, কারণ, উপচিত বল চিত্তকে বিকারগ্রস্ত করে, সুতরাং তুমি তাহাদের সেই বল বিঘাতিত কর"।

এইভাবে সেই সামবায়িকগণ ভেদপ্রাপ্ত হইলে, তন্মধ্যে তাহাদের প্রধানকে স্বীকার করিয়া লইয়া (বিজিগীষু) হীনদিগের উপর আক্রমণ করিবেন। অথবা, হীনদিগকে স্বীকার

করিয়া লইয়া, (তিনি) প্রধানের উপর আক্রমণ করিবেন। অথবা, যে প্রকারে নিজের কল্যাণ হইতে পারে, (তিনি) সেই প্রকারই করিবেন। অথবা, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত অন্যরাজগণদ্বারা বিরোধ ঘটাইয়া বিসংবাদ বা অমিলন ঘটাইবেন।

অথবা, তিনি বহুতর ধন-প্রদানের প্রতিশ্রুতিদ্বারা প্রধানকে ভিন্ন করিয়া আনিয়া, (তাঁহার দ্বারা) অন্যান্য রাজার সহিত সন্ধি করাইবেন। তার পর উভয়বেতন-নামক গূঢ়পুরুষেরা সেই প্রধানের অধিকতর ধনলাভের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া সামবায়িকদিগকে এইরূপ বলিয়া প্রধানদ্বারা কারিত সন্ধির ভঙ্গ ঘটাইবে—"তোমরা তোমাদের প্রধানদ্বারা অত্যন্ত বঞ্চিত হইয়াছ"। এইভাবে (সামবায়িকেরা) প্রধানের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া দূষিত হইলে, (বিজিগীষু) প্রধানের সহিত কৃত সন্ধির ব্যভিচার করিবেন অর্থাৎ তাঁহাকে প্রতিশ্রুত ধন দিবেন না। অনন্তর (অর্থাৎ সন্ধিদূষণের পরে) উভয়বেতন গূঢ়পুরুষেরা পুনরায় এই সামবায়িকদিগের মধ্যে (প্রধান হইতে) ভেদ আনয়ন করিবে এবং বলিবে—"আমরা পূর্ব্বে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম (অর্থাৎ অভীপ্সিত ধন না পাইয়া তোমাদের প্রধানটি সন্ধি দূষিত করিয়াছেন) তাহা সত্যই প্রতিপন্ন হইল"। এই উপায়ে ভেদপ্রাপ্ত সামবায়িকদিগের অন্যতমকে নিজের আনুকূল্যে আনিয়া তিনি অন্যের উপর অভিযোগ বা আক্রমণের চেষ্টা করিবেন।

যদি সামবায়িকগণের কোন প্রধান না থাকেন, তাহা হইলে (বিজিগীষু) নিম্নে উল্লিখিত নয় প্রকার রাজাদের মধ্যে পরবর্ত্তীটির অভাবে পূর্ব্ববর্ত্তীকে স্ববশে আনিতে চেষ্টা করিবেন। সেই নয়প্রকার রাজা—যথা, (১) যিনি সামবায়িকদিগকে উৎসাহিত করিতে পারেন, (২) যিনি স্থিরকর্ম্মা অর্থাৎ শত্রুর উচ্ছেদরূপ পরিণামকার্য্যের সমাধা না করিয়া পশ্চাৎপদ হইবেন না, (৩) যাঁহার অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ খুব অনুরক্ত, (৪) যিনি লোভবশতঃ রাজসংঘে যুক্ত হইয়াছেন, (৫) যিনি (রাজসংঘাতের) ভয়ে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন, (৬) যিনি বিজিগীষুর ভয়ে তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, (৭) যিনি নিজ রাজ্যের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, (৮) যিনি বিজিগীষুর নিজ মিত্র (এখন সামবায়িকদিগের সহিত যুক্ত), এবং (৯) যিনি নিজের চল অমিত্র অর্থাৎ দুর্গাদি-রহিত নিজ শত্রু।

(বিজিগীষু) তাঁহাদিগকে এই প্রকারে সাধিত করিবেন—উৎসাহয়িতা সামবায়িককে আত্মসমর্পণদ্বারা (অর্থাৎ 'আমি অমাত্যাদি সহ তোমার আয়ত্ত, আমাকে সব কার্য্যেই নিয়োজিত করিতে পার, কেবল আমাকে তুমি উচ্ছিন্ন করিও না' ইত্যাদিরূপ বলিয়া), স্থিরকর্ম্মা সামবায়িককে অনুনয়সহকারে প্রণামদ্বারা (অর্থাৎ 'আমি তোমার দ্বারা জিত হইয়াছি, তুমি সর্ব্বগুণেই উৎকৃষ্ট ইত্যাদি বলিয়া নিজ মস্তক তৎসমীপে অবনত করিয়া), অনুরক্তপ্রকৃতি সামবায়িককে কন্যাগ্রহণ বা কন্যাপ্রদান দ্বারা, লুব্ধ সামবায়িককে দ্বিগুণ লাভাংশ-প্রদানদ্বারা, সামবায়িকগণের ভয়ে ভীত হইয়া তৎসঙ্গত সামবায়িককে কোশ ও সেনাপ্রদান দ্বারা (সাধিত করিবেন)। বিজিগীষুকে ভয়কারী সামবায়িককে তিনি কোন

প্রতিভূ (জামিন) স্থির করিয়া, নিজের উপর বিশ্বাস করাইবেন (অর্থাৎ আমি যে তোমার কোনও অপকার করিবনা এই বিষয়ে অমুক অমুক রাজা সাক্ষী থাকিবেন এই বলিয়া বিশ্বাস উৎপাদন করাইবেন)। রাজ্যপ্রতিসম্বন্ধ সামবায়িককে একীভাব উপস্থাপিত করিয়া (অর্থাৎ 'তুমি ও আমি এক, আমার পরাজয়ে তোমারও পরাজয়, সুতরাং অন্য রাজাদিগের সমবায়দ্বারা আমাকে আক্রমণ করা তোমার উচিত হইবে না' ইত্যাদি বলিয়া), নিজ মিত্র রাজা৲ সামবায়িক হইলে তাঁহাকে উভয়তঃ প্রিয় ও হিতবচনদ্বারা কিংবা (পূর্ব্বব্যবস্থিত কর-প্রাপ্তি প্রভৃতি) উপকার ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ পূর্ব্ববিহিত করাদি না গ্রহণ করিয়া), এবং চল (দুর্গাদি-রহিত) অমিত্র সামবায়িককে অনপকার (অপকার না করা) ও উপকার করার কথাদ্বারা বিশ্বাসিত করিয়া (বিজিগীষু) নিজ অনুকূল করিতে চেষ্টমান হইবেন। অথবা, (সামবায়িকগণের মধ্যে) যিনি যে ভাবে (রাজসংঘ হইতে) ভেদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, (বিজিগীষু) তাঁহাকে সেই ভাবেই স্ববশে আনিতে যত্নবান্ হইবেম। অথবা, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারি উপায়ের প্রয়োগদ্বারা তাঁহাকে নিজের বশে আনিতে চেষ্টা করিবেন—যেমন আমরা (অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক ৯ম অধিকরণে) আপৎপ্রকরণে (৫ম অধ্যায়ে) ব্যাখ্যা করিব তেমন ভাবে।

অথবা, (বিজিগীষু) নিজের উপর আপতিত ব্যসনের উপঘাত বা নাশবিষয়ে ত্বরাযুক্ত হইয়া কোশ ও দণ্ড বা সেনাদ্বারা অমুক দেশে, অমুক কালে ও অমুক কার্য্যে সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসযুক্ত সমবায়িকদিগের সহিত সন্ধি বিধান করিবেন। এইভাবে কৃতসন্ধি হইয়া ক্ষীণশক্তি হইলে নিজকে উন্নততর করিবার জন্য শক্তিহীনতার প্রতীকার করিবেন।

(বিজিগীষু) নিজে পক্ষবিষয়ে হীন হইলে, বন্ধু ও মিত্ররূপ পক্ষ স্থির করিয়া লইবেন এবং শত্রুর অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করাইবেন। যে-হেতু রাজা দুর্গ ও মিত্রদ্বারা সমন্বিত হইলে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয়গণেরও পূজ্য হয়েন।

মন্ত্রশক্তিহীন (বিজিগীষু) প্রাজ্ঞ পুরুষদিগের অধিক সংগ্রহ করিবেন (অর্থাৎ তত্তৎ অধিকারপদে তাঁহাদিগকে বহুলভাবে নিযুক্ত করিবেন) এবং বিদ্যাতে যাঁহারা বৃদ্ধ বা নিষ্ণাত তাঁহাদিগের সংযোগ বা সংগতি করিবেন। এই প্রকার করিলেই (রাজা) তৎক্ষণাৎ কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েন।

প্রভাব বা প্রভুশক্তিহীন (বিজিগীষু অমাত্যাদি-) প্রকৃতিবর্গের যোগ ও ক্ষেম সিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হইবেন। (কারণ), জনপদই (দুর্গাদি) সর্ব্বকর্ম্মের মূল কারণ এবং তাহা হইতেই (রাজার) প্রভাব অর্থাৎ কোশ ও দণ্ডজ তেজঃ উৎপন্ন হয়।

আবার দুর্গ সেই প্রভাবের নিবাসস্থান এবং আপদ উপস্থিত হইলে (রাজার) নিজ রক্ষার স্থানও দুর্গ।

সেতুবন্ধ নানাপ্রকারের শস্য উৎপাদনের মূলকারণ। কারণ, সেতুবন্ধদ্বারা রক্ষিত জলের সাহায্যে উপ্ত শস্যাদির ক্ষেত্রে বৃষ্টিসাধ্য গুণের লাভ নিত্যই লগ্ন রহিয়াছে (অর্থাৎ সেতুবন্ধের জলের সাহায্যে প্রত্যেক ঋতুতেই শস্যাদির উৎপত্তি সম্ভাবিত হয়)।

বণিক্‌পথ শত্রুকে বঞ্চিত করিবার পক্ষে প্রধান কারণ। যে-হেতু সেনা ও গূঢ়-পুরুষদিগকে শত্রুর দেশে প্রেরণ ও শাস্ত্র, কবচ, যান ও বাহনের ক্রয়বিক্রয়ব্যবহার বণিক্‌পথ-দ্বারাই করা যায়। এবং (পরদেশোৎপন্ন পণ্যাদির স্বদেশে) প্রবেশ ও (নিজদেশে উৎপন্ন পণ্যাদির পরদেশে) নির্ণয়ন বা প্রেরণ (বণিক্‌পথদ্বারা সাধিত হয়)।

খনি সংগ্রামের (অস্ত্রাদি) উপকরণসমূহের মূল কারণ। দ্রব্যবন (সারদারুপ্রভৃতির বন) দুর্গকর্ম্ম এবং যান ও রথনির্ম্মাণের প্রধান কারণ।

হস্তিবন হস্তীর উৎপত্তির প্রধান কারণ।

ব্রজ (গোষ্ঠ বা গোশালা—এস্থলে শব্দটি অন্যান্য পশুর রক্ষাস্থানকেও উপলক্ষিত করে) গজ, অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের উৎপত্তির প্রধান কারণ।

উপরি উক্ত দ্রব্যসমূহ যদি নিজের না থাকে, তাহা হইলে বন্ধু ও মিত্রকুল হইতে তৎসংগ্রহ করা (বিজিগীষুর উচিত হইবে)।

উৎসাহশক্তিহীন (বিজিগীষু) নিজের লাভানুসারে শ্রেণীপুরুষ (৯ম অধিকরণে ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), শূরপুরুষ এবং শত্রুর অপকরণশীল চৌরগণ, আটবিক ও ম্লেচ্ছজাতির পুরুষ ও গূঢ়পুরুষগণের সংগ্রহ করিয়া (নিজ উৎসাহশক্তির) পূরণ করিবেন। অথবা (বিজিগীষু) শত্রুর সহিত সন্ধিতে মিশিয়া ("পরমিত্রঃ" পাঠ হইলে—'বাহিরে শত্রুর মিত্র সাজিয়া'—এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে) প্রতীকার করিবেন, কিংবা আবলীয়স-নামক অধিকরণে বক্ষ্যমাণ প্রতীকারসমূহ শত্রুর উপর প্রয়োগ করিবেন।

এই প্রকারে (বিজিগীষু, বন্ধু ও মিত্ররূপ) পক্ষ, (বিদ্যাবৃদ্ধাদির সংযোগাদিরূপ) মন্ত্র, (দুর্গসেতুবন্ধ প্রভৃতিরূপ) দ্রব্য ও (শ্রেণীপুরুষাদিরূপ) বলদ্বারা সম্পন্ন বা পূরিতশক্তি হইয়া নিজের শত্রুর প্রতীকারার্থ নির্গত হইবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে হীনশক্তিপূরণ-নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় (আদি হইতে ১১২ অধ্যায়) সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১১৯ম-১২০ম প্রকরণ—বলবান্‌ শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিয়া দুর্গপ্রবেশের হেতু ও দণ্ডদ্বারা উপনত রাজার ব্যবহার

কোনও দুর্ব্বল রাজা কোনও বলবান্‌ রাজাকর্ত্তৃক অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইলে আক্রমণকারী রাজার অপেক্ষায় অধিকতর বলশালী রাজাকে আশ্রয় করিবেন; এবং শেষোক্ত রাজাটি এমন হওয়া চাই যে অন্য বলশালী (অভিযোক্তা) রাজাও মন্ত্রশক্তিদ্বারা তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইবেন না।

আশ্রয়দানে যোগ্য রাজারা যদি তুল্যসেনাশক্তি ও তুল্যমন্ত্রশক্তিযুক্ত হয়েন, তন্মধ্যে তাঁহাকেই (দুর্ব্বল রাজা) আশ্রয় করিবেন, যাঁহার (অমাত্যাদি) আয়ত্তবর্গের বিশেষ (মন্ত্র-) সম্পৎ আছে এবং তত্তুল্যতায়ও যাঁহার বৃদ্ধ-(বিদ্যাবৃদ্ধ-) সংযোগ বিশেষ ভাবে আছে।

যদি (অভিযোক্তা রাজার অপেক্ষায়) বিশেষ বলশালী কোনও রাজা (আশ্রয়ার্থ) না পাওয়া যায়, তাহা হইলে (দুর্ব্বল রাজা) আক্রমণকারী বলবান্ রাজার তুল্যশক্তি ও তুল্যসংখ্যক-সৈন্যযুক্ত (অন্যান্য রাজার) সহিত একত্র মিলিত হইয়া, (প্রবল শত্রুর সহিত) ততদিন যুদ্ধরত থাকিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত তিনি নিজের মন্ত্রশক্তি ও প্রভুশক্তির প্রয়োগে বিশেষ লাভযুক্ত না হইতে পারেন (কোন কোনও ব্যাখ্যাকর্ত্তা 'অতিসন্ধ্যাৎ' পদের কর্ত্তা হইবে 'শত্রুঃ'—এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহা সঙ্গত মনে হয় না)।

তুল্যপ্রকারের মন্ত্রশক্তি ও প্রভুশক্তিযুক্ত রাজারা আশ্রয়দানার্থ উপস্থিত থাকিলেও, তন্মধ্যে (দুর্ব্বল রাজা) তাঁহাকেই আশ্রয় করিবেন, যিনি বিপুলারম্ভ (অর্থাৎ যিনি বিপুল দ্রব্যসামগ্রী লইয়া কার্য্যারম্ভে প্রস্তুত আছেন।)

নিজের মত সমানশক্তি আশ্রয়দাতাদের অভাবে, (দুর্ব্বল রাজা) বলবান্ অভি-যোক্তা হইতেও হীনশক্তিসম্পন্ন, শুদ্ধহৃদয়, উৎসাহী ও (অভিযোক্তার) শত্রুভূত রাজ-গণের সহিত মিলিত হইয়া ততদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধরত থাকিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত তিনি নিজের মন্ত্রশক্তি, প্রভুশক্তি ও উৎসাহশক্তিদ্বারা বিশেষ লাভযুক্ত না হইতে পারিবেন। আবার, তুল্য উৎসাহশক্তিসম্পন্ন রাজাদিগের মধ্যেও তিনি তাঁহাকেই আশ্রয় করিবেন (যাঁহার সাহায্যে) নিজের যুদ্ধযোগ্য ভূমিলাভের বিশেষ সম্ভাবনা হইবে। এবং তুল্য যুদ্ধযোগ্য ভূমিলাভ অনেক রাজার নিকট হইতে হওয়ার সম্ভাবনা হইলেও, তিনি তাঁহাকেই আশ্রয় করিবেন, (যাঁহার সাহায্যে) নিজের যুদ্ধযোগ্য কাললাভের বিশেষ সম্ভাবনা হইবে। এবং তুল্য যুদ্ধযোগ্য ভূমি ও কাললাভ অনেক রাজার নিকট হইতে ঘটলেও তিনি তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন, (যাঁহার সাহায্যে) যুগ্য (বলীবর্দ্দ-খর-উষ্ট্রাদি বাহন), শস্ত্র ও কবচ (প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ) লাভের বিশেষ সম্ভাবনা হইবে।

(আশ্রয়ণীয়) সহায়ের অভাবে (দুর্ব্বল রাজা) সেই প্রকার দুর্গ আক্রমণ করিবেন, যেখানে (অভিযোক্তা) অমিত্র রাজা প্রভূতসেনাযুক্ত হইলেও তাঁহার (দুর্গাশ্রয়ী দুর্ব্বল রাজার) ভক্ষ্যবস্তু, (পশুভক্ষ্য) যবস (ঘাসপ্রভৃতি), ইন্ধন (জ্বালাইবার কাষ্ঠ) ও জলাদির উপরোধ বা কোনও প্রকার ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না, এবং নিজেও (যুগ্য ও পুরুষের) ক্ষয় ও (ধনাদির) ব্যয় প্রাপ্ত হইবেন।

উক্ত প্রকারের অনেক দুর্গ আশ্রয়যোগ্য পাওয়া গেলেও, তিনি (দুর্ব্বল দুর্গাশ্রয়ী রাজা) তেমন দুর্গই আশ্রয় করিবেন যাহাতে নিচয় (অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈল-লবণাদি দ্রব্যের সঞ্চয়) ও অপসার (অর্থাৎ দুর্গ হইতে অবসরমত নির্গমনের পথ) বর্ত্তমান আছে। কারণ, কৌটিল্যের মতে নিচয় ও অপসারযুক্ত দুর্গই মনুষ্যের উপযুক্ত দুর্গ বলিয়া (রাজা) তাহারই আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিবেন।

নিম্নলিখিত কারণসমূহের মধ্যে যে কোনও একটি কারণ উপস্থিত হইলে তিনি দুর্গ আশ্রয় করিবেন।—যথা, যদি তিনি (বিজিগীষু) মনে করেন—"(১) পশ্চাদ্দেশ হইতে আক্রমণকারী শত্রুকে আমি আসার (-নামক মিত্র-) রূপে, মধ্যমরূপে অথবা উদাসীন-রূপে প্রতিপন্ন বা পরিণত করিতে সমর্থ হইব (পার্ষ্ণিগ্রাহ, সুহৃদ্বল, মধ্যম বা উদাসীনকে অভিযোক্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিব—এইরূপ ব্যাখ্যার উপর অনুবাদ সুসঙ্গত প্রতিভাত হয় না); অথবা, (২) সামন্ত, আটবিক ও (অভিযোক্তার) বংশোৎপন্ন অবরুদ্ধ কুমারাদির অন্যতমদ্বারা আমি তাঁহার (অভিযোক্তার) রাজ্য হরণ করাইতে পারিব, অথবা, (৩) (অভিযোক্তার) কৃত্যপক্ষকে (সামাদি উপায়দ্বারা) নিজের অনুকূল করিয়া আমি তাঁহার দুর্গে, রাষ্ট্রে বা স্কন্ধাবারে (সেনানিবেশে) (বাহ্য ও আভ্যন্তর) কোপ উৎপাদন করিতে পারিব; অথবা, (৪) আমি (গূঢ়পুরুষের সাহায্যে) শস্ত্র, অগ্নি, ও বিষপ্রয়োগের ব্যবস্থা (আবলীয়স অধিকরণ দ্রষ্টব্য) ও ঔপনিষদিক অধিকরণে উক্ত যোগদ্বারা সমীপাগত অভিযোক্তাকে আমার ইচ্ছানুসারে বধ করাইতে পারিব; অথবা, (৫) আমি তাঁহার স্বয়ংকৃত বিশ্বাসী ঘাতক গূঢ়পুরুষগণের সাহায্যে তাঁহার (অভিযোক্তার) লোকক্ষয় ও ধনব্যয় করাইতে সমর্থ হইব; অথবা, (৬) আমি লোকক্ষয়, ধনব্যয় ও প্রবাসদ্বারা উপতাপযুক্ত (ব্যথিত) তাঁহার (অভিযোক্তার) মিত্রবর্গ ও সৈন্যমধ্যে ক্রমে ক্রমে উপজাপ বা ভেদপ্রয়োগ করিতে সমর্থ হইব; অথবা, (৭) আমি তাঁহার বীবধ (নিজ দেশ হইতে আগত খাদ্য সামগ্রী), মিত্রবল ও প্রসারের (যবস ও ইন্ধন প্রভৃতির) নিরোধদ্বারা তদীয় স্কন্ধাবারের (সেনানিবেশের) পীড়া উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব; অথবা, (৮) আমি আমার নিজ দণ্ড বা সেনা হইতে কতক অংশ (গোপনে তদীয় স্কন্ধাবারে) নিয়া, তাঁহার (অভিযোক্তার) রন্ধ্র বা দুর্ব্বলতাদোষ আবিষ্কার করিয়া (পরে) সমগ্র সেনাসহকারে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে সমর্থ হইব; অথবা, (৯) আমি (অভিযোক্তার) উৎসাহ প্রতিহত হইলে তাঁহার সহিত যথেচ্ছভাবে সন্ধি করিতে পারিব; অথবা, (১০) আমার বিরুদ্ধে অভিযোগে বা আক্রমণে ব্যাপৃত হওয়ায়, তাঁহার (অভিযোক্তার) প্রতি সব দিক হইতে (সামন্তরাজগণের) কোপ উদ্ভাবিত হইবে; অথবা, (১১) তাঁহার মিত্রবলশূন্য মূলস্থান (রাজধানী) আমি নিজের মিত্রসেনা ও আটবিকসেনাদ্বারা নষ্ট করিতে পারিব; অথবা, (১২) আমি এই (দুর্গে) অবস্থিত হইয়াই আমার বড় দেশের যোগক্ষেম পূর্ণভাবে পালন করিতে পারিব; অথবা, (১৩) আমার নিজের কার্য্যে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত বা প্রেরিত সৈন্য ও আমার মিত্র-কার্য্যে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত বা প্রেরিত সেনা আমি এইখানে (দুর্গে) থাকিলেই আমার সহিত মিলিত হইয়া (অভিযোক্তার) অলঙ্ঘনীয় হইবে; অথবা, (১৪) নিম্নযুদ্ধে, খাতযুদ্ধে ও রাত্রিযুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ মদীয় সৈন্য পথগমনের শ্রম (দুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক) দূর করিয়া কার্য্যকাল সমাগত হইলে উত্তমভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে; অথবা, (১৫) বিরুদ্ধ দেশ ও কালে এখানে আসিয়া (অভিযোক্তা) স্বয়ংই লোকক্ষয় ও ধনব্যয় প্রাপ্ত হইয়া আর টিকিবেন না, অর্থাৎ নষ্ট হইবেন; (১৬) অথবা, আমাদের এই দেশ-দুর্গ,

অটবী, ও অপসারের (নির্গমপথের) বাহুল্যবশতঃ—শত্রুর মহালোকক্ষয় ও মহাধনব্যয় দ্বারা অভিগন্তব্য (অর্থাৎ এখানে আসিতে হইলে শত্রুর এতটা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে), ইহা পরদেশ হইতে আগত লোকদিগের পক্ষে ব্যাধিজনক দেশ, এবং ইহাতে সৈন্যের ব্যায়ামের উপযুক্ত ভূমি পাওয়া যাইবে না, সুতরাং এখানে প্রবেশকারী অবশ্যই বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে এবং যদি বা কেহ এখানে প্রবেশ করে তাহা হইলেও তাহাকে নির্গত হইতে হইবে না"। এই প্রকার কারণসমূহ উপস্থিত হইলে, বিজিগীষু দুর্গ আশ্রয় করিতে পারেন।

নিজ আচার্য্যের মতে, উক্ত কারণগুলি উপস্থিত না হইলে ও শত্রুর বলাধিক্য উপলব্ধ হইলে, (বিজিগীষুর পক্ষে) দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া উচিত। অথবা অগ্নিতে পতঙ্গের প্রবেশের ন্যায় তিনি শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইবেন। কারণ, যিনি নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া এই প্রকার কার্য্যকারী হয়েন, তাঁহার পক্ষে কখনও অন্যতর ফললাভও হয় (অর্থাৎ শত্রুপরাজয় ও আত্মনাশ—এই উভয়ের মধ্যে শত্রুপরাজয়ও ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেমন পতঙ্গপতনে অগ্নিও কখন কখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়)।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত স্বীকার করেন না। (তাঁহার মতে) নিজের শত্রুর মধ্যে সন্ধির যোগ্যতার উপলব্ধি করিয়া (বিজিগীষু) তাঁহার সহিত সন্ধি করিবেন। ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে সন্ধি করার যোগ্যতা না থাকিলে), তিনি শত্রুর উপর বিক্রমদ্বারা (অগ্নিতে পতঙ্গ পতনের ন্যায়) সিদ্ধিলাভ করিবেন ('সিদ্ধিং' পদের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও পুস্তকে 'সন্ধিং' পাঠ দৃষ্ট হয়), অথবা (সন্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে) স্থান ত্যাগ করিবেন। (এই পর্য্যন্ত বলবান্ শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিয়া দুর্গাদিতে উপরোধের হেতুসমূহ নিরূপিত হইল।)

(সম্প্রতি দণ্ডদ্বারা উপনত বা অধঃকৃত রাজার ব্যবহার বলা হইতেছে।) অথবা (বিজিগীষু) সন্ধেয় (অর্থাৎ ধর্ম্মবিজয়ী বলবান্ অভিযোক্তা) রাজার নিকট নিজের দূত প্রেরণ করিবেন। অথবা সেই সন্ধেয় রাজা দ্বারা প্রেরিত দূতকে অর্থ ও মান দিয়া সৎকৃত করিয়া এইরূপ ভাবে তাঁহাকে বলিবেন—"তোমার রাজার জন্য এই পণ্যাগার বা বহুমূল্য উপহার অর্পিত হইতেছে, আমার মহিষী ও কুমারদিগের বচনানুসারে তোমাদের রাণী ও কুমারদিগের জন্য এই প্রাভৃত (উপঢৌকন) অর্পিত হইল, আমার এই রাজ্য ও আমি স্বয়ং তোমাদের রাজার নিকট অর্পিত হইল ও হইলাম।"

(এইভাবে দূতাদিপ্রেষণদ্বারা) অভিযোক্তার আশ্রয় পাইলে তিনি (বিজিগীষু) সেই (সংহিত) ভর্ত্তার প্রতি সময়াচারিকের ন্যায় (অর্থাৎ সেবকের ন্যায়) ব্যবহার করিবেন। তিনি সেই অভিযোক্তার অনুমতিক্রমে দুর্গাদিনির্ম্মাণকার্য্য, আবাহ (অর্থাৎ পুত্রার্থ কন্যাস্বীকার) ও বিবাহ (কন্যাদান), পুত্রের যৌবরাজ্যাভিষেক, অশ্বপণ্য (অশ্বক্রয়), হস্তিগ্রহণ (গজবন্ধন), সত্র (যজ্ঞ), যাত্রা (শত্রুর প্রতি অভিযান) ও বিহারগমন (উদ্যানাদি ক্রীড়ায় গমন) করিবেন। এবং তিনি তাঁহার (বলবান্ বিজেতার) অনুমতিক্রমে নিজ ভূমিতে অবস্থিত অমাত্যাদিপ্রকৃতিবর্গের সহিত সন্ধি ও নিজ দেশ হইতে অপসৃত জনের প্রতি উপঘাত বা দণ্ড-

বিধান করিবেন। তাঁহার নিজের পৌর ও জানপদজনেরা দুষ্টপ্রকৃতিক হইলে তিনি স্বয়ং ন্যায়ানুকূল আচরণ করিয়া (অভিযোক্তার নিকট হইতে) অন্য ভূমি (নিজ বাসের জন্য) যাচিয়া লইবেন ('ন্যায়বৃত্তিং'-পাঠ গৃহীত হইলে—ইহা 'ভূমিং' পদের বিশেষণ হইবে)। অথবা, (সেই দুষ্টপ্রকৃতিক লোকদিগকে) দুষ্যদিগের ন্যায় মনে করিয়া তাহাদের প্রতি উপাংশুদণ্ডের (গুপ্তবধ) ব্যবস্থা করিয়া প্রতীকার করিবেন। অথবা, যদি তাঁহার কোন নিজ মিত্র হইতে (বিজেতা) কোন অনুকূল ভূমি লইয়া তাঁহাকে দেন, তাহা হইলে তিনি (বিজিগীষু) তাহা গ্রহণ করিবেন না। (বিজেতা) প্রভুর দৃষ্টির বাহিরে, তিনি (অভিযুক্ত বা বিজিত বিজিগীষু) নিজের মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও যুবরাজের অন্যতমের সহিত দেখা করিবেন (অর্থাৎ বিজেতার সন্নিধানে তাহা করিবেন না)। এবং তিনি নিজের শক্তি অনুসারে অর্থাদিদ্বারা (বিজেতা স্বামীর) উপকার করিবেন। দেবপূজা ও স্বস্তিবাচনক্রিয়াতে তাঁহার (ভর্ত্তার) জন্য আশীর্বচন বলাইবেন। সকলের নিকট তিনি ভর্ত্তাকে আত্মসমর্পণের কথা ও স্বামীর গুণের বিষয় বলিবেন।

এইভাবে নিজ ভর্ত্তার প্রতি সেবাতে অবস্থিত থাকিয়া, দণ্ডোপনত (অর্থাৎ দণ্ডদ্বারা বিজিত বিজিগীষু) (নিজ বিজেতার সহিত) সংযুক্ত বলবান্ (মন্ত্রিপ্রভৃতির) সেবক হইয়া, এবং (তাঁহার সহিত বিরোধকারী বলিয়া) শঙ্কিত লোকপ্রভৃতির বিরুদ্ধ হইয়া রহিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে, বলবান্ শত্রুর সহিত বিরোধ করিয়া দুর্গপ্রবেশের হেতু ও দণ্ডদ্বারা উপনত রাজার ব্যবহার-নামক পঞ্চদশ অধ্যায় (আদি হইতে ১১৩ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

১২১ম প্রকরণ—দণ্ডোপনায়ী বিজিগীষুর ব্যবহার

পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে (পণিত) হিরণ্য না দেওয়ায় উদ্বেগ উৎপাদনকারী যাতব্য রাজাকে বিজিত করার ইচ্ছুক বলবান্ বিজিগীষু সেই দেশেই বিজয় অভিযানে প্রবৃত্ত হইবেন যেখানে নিজ যাওয়ার ভূমি বা পথ পাওয়া যাইবে এবং নিজ সৈন্যের অনুকূল ঋতু বা সময় ও অনুকূল বৃত্তি (অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত ভক্তোপকরণ) পাওয়া যাইবে এবং যেখানে শত্রু দুর্গ ও অপসার (নির্গমন পথ) হইতে রহিত এবং যেখানে শত্রু বিজিগীষুর প্রতি পার্ষ্ণিগ্রাহ প্রেরণ করিতে পারিবেন না এবং শত্রু স্বয়ং আসার বা সুহৃদ্বলবিরহিত। ইহার বিপরীত পক্ষে (অর্থাৎ উপরি উক্ত সুবিধা না থাকিলে এবং শত্রুর নিজ সুবিধা থাকিলে) তিনি সেই সবের প্রতীকার করিয়া যাত্রা করিবেন।

যাতব্য রাজারা দুর্ব্বল হইলে, তিনি (বিজিগীষু) তাঁহাদিগকে সাম ও দানরূপ উপায়দ্বারা উপনমিত বা স্ববশে আনীত করিবেন এবং বলবান্ যাতব্যদিগকে ভেদ ও দণ্ডদ্বারা নিজের অধীন করিবেন। (সামাদি) উপায়সমূহের নিয়োগ (অর্থাৎ পুরুষবিশেষে এই উপায়ই প্রযোজ্য এইরূপ অবধারণ), বিকল্প (অর্থাৎ এই উপায় অথবা সেই উপায় প্রযোজ্য এইরূপ অনিশ্চয় জ্ঞান) ও সমুচ্চয় (অর্থাৎ এই উপায় ও সেই উপায় মিলিত করিয়া প্রয়োগ)—এই তিন প্রকার ব্যবস্থাদ্বারা অনন্তর ভূমিতে স্থিত অমিত্র ও একান্তর ভূমিতে স্থিত মিত্র প্রকৃতিকে সাধিত (উপনমিত বা স্ববশে আনীত) করিবেন।

(উপনমিত বিজিগীষু গ্রামে ও অরণ্যে বাসকারী ব্রজের (অর্থাৎ গো-মহিষাদির) ও বণিক্‌পথের (বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত বারিপথ ও স্থলপথের) রক্ষণদ্বারা এবং (অন্য রাজার ভয়ে) পরিত্যক্ত ও স্বয়ং অপসৃত (পলাতক) ও (দূষ্যাদি) অপকারকারীদিগকে (অন্বেষণ করিয়া) আনয়নদ্বারা (দুর্ব্বল রাজার প্রতি) সান্ত্ব বা সামরূপ উপায়ের প্রয়োগ করিবেন। এবং (তিনি) ভূমিদান, দ্রব্যদান, কন্যাদান ও (শত্রু হইতে ভয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে) অভয়দানদ্বারা (তাঁহার প্রতি) দানরূপ উপায়ের প্রয়োগ করিবেন।

(উপনমিতা বিজিগীষু) সামন্ত, আটবিক, (যাতব্য শত্রুর) নিজ কুলে উৎপন্ন কোনও জ্ঞাতি, বা তাঁহার কোনও অবরুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত (পুত্রাদির) মধ্যে অন্যতমকে নিজ বশে আনিয়া, তাঁহার দ্বারা বলবান্ যাতব্য শত্রুর নিকট হইতে কোশ, দণ্ড বা সৈন্য, ভূমি ও দায়ভাগ যাচনা করিয়া (সেই বলবান্ শত্রুর প্রতি) ভেদরূপ উপায় প্রয়োগ করিবেন। আবার, প্রকাশযুদ্ধ (অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট দেশ ও কালে ক্রিয়মাণ যুদ্ধ), কূটযুদ্ধ (অনির্দ্দিষ্ট দেশকালে ক্রিয়মাণ যুদ্ধ) ও তূষ্ণীংযুদ্ধ (অর্থাৎ বিষাদির যোগ ও গূঢ়পুরুষের উপজাপদ্বারা সাধিত ঘাতন) এবং দুর্গলম্ভোপায় নামক (১৩শ) অধিকরণে বক্ষ্যমাণ বিষদানাদি যোগদ্বারা তিনি (বলবান্ যাতব্য শত্রুর প্রতি) দণ্ডরূপ উপায়ের প্রয়োগ করিবেন।

এইভাবে (উক্ত সামাদি উপায়ের প্রয়োগদ্বারা নিজের আয়ত্তীকৃত বা উপনমিত রাজাদিগের মধ্য হইতে) যাহারা উৎসাহশক্তিযুক্ত ও নিজ সৈন্যের উপকারবিধায়ী তাঁহাদিগকে (স্বকার্য্যে) নিয়োজিত করিবেন। এবং যাঁহারা নিজ প্রভুশক্তিদ্বারা যুক্ত ও কোশদ্বারা উপকার করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগকেও (স্বকার্য্যে) নিয়োজিত করিবেন। এবং যাঁহারা প্রজ্ঞা বা মন্ত্রশক্তিযুক্ত ও ভূমিদ্বারা উপকারকরণে সমর্থ, তাঁহাদিগকেও (স্বকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন)।

উপনমিত (মিত্রীভূত) রাজগণের মধ্যে যে মিত্র পণ্যপত্তন, গ্রাম, ও খনি হইতে উৎপন্ন (মণিমুক্তাদি) রত্ন, (চন্দনাদি) সারদ্রব্য ও (শঙ্খাদি) ফল্গুদ্রব্য ও (বস্ত্রাদি) কুপ্যদ্রব্যদ্বারা; অথবা দ্রব্যবন, হস্তিবন ও ব্রজ হইতে সমুত্থিত (রথাদি) যান ও (গজাদি) বাহনদ্বারা অধিকভাবে (বিজিগীষুর) উপকার করেন, সেই মিত্রকে **চিত্রভোগ** মিত্র বলা হয় (তাঁহার নিকট হইতে নানাপ্রকার ভোগ পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহার এই প্রকার নাম)। আবার, যে মিত্র দণ্ড বা সেনা ও কোশদ্বারা (বিজিগীষুর) মহৎ উপকার করেন, সেই মিত্রকে **মহাভোগ** মিত্র বলা হয়। এবং যে-মিত্র দণ্ড, কোশ ও ভূমিদ্বারা (বিজিগীষুর) উপকার

করেন তাঁহাকে **সর্ব্বভোগ** মিত্র বলা হয়। (উপনমিত মিত্রীভূত রাজগণের মধ্যে) যে মিত্র (বিজিগীষুর উপকারার্থ) একটিমাত্র অমিত্রের প্রতীকার (অর্থাৎ তৎকৃত অনর্থের নিবারণ) করেন, তাঁহাকে **একতোভোগী** মিত্র বলা হয়। যে মিত্র (বিজিগীষুর উপকারার্থ) তদীয় অমিত্র ও তাঁহার আসারের (অর্থাৎ শত্রু-মিত্রের) অপকার করেন, তাঁহাকে **উভয়তোভোগী** মিত্র বলা হয়। এবং যে মিত্র (বিজিগীষুর উপকারার্থ) তদীয় অমিত্র, আসার (অমিত্র-মিত্র), প্রতিবেশ (পার্শ্বস্থ শত্রু) ও আটবিকের সর্ব্বতোভাবে প্রতীকার করেন, তাঁহাকে **সর্ব্বতোভোগী** মিত্র বলা হয়।

যদি কোনও পার্ষ্ণিগ্রাহক শত্রু, আটবিক, শত্রুর অমাত্যাদি মুখ্য পুরুষ কিংবা অন্য শত্রুকে ভূমিদানদ্বারা সাধ্য বা নিজ বশে আনীত হওয়ার জন্য প্রস্তুত মনে হয়, তাহা হইলে (উপনমিতা বিজিগীষু) তাঁহাকে গুণহীন ভূমি দিয়া স্বায়ত্ত করিবেন। (কাহাকে কেমন গুণহীন ভূমি দেওয়া উচিত তাহা এখন বলা হইতেছে।) যদি সেই (পার্ষ্ণিগ্রাহক প্রভৃতি) দুর্গস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই দুর্গের সহিত সম্বন্ধহীন (অর্থাৎ দেশান্তরব্যবহিত) ভূমিদ্বারা তাঁহাকে বশে আনিবার চেষ্টা করিবেন। আটবিককে বশে আনিবেন উপজীবিকার যোগ্য ধান্যাদির উৎপত্তিহীন ভূমি দান করিয়া। শত্রুর স্বকুলীন ব্যক্তিকে তিনি পুনরায় ফিরিয়া পাইবার যোগ্য ভূমি দিয়া তাঁহাকে বশে আনিবেন। শত্রু হইতে বলপূর্ব্বক অপহৃত ভূমি দিয়া তিনি শত্রুর উপরুদ্ধ পুত্রাদিকে স্ববশে আনিবেন। (নায়কবিহীন) শ্রেণীবলকে তিনি নিত্য (চৌরাদি) অমিত্রপূর্ণ ভূমি দানে স্ববশে আনিবেন। (সনায়ক) মিলিতবলকে তিনি বলবান্ সামন্তযুক্ত ভূমি দিয়া বশে আনিবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিলোমব্যবহারী অর্থাৎ কূটযুদ্ধাদিকারী শত্রুকে উল্লিখিত উভয়রূপ (অর্থাৎ নিত্য অমিত্রযুক্ত ও বলবান্ সামন্তযুক্ত) ভূমি দিয়া বশে আনিবেন। উৎসাহশক্তিযুক্ত শত্রুকে এমন ভূমি দিয়া বশে আনিতে চেষ্টা করিবেন যাহাতে সৈন্যের ব্যায়ামের জন্য যোগ্য স্থান পাওয়া যাইবে না। অরিপক্ষের কোনও পুরুষকে শূন্য অর্থাৎ ফলোৎপত্তিবিহীন ভূমি দিয়া স্ববশে আনিবেন। যে রাজা যুদ্ধে উপতপ্ত (মাধবযজ্বার মতে যিনি সন্ধি করিয়াও তাহা হইতে ভ্রংশিত) অথবা যিনি পরদেশে নির্ব্বাসিত তাঁহাকে কর্শিত (অর্থাৎ শত্রু ও আটবিকাদির সেনাদ্বারা উৎপাদিত উপদ্রবযুক্ত) ভূমি দিয়া স্ববশে আনিবেন। আবার, যে রাজা শত্রুর সহিত প্রথমতঃ একবার মিলিত হইয়া পরে বিজিগীষুর সহিত মিলনের জন্য প্রত্যাগত, তাঁহাকে এমন ভূমি দিয়া স্ববশে আনিবেন যাহাতে জননিবেশ করাইতে হইলে বহু লোকক্ষয় ও ধনব্যয় হইবে। যে রাজা শত্রুর ভয়ে স্বদেশ হইতে পলাইয়া গিয়াছেন তাঁহাকে দুর্গাদিরূপ আশ্রয়বিহীন ভূমি দিয়া স্ববশে আনিবেন। এবং তিনি (বিজিগীষু) কোনও ভূমির ভুক্তপূর্ব্ব নিজ মালিককে সেই ভূমিদ্বারা বশে আনিবেন যাহাতে (স্বভর্ত্তা ব্যতীত) অন্য কাহারও বাস করা সম্ভবপর নহে।

(দণ্ডদ্বারা উপনমিত) রাজগণের মধ্যে যিনি (বিজিগীষুর) মহান্ উপকার সাধন করেন ও যিনি মনে কোনও প্রকার বিকার পোষণ করেন না (বিজিগীষু) তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া চলিবেন। কিন্তু, প্রতিকূল আচরণকারীকে উপাংশুদণ্ডদ্বারা সাধিত বা অনুকূলিত করিবেন। উপকারী রাজাকে উপনমিতা বিজিগীষু নিজের উপকার করার শক্তি অনুসারে

তুষ্ট রাখিবেন। এবং তাঁহার (উপকারী রাজার) প্রয়াসের পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে অর্থ ও মান দান করিবেন। এবং তাঁহার ব্যসন বা বিপত্তি উপস্থিত হইলে (তিনি) তাঁহাকে অনুগ্রহ দেখাইবেন। এবং স্বয়ং উপস্থিত উপনত রাজগণকে (অনুরাগপ্রদর্শনার্থ তিনি) যথেচ্ছ দর্শন দিবেন ও (তাঁহাদের দিক্ হইতে নিজের কোনও বিপদের আশঙ্কা বুঝিলে ইহার) প্রতিবিধান করিবেন।

(তিনি) দণ্ডোপনত (অর্থাৎ দণ্ডাদি উপায়দ্বারা নিজের আয়ত্তীকৃত) রাজগণবিষয়ে অনাদর, দোষবচন, নিন্দা ও অতিস্তুতির প্রয়োগ করিবেন না। এবং (বিপদে) অভয় দিয়া (তিনি) তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। যে দণ্ডোপনত রাজা বিজিগীষুর অপকার করিবেন তাঁহার সেই দোষ প্রচার করিয়া তাঁহাকে (তিনি) প্রকাশভাবে ঘাতিত করিবেন। অথবা, (এই প্রকাশদণ্ডের জন্য) অন্যান্য (দণ্ডোপনত) রাজগণের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ থাকিলে, (বিজিগীষু) দাণ্ডকর্ম্মিক প্রকরণে (৮৯ প্রকরণে) উক্ত বিধান অবলম্বন করিবেন অর্থাৎ অপকারীর উপাংশুদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। তিনি সেই ঘাতিত (দণ্ডোপনত রাজার) ভূমি, দ্রব্য, পুত্র ও স্ত্রীর উপর কোন অধিকারের অভিমান করিবেন না অর্থাৎ তাহাদিগকে স্বয়ং অপহরণ করিবেন না। তিনি তাঁহার স্বকুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগকে (অর্থাৎ পুত্রাদি যোগ্য আত্মীয়দিগকে) নিজ নিজ উচিত অধিকারে স্থাপিত করিবেন। (দণ্ডোপনয়নে কৃত যুদ্ধাদি) কর্ম্মে মৃত রাজার পুত্রকে তিনি পিতৃরাজ্যে স্থাপিত করিবেন।

বিজিগীষুর এই প্রকার আচরণ দ্বারা দণ্ডোপনত রাজগণ (কেবল দণ্ডোপনায়ী বিজিগীষুর নহে) তাঁহার পুত্র পৌত্রদিগেরও অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কিন্তু, যে বিজিগীষু দণ্ড-প্রণত রাজগণকে মারিয়া বা (বন্ধনাগারে) বাঁধিয়া তদীয় ভূমি, দ্রব্য, পুত্র ও স্ত্রীকে আত্মসাৎ করেন, তাঁহার (দ্বাদশরাজাত্মক) রাজমণ্ডল উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার নাশের জন্য উদ্যুক্ত হয়েন। এবং যে-সকল অমাত্য বিজিগীষুর নিজ ভূমিতে ব্যাপৃত আছেন তাঁহারাও তাঁহার উপর উদ্বেগযুক্ত হইয়া (তাঁহার অপকারের জন্য) উদ্যুক্ত রাজমণ্ডলকে আশ্রয় করেন। অথবা, তাঁহারা (অমাত্যেরা) স্বয়ং তদীয় রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, কিংবা তাঁহার প্রাণ অধিকার করেন অর্থাৎ তাঁহার বধ সাধন করেন।

অতএব, যে রাজারা স্ব-স্ব ভূমিতে সামপ্রয়োগ দ্বারা বিজিগীষু-কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়েন, তাঁহারা (বিজিগীষু) রাজার প্রতি অনুকূল থাকেন এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রদিগেরও অনুবর্ত্তন করেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে দণ্ডোপনায়ী
বিজিগীষুর ব্যবহার-নামক ষোড়শ অধ্যায় (আদি
হইতে ১১৪ অধ্যায়) সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

১২১ম—১২২ম প্রকরণ—সন্ধিকর্ম্ম ও সন্ধিমোক্ষ

শম, সন্ধি ও সমাধি—এই তিন শব্দদ্বারা একই অর্থ অভিহিত হয়। সেই অর্থ এইরূপ—যাহাদ্বারা সন্ধিকারীদিগের মধ্যে (পণবন্ধবিষয়ক) বিশ্বাস লব্ধ হয়, তাহাই শম, সন্ধি বা সমাধি [অর্থাৎ সত্য, শপথ, প্রতিভূ (জামিন) বা (রাজপুত্রাদির) প্রতিগ্রহরূপ কারণদ্বারা বিশ্বাসের দৃঢ়ীকরণ]।

নিজ আচার্য্যের মতে, যে সন্ধি সত্যদ্বারা (অর্থাৎ ইহা এই প্রকারই হইবে, অন্যথা হইবে না, এইরূপ সত্যতাপূর্ব্বক বচনদ্বারা) করা হয়, অথবা যাহা শপথদ্বারা (অর্থাৎ পূজনীয় পিতা বা সুবর্ণাদির স্পর্শপূর্ব্বক) করা হয়, সেই সন্ধি **চলসন্ধি** (অর্থাৎ অস্থির বলিয়া অনতিবিশ্বসনীয় সন্ধি) এবং যে সন্ধি প্রতিভূ (অব্যতিক্রমের জন্য জামিন)-সহকারে বা প্রতিগ্রহ (অর্থাৎ কথার বিশ্বাস জন্য রাজপুত্রাদির অর্পণ)-সহকারে করা হয়, সেই সন্ধি **স্থাবরসন্ধি** (অর্থাৎ স্থায়ী বলিয়া অত্যন্ত বিশ্বসনীয় সন্ধি)।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত মানেন না। (তাঁহার মতে) সত্য ও শপথদ্বারা কৃত সন্ধিই 'স্থাবর', কারণ, সত্য ও শপথ ইহলোক ও পরলোক—উভয়ত্র স্থাবর (অর্থাৎ সন্ধিকারীদিগের ইহলোকে সত্যভঙ্গজনিত অপবাদ ও পরলোকে নরকপাতের ভয় থাকে)। আবার, প্রতিভূ ও প্রতিগ্রহ কেবল ইহলোকের প্রয়োজনে আসে এবং তাহারা বলবত্তার অপেক্ষা রাখে (অর্থাৎ প্রতিভূ বলবান্ হইলেই বিশ্বসনীয় হয় এবং প্রতিগ্রহও তাহার রক্ষাকারীর প্রেমপাত্র হইতে পারিলেই বিশ্বসনীয় হয়, অন্যথা নহে)।

সত্যপ্রতিজ্ঞ (নলাদি) পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজারা "আমরা সন্ধিতে আবদ্ধ হইলাম"—এই-প্রকার সত্যবচনদ্বারাই (দৃঢ়ভাবে) সন্ধিযুক্ত হইতেন।

সত্যের অতিলঙ্ঘন ঘটিলে, তাঁহারা (পূর্ব্বরাজারা) শপথগ্রহণপূর্ব্বক অগ্নি, জল, সীতা (লাঙ্গলপদ্ধতি—উপলক্ষণদ্বারা ভূমি বুঝিতে হইবে), প্রাকার (অর্থাৎ প্রাকারের ইষ্টক), হস্তিস্কন্ধ, অশ্বপৃষ্ঠ, রথে বসিবার আসন, শস্ত্র, রত্ন, (ধান্যাদির) বীজ, (চন্দনাদি) গন্ধদ্রব্য, (ঘৃতাদি) রস, সুবর্ণ ও হিরণ্য (নগদ টাকামুদ্রা) স্পর্শ করিতেন। 'এই সব দ্রব্য তাঁহাকে নষ্ট করে বা তাঁহাকে ত্যাগ করে' যিনি শপথ অতিক্রম করেন (অর্থাৎ অগ্ন্যাদি স্পর্শ করিয়া তাঁহারা (সন্ধির দৃঢ়ীকরণার্থ) শপথ গ্রহণ করিতেন।

শপথের অতিক্রম ঘটিলে, বড় বড় তপস্বী ও (গ্রাম-) প্রধানদিগের প্রতিভূত্ব (জামিন রক্ষণ) অবলম্বন করিয়া সন্ধি করা উচিত। এই প্রতিভূ-নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সন্ধিবিষয়ে, যে রাজা শত্রুর নিগ্রহবিধানে সমর্থ প্রতিভূ গ্রহণ করেন, তিনিই অধিক লাভবান্ হয়েন। ইহার বিপরীতকারী অর্থাৎ শত্রুনিগ্রহে অসমর্থ প্রতিভূগ্রাহী রাজা (শত্রুদ্বারা) বঞ্চিত হয়েন।

পরসম্বন্ধীয় বন্ধু ও মুখ্যদিগের (পরবচনে বিশ্বাস রক্ষার জন্য) গ্রহণ করার নাম প্রতিগ্রহ। প্রতিগ্রহদ্বারা সন্ধিকরণবিষয়ে, যে রাজা নিজের দূষ্য অমাত্য বা দূষ্য অপত্য আধিরূপে দিয়া সন্ধি করেন, তিনিই বিশেষ লাভযুক্ত হয়েন। আর বিপরীত রাজা (অর্থাৎ প্রতিগ্রহ-গ্রহণকারী রাজা) বঞ্চিত হয়েন। কারণ, শত্রু হইতে প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিয়া বিশ্বস্ত বোধে অবস্থিত (বিজিগীষুর) ছিদ্র বা দুর্ব্বলতা-দোষস্থানে শত্রু, নিজ প্রদত্ত প্রতিগ্রহের উপর অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রহার করেন। কিন্তু, (পুত্রকন্যারূপ) অপত্যকে প্রতিগ্রহ দিয়া সমাধান করিতে হইলে, যে রাজা কন্যা বা পুত্রদানের প্রসঙ্গে কন্যাই প্রতিগ্রহার্থ দান করেন, তিনি বিশেষ লাভবান্ হয়েন। কারণ, কন্যা পিতার (সম্পত্তিরূপ) দায়ের অধিকারিণী হয় না এবং সে অন্যের উপভোগের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় ও (পিতার) ক্লেশ উৎপাদন করে। কিন্তু, পুত্র ইহার বিপরীত (অর্থাৎ সে দায়ভাগী এবং সে পিতার স্বার্থের ও ক্লেশশান্তির সহায়ক হয়)।

দুই পুত্রের মধ্যে, যে রাজা সমানজাতীয়, প্রাজ্ঞ, শূর, অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত পুত্রকে, বা একমাত্র পুত্রকে, প্রতিগ্রহরূপে প্রদান করেন, তিনি (শত্রুদ্বারা) বঞ্চিত হয়েন। ইহার বিপরীত যিনি, অর্থাৎ যিনি অকুলীন, অপ্রাজ্ঞ, অশূর ও অস্ত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত পুত্রকে প্রতিগ্রহরূপে প্রদান করেন, তিনি বিশেষ লাভবান্ হয়েন। কারণ, সমানজাতীয় পুত্রের অপেক্ষায় অসমানজাতীয় পুত্রকে আধিরূপে রক্ষা করাই শ্রেয়স্কর, যে-হেতু এইরূপ (অসমানজাতীয়) পুত্র সম্পত্তির দায়ভাগি-সন্তানরহিত (অর্থাৎ এই পুত্র ও তদীয় সন্তান আধানকারীর সম্পত্তির ভাগী হইতে পারে না)। প্রাজ্ঞ পুত্রের অপেক্ষায় অপ্রাজ্ঞ পুত্রকে প্রতিগ্রহরূপে প্রদান করা শ্রেয়স্কর, কারণ, তাহাতে মন্ত্রশক্তির লোপ দৃষ্ট হয় (সুতরাং তাহার মন্ত্রশক্তিদ্বারা প্রতিগ্রহ-গ্রাহকের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই)। শূর পুত্রের অপেক্ষায় অশূর (ভীরু) পুত্রকে প্রতিগ্রহ রাখা শ্রেয়স্কর, কারণ, তাহার কোনও উৎসাহশক্তি নাই। অস্ত্রচালনপটু পুত্রের অপেক্ষায় অস্ত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত পুত্রকে প্রতিগ্রহরূপ প্রদান করা শ্রেয়স্কর, কারণ, তাহার আক্রমণ করার অনুগুণ কোন সম্পৎ নাই। একমাত্র পুত্রের অপেক্ষায় অনেক পুত্রের অন্যতমকে প্রতিগ্রহরূপে প্রদান করা শ্রেয়স্কর, কারণ, (কোনও কার্য্যে) তাহার কোনও অপেক্ষা বা প্রয়োজন নাই।

আবার, জাত্য (সমানজাতীয়) ও প্রাজ্ঞ পুত্রের মধ্যে, ঐশ্বর্য্যপ্রকৃতি সেই পুত্রেরই অনুবর্ত্তন করে, যে পুত্র অপ্রাজ্ঞ হইলেও জাত্য (সমানজাতীয়), অর্থাৎ জাত্য পুত্রের গুণ এই যে, সে রাজৈশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইবে। (কিন্তু), যে পুত্র অসমানজাতীয়, অথচ প্রাজ্ঞ, মন্ত্রাধিকার বা মন্ত্রশক্তি তাহার অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ সে পুত্র রাজ্যাধিকারী না হইলেও মন্ত্র-শক্তিযুক্ত হওয়া তাহার বিশেষ গুণ। অজাত্য প্রাজ্ঞ পুত্রের মন্ত্রাধিকার থাকিলেও, জাত্যক বা সমানজাতীয় পুত্র (অপ্রাজ্ঞ হইলেও) বৃদ্ধসংযোগ লাভ করিয়া প্রাজ্ঞকেও অতিশয়িত করিতে পারে (অর্থাৎ রাজ্যাধিকারী হইয়া সে বিদ্যাবৃদ্ধগণকে মন্ত্রাধিকারে বসাইয়া তাঁহাদের মন্ত্রশক্তির গুণে নিজের অপ্রাজ্ঞতার পূরণ করিতে পারে)।

আবার, প্রাজ্ঞ ও শূর পুত্রের মধ্যে, মতিকর্ম্মের যোগ অশূর প্রাজ্ঞের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে (অর্থাৎ অশূর প্রাজ্ঞ পুত্র বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়)। বিক্রমের অধিকার

শূর অপ্রাজ্ঞের অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ শূর পুত্র অপ্রাজ্ঞ হইলেও বিক্রমশালী হইতে পারে। শূর অপ্রাজ্ঞ পুত্রের বিক্রমের অধিকার থাকিলেও, (অশূর) প্রাজ্ঞ পুত্র (অপ্রাজ্ঞ) শূর পুত্রকেও বঞ্চিত করিতে পারে, অর্থাৎ তাহাকে স্ববশে আনিতে পারে, যেমন বুদ্ধিমান্ লুব্ধক (শিকারী) বলবান্ হস্তীকেও স্ববশে আনিতে পারে।

শূর ও অস্ত্রশিক্ষিত পুত্রের মধ্যে, পরাক্রমের উদ্যোগ অকৃতাস্ত্র শূর পুত্রের অনুবর্ত্তন করে (অর্থাৎ অকৃতাস্ত্র হইলেও শূর পুত্র বিক্রমের কার্য্য করিতে সমর্থ হয়)। লক্ষ্যলম্ভে অধিকার, কৃতাস্ত্র শূর পুত্রের অনুবর্ত্তন করে (অর্থাৎ সে উত্তমরূপে লক্ষ্যভেদী হইতে পারে)। তাহার লক্ষ্যলম্ভে অধিকার থাকিলেও, শূর পুত্র নিজের স্থিরতা, (সঙ্কটে) তৎক্ষণাৎ প্রতীকার-সামর্থ্য ও অসংমোহ (নিজকে হারাইয়া না ফেলার গুণ)-দ্বারা কৃতাস্ত্র (অশূরকেও) অতিশয়িত করিতে পারে (অর্থাৎ তাহাকে স্ববশে আনিতে পারে)।

বহুপুত্রযুক্ত ও একপুত্রযুক্ত রাজার মধ্যে যে রাজা বহুপুত্র-সমন্বিত তিনি (সন্ধির দৃঢ়করণার্থ প্রতিগ্রহরূপে) অন্যতম পুত্র প্রদান করিয়া অবশিষ্ট পুত্র থাকার অভিমানে গর্ব্বিত হইয়া (অবসরপ্রাপ্তিতে) সন্ধির অতিক্রম করিতে পারেন, কিন্তু, অপর রাজা (যিনি একপুত্র তিনি) তাহা করিতে পারেন না (সুতরাং বহুপুত্র রাজা একপুত্রের অপেক্ষায় শ্রেয়স্কর)।

একমাত্র পুত্রকে প্রতিগ্রহরূপে দিয়া সন্ধি দৃঢ় করিতে হইলে, সেই সন্ধিকারী রাজাই বিশেষ লাভযুক্ত হইতে পারেন, যদি সেই পুত্রের ফল অর্থাৎ পুত্র বর্ত্তমান থাকে (সুতরাং সন্ধির অতিক্রমে নিজ পুত্রকে হারাইলেও তাঁহার পৌত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবে)।

দুই পুত্র সমফলযুক্ত (অর্থাৎ সমানপুত্রসমন্বিত) হইলে তন্মধ্যে যে পুত্র প্রজননশক্তিযুক্ত অর্থাৎ যুবা তাহারই গুণাতিশয় বুঝিতে হইবে। আবার প্রজননশক্তিযুক্ত দুই পুত্রের মধ্যে যে পুত্র আসন্নগর্ভোৎপাদন-শক্তিশালী তাহার গুণবিশেষ আছে বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ এমন পুত্রকে প্রতিগ্রহরূপে দেওয়া উচিত নহে)।

কিন্তু, (পুত্রোৎপাদনে অথবা রাজ্যভারবহনে) শক্তিমান্ একপুত্র থাকিলে, রাজা নিজে পুত্রোৎপাদনে লুপ্তশক্তিক হইলে নিজকেই আধিরূপে প্রদান করিবেন, একমাত্র পুত্রকে প্রতিগ্রহরূপে আধান করিবেন না। (এই পর্য্যন্ত সন্ধিকর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধি দৃঢ় করার উপায় নিরূপিত হইল)। (সম্প্রতি সন্ধিমোক্ষ বা প্রতিগ্রহরূপে আহিত পুত্রাদির মোক্ষসম্বন্ধে উপায় নিরূপিত হইতেছে।) সন্ধি করিয়া নিজের শক্তি উপচিত বা বর্দ্ধিত করিয়া (বিজিগীষু) সমাধিমোক্ষ (সন্ধির দৃঢ়করণের জন্য শত্রুর নিকট প্রতিগ্রহরূপে রক্ষিত পুত্রাদিকে মোচন) করাইবেন।

শত্রুর নিকট সন্ধিদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে প্রতিগ্রহরূপে আহিত কুমারের আসন্নবর্ত্তী সত্রি-নামক গূঢ়পুরুষেরা ও কারু ও শিল্পীর বেষে বিচরণশীল অন্য গূঢ়পুরুষেরা নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকিয়া রাত্রিতে সুরঙ্গার (মাটীর নীচে তৈয়ারী-করা গুপ্ত মার্গের) দ্বার কুমারের গৃহপর্য্যন্ত খনন করাইয়া তদ্দ্বারা কুমারকে অপহরণ করিবে। নট (অভিনয়কারী), নর্ত্তক (নৃত্যকারী), গায়ন (গানকারী), বাদক (বাদ্যকারী), বাগ্‌জীবন (কথাদ্বারা উপজীবিকা-কারী), কুশীলব (শ্লোকপাঠক বা স্তুতিপাঠক), প্লবক (লম্ফকারী), খড়্‌গাদি লইয়া

নৃত্যকারী), ও সৌভিক (মায়াবিদ্যাপ্রদর্শক ? ৺মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ইহার অর্থ করিয়াছেন—আকাশযানিক অর্থাৎ যে আকাশে গতাগতি করিতে জানে) ইতিপূর্ব্বে বিজিগীষুদ্বারা গূঢ়পুরুষের কাজে ব্যাপৃত হইয়া শত্রুর নিকট উপস্থিত হইবে। পরে তাহারা ক্রমে (আহিত) কুমারের নিকটও পৌঁছিবে। (কুমার) তাহাদের জন্য (শত্রুরাজার অনুজ্ঞা লইয়া) অনিয়ন্ত্রিতভাবে যথেচ্ছ সময়ে (কুমারের গৃহে) প্রবেশ, অবস্থান ও (তথা হইতে) নির্গমনের ব্যবস্থা করাইবেন। তৎপর তাহাদের অন্যতমের বেষধারী হইয়া (কুমারও) রাত্রিতে (তাহাদের সহিত) প্রস্থান করিবেন।

এতদ্দ্বারা বেশ্যা বা ভার্য্যার বেষধারী হইয়া (কুমারের) নিষ্ক্রমণও ব্যাখ্যাত হইল (অথবা, বেশ্যা ও ভার্য্যার বেষধারী গুপ্ত পুরুষদিগের কুমার-নিষ্ক্রমণকার্য্যে সহায়তার বিষয় ব্যাখ্যাত হইল)।

অথবা, তাহাদের (নটনর্ত্তকাদির) বাদিত্রের (বাজানার) পেটী ও আভরণাদি-ভাণ্ডের পেটী লইয়া (কুমার তৎতৎ-কলাপ্রদর্শনের সমাপ্তিতে সেই স্থান হইতে) নির্গত হইবেন।

অথবা, (কুমার) সূপকার, ভক্ষ্যকার, স্নানকারয়িতা, সংবাহক (অঙ্গ-বিমর্দ্দক) আস্তরক (শয়নাদির বিস্তার-কারক), কল্পক (নাপিত), প্রসাধক (বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা যে সাজাইয়া দেয়) ও জলপরিচারকদ্বারা, তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী, বস্ত্র, ভাণ্ডপেটিকা, শয্যা ও আসনরূপ সম্ভোগযোগ্য বস্তুনিচয়ের সহিত, বাহিরে নীত হইবেন।

অথবা, (কুমার) পরিচারক বা চাকরের ছদ্মে, রূপনিরূপণের অযোগ্য সময়ে অর্থাৎ অন্ধকারযুক্ত সময়ে কোনও দ্রব্য লইয়া নির্গত হইবেন। কিংবা (তিনি) রাত্রিতে দেয় ভূতবলি দানের ছলনা করিয়া সুরঙ্গার দ্বার দিয়া নির্গত হইবেন। অথবা (তিনি নদী প্রভৃতি) জলাশয়ে বারুণ-যোগের (১৩ অধিকরণে ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আশ্রয় লইবেন অর্থাৎ এই যোগসাধনের ছল করিয়া নির্গত হইবেন।

অথবা, বৈদেহকব্যঞ্জন (বণিকের বেশধারী) গূঢ়পুরুষেরা পক্ব অন্ন ও ফলের বিক্রয়-ব্যবহারদ্বারা প্রহরীদিগকে (তন্মিশ্র) বিষ খাওয়াইবে (অর্থাৎ প্রহরী সেই অন্নাদি ভক্ষণ করার পরে লুপ্তচৈতন্য হইলে সেই গূঢ়পুরুষেরা কুমারকে লইয়া প্রস্থান করিবে)।

অথবা, কুমার দেবতার উপহার, শ্রাদ্ধ ও প্রীতিভোজনের উপলক্ষে প্রহরীদিগকে মদনরসযুক্ত (অর্থাৎ মদকর-দ্রব্যযুক্ত) অন্ন ও পানীয় দ্রব্য খাওয়াইয়া (তাহাদের সংজ্ঞালোপ ঘটিলে) নির্গত হইবেন। অথবা, (তিনি) নিজের প্রহরীদিগকে প্রচুর ধনাদিদানে উৎসাহিত করিয়া নির্গত হইবেন।

অথবা, নাগরক (নগররক্ষী) কুশীলব, চিকিৎসক ও আপূপিকের (অপূপ বা পিষ্টকাদির বিক্রেতার) বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা (পুরসঞ্চারে প্রাপ্তানুমতি এই লোকেরা) রাত্রিতে ধনী ব্যক্তিদিগের গৃহে আগুন লাগাইবে। অথবা, রক্ষিপুরুষেরা ও বৈদেহক বা বণিকের বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা পণ্যগৃহে বা দোকানগৃহে আগুন লাগাইবে (সুতরাং আগুন দেখিয়া জনসংঘর্ষ হইলে কুমার সেই অবসরে নির্গত হইবেন)। অথবা (কুমার) নিজের গৃহে অন্য লোকের শরীর (শব) ফেলিয়া রাখিয়া, তাহাতে আগুন লাগাইবেন যেন কেহ তাঁহার আর অন্বেষণ না করিতে পারে (অর্থাৎ সকলেই সেই

শব অগ্নিতে দেখিয়া 'কুমার দগ্ধ হইয়াছেন' এইরূপ মনে করিবে)। তৎপর তিনি সন্ধিচ্ছেদ (ভিত্তিতে রন্ধ্রকরণ) ও খাতসুরঙ্গা আশ্রয় করিয়া নির্গত হইবেন।

অথবা, (কুমার) কাচভার (কাচের দ্রব্যের বহনকারী), কুম্ভকার (জলকলসবহনকারী), কিংবা ভাণ্ডভারের (অন্যান্য ভাণ্ডবহনকারীর) বেষধারী হইয়া রাত্রিতে প্রস্থান করিবেন। অথবা, (তিনি) মুণ্ড ও জটিল-নামক (বিজিগীষু-প্রণিহিত) গূঢ়পুরুষদিগের প্রবাসসময়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া রাত্রিতে স্বয়ং তদ্‌বেশধারী হইয়া তাহাদের সহিত প্রস্থান করিবেন। অথবা, (তিনি) (ঔপনিষদিক অধিকরণে উক্ত) নিজকে বিরূপকরণ (স্বাভাবিক রূপ পরিবর্ত্তনকরণ) ও ব্যাধিকরণ (ব্যাধিত ব্যক্তির ন্যায় রূপগ্রহণ) কিংবা অরণ্যচর (-পুলিন্দাদির) বেষ-গ্রহণরূপ উপায়ের অন্যতমটি অবলম্বন করিয়া (রাত্রিতে প্রস্থান করিবেন)। অথবা, প্রেতের বেষধারী (রাজকুমার) গূঢ়পুরুষদ্বারা বাহিরে নীত হইবেন। অথবা, তিনি স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া কোন মৃত ব্যক্তির শবের অনুগমন করিবেন।

আবার, (অন্বেষণকারীদিগের অনুপতনের ভয়ের সময়ে) বনচরদিগের বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা যে পথ দিয়া (অপক্রান্ত) কুমার চলিয়া গিয়াছেন, তদন্য পথ (অন্বেষণ-কারীদিগকে) দেখাইয়া দিবেন।

অথবা, (কুমার) শকটচারীদিগের শকটমার্গ অবলম্বন করিয়া (তাহাদের সহিত) অপগত হইবেন।

অথবা, তদীয় অন্বেষণকারীরা নিকটবর্ত্তী হইলে, (তিনি) কোনও জঙ্গলে আশ্রয় লইবেন। যদি ঘন জঙ্গল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পথের উভয়পার্শ্বে হিরণ্য কিংবা বিষযুক্ত খাদ্যসামগ্রী ফেলিতে ফেলিতে চলিবেন। (তাহার পরে) সেই পথ ছাড়িয়া অন্য পথে অপগত হইবেন।

যদি কুমার অন্বেষণকারীদিগের দ্বারা ধৃত হয়েন, তাহা হইলে সামবচনাদির প্রয়োগে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন। কিংবা তিনি বিষযুক্ত পাথেয় দিয়া (তাহাদিগকে মূর্চ্ছিত বা মারিত করিয়া সেখান হইতে অপগত হইবেন)।

অথবা, (পূর্ব্বোক্ত) বারুণযোগে ও অগ্নিদাহে অন্য কাহারও শব ফেলিয়া রাখিয়া (বিজিগীষু) শত্রুর প্রতি আক্রমণ করিবেন এবং বলিবেন—"তোমার দ্বারা আমার পুত্র (যোগে বা অগ্নিতে) হত হইয়াছে," (সুতরাং কুমার মারা গিয়াছেন শুনিয়া সেই শত্রু আর তাঁহার অন্বেষণার্থ চেষ্টা করিবেন না, কুমারও সহজে সেখান হইতে প্রস্থান করিতে পারিবেন)।

অথবা, (অন্য উপায় না পাইয়া কুমার) রাত্রিতে পূর্ব্ব লুক্কায়িত শস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রহরীদিগকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্রগামী (অশ্বাদিবাহনের) সাহায্যে পূর্ব্বসংকেতিত গূঢ়-পুরুষদিগের সহিত অপগত হইবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে সন্ধিকর্ম্ম ও সন্ধিমোক্ষ-নামক সপ্তদশ অধ্যায় (আদি হইতে ১২৫ অধ্যায়) সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

১১৪ম—১১৫ম প্রকরণ—মধ্যম, উদাসীন ও মণ্ডলস্থ অন্য রাজার প্রতি বিজিগীষুর ব্যবহার

মধ্যমের **প্রকৃতি** (প্রকৃষ্টভাবে সহায়তাকারী রাজা) তিনটি—তিনি স্বয়ং, ও তাঁহার মিত্ররূপ তৃতীয় প্রকৃতি, এবং মিত্র-মিত্ররূপ পঞ্চম প্রকৃতি। এবং তাঁহার (মধ্যমের **বিকৃতিও** (বিরুদ্ধচারী রাজাও) তিনটি—তাঁহার অরিরূপ দ্বিতীয় প্রকৃতি, অরিমিত্ররূপ চতুর্থ প্রকৃতি ও অরিমিত্রমিত্ররূপ ষষ্ঠ প্রকৃতি। যদি মধ্যম রাজা এই উভয় ত্রিকের (অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতরূপ ছয়টির) উপর অনুগ্রহদৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে বিজিগীষু মধ্যমের প্রতি অনুকূল ব্যবহার করিবেন। যদি মধ্যম তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি না রাখেন, তাহা হইলে বিজিগীষু নিজের প্রকৃতিত্রয়ের উপর অর্থাৎ নিজ প্রকৃতি, মিত্র-প্রকৃতি ও মিত্রমিত্র প্রকৃতির উপর অনুলোম বা অনুকূল ব্যবহার করিবেন।

যদি মধ্যম রাজা বিজিগীষুর মিত্রভাবী (৭ম অধিকরণে ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মিত্রকে নিজের অধীন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি (বিজিগীষু) নিজের ও নিজ মিত্রের মিত্রদিগকে (মধ্যমের বিরুদ্ধে) উত্থাপিত করিয়া এবং মধ্যমরাজার মিত্রদিগকে মধ্যম হইতে ভিন্ন করিয়া, মধ্যমলিপ্সিত নিজ মিত্রকে রক্ষা করিবেন। অথবা, (বিজিগীষু মধ্যমের অপকারার্থ) রাজমণ্ডলকে (মধ্যমের বিরুদ্ধে) প্রোৎসাহিত করিবেন। (তদীয় প্রোৎসাহন বাক্য এইরূপ হইবে)—"এই মধ্যম রাজা অত্যন্ত উন্নত হইয়া আমাদের সকলের বিনাশের জন্য উঠিয়া লাগিয়াছেন, (অতএব) আমরা একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার (মধ্যমের) আক্রমণযাত্রা বিহত করিব।" যদি এই প্রোৎসাহিত রাজমণ্ডল (বিজিগীষুর সাহায্যার্থ তাঁহাকে অনুগৃহীত করিতে চাহেন, তাহা হইলে বিজিগীষু (তাঁহাদের সহায়তায়) মধ্যমকে নিগৃহীত করিয়া নিজকে সংবর্দ্ধিত করিবেন। যদি রাজমণ্ডল বিজিগীষুর প্রতি অনুগ্রহ না দেখান, তাহা হইলে বিজিগীষু (মধ্যমলিপ্সিত) স্বমিত্রকে কোশ ও সেনা দিয়া অনুগৃহীত করিয়া —যে-যে বহুসংখ্যক মধ্যমের দ্বেষকারী রাজারা পরস্পরকে সহায়তাদ্বারা অনুগৃহীত করিয়া (মধ্যমের অপকারার্থ) দণ্ডায়মান হইবেন, অথবা যাঁহারা নিজদের এক জন (বিজিগীষুদ্বারা) অনুকূলিত হইলে সকলেই অনুকূলিত হইবেন, কিংবা যাহারা পরস্পরের মধ্যে ভেদ আশঙ্কা করিয়া (মধ্যমের বিরুদ্ধে) উত্থিত হইতে চাহিবেন না, তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধানভূত নিজরাজ্যের আসন্নবর্ত্তী কোন একজন রাজাকে সাম ও দানদ্বারা আপন বশে আনিবেন। এইপ্রকার ভাবে দ্বিতীয় সহায়ক লাভ করিয়া তিনি (বিজিগীষু) দ্বিগুণবলসম্পন্ন হইবেন এবং তৃতীয়কে লাভ করিয়া ত্রিগুণবলসম্পন্ন হইবেন। এইভাবে নিজ শক্তি বাড়াইয়া লইয়া বিজিগীষু মধ্যমের নিগ্রহ বিধান করিবেন।

অথবা, বিজিগীষু (মধ্যমদ্বেষিগণের সাহায্য লইবার পূর্ব্বেই) দেশ ও কালের

অতিপাতের বা অনুপযোগিতার সম্ভাবনা হইলে, মধ্যমের সহিত নিজে সন্ধি করিয়া (মধ্যমলিপ্সিত নিজ মিত্রের) সহায়তা করিবেন। অথবা তিনি, মধ্যমের যাহারা দূষ্য রাষ্ট্রমুখ্য তাহাদিগের সহিত (দেশদাহ ও দেশবিলোপ প্রভৃতি) কর্ম্মের পণনদ্বারা (কর্ম্মসন্ধি) করিবেন (অর্থাৎ তাঁহারা মধ্যমের দেশে অগ্নিকর্ম প্রভৃতি সম্পাদন করিবেন, এই সর্ত্তে তাঁহাদের সহিত বিজিগীষু সন্ধি করিবেন)।

(বিজিগীষুর মিত্রভাবী মিত্রের বিরুদ্ধাচারী মধ্যমের প্রতি বিজিগীষুর ব্যবহার বলা হইল, সম্প্রতি তদীয় কর্শনীয় মিত্রের বিরুদ্ধাচারী হইলে মধ্যমের প্রতি বিজিগীষুর ব্যবহার অভিহিত হইতেছে।)

যদি মধ্যম রাজা বিজিগীষুর কোনও কর্শনীয় মিত্রকে নিজের অধীন করিতে চাহেন, তাহা হইলে বিজিগীষু সেই মিত্রকে এই বলিয়া অভয় প্রদান করিবেন—"আমি তোমাকে রক্ষা করিতেছি।" এই অভয়বচন ততদিন চলিবে যতদিন পর্য্যন্ত এই কর্শনীয় মিত্র মধ্যমদ্বারা কর্শিত না হইবেন। তার পর তিনি কর্শিত হইলে, বিজিগীষু তাঁহাকে ত্রাণ করিবেন।

যদি মধ্যম রাজা বিজিগীষুর কোনও উচ্ছেদনীয় মিত্রকে নিজের বশে আনিতে চাহেন, তাহা হইলে বিজিগীষু (তাঁহার কর্শনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিবার পর) যখন দেখিবেন মিত্রটি কর্শিত হইয়াছেন (সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হয়েন নাই) তখন তাঁহাকে ত্রাণ করিবেন, কারণ, তদীয় উচ্ছেদপর্য্যন্ত উপেক্ষা করিলে মধ্যম রাজার বৃদ্ধির ভয় থাকিবে (তাহাতে বিজিগীষুর নিজেরও ভয় থাকিবে)।

অথবা, বিজিগীষু মধ্যমদ্বারা উচ্ছিন্ন মিত্রকে নিজ হইতে ভূমিদানদ্বারা অনুগৃহীত করিয়া তাঁহাকে নিজ হস্তে রাখিবেন, নচেৎ সেই মিত্রের অন্যত্র (অর্থাৎ শত্রুস্থানে) অপসরণের ভয় থাকিবে।

(বিজিগীষুর) কর্শনীয় ও উচ্ছেদনীয় নিজ মিত্রদিগের মিত্রেরা যদি মধ্যম রাজার সহায়তা করেন, তাহা হইলে বিজিগীষু (মধ্যমের সহিত) পুরুষান্তর-নামক সন্ধি করিবেন (অর্থাৎ নিজের সেনাপতি বা কুমারকে সন্ধিদৃঢ়তার জন্য আধিরূপে রাখিয়া সন্ধি করিবেন)।

যদি (বিজিগীষুর) কর্শনীয় ও উচ্ছেদনীয় মিত্রদিগের মিত্রেরা বিজিগীষুর নিগ্রহকরণে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তিনি (বিজিগীষু) মধ্যমের সহিত সন্ধি করিবেন। (এই পর্য্যন্ত বিজিগীষুর নিজ মিত্রের আক্রমণকারী মধ্যমের প্রতি তাঁহার ব্যবহার নিরূপিত হইল।)

অথবা, মধ্যমরাজা যদি বিজিগীষুর অমিত্রকে নিজ বশে আনিবার জন্য আক্রমণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি (বিজিগীষু) সেই মধ্যমের সহিত সন্ধি করিবেন।

এইরূপ করা হইলে, বিজিগীষুর স্বার্থও (অর্থাৎ নিজ অমিত্রের নিগ্রহও) লব্ধ হইল এবং মধ্যমেরও প্রিয় আচরিত হইল।

যদি মধ্যম রাজা তাহার নিজের কোনও মিত্রভাবী মিত্রকে নিজের অধীন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি মধ্যমের সহিত পুরুষান্তর-নামক সন্ধি করিবেন (অর্থাৎ নিজের সেনাপতি বা কুমারকে মধ্যমের সাহায্যার্থ প্রেরণপূর্ব্বক সন্ধি করিবেন)। অথবা, মধ্যমের সেই মিত্রের উপর নিজের কোন অপেক্ষার বা তাহা হইতে কোন স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা

থাকিলে, তিনি (বিজিগীষু) মধ্যমকে এই বলিয়া বারণ করিলেন—"মিত্রকে উচ্ছিন্ন করা তোমার যোগ্য কার্য্য হইবে না"। অথবা, তিনি (বিজিগীষু) মধ্যমের সেই কার্য্যের উপেক্ষা করিবেন, কারণ তদীয় কার্য্যের জন্য তাঁহার (মধ্যমের) রাজমণ্ডল স্বপক্ষবধের জন্য মধ্যমের উপর কুপিত হইবেন।

যদি মধ্যম রাজা নিজের অমিত্রের উপর·বিক্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্ববশে আনিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি (বিজিগীষু) স্বয়ং অদৃশ্যমান থাকিয়া (অর্থাৎ গূঢ়ভাবে থাকিয়া) মধ্যমের সেই অমিত্রকে কোশ ও সেনাদ্বারা সাহায্য করিবেন।

যদি মধ্যম রাজা কোন উদাসীন রাজাকে স্ববশে আনিতে চাহেন, তাহা হইলে "উদাসীন হইতে মধ্যম রাজা ভেদ প্রাপ্ত হউন"—এইরূপ মনে করিয়া তিনি (বিজিগীষু), মধ্যম ও উদাসীন রাজার অপেক্ষায় যে রাজা রাজমণ্ডলের অধিকতর প্রিয় সেই রাজাকে আশ্রয় করিবেন (অর্থাৎ সেই রাজাকে সাহায্য করিবেন)।

(সম্প্রতি ক্রমপ্রাপ্ত উদাসীন রাজার প্রতি বিজিগীষুর ব্যবহার অভিহিত হইতেছে।) মধ্যমচরিত-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, উদাসীন-চরিতেও তাহা প্রযুজ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল। (বিশেষ কথা বলা হইতেছে—) যদি উদাসীন রাজা মধ্যমকে স্ববশে আনিবার জন্য ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি (বিজিগীষু) উভয়ের মধ্যে (অর্থাৎ মধ্যম ও উদাসীনের মধ্যে) যে পক্ষ অবলম্বন করিলে তিনি নিজ শত্রুকে বঞ্চিত করিতে ও নিজ মিত্রের উপকার করিতে পারিবেন, সেই পক্ষের সহিত মিলিত হইবেন, অথবা তিনি দণ্ড বা সেনাদ্বারা উপকারী মধ্যম বা উদাসীনের সহিত মিলিত হইবেন।

এই ভাবে বিজিগীষু নিজের শক্তি বাড়াইয়া অরিপ্রকৃতিকে কর্শিত বা ক্ষীণশক্তি করিবেন। এবং তিনি (বিজিগীষু) মিত্রপ্রকৃতিরও উপকার করিবেন।

(অরিশব্দদ্বারা বোধিত সামন্ত তিনপ্রকার হইতে পারে, যথা—অরিভাবী সামন্ত, মিত্রভাবী সামন্ত, ভৃত্যভাবী সামন্ত। তন্মধ্যে অরিভাবী সামন্তের কথা বলা হইতেছে—(বিজিগীষুর রাজ্যের অনন্তর রাজ্যের অধিকারী হওয়ায়) তাঁহার (সেই সামন্তের) সহিত অমিত্রভাব সমান থাকিলেও, অরিভাবী সামন্তের আট প্রকার বিশেষ হইতে পারে। (১) অনাত্মবান্ (অর্থাৎ যে সামন্ত অবশীকৃতেন্দ্রিয়), (২) নিত্যাপকারী (অর্থাৎ যে সামন্ত সর্ব্বদা অপকারকারী), (৩) শত্রু (অর্থাৎ যে সামন্ত অকারণে বিজিগীষুর প্রতি দ্বেষপোষণকারী), (৪) শত্রুসহিত (অর্থাৎ যে সামন্ত শত্রুর সহায়কারী,), (৫) পার্ষ্ণিগ্রাহ (অর্থাৎ যে সামন্ত পৃষ্ঠদেশ হইতে উপদ্রবের উৎপাদক), (৬) ব্যসনী (অর্থাৎ যে সামন্ত বিপদগ্রস্ত), (৭) যাতব্য (অর্থাৎ যে সামন্ত অভিযুক্ত বা আক্রান্ত হইবার যোগ্য) ও (৮) যে সামন্ত বিজিগীষুর ব্যসনসময়ে অভিযোক্তা বা আক্রমণকারী হইয়া অরিভাবী সামন্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত। মিত্রভাবী সামন্তের ভেদ বলা যাইতেছে—(১) বিজিগীষুর সহিত যে সামন্ত (ভূম্যাদি) একই অর্থের সাধনের জন্য (ভিন্ন ভিন্ন দিকে) যাত্রাকারী, (২) যে উদ্দেশ্যে (যথা, ভূমিপ্রাপ্তির জন্য) বিজিগীষু যানপ্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা হইতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে (যথা, হিরণ্যপ্রাপ্তির জন্য) যে সামন্ত অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েন, (৩) যে সামন্ত বিজিগীষুর সহিত

একত্র মিলিত হইয়া যুদ্ধযাত্রাকারী, (৪) যে সামন্ত বিজিগীষুর সহিত (ভিন্ন ভিন্ন দেশে অভিযানের জন্য) সন্ধি করিয়া প্রযাণকারী, (৫) যে সামন্ত (বিজিগীষুর) কোন স্বার্থ সাধনের জন্য যাত্রাকারী, (৬) যে সামন্ত বিজিগীষুর সহিত মিলিত হইয়া শূন্যনিবেশনাদিরূপ কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত, (৭) যে সামন্ত কোশ ও সেনা—এই উভয়ের কোন একটি দ্রব্যের ক্রয়কারী, বা বিক্রয়কারী, ও (৮) যে সামন্ত দ্বৈধীভাব গুণের অবলম্বনকারী। ইহারা সকলেই মিত্রভাবী সামন্ত বলিয়া অভিহিত।

এখন ভৃত্যভাবী সামন্তের ভেদ বলা হইতেছে—(১) যে সামন্ত বলবান্ রাজার প্রতিঘাতকারী, (২) যে সামন্ত বলবান্ রাজার অন্তর্দ্ধি (অর্থাৎ অরি ও বিজিগীষুর মধ্যবর্ত্তী হইয়া ভূম্যনন্তর রাজা) ও (৩) যে সামন্ত বলবান্ রাজার প্রতিবেশী এবং (৪) যে সামন্ত বলবান্ রাজার পার্ষ্ণিগ্রাহক, এবং (৫) যে সামন্ত স্বয়ং আশ্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়া দণ্ডোপনত-পর্য্যায়ভুক্ত হয়েন, ও (৬) যে সামন্ত অন্য রাজার প্রতাপ অনুভব করিয়া আশ্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়া দণ্ডোপনতপর্য্যায়ভুক্ত হয়েন। ইহারা ভৃত্যভাবী সামন্ত বলিয়া পরিচিত।

উক্ত তিনপ্রকার অমিত্রভূত সামন্তের ন্যায় ভূম্যেকান্তর মিত্র সামন্তগণও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ তাঁহারাও অরিভাবী, মিত্রভাবী ও ভৃত্যভাবী হইয়া—তিনপ্রকার ভেদযুক্ত হইতে পারেন ইহা বলা হইল।

এই ভূম্যেকান্তর মিত্রসমূহের মধ্যে যে মিত্র শত্রুর অভিযোগ উপস্থিত হইলে, বিজিগীষুর সহিত সমানভাবে স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর হয়েন, (বিজিগীষু) সেই মিত্রকে তেমন শক্তিদ্বারা উপচিত করিবেন—যাহাদ্বারা (সেই মিত্র) শত্রুকে অভিভূত করিতে পারিবেন ॥১॥

(আবার) যে মিত্র শত্রুকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধিলাভ করিলে বিজিগীষুর অবশীভূত হয়েন, তাঁহাকে (অরিভূত) সামন্তপ্রকৃতি ও (মিত্রভূত) একান্তরপ্রকৃতির সহিত বিরোধযুক্ত করাইবেন ॥২॥

অথবা, সেই অবশীভূত মিত্রের ভূমি তাঁহার কোন স্ববংশোৎপন্ন বান্ধব বা তাঁহার কোন অবরুদ্ধ (পুত্রাদি)-দ্বারা তিনি (বিজিগীষু) হরণ করাইবেন, কিংবা তদীয় অনুগ্রহের অপেক্ষা করিয়া সেই মিত্র যাহাতে স্ববশে থাকিতে পারেন তাঁহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিবেন ॥৩॥

অথবা, যে মিত্র অত্যন্ত কর্শিত (হীনশক্তি) হইয়া (বিজিগীষুর) উপকার করেন না, কিংবা তাঁহার শত্রুর সহিত মিলিত হয়েন, অর্থবিৎ (অর্থশাস্ত্রজ্ঞ বিজিগীষু) তাঁহাকে হানিরহিত ও বৃদ্ধিরহিত অবস্থায় রাখিবেন ॥৪॥

(আবার) যে চল বা চঞ্চলমিত্র স্বপ্রয়োজনের যোগবশতঃ (বিজিগীষুর সহিত) সন্ধি করেন, বিজিগীষু তাঁহার অপগমনের হেতু তেমন ভাবে (অর্থাৎ অর্থাদিদানদ্বারা) বিহত করিবেন, যাহাতে তিনি পুনরায় (সন্ধিভঙ্গ করিয়া) চলিয়া যাইবেন না ॥৫॥

অথবা, যে শঠ মিত্র (বিজিগীষুর) শত্রুর সহিত মিলিত থাকেন, (বিজিগীষু) তাঁহাকে সেই অরি হইতে ভিন্ন করাইবেন এবং ভেদপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে উচ্ছিন্ন করিবেন এবং তদনন্তর শত্রুরও উচ্ছেদ সাধন করিবেন ॥৬॥

যে মিত্র (অরি ও বিজিগীষু—উভয়ের পক্ষে) উদাসীন থাকেন, তাঁহাকে (বিজিগীষু) সামন্তগণের সহিত বিরোধিত করিবেন, তৎপর তিনি বিগ্রহে সন্তাপযুক্ত হইলে পর, তাঁহাকে তিনি (বিজিগীষু) নিজের উপকারে নিবেশিত করিবেন, অর্থাৎ যাহাতে সেই মিত্র বিজিগীষু-কর্তৃক বিহিত উপকার-লাভে উৎসুক হইতে পারেন ॥৭॥

যে দুর্ব্বল মিত্র (নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্য) অরি ও বিজিগীষু উভয়কেই আশ্রয় করেন, (বিজিগীষু) তাঁহাকে সেনাদ্বারা অনুগৃহীত করিবেন—যাহাতে সেই মিত্র পরাঙ্মুখ না হয়েন (অর্থাৎ শত্রুর সহিত মিলিত না হয়েন) ॥৮॥

অথবা, (বিজিগীষু) এমন মিত্রকে তাঁহার নিজ ভূমি হইতে সরাইয়া নিয়া অন্য ভূমিতে সন্নিবেশিত করিবেন—কিন্তু, সেই স্থানে তাঁহাকে সরাইয়া নেওয়ার পূর্ব্বেই সেখানে সেনা-সাহায্য-দানের জন্য সেইরূপ সমর্থ এক ব্যক্তিকে স্থাপিত করিবেন ॥৯॥

অথবা, যে মিত্র বিজিগীষুর উপকার করেন না, কিংবা সমর্থ হইয়াও তাঁহার বিপত্তিতে অপকার করেন, বিজিগীষু তাঁহাকে পূর্ব্বেই নিজের প্রতি বিশ্বাসযুক্ত করিয়া তাঁহাকে নিজ অঙ্কে উপস্থিত পাইলে উচ্ছিন্ন করিবেন ॥১০॥

(বিজিগীষুর) যে অরি (বিজিগীষুর) মিত্রের বিপদ দেখিয়া প্রতিবন্ধরহিত হইয়া নিজের উন্নতি সাধন করেন, সেই মিত্রদ্বারা, (বিজিগীষু) তাঁহার (মিত্রের) ব্যসন প্রশমিত বা অপ্রকাশিত হইলে, সেই মিত্রদ্বারা সেই অরিকে সাধিত বা অনুকূলিত করিবেন ॥১১॥

(বিজিগীষুর) যে মিত্র অমিত্রের ব্যসনপ্রাপ্তিতে নিজের উন্নতিসাধনপূর্ব্বক বিজিগীষুর প্রতি বিরাগযুক্ত হয়েন, (বিজিগীষু) সেই মিত্রকে তদীয় অমিত্রের ব্যসন দূরীভূত হইলে, সেই অমিত্রদ্বারাই সাধিত বা অনুকূলিত করিবেন ॥১২॥

যে বিজিগীষু অর্থশাস্ত্রবিৎ, তিনি বৃদ্ধি, ক্ষয় ও স্থান, কর্শন ও উচ্ছেদন, এবং সামদানাদি সব উপায় বিচারপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবেন ॥১৩॥

এইভাবে যে রাজা পরস্পরসংশ্লিষ্ট ষাড়্গুণ্যের (অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহাদি ছয়টি গুণের) বিচারপূর্ব্বক প্রয়োগ করেন, তিনি বুদ্ধিশৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ অন্যান্য রাজগণের সহিত যথেচ্ছভাবে ক্রীড়া করেন ॥১৪॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ষাড়্গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণে মধ্যম, উদাসীন ও মণ্ডলস্থ অন্য রাজার প্রতি বিজিগীষুর ব্যবহার-নামক অষ্টাদশ অধ্যায় (আদি হইতে ১১৩ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ষাড়্গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত।

ব্যসনাধিকারিক—অষ্টম অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১২৭ম প্রকরণ—প্রকৃতিব্যসনবর্গ

বিজিগীষু ও শত্রুর (উভয়ের) যুগপৎ ব্যসন উপস্থিত হইলে, শত্রুর প্রতি অভিযান বা আক্রমণই সুকর হইবে, অথবা নিজের আত্মরক্ষাই সুকর হইবে—এই বিচার জন্য ব্যসনসমূহের (বিপত্তিসমূহের) চিন্তা বা নিরূপণ অর্থাৎ ব্যসনসমূহের গুরুত্ব-লঘুত্ব চিন্তা প্রয়োজনীয়।

দৈব (পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মজনিত) ও মানুষ (পুরুষের বুদ্ধিজনিত)-এই উভয়প্রকার প্রকৃতিব্যসন (অর্থাৎ স্বাম্যমাত্যাদি সপ্তাঙ্গের ব্যসন) অনয় (বা অশুভবিধি) ও অপনয় (সন্ধ্যাদির অযথাভাবে অনুষ্ঠান)-দ্বারা সম্ভাবিত হয়।

আরও পাঁচপ্রকারে ব্যসন উত্থাপিত হইতে পারে। (১) (আভিজাত্যাদি) গুণ-সমূহের অথবা সন্ধ্যাদিগুণসমূহের প্রতিকূলতা (অসম্যক্ অনুষ্ঠানাদি), (২) তত্তদ্গুণসমূহের অভাব (অননুষ্ঠান), (৩) কোপাদি প্রকৃষ্ট দোষ, (৪) স্ত্রীপ্রভৃতি-বিষয়ে অত্যাসক্তি ও (৫) পরচক্রদ্বারা পীড়ন—এগুলিকেও ব্যসন বলা যায়। ব্যসন শব্দের অর্থ এই প্রকার—যাহা শ্রেয়োমার্গ বা কল্যাণের পথ হইতে পুরুষকে ব্যস্ত বা ভ্রষ্ট করে তাহার সংজ্ঞাই 'ব্যসন'-শব্দ।

তদীয় **আচার্য্যের** মতে—স্বামী (রাজা), অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড (বল) ও মিত্র—এই **সপ্ত প্রকৃতির** ব্যসনমধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি (পর-পরটির অপেক্ষায়) অধিকতর গুরু বা কষ্টবিধায়ক। (উক্ত ক্রমটি কৌটিল্যেরও ইষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়—এই মতে মিত্রব্যসন হইতে দণ্ডব্যসন, দণ্ডব্যসন হইতে কোশব্যসন, কোশব্যসন হইতে দুর্গব্যসন, দুর্গব্যসন হইতে জনপদব্যসন, জনপদব্যসন হইতে অমাত্যব্যসন ও অমাত্যব্যসন হইতে স্বামিব্যসন গুরুতর)।

(১) কিন্তু, আচার্য্য **ভারদ্বাজ** (দ্রোণ) এই মত যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) স্বামিব্যসন ও অমাত্যব্যসন যুগপৎ উত্থিত হইলে, অমাত্যব্যসনই অধিকতর ভীতিপ্রদ। কারণ, মন্ত্রণা (কার্য্যাকার্য্যবিচার), মন্ত্রণার ফলনির্দ্ধারণ, নিশ্চিত কার্য্যের অনুষ্ঠান, (হিরণ্যাদির) আয় ও তদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা, দণ্ড-প্রণয়ন বা সেনার উত্থাপন ও যথাস্থানে স্থাপন, অমিত্র (শত্রু) ও আটবিক প্রধানদিগের অত্যাচার-নিবারণ, নিজ রাজার রাজ্যরক্ষা, সর্ব্বপ্রকার ব্যসনের প্রতীকার; কুমারগণের হস্ত হইতে রাজার রক্ষণ, ও কুমারদিগকে (যৌবরাজ্যাদিতে) অভিষেক—এই সমস্ত কার্য্য আমাত্যগণের আয়ত্ত। অমাত্যগণের অভাবে তত্তৎকার্য্যেরও অভাব ঘটিবে। তখন ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় রাজারও কার্য্যপ্রবৃত্তির লোপ ঘটিবে। (অমাত্যগণের) ব্যসন উপস্থিত হইলে শত্রুর উপজাপকার্য্যও সন্নিহিত হইবে। (অমাত্যগণের) বৈগুণ্যে বা ব্যসনজনিত বিপরীত

আচরণে রাজার নিজপ্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে,· কারণ, অমাত্যগণ রাজার প্রাণের নিকটচারী থাকেন।

কিন্তু, কৌটিল্য এইমত পোষণ করেন না (অর্থাৎ তাঁহার মতে অমাত্যব্যসন হইতে রাজব্যসনেরই গুরুত্ব অধিক)। মন্ত্রী, পুরোহিত-প্রভৃতি (রাজপাদোপজীবী) ভৃত্যবর্গ, নানাপ্রকার অধ্যক্ষগণের ব্যবস্থাপন, পুরুষপ্রকৃতির অর্থাৎ রাজা ও মিত্রাদি রাজপ্রকৃতির এবং দ্রব্যপ্রকৃতির অর্থাৎ কোশাদি-প্রকৃতির ব্যসনসময়ে ব্যসনপ্রতীকার ও এই দুই প্রকৃতির উন্নতিবিধান—এই সমস্ত কাজ রাজাই করিয়া থাকেন। অমাত্যগণ ব্যসনাসক্ত হইলে (তৎস্থানে) তিনিই অন্য অব্যসনী অমাত্য নিযুক্ত করিতে পারেন। পূজ্য-জনের প্রতি সৎকার ও দুষ্টজনের প্রতি নিগ্রহবিধানে তিনি সতত তৎপর থাকেন। আবার স্বামী (রাজা) যদি স্বয়ং রাজগুণসম্পন্ন থাকেন, তাহা হইলে নিজগুণসম্পদ্দ্বারা তিনি অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গকেও গুণসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন। স্বামী স্বয়ং যে-যে শীলবিশিষ্ট হয়েন, অমাত্যাদি প্রকৃতিগুলিও তৎতৎ-শীলবিশিষ্ট হইয়া থাকেন—তাহাদের (প্রকৃতিগুলির) উত্থান বা উদ্যোগ (পালি, অপ্রমাদ) ও প্রমাদবিষয়ে তাহারা রাজায়ত্ত। যে-হেতু স্বামী তাহাদের কূট বা মূল (অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ)-স্থানীয়।

(২) আবার আচার্য্য বিশালাক্ষও অমাত্যব্যসন ও জনপদব্যসনের মধ্যে জনপদ-ব্যসনই অধিকতর ক্ষতিজনক বলিয়া মনে করেন। কারণ, (তাঁহার মতে) কোশ, দণ্ড (সেনা), কুপ্য (তাম্রলোহবস্ত্রাদিদ্রব্য), বিষ্টি (কর্ম্মকরবর্গ), বাহন (হস্ত্যশ্বাদি), এবং নিচয়সমূহ (ধান্যতৈলাদিদ্রব্য)—এই সমস্ত জনপদ হইতেই উত্থিত হয় (প্রাপ্ত হওয়া যায়)। জনপদের অভাব বা বিপত্তি ঘটিলে তৎসমুদয়েরই অভাব ঘটে। সুতরাং ব্যসন-সম্বন্ধে জনপদের স্থান স্বামী ও অমাত্যের মধ্যবর্ত্তী হওয়া উচিত অর্থাৎ রাজার ব্যসনের গুরুত্বের পরই দ্বিতীয় গুরুত্বের স্থান হইবে জনপদব্যসনের।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) জনপদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য অমাত্যের উপর নির্ভর করে—যথা, জনপদের (কৃষিসেতুপ্রভৃতি) সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সুনিষ্পত্তি, স্বরাজ্য ও শত্রুরাজ্য প্রভৃতি হইতে যোগক্ষেম-সাধন, ব্যসনের প্রতীকার, শূন্যস্থানে গ্রামাদিনিবেশন ও ইহাদের সমৃদ্ধিবর্দ্ধন, এবং অর্থদণ্ড (বা জরিমানা) ও রাজকীয় করাদির সংগ্রহদ্বারা উপকারবিধান (অর্থাৎ জনপদ-সম্বন্ধে এই সমস্ত সৎকাজ অমাত্যবর্গ হইতেই সম্ভাবিত হয়। (সুতরাং কৌটিল্যের মতে অমাত্যব্যসনই জনপদব্যসনের অপেক্ষায় অধিকতর ভয়াবহ।)

(৩) আবার পারাশরগণের অর্থাৎ পরাশরের মতানুবর্ত্তী আচার্য্যগণের মতে জনপদব্যসন ও দুর্গব্যসনের মধ্যে দুর্গব্যসন অধিকতর কষ্টপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, (তাঁহাদের মতে) দুর্গে (বা পাঠান্তরে দুর্গ হইতে) কোশ ও দণ্ডের উৎপত্তি হয় এবং (শত্রু হইতে) কোনও প্রকার আপদ উপস্থিত হইলে দুর্গই জনপদ-বাসীদিগের আশ্রয়স্থান হয়। আবার জনপদবাসীদের অপেক্ষায় পুরবাসিগণই অধিকতর শক্তিমান্ এবং নিত্য বা স্থায়ী এবং আপদের সময় তাহারাই রাজার সহায় হয়। জনপদ-

নিবাসীরা একপ্রকার শত্রুর মতই গণ্য অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণে তাহারা শীঘ্রই তদনুগামী হইয়া পড়ে।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত পোষণ করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) দুর্গ, কোশ, দণ্ড, সেতু (পুষ্পফলবাটাদি ২।৬ দ্রষ্টব্য) ও বার্ত্তা (কৃষি, বাণিজ্য ও পাশুপাল্য)—এই সমস্ত কার্য্য জনপদের উপরই নির্ভর করে এবং জনপদবাসীদিগের মধ্যেই পরাক্রম, স্থিরতা, কার্য্যদক্ষতা (শীঘ্রকারিত্ব) ও সংখ্যাবাহুল্য অধিক দৃষ্ট হয়। জনপদের ব্যসন বা নাশ উপস্থিত হইলে, পর্ব্বতদুর্গে বা জলদুর্গে বাস করা সম্ভবপর হয় না। তবে এই বিশেষ যে, কেবল কর্ষকবহুল জনপদসম্বন্ধে দুর্গব্যসন ঘটিলে, তাহাই অধিকতর ভয়াবহ (কারণ, কেবল নিকটবর্ত্তী দুর্গরক্ষা তখন কঠিন), আবার আয়ুধধারী পুরুষ-বহুল জনপদসম্বন্ধে জনপদব্যসনই অধিকতর হানিজনক হয় (কারণ, তখন দুর্গরক্ষা সরল হয়)।

(৪) আচার্য্য **পিশুন** বা নারদের মতে দুর্গব্যসন ও কোশব্যসন মধ্যে কোশব্যসন অধিকতর গুরু বলিয়া গৃহীত। কারণ, (তাঁহার মতে) দুর্গের সংস্কার ও রক্ষণ এই উভয়ই কোশ-সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। কোশের সাহায্যে দুর্গস্থিত জনদিগের মধ্যে উপজাপ বা ভেদ আনা সম্ভবপর হয়। আবার কোশের সাহায্যে, জনপদ, মিত্র ও শত্রুর নিগ্রহ বিধান করা যায়। দূর দেশান্তরে অবস্থিত রাজা বা জনসমূহকে (সাহায্যার্থ) উৎসাহিত করা যায় এবং সেনাবলের ব্যবস্থাও সুবিধাজনক হয়। তবে একটি বিশেষ এই যে, ব্যসন উপস্থিত হইলে (পলাইবার সময়ে) কোশ সঙ্গে লইয়া পলায়ন সম্ভবপর হয়, কিন্তু দুর্গ সঙ্গে লইয়া যাওয়া যায় না।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত পোষণ করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) কোশ, দণ্ড (সেনা), (তীক্ষ্ণাদি-প্রয়োগে) গোপনে যুদ্ধ, স্বপক্ষীয় (রাজদ্রোহী জনদিগের) নিগ্রহ, দণ্ডবলের উপযোগ বা ব্যবস্থা, আসার-নামক সুহৃৎ রাজার সেনা-সাহায্য-স্বীকার, পরচক্র ও আটবিকদিগের নিবারণ—এই সব কার্য্য দুর্গের উপরই অর্পিত বা ন্যস্ত থাকে। কিঞ্চ দুর্গের রক্ষাভাবে কোশ পরহস্তগত হইতে পারে। আবার দেখাও যায় যে (কোশ না থাকিলেও) দৃঢ় দুর্গে অবস্থিত লোকের উচ্ছেদ সম্ভবপর নহে। (সুতরাং কোশব্যসনের অপেক্ষায় দুর্গব্যসনই অধিকতর কষ্টবিধায়ক।)

(৫) আচার্য্য **কৌণপদন্ত** বা ভীষ্মের মতে, কোশব্যসন ও দণ্ডব্যসনের মধ্যে দণ্ডব্যসনই অধিকতর অনর্থোৎপাদক হয়। কারণ, (তাঁহার মতে) মিত্র ও অমিত্রের নিগ্রহ, অন্যের সেনাকে (নিজ উপকারে আনিবার জন্য) প্রোৎসাহন, এবং স্বদণ্ডের (শত্রুবলনাশার্থ) স্বীকার—এই সব ক্রিয়ার মূলেই থাকে দণ্ড বা সেনা। দণ্ডের অভাবে কোশের বিনাশও নিশ্চিত। (কিন্তু,) কোশের অভাবে কুপ্য (তাম্রলৌহ-বস্ত্রাদি দ্রব্য), ভূমিদান, ও শত্রুর ভূমিতে যে যাহা স্বয়ং বলপূর্ব্বক পাইবে সেই দ্রব্যগ্রহণদ্বারাও দণ্ড-সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দণ্ড প্রাপ্ত হইলেই আবার কোশ সংগৃহীত হইতে পারে। কিঞ্চ, দণ্ড বা বল স্বামীর আসন্নবর্ত্তী থাকে, তাই ইহা অমাত্য-সমানধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অবধার্য্য হয়।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত পোষণ করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) দণ্ডের স্থিতি কোশের উপর নির্ভর করে। কোশের অভাবে দণ্ড পরহস্তগত হয়। এমন কি (কোশের অপ্রাপ্তিতে) দণ্ড বা বল স্বামীকেও হত্যা করে। দণ্ড (?) সর্ব্বপ্রকার (সামন্তাদির সহিত বিজিগীষুর) বিরোধ উৎপাদিত করিতে পারে। ['সর্ব্বাভিযোগকরঃ' পদটি যদি পরবর্ত্তী 'কোশঃ' পদের বিশেষণরূপে ধৃত হয় তাহা হইলে ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে, যথা] কোশ সর্ব্বপ্রকার অভিযোগের নির্ব্বাহক হইয়া ('সর্ব্বাভিযোগতারকঃ' পাঠ থাকিলে— সর্ব্বপ্রকার শত্রুর অভিযোগ হইতে রক্ষা বিধান করিয়া) থাকে বলিয়া, ধর্ম্ম ও কামও কোশ বা অর্থদ্বারাই সম্পাদিত হয়। কিন্তু, দেশবশে, কালবশে ও কার্য্যবশে কোশ ও দণ্ডের মধ্যে যে কোন একটিও প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কারণ, দণ্ড লব্ধ কোশের রক্ষক হয়। আবার, কোশ কোশের ও দণ্ডেরও রক্ষক হইয়া থাকে। কোশ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য-প্রকৃতির কার্য্যনির্ব্বাহক বলিয়া ইহার (কোশের) ব্যসন বা বিপত্তিই অধিকতর কষ্টকর হয়।

(৬) আচার্য্য বাতব্যাধি বা উদ্ধবের মতে, দণ্ডব্যসন ও মিত্রব্যসনের মধ্যে মিত্রব্যসনই অধিকতর ভয়াবহ হয়। কারণ, (তাঁহার মতে) মিত্র বেতনদ্বারা ভৃত না হইয়া এবং (বিজিগীষুর) সন্নিকটে না থাকিয়াও (তাঁহার) কার্য্য করিয়া থাকেন (অর্থাৎ দণ্ড বা সেনা বেতনভৃত হইয়া এবং রাজার সন্নিহিত থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে)। মিত্র পার্ষ্ণিগ্রাহ শত্রুর, পার্ষ্ণিগ্রাহের আসার (মিত্র) -রূপী স্বশত্রুর, এবং অমিত্রের ও আটবিক-প্রধানের প্রতীকার করিয়া থাকেন। আবার তিনি (মিত্র) কোশ, সেনা ও ভূমি প্রদান করিয়া (বিজিগীষুর) ব্যসনের অবস্থায় তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিয়া তাঁহার (বিজিগীষুর) উপকার সাধন করেন।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) যে রাজার দণ্ড বা সেনা থাকে, তাঁহার মিত্র মিত্রভাবাপন্নই থাকে, এমন কি তাঁহার অমিত্রও মিত্রভাবাপন্ন হইয়া যায়। বল-সম্বন্ধে দণ্ড ও মিত্রের অবস্থা সমান দাঁড়াইলে, নিজের যুদ্ধ, দেশ, কাল ও লাভ অনুসারে একতরের বিশেষ পরিজ্ঞাতব্য। কিন্তু, শত্রুর বিরুদ্ধে শীঘ্র অভিযানের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এবং অমিত্র, আটবিক বা আভ্যন্তর প্রকৃতির কোপবিকার দেখা দিলে, মিত্র (দূরস্থিত বলিয়া) উপকারে আসিতে পারেন না। (বিজিগীষু ও তাঁহার শত্রুর মধ্যে) যুগপৎ ব্যসন উপস্থিত হইলে, অথবা শত্রুর বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে, মিত্র তখন নিজের অর্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত থাকেন (অর্থাৎ শত্রুর হস্ত হইতে নিজের অর্থলাভের আশা পোষণ করিতে থাকে)। (সুতরাং মিত্রব্যসনের) অপেক্ষায় দণ্ডব্যসনই অধিকতর কষ্টের কারণ বলিয়া গৃহীত হওয়ার যোগ্য।) এই পর্য্যন্ত প্রকৃতিসমূহের ব্যসনের (গুরুলঘুত্ব-) নির্ণয় উক্ত হইল।

সপ্ত প্রকৃতিরই অবয়ব বিদ্যমান আছে (যথা, রাজপ্রকৃতির যুবরাজাদি, অমাত্য-প্রকৃতির মন্ত্রিপরিষদাদি, জনপদ-প্রকৃতির কৃষকাদি, দুর্গপ্রকৃতির ধান্বন-প্রভৃতি, কোশ-প্রকৃতির রত্নাদি, দণ্ডপ্রকৃতির মৌলভৃতাদি ও মিত্রপ্রকৃতির সহজাদি)। কিন্তু, (বিজিগীষু ও

শত্রুর) এই সমস্ত প্রকৃতির অবয়বসমূহের ব্যসন-বৈশিষ্ট্য (ইতরাপেক্ষায় গুরুত্ব বা লঘুত্ব) উপস্থিত হইলে, যে প্রকৃতির উপর ব্যসন আপতিত হয়, তাহার সংখ্যাবল, রাজপ্রীতি বা অন্যান্য গুণযোগ, (যানাদি) কার্য্যের সিদ্ধিবিধায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে ॥১॥

যদি বিজিগীষু ও তাঁহার শত্রুর উভয়ের ব্যসন তুল্য হয় অর্থাৎ একই প্রকৃতির (জনপদাদির) উপর ব্যসন উপস্থিত হয়, তখন একের গুণ (বহুভাবাদি) ও অপরের ক্ষয় (গুণরাহিত্য) অবলম্বন করিয়া, (যানাদি) বিশেষ কার্য্য সম্প্রধার্য্য হইবে। কিন্তু, যদি (ব্যসনযুক্ত প্রকৃতি-ভিন্ন) অন্যান্য অবশিষ্ট প্রকৃতির শক্তিশালিত্ব বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বাভিহিত বিশেষ (যানাদি) কার্য্য বিধেয় হইবে না ॥২॥

কিন্তু, একটি প্রকৃতির ব্যসন উপস্থিত হইলে যদি অবশিষ্ট প্রকৃতিসমূহের নাশ ঘটে, তাহা হইলে, কোন প্রধান প্রকৃতিরই হউক, বা কোন অপ্রধান প্রকৃতিরই হউক, সেই ব্যসন অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে ॥৩॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ব্যসনাধিকারিক-নামক অষ্টম অধিকরণে
প্রকৃতিব্যসন-নামক প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে
১১৭ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১২৮ম প্রকরণ—রাজা (বিজিগীষু ও মিত্রাদি রাজা) ও রাজ্য (অমাত্যাদি প্রকৃতিপঞ্চক)—এই দুই বর্গের ব্যসনের গুরু-লঘুতা-বিচার

পূর্ব্বোক্ত সপ্ত প্রকৃতিবর্গকে সংক্ষেপে বলিতে গেলে দুইটি বর্গে বিভক্ত করা যায়, যথা, (১) রাজা ও (২) রাজ্য।

রাজার প্রতি (রাজ্যের) দুই প্রকার কোপ সম্ভাবিত হয়, যথা (অমাত্যাদি-জনিত) **অভ্যন্তর কোপ** ও (অরিজনিত) **বাহ্য কোপ**। বাহ্য কোপ অপেক্ষায় অভ্যন্তর কোপ অধিকতর ভয়াবহ, কারণ, অভ্যন্তর কোপ ঘরের মধ্যস্থিত সর্পের মত সর্ব্বদা ভয় উৎপাদন করে। অভ্যন্তর কোপ দুইপ্রকার হইতে পারে—অন্তরামাত্য কোপ (অর্থাৎ রাজার আসন্নবর্ত্তী প্রধান) অমাত্য হইতে উত্থিত কোপ ও অন্যামাত্য-কোপ—তন্মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষায় অধিকতর ভয়াবহ। এই জন্য, রাজা (কোপ-প্রশমনের সাধন বলিয়া) কোশশক্তি ও দণ্ড বা বলশক্তি স্বায়ত্ত রাখিবেন।

তদীয় **আচার্য্যের** মতে **বৈরাজ্য** অপেক্ষায় **দ্বৈরাজ্য** অধিকতর কষ্টদায়ক, কারণ, দ্বৈরাজ্য (অর্থাৎ দ্বিস্বামিক রাজ্য) উভয় রাজার মধ্যে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ও অনুরাগ উৎপাদন করিয়া এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বা স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া নিজে বিনষ্ট হয়। কিন্তু,

বৈরাজ্য (অর্থাৎ বিগত-পূর্ব্বস্বামিক রাজ্য, যাহা অন্য রাজার বিজিত রাজ্য) প্রকৃতি বা প্রজাবর্গের চিত্তরঞ্জনের অপেক্ষা রাখে এবং ইহা স্বপরিস্থিতিতে থাকে বলিয়া অপরের অর্থাৎ প্রজাদিগের ভোগের বস্তু হয়।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত সমর্থন করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) পিতা ও পুত্রের মধ্যে, অথবা দুই ভ্রাতার মধ্যে বিরোধবশতঃ দ্বৈরাজ্য উৎপন্ন হয়, এবং ইহা সমান যোগ-ক্ষেম-বিশিষ্ট থাকে বলিয়া অমাত্যগণের অবগ্রহ বা অধীনতা সম্ভাবিত থাকে। কিন্তু, বৈরাজ্য (বিজয়ী রাজা) জীবমান শত্রু হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া 'ইহা ত আমার নিজস্ব নহে' এইরূপ মনে করিয়া, (দণ্ড-করাদি দ্বারা প্রজাদিগকে) কষ্ট প্রদান করেন, অথবা অন্য স্থানে (রাজ্য) সরাইয়া নেন, অথবা (অন্য রাজার নিকট হইতে মূল্য লইয়া রাজ্য) বিক্রয় করেন, অথবা ইহাতে প্রজাবর্গকে বিরক্ত জানিলে ইহা পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে বৈরাজ্যই দ্বৈরাজ্য অপেক্ষায় অধিকতর কষ্টদায়ক)।

অন্ধ (অনধীতশাস্ত্র) ও চলিত-শাস্ত্র (অর্থাৎ অধীতশাস্ত্র হইলেও তদনুরূপ আচরণ-বিরহিত) রাজ্যের মধ্যে কে অধিকতর শ্রেয়োবিশিষ্ট ? এই বিষয়ে তদীয় আচার্য্যের এই মত যে, যে রাজা অন্ধ অর্থাৎ যাঁহার শাস্ত্ররূপ চক্ষুঃ নাই, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, (দুষ্কর্ম্মাদিতে) তাঁহার অভিনিবেশ দৃঢ়, অথবা তিনি পরের বুদ্ধিতে চলেন—এই ভাবে তিনি অন্যায় করিয়া রাজ্য নষ্ট করেন। কিন্তু, যে রাজা চলিতশাস্ত্র বলিয়া শাস্ত্র জানিয়াও তদনুসারে আচরণ করেন না, তিনি যে বিষয়ে শাস্ত্রের আদেশ হইতে চলিতমতি হয়েন, তাহা হইতে তাঁহাকে সান্ত্বপূর্ব্বক নিবারণ করা সম্ভবপর হয়।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত পোষণ করেন না। (তাঁহার মতে), অন্ধ বা শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন রাজাকে অমাত্যাদি সহায়-সম্পত্তিদ্বারা যেই-সেই (হিতকর) বিষয়ে চালিত করা যাইতে পারে। কিন্তু, 'চলিতশাস্ত্র' রাজা (শাস্ত্র জানিয়াও) শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধাচরণে বুদ্ধি অভিনিবিষ্ট রাখিয়া অন্যায়পূর্ব্বক রাজ্যকে ও নিজকে নষ্ট করেন (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে চলিতশাস্ত্র রাজা অধিকতর হানিবিধায়ক হয়েন)।

ব্যাধিগ্রস্ত ও নব রাজার মধ্যে, কোনটি অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক—এই বিষয়ে তদীয় আচার্য্যের মতে, ব্যাধিত রাজা (নিরঙ্কুশ) অমাত্যাদি দ্বারা উৎপন্ন রাজ্যনাশ প্রাপ্ত হয়েন অথবা অমাত্যাদি প্রকৃতিদ্বারা বিহিত নিজের প্রাণনাশ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু, নূতন রাজা রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ, পরিহার বা করমোক্ষণ, (ভূমিপ্রভৃতির) দান, সৎকার-প্রদর্শন বা অন্যান্য (পূর্ত্তাদি) কর্ম্মদ্বারা প্রকৃতিরঞ্জনবিধায়ক উপকার সাধন করিয়া চলেন।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত অনুমোদন করেন না। (তাঁহার মতে) ব্যাধিত রাজা পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত রাজব্যাপার মানিয়া চলেন। কিন্তু, নূতন রাজা 'এই রাজ্য আমার নিজবলে উপার্জ্জিত' এই মনে করিয়া কাহারও অবগ্রহ বা নিবারণ না মানিয়াই চলেন। অথবা, সামুত্থায়িক বা সমবায়াবদ্ধ রাজাদিগের (বা প্রধানদিগের) চালিত হইয়া তিনি রাজ্যের উপঘাত (বিনা প্রতীকারে) সহিয়া লয়েন। প্রকৃতি বা প্রজাদিগের প্রতি অজাতস্নেহ হইয়া তিনি

সহজেই অপরের উচ্ছেদের যোগ্য হয়েন। ব্যাধিতের মধ্যেও বিশেষ বা বিভিন্নতা আছে, কারণ, একপ্রকার ব্যাধিত পাপরোগী (কুষ্ঠাদিপীড়িত) এবং অন্যপ্রকার ব্যাধিত অপাপ-রোগী (অর্থাৎ সাধারণরোগগ্রস্ত) (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে ব্যাধিত রাজা অপেক্ষায় নব রাজা অধিকতর হানি উৎপাদন করিতে সমর্থ)।

নব রাজার দুই প্রকার ভেদ হইতে পারে—অভিজাত বা উচ্চকুলসম্ভূত ও অনভিজাত বা নীচকুলসম্ভূত। তন্মধ্যে দুর্ব্বল অভিজাত রাজা, অথবা বলবান্ অনভিজাত রাজা অধিকতর হানিবিধায়ক—এইরূপ প্রশ্ন হইলে, তদুত্তরে তদীয় আচার্য্য বলিয়া থাকেন যে, দুর্ব্বল অভিজাত রাজাপেক্ষায় বলবান্ অনভিজাত রাজা গরীয়ান্ হয়েন। কারণ, অভিজাত রাজা দুর্ব্বল হওয়ায় অমাত্যাদি প্রকৃতিজন অথবা প্রজাজন তাঁহার দুর্ব্বলতার বিষয় স্মরণ রাখিয়া অতিকষ্টে তদীয় উপজাপ বা ভেদের বশবর্ত্তী হয়েন। কিন্তু, অনভিজাত রাজা বলবান্ হওয়ায়, তাঁহারা তাঁহার বলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সহজেই তদীয় উপজাপের বশবর্ত্তী হয়েন।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত স্বীকার করেন না। (তাঁহার মতে) দুর্ব্বল রাজা অভিজাত বা উচ্চকুলসম্ভূত হইলে, প্রকৃতিরা স্বয়ং তৎসমীপে উপনত হয় অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, কারণ, ঐশ্বর্য্যের স্বভাবই হইল আভিজাত্যের অনুবর্ত্তন করা অর্থাৎ উচ্চকুলসম্ভূত রাজা স্বভাবতঃ ঐশ্বর্য্যশালী হয়েন। কিন্তু, বলবান্ রাজা অনভিজাত বা নীচকুলসম্ভূত হইলে, প্রকৃতিরা তাঁহার উপজাপ বা ভেদ বিসংবাদিত করিয়া তোলেন, অর্থাৎ তাঁহারা কোন সময়ে তদীয় উপজাপের বশবর্ত্তী হইলেও, অবসর পাইলেই তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইতে পারেন। যে-হেতু সর্ব্বপ্রকার গুণাধারত্বই অনুরাগবিষয়ে কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

উৎপন্ন শস্যের নাশ হস্তস্থিত অনুপ্ত বীজনাশের অপেক্ষায় অধিকতর হানিকর, কারণ, ইহাতে (শস্যোৎপাদনে স্বীকৃত) পরিশ্রমের নিষ্ফলতা ঘটে।

অতিবৃষ্টি অপেক্ষায় অবৃষ্টি অধিকতর হানিকর, কারণ, ইহাতে (জলাভাবে প্রজাজনের) আজীব বা জীবিকার উচ্ছেদ ঘটে।

এইভাবে প্রকৃতিব্যসনবর্গের দুই দুইটির বলাবল পারম্পর্য্যের ক্রমানুসারে যানবিষয়ে (অর্থাৎ শত্রুর অপেক্ষায় বিজিগীষুর স্বব্যসনের লঘুত্ব হইলে, শত্রুর প্রতি আক্রমণবিষয়ে) অথবা স্থানবিষয়ে (অর্থাৎ শত্রুর অপেক্ষায় তাহার স্বব্যসনের গুরুত্ব হইলে, স্বস্থানেই অবস্থান বিষয়ে) হেতু বলিয়া উক্ত হয় ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ব্যসনাধিকারিক-নামক অষ্টম অধিকরণে রাজা ও রাজ্যের ব্যসননিরূপণ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১১৮ অধ্যায়) সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

১২৯ম প্রকরণ—**পুরুষ-ব্যসন বা সাধারণ লোকের ব্যসনদোষসমূহের নিরূপণ**

• (আন্বীক্ষিকীপ্রভৃতি·) বিদ্যালাভজনিত বিনয়ের অভাবই পুরুষের ব্যসনের হেতু হয়। কারণ, (বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া) অবিনীত লোক ব্যসনোৎপন্ন দোষসমূহের জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

ব্যসনজনিত দোষসমূহের নিরূপণ করা হইতেছে। কোপ হইতে উৎপন্ন দোষ তিন প্রকার (অর্থাৎ বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থদূষণ এই তিন ব্যসন 'ত্রিবর্গ' বলিয়া পরিচিত)। এবং কাম হইতে উৎপন্ন দোষ চারি প্রকার (অর্থাৎ মৃগয়া, দ্যূত, স্ত্রী ও পান—এই চারি ব্যসন 'চতুর্বর্গ' বলিয়া অভিহিত)।

কোপ ও কাম—এই উভয়ের মধ্যে কোপই গুরুতর বা বলবত্তর। কারণ, কোপ সর্ব্ববিষয়সম্বন্ধে উৎপন্ন হইতে পারে অর্থাৎ ইহা সার্ব্বত্রিক দোষ। আবার ইহাও শ্রুত হয় যে, রাজারা কোপবশবর্ত্তী হইয়া প্রায়ই অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গের কোপে মারা গিয়া থাকেন। কিন্তু, তাঁহারাই আবার কামবশবর্ত্তী হইলে শারীরিক ক্ষয় ও কোশদণ্ডের হানিবশতঃ কেবল শত্রু ও ব্যাধিদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকেন। (সুতরাং কাম অপেক্ষায় কোপই বলবত্তর দোষ বলিয়া অভিহিত হওয়ার যোগ্য।)

কিন্তু, আচার্য্য **ভারদ্বাজ** (দ্রোণাচার্য্য) এই মত সমর্থন করেন না (অর্থাৎ কোপ ও কাম দোষ নহে)। (তাঁহার মতে) কোপ সৎপুরুষের আচার বা ধর্ম্ম। কারণ, কোপ হইতে উৎপন্ন হয়—শত্রুর প্রতীকার, পরকৃত অবহেলার বারণ, এবং (ক্রোধীর প্রতি অপকার-করণ হইতে) অন্য মনুষ্যের মনে ভীতির সঞ্চার। আবার পাপী বা দুর্জনকে পাপকার্য্য হইতে প্রতিষিদ্ধ রাখিতে হইলে কোপস্বীকার নিত্যই প্রয়োজনীয়। (সেইরূপ) কামও সিদ্ধিলাভ বা সুখলাভের হেতু হয়। (এই কারণে মানুষের মনে) সান্ত্ব বা মধুরভাষিত্ব, ত্যাগশীলতা বা দানশীলতা এবং সকলের প্রতি প্রিয়ভাব রাখার প্রবৃত্তি হয়। আবার নিজকৃত কর্ম্মের ফল উপভোগ করার জন্যও কামের সহিত সম্বন্ধ নিত্যই অবর্জ্জনীয়।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। (তাঁহার মতে কোপ ও কাম—উভয়ই দোষ) কারণ, কোপ হইতেই মানুষের দ্বেষ্যতা আসে অর্থাৎ লোকে কোপযুক্ত মানুষকে কেহই অনুরাগের চক্ষুতে দেখে না; (ইহা হইতে) শত্রুলাভও ঘটে; এবং (কোপের সঙ্গে সঙ্গে) দুঃখও লাগিয়া থাকে। আবার, কাম হইতেই মানুষের নিন্দাদি পরিভাবপ্রাপ্তি ঘটে; ধনাদিদ্রব্যনাশও ইহা হইতে উৎপন্ন হয়; এবং মানুষকে কামের ফলে অনর্থকারী চৌর, দ্যূতকর বা জুয়ারী, লুব্ধক বা শিকারী, গায়ন বা গায়ক ও বাদক বা বাদ্যকরের সংসর্গ করিতে হয়। (সুতরাং অনর্থোৎপাদন করে বলিয়া উভয়ই দোষ বলিয়া পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।)

আবার, উপরি উক্ত কোপজ ও কামজ দোষবর্গদ্বয়ের মধ্যে, (কামজন্য) পরিভব বা তিরস্কারাদি গ্লানির অপেক্ষায়, (কোপজন্য) দ্বেষ্যতা বা অপরের বিরাগভাজনতা অধিকতর হানিকর বলিয়া প্রতিভাত হয়। কারণ, পরিভূত পুরুষ নিজজন ও পরজনদ্বারা বিধেয়ীকৃত বা বশীভূত হইতে পারে, কিন্তু, দ্বেষ্য পুরুষ সমুচ্ছেদ বা রাজ্যভ্রংশ প্রাপ্ত হয়।

আবার, (কামজনিত) দ্রব্যনাশের অপেক্ষায়, (কোপজনিত) শত্রুলাভ অধিকতর হানিজনক। কারণ, দ্রব্যনাশ কেবল কোশেরই আবাধা বা হানি উৎপাদন করে, কিন্তু, শত্রুলাভ প্রাণেরও আবাধা বা হানি ঘটাইতে পারে।

আবার, কামজনিত (চৌরাদি) অনর্থকারীর সংযোগের অপেক্ষায়, (কোপজনিত) দুঃখসংযোগ অধিকতর হানিকর। কারণ, সেই সেই অনর্থকারীদিগের সহিত সংযোগ মুহূর্ত্তকালের জন্যও প্রীতির সঞ্চার করে, কিন্তু, দুঃখের সংযোগ দীর্ঘকাল ক্লেশ দিয়া থাকে। অতএব, (কাম হইতে) কোপই অধিকতর ক্লেশদায়ী।

বাক্‌পারুষ্য (কথায় পরুষতা-প্রদর্শন), অর্থদূষণ (অর্থের ক্ষতিকরণ) ও দণ্ডপারুষ্য (শাস্তিদ্বারা পরুষতা-প্রদর্শন)—এই তিনটি দোষই কোপজ ত্রিবর্গ-নামে অভিহিত। বাক্‌পারুষ্য ও অর্থদূষণের মধ্যে অর্থদূষণের অপেক্ষায় বাক্‌পারুষ্যই অধিকতর কষ্টদায়ক—ইহাই **বিশালাক্ষের** মত। কারণ, (তাঁহার মতে) কর্কশ বাক্যদ্বারা আহত হইলে, তেজস্বী লোক (পরিভব সহ্য করিতে না পারিয়া) নিজের তেজের দ্বারা অধিক্ষেপকারীকে প্রত্যাক্রমণ করিতে পারে। আবার দুর্ব্বচনরূপ শল্য (বাণ) হৃদয়ে নিখাত হইলে আন্তরিক তেজঃ সংদীপ্ত করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সন্তাপ উৎপাদন করে।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত গ্রাহ্য করেন না, অর্থাৎ তাঁহার মতে বাক্‌পারুষ্যের অপেক্ষায় অর্থদূষণই অধিকতর ক্লেশদায়ক। (তিনি মনে করেন যে,) অর্থদ্বারা কৃত সৎকার দুর্ব্বচনরূপ শল্য অপহত করিতে পারে (অর্থাৎ বাক্‌পূজা অর্থদূষণের অপঘাত আনিতে পারে না)। কাহারও বৃত্তি বা জীবিকা লোপ করার নাম অর্থদূষণ। অর্থদূষণও আর চারি প্রকারের হইতে পারে—যথা, কার্য্য করাইয়া কর্ম্মচারীকে অর্থ না দেওয়া, দণ্ডাদিদ্বারা কাহারও ধন গ্রহণ করা, (অর্থনাশ ঘটাইয়া) দেশের পীড়া উৎপাদন, অথবা রক্ষণীয় অর্থের পরিত্যাগ বা অরক্ষণ।

অর্থদূষণ ও দণ্ডপারুষ্যের মধ্যে, দণ্ডপারুষ্যের অপেক্ষায় অর্থদূষণই অধিকতর কষ্টপ্রদ—ইহাই **পারাশরদিগের** (পরাশরের মতাবলম্বী আচার্য্যদিগের) মত। কারণ, ধর্ম্ম ও কাম অর্থের উপর নির্ভর করে। লোকনির্ব্বাহ অর্থের দ্বারাই সম্ভাবিত। এই জন্য, অর্থের উপঘাত বা দূষণই দণ্ডপারুষ্যের অপেক্ষায় অধিকতর হানিজনক।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত পোষণ করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) বিপুল অর্থ পাইয়াও কেহ স্বশরীরের বিনাশ ইচ্ছা করে না। এমন কি, অন্যের নিকট দণ্ডপারুষ্যের ভয়ে (নিজকে বাঁচাইবার জন্য) ততখানি অর্থদূষণ বা অর্থনাশ সে স্বীকার করিতে পারে। এই পর্য্যন্ত কোপজ ব্যসনের ত্রিবর্গ বলা হইল। এখন কামজ ব্যসনের নিরূপণ করা হইবে। কামজ ব্যসনের চতুর্বর্গ এই প্রকার—মৃগয়া (শিকার), দ্যূত (জুয়াখেলা), স্ত্রী ও

(মদ্যাদির) পান। এই চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত মৃগয়া ও দ্যূতের মধ্যে আচার্য্য পিশুনের মতে (দ্যূতের অপেক্ষায়) মৃগয়া অধিকতর দোষযুক্ত। কারণ, (তদীয় মতে) মৃগয়াতে চোর (বা দস্যু) শত্রু, হিংস্র জন্তু, দাবানল ও (অনবধান জন্য) পাদস্খলনের ভয় থাকে এবং ইহাতে দিগ্‌ভ্রমও ঘটে। পরন্তু দ্যূতে বা জুয়াতে অক্ষক্রীড়ায় বিচক্ষণ লোকের জয় হয়, যেমন হইয়াছিল (নলের বিরুদ্ধে) জয়ৎসেনের এবং (যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে) দুর্য্যোধনের।

কিন্তু, এই মত কৌটিল্যের গ্রাহ্য নহে। কারণ, এই উভয়ের (মৃগয়া ও দ্যূতের) মধ্যে এক পক্ষের পরাজয়ও ঘটিয়া থাকে, যথা হইয়াছিল নলের ও যুধিষ্ঠিরের। (সুতরাং মৃগয়ার ন্যায় দ্যূতও কষ্টকর ব্যসন।) দ্যূতে বিজিত দ্রব্য পরের ভক্ষ্য মাংসের তুল্য এবং ইহাতে (জেতা ও পরাজিত ব্যক্তির মধ্যে) শত্রুতা বাঁধে। আবার দ্যূতে, সদুপায়ে পূর্ব্ব-সংগৃহীত ধনের অস্থানে বিনিয়োগ ঘটে, অসদুপায়ে নূতন ধনের সংগ্রহ হয়, এবং ইহাতে সংগৃহীত ধনের বিনা ভোগে পুনরায় (ক্রীড়াদ্বারাই) নাশও হইয়া থাকে। (সতত বৈঠক করার কারণে) দ্যূতে মূত্র-পুরীষের বেগধারণবশতঃ এবং ক্ষুধা (-তৃষ্ণা)-প্রভৃতির জন্য নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্যূত হইতে এইরূপ বহু দোষের উৎপত্তি সম্ভাবিত। কিন্তু, মৃগয়ায় নিম্নোক্ত গুণগুলি পরিদৃষ্ট হয়—যথা, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম, শ্লেষ্মা বা কফ ও পিত্তের নাশ, মেদঃ বা মাংসাদির অপচয়, ঘর্ম্মনাশ এবং (মৃগাদির) চঞ্চল ও স্থির শরীরে লক্ষীকরণ-শিক্ষা ও জন্তুদিগের কোপ ও ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে কি প্রকার চেষ্টা দৃশ্য হয় তদ্দ্বারা ইহাদের চিত্তভাবের জ্ঞান, হইয়া থাকে এবং (কোন ঋতুতে মৃগয়ার্থ যান সুকর ও কোন ঋতুতে) যান অনুচিত, এই সব বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। (এই জন্য কৌটিল্যের মতে মৃগয়ার অপেক্ষায় দ্যূতই অধিকতর কষ্টবিধায়ক ব্যসন।)

আচার্য্য কৌণপদন্তের (ভীষ্মের) মতে, দ্যূত ও স্ত্রীব্যসনমধ্যে জুয়ারীর ব্যসনই অধিকতর কষ্টকর। কারণ, জুয়ারী সততই (সূর্য্যরশ্মির অভাবেও) রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালাইয়াও, এমন কি মাতা মারা গেলেও (তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া না করিয়াও) খেলা করিতে থাকে। এবং কোন কার্য্যসঙ্কট-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলেও সে কুপিত হয়। কিন্তু, (তাঁহার মতে) স্ত্রীব্যসনে স্নানভূমিতে, প্রসাধন (বস্ত্রাদিধারণ)-ভূমিতে ও ভোজন-ভূমিতেও রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ-সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিয়া বিষয় জ্ঞাত করান যায়। এবং (অমাত্যাদিদ্বারা ব্যসনী রাজার) সেই স্ত্রীলোককে রাজার হিতকরণে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। অথবা, উপাংশুদণ্ডদ্বারা (গুপ্তহত্যাদ্বারা) সেই স্ত্রীকে নষ্ট করা যাইতে পারে, কিম্বা (বিষাদিপ্রয়োগদ্বারা) তাহার ব্যাধি উৎপাদিত করিয়া তাহাকে অন্যত্র পাঠাইতে পারা যায়।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত পরিপোষণ করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) দ্যূতে কোন বস্তু হারিলে, তাহা পুনরায় জিতিয়া লওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু, স্ত্রীব্যসনে কোন বস্তু নষ্ট হইলে, ইহা আর পুনরায় লাভ করা যায় না। আবার স্ত্রীব্যসনে, ব্যসনী রাজার সহিত অমাত্যাদির দর্শন বড় ঘটে না, সেই জন্য তাহাদের কার্য্যসম্বন্ধে উৎসাহের অভাব উপস্থিত হয়, উপযুক্ত সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে অনর্থ ঘটে ও ধর্ম্মহানি হয়, রাজ্যশাসনতন্ত্র

দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং স্ত্রীব্যসনী রাজার মদ্যপানদোষও দেখা দেয়। (সুতরাং কৌটিল্যের মতে দ্যূতের অপেক্ষায় স্ত্রীব্যসনই অধিকতর হানিজনক)।

আচার্য্য বাতব্যাধির (উদ্ধবের) মতে, স্ত্রীব্যসন ও পানব্যসনের মধ্যে স্ত্রীব্যসনই অধিকতর ক্ষতিজনক। কারণ, (তাঁহার মতে) স্ত্রীলোকের যে অনেকবিধ মূর্খতা পরিদৃষ্ট হয় তাহা (১ম অধি। ২০শ অ। ১৭শ প্র) নিশান্তপ্রণিধি-নামক প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু, পানব্যসনে দেখা যায় যে, ব্যসনী রাজা শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের উপভোগ করিতে পারেন, সকলের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতে পারেন, পরিজনবর্গের প্রতি সৎকার দেখাইতে পারেন এবং কর্ম্মজনিত পরিশ্রমের প্রশমন ঘটাইতে পারেন।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। (তিনি মনে করেন যে,) স্ত্রীব্যসনে আসক্ত রাজার নিজের পরিণীত স্ত্রীতে ব্যসনযুক্ত হইলে অপত্যের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় এবং তাহার নিজের আত্মরক্ষার কারণ উপস্থিত হয়। আবার বাহ্যস্ত্রীতে (গণিকাদিতে) ব্যসনী হইলে ইহার বিপরীত ফল দাঁড়ায়। আবার অযোগ্যা (কুলস্ত্রীতে) ব্যসনী রাজার সর্ব্বনাশ ঘটে। উপর্য্যুক্ত উভয় দোষ পানব্যসনেও ঘটিতে পারে। তদতিরিক্ত পানব্যসনের অন্য বহুপ্রকার দোষ বিদ্যমান আছে।

(মদ্যপায়ীর) সংজ্ঞা বা বুদ্ধির লোপ হয়, সে উন্মত্ত না হইলেও উন্মত্তের মত ব্যবহার করে, জীবিত থাকিলেও সে মৃত ব্যক্তির মত নিশ্চেষ্ট হয়, তখন তাহার কৌপীন-দর্শন ঘটে অর্থাৎ গুহ্য স্থানের অগোপন ঘটে, তাহার শাস্ত্রজ্ঞান, তজ্জনিত প্রজ্ঞা, প্রাণবল, বিত্ত ও মিত্রের হানি ঘটে, সজ্জন ব্যক্তিদিগের সহিত তাহার সংসর্গের অভাব হয়, অনর্থকারী ব্যক্তির (গায়ক ও বাদকাদির) সহিত সংযোগ ঘটে এবং ধননাশক তন্ত্রী (বীণাদি)-বাদ্য ও গানবিষয়ে নৈপুণ্যলাভে প্রসক্তি উপস্থিত হয়। (সুতরাং স্ত্রীব্যসনের অপেক্ষায় পানব্যসনই অধিকতর হানিজনক)।

কোন কোন আচার্য্যের মতে দ্যূত ও মদ্য—এই উভয় ব্যসনের মধ্যে দ্যূতই অধিকতর কষ্টকর। প্রাণিদ্যূতে কিম্বা অপ্রাণিদ্যূতে পণ বা বাজীতে রক্ষিত ধন-নিমিত্তক (এক পক্ষের) জয় ও (অপর পক্ষের) পরাজয় পরস্পর বিরুদ্ধপক্ষদ্বয়জনিত প্রকৃতিকোপ, অর্থাৎ উভয়পক্ষের চরিত্রে ক্রোধ, উৎপাদন করে। বিশেষতঃ সঙ্ঘসমূহের ও সঙ্ঘধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ ঐকমত্যে অবস্থিত রাজকুলসমূহের দ্যূতনিমিত্তক ভেদ উপস্থিত হয় এবং ভেদনিমিত্তক বিনাশ ঘটিয়া থাকে।

অন্য আচার্য্যদিগের মতে ('অন্যেষাং' শব্দ অধ্যাহার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়), অসজ্জনের সৎকারবিশিষ্ট মদ্যপানাসক্তিরূপ ব্যসনই সর্ব্বপ্রকার ব্যসনমধ্যে অধিকতম হানি-বিধায়ক, কারণ, ইহা রাজ্যশাসনতন্ত্রে দৌর্ব্বল্য আনয়ন করে।

কাম ও কোপ—এই উভয়ই অসৎপুরুষের প্রতি সৎকার ও সৎপুরুষের প্রতি নিগ্রহের হেতু হয়। (এইজন্য) দোষের বাহুল্য উভয়ে আছে বলিয়া সর্ব্বথা এই উভয়ই বড় ব্যসনরূপে পরিগণিত হয় ॥১॥

অতএব, ধীরস্বভাব জিতেন্দ্রিয় (রাজা) বৃদ্ধসেবী হইয়া অর্থাৎ বৃদ্ধোপদেশে

(বশীকৃতমনস্ক হইয়া) সর্ব্বপ্রকার ব্যসনজনিত দুঃখোৎপাদক ও মূলচ্ছেদকারী কোপ ও কাম পরিত্যাগ করিবেন ॥২॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ব্যসনাধিকারিক-নামক অষ্টম অধিকরণে পুরুষব্যসনবর্গ-নামক তৃতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১১৯ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

১৩০ম-১৩২ম প্রকরণ—পীড়নবর্গ (দৈবী ও মানুষী বিপদের পীড়ন), স্তম্ভবর্গ (রাজগামী অর্থের উপরোধ) ও কোশসঙ্গবর্গ (রাজার্থের কোশে অপ্রবেশ)

দৈবী পীড়ন পাঁচ প্রকারের—যথা, অগ্নি, উদক (বন্যাদি), ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মরক (মহামারী)।

তদীয় আচার্য্যের মতে (অগ্নিপীড়ন ও উদকপীড়ন-মধ্যে) অগ্নিপীড়ন অধিকতর ভয়াবহ, কারণ, ইহা সব দহন করে বলিয়া ইহার প্রতীকার অসম্ভব ; (কিন্তু,) উদক-পীড়নের কষ্ট (নৌকাপ্রভৃতিদ্বারা) উপশমিত হইতে পারে।

কৌটিল্যের মতে এই (সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত) নহে। কারণ, অগ্নি কোন একটি গ্রাম বা গ্রামার্দ্ধমাত্র দহন করে, কিন্তু, উদকবেগ শত শত গ্রাম ভাসাইয়া নেয়।

তদীয় আচার্য্যের মতে ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে ব্যাধিই অধিকতর কষ্টপ্রদ; কারণ, যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মারা গিয়াছে এবং যাহারা ব্যাধিতে ভুগিতেছে, তাহাদের পরিচারকদিগের (কৃষিপ্রভৃতি) কার্য্যের উপযোগী ব্যায়ামের বা আয়াসের উপরোধ ঘটায় বলিয়া, ব্যাধি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের উপঘাত বা নাশ আনয়ন করে। কিন্তু, দুর্ভিক্ষ সেই প্রকার কোন কার্য্য নাশ করে না এবং (ধান্যাদির অভাব ঘটাইলেও) হিরণ্য বা নগদ টাকা ও পশুদ্বারা রাজার প্রাপ্য কর দেওয়ার সুযোগ নষ্ট করে না।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত পোষণ করেন না। কারণ, তাঁহার মতে ব্যাধি একটি মাত্র প্রদেশকে পীড়ন করে এবং (ঔষধাদির প্রয়োগদ্বারা) ইহার প্রতীকারও সম্ভবপর হয়। কিন্তু, প্রাণিগণের জীবন-সঙ্কটাপন্ন করিয়া দুর্ভিক্ষ সর্ব্বদেশকে পীড়ন করে।

এতদ্দ্বারা মরক বা মহামারীও বুঝিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হইতে মহামারী অধিকতর কষ্টপ্রদ।

তদীয় আচার্য্যের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মকর্ত্তা ও বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মকারয়িতাদিগের মধ্যে, ক্ষুদ্র কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ক্ষয় বা নাশ, কর্ম্মের অযোগক্ষেম ঘটায়, অর্থাৎ অপ্রবৃত্ত কর্ম্মে

প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্ত কর্ম্মের রক্ষণ নিষ্পাদন করে না। কিন্তু, বৃহৎ কর্ম্মকারয়িতাদিগের ক্ষয় কর্ম্মানুষ্ঠানে উপরোধ বা নাশমাত্র ঘটায়।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত অনুমোদন করেন না। কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মকর্ত্তা-দিগের ক্ষয়ের সমাধান (অন্য ক্ষুদ্র কর্ম্মকর্ত্তাদ্বারা) ঘটিতে পারে। যেহেতু, ক্ষুদ্রকগণের বাহুল্য-বশতঃ তাহারা সুলভ। মুখ্যদিগের ক্ষয়-সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। কারণ, সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একজন ব্যক্তি মুখ্য হইলেও হইতে পারেন, বা না-ও হইতে পারেন। হইলেও, তিনি বল ও প্রজ্ঞার আধিক্যবশতঃ ক্ষুদ্রকগণের আশ্রয়ভূত হন। (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে ক্ষুদ্রকক্ষয় অপেক্ষায় মুখ্যক্ষয়ই অধিকতর হানিকর।)

(সম্প্রতি মানুষী বিপত্তির নিরূপণ করা হইতেছে।)

তদীয় **আচার্য্যের** মতে, স্বচক্রের বা নিজদেশের রাজশক্তির ও পরচক্রের বা পরদেশের রাজশক্তির মধ্যে, স্বচক্রপীড়াই অধিকতর কষ্টপ্রদ। কারণ, স্বচক্র অতিমাত্র দণ্ড ও করদ্বারা পীড়া উৎপাদন করে, এবং ইহার নিবারণ অসম্ভব। কিন্তু, পরচক্রকৃত পীড়ার প্রতিকার প্রতিযুদ্ধদ্বারা নিবারিত হইতে পারে, অথবা ইহা দেশত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমনদ্বারা, অথবা সন্ধিদ্বারা নিবর্ত্তিত হইতে পারে।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। কারণ, স্বচক্রের পীড়ন, অমাত্যাদি মুখ্যপুরুষদিগের আনুকূল্য-বিধানদ্বারা এবং তাহাদের নাশদ্বারাও নিবারিত হইতে পারে। অথবা, স্বচক্র কেবল (ধনধান্যাদিসম্পন্ন) একটি মাত্র দেশকে পীড়ন করিতে পারে। কিন্তু, পরচক্র সমগ্র দেশের পীড়ক হইয়া দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, বধ, অগ্নিকার্য্য, (অন্যপ্রকার) বিধ্বংসন এবং দেশ হইতে উৎসারণদ্বারা পীড়া উৎপাদন করে।

তদীয় **আচার্য্যের** মতে রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর ঝগড়ার অপেক্ষায় প্রকৃতিগণের (অর্থাৎ অমাত্যাদিগণের) পরস্পর ঝগড়া অধিকতর হানিকর। কারণ, প্রকৃতিবিবাদ প্রকৃতিগণের মধ্যে পরস্পরের ভেদ আনয়ন করে এবং শত্রুর অভিযোগ বা আক্রমণ ডাকিয়া আনে। কিন্তু, রাজবিবাদ প্রকৃতিবর্গের দ্বিগুণ ভক্ত (ভাতা) ও বেতনের এবং পরিহারের (বা করমোক্ষণের) কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। কারণ, প্রকৃতিবর্গের মধ্যে মুখ্য বা নায়কগণের আনুকূল্য বিধানদ্বারা এবং পরস্পর-কলহের কারণের দূরীকরণদ্বারা প্রকৃতিবিবাদ নিবারিত হইতে পারে। অধিকন্তু, বিবাদ-নিরত প্রকৃতিরা পরস্পরের মধ্যে স্পর্দ্ধাবশতঃ (রাজা ও রাজ্যের) উপকারই সাধন করে। কিন্তু, রাজবিবাদ প্রজার পীড়ন ও উচ্ছেদ সাধন করে বলিয়া, প্রকৃতিবর্গের দ্বিগুণ প্রযত্ন-দ্বারা উপশমনীয় হয়। (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে রাজবিবাদই প্রকৃতিবিবাদ অপেক্ষায় অধিকতর হানিকর।)

তদীয় **আচার্য্যের** মতে রাজবিহারের অপেক্ষায় দেশবিহার অর্থাৎ সাধারণ প্রজাজনের ক্রীড়াদি অধিকতর হানিকর। কারণ, প্রজাজনের খেলাদি স্ফূর্ত্তি বা বিহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেরই (কৃষিপ্রভৃতি) সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফল নাশ করে। কিন্তু, রাজবিহার (লৌহকারাদি) কারুদিগের, (স্বর্ণকারাদি) সূক্ষ্মশিল্পীদিগের, কুশীলব বা

গায়কদিগের, বাগ্‌জীবন বা স্তুতিপাঠকদিগের, রূপাজীবা বা রূপজীবিকা অর্থাৎ বেশ্যাগণের এবং বৈদেহক বা অন্যান্য বিক্রয়জীবিগণের উপকার সাধন করে।

কিন্তু, কৌটিল্যের নিকট এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় না। কারণ, দেশবিহার কর্ম্মজনিত শ্রমের লাঘবজন্য অল্প সময় বা অল্প অর্থ নষ্ট করে এবং বিহারবান্‌দিগকে পুনরায় স্ব-স্ব কর্ম্মে যোগদান করায়। কিন্তু, রাজবিহার, স্বয়ং রাজাদ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়জন-দ্বারা প্রজাজনের অনিচ্ছাপ্রদত্ত প্রণয় বা যাচিত ধন লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ও পণ্যশালাতে (নিজ ইচ্ছার উপযোগী) কার্য্যের সম্পাদন করাইয়া প্রজার পীড়া উৎপাদন করে। (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে রাজবিহারই দেশবিহারের অপেক্ষায় অধিকতর কষ্টকর।)

তদীয় আচার্য্যের মতে সুভগা অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী রাজরাণীর বিহারের অপেক্ষায় রাজকুমারের বিহার অধিকতর পীড়াকর। কারণ, কুমার-বিহার, স্বয়ং কুমারদ্বারা এবং তাঁহার বল্লভজনদ্বারা প্রজাজনের অনিচ্ছাপ্রদত্ত প্রণয় বা যাচিত ধন লওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ও পণ্যশালাতে (নিজ ইচ্ছার উপযোগী) কার্য্যের সম্পাদন করাইয়া প্রজাজনের পীড়া উৎপাদন করে। আর সুভগা দেবী (গন্ধমালাদি) বিলাসসামগ্রীর উপভোগদ্বারা প্রজার (অল্পমাত্রায়) পীড়া উৎপাদন করে।

কিন্তু, কৌটিল্যের ইহা অভিমত নহে। কারণ, মন্ত্রী ও পুরোহিত দ্বারা কুমারকে তৎ-তৎ কার্য্য হইতে নিবারিত করা যায়। কিন্তু, সুভগা দেবীকে তাহার মূর্খতাবশতঃ ও (কুশীলবাদি) অনর্থকারী পুরুষের সংসর্গবশতঃ নিবারিত করা যায় না। (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে সুভগাবিহারই কুমারবিহারের অপেক্ষায় অধিকতর হানিকর।)

তদীয় আচার্য্যের মতে শ্রেণী বা সঙ্ঘের পীড়া, শ্রেণীমুখ্য বা তাহাদের নায়কের পীড়ার অপেক্ষায় অধিকতর কষ্টদায়ক। কারণ, সংখ্যাধিক্যবশতঃ শ্রেণীর প্রতিবন্ধ অসম্ভব এবং ইহা চুরি এবং সাহস বা বলপূর্ব্বক ধনাপহরণ-দ্বারা (লোকের) পীড়া উৎপাদন করে। কিন্তু, শ্রেণীমুখ্য বা শ্রেণীনায়ক (উৎকোচগ্রহণে) কার্য্যসাধন এবং (উৎকোচ না পাইয়া) কার্য্যনাশ ঘটাইয়া (অল্পমাত্রায় লোকের) পীড়া উৎপাদন করে।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত সমর্থন করেন না। কারণ, শ্রেণীর অঙ্গীভূত পুরুষগণের সমান দোষগুণ থাকায় শ্রেণীকে (চুরি প্রভৃতি হইতে) সহজেই নিবারিত করা যায়। অথবা, শ্রেণীমুখ্যগণের কোন কোন ব্যক্তিকে অনুকূলিত করিয়াও (শ্রেণীকে তদ্রূপ করা যায়)। কিন্তু, গর্ব্বযুক্ত মুখ্য বা নায়ক অন্যের প্রাণহরণ ও দ্রব্যহরণদ্বারা পীড়া উৎপাদন করে। (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে মুখ্যের বা নায়কের পীড়াই শ্রেণীর পীড়ার অপেক্ষায় অধিকতর কষ্টদায়ক।)

তদীয় আচার্য্যের মতে সমাহর্ত্তৃনামক মহামাত্রের পীড়ার অপেক্ষায় সন্নিধাতৃ-নামক মহামাত্রের পীড়া অধিকতর কষ্টকর। কারণ, কৃত কর্ম্মের দোষ উদ্ভাবন করিয়া ও কালাতি-ক্রমণের কথা তুলিয়া সন্নিধাতা প্রজার পীড়া উৎপাদন করে। কিন্তু, সমাহর্ত্তা করণ বা সংখ্যায়ক-নামক (হিসাবরক্ষক কর্ম্মচারীর) দ্বারা অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার জন্য নিয়মিত বেতন মাত্রেরই ভোগ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, **কৌটিল্যের** এই মতে অভিরুচি নাই। কারণ, সন্নিধাতা অন্যান্য কর্ম্মচারীর দ্বারা ব্যবস্থিত রাজকোষে স্থাপনীয় বস্তুমাত্রেরই পরিগ্রহ করেন। কিন্তু, সমাহর্ত্তা প্রথমতঃ নিজের জন্য (উৎকোচাদিরূপে) অর্থ লইয়া পরে রাজার্থ সংগ্রহ করেন, কিংবা রাজস্ব নিজেই অপহরণ করেন এবং রাজকরভূত পরস্বগ্রহণ-বিষয়ে স্বেচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে সমাহর্ত্তার উৎপাদিত পীড়নই সন্নিধাতার পীড়ার অপেক্ষায় অধিকতর কষ্টকর।)

তদীয় **আচার্য্যের** মতে বৈদেহকের পীড়নের অপেক্ষায় অন্তপালের পীড়ন অধিকতর কষ্টপ্রদ। কারণ, অন্তপাল বা সীমারক্ষাধিকারী মহামাত্র (নিজ ইঙ্গিতে) চোরপ্রসঙ্গ উদ্ভাবিত করিয়া এবং পথিকের দেয় বর্ত্তনী-নামক কর অতিমাত্রায় গ্রহণ করিয়া বণিক্‌পথে পথিকদের পীড়া উৎপাদন করেন। কিন্তু, বৈদেহক বা ব্যাপারীরা বিক্রেয় পণ্য বিক্রয় করিয়া এবং পণ্যের বিনিময়ে প্রতিপণ্য গ্রহণ করিয়া উপকার-সাধনপূর্ব্বক ব্যাপারীদিগের বণিক্‌পথের উন্নতি সাধন করেন।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত সমর্থন করেন না। কারণ, অন্তপাল একসঙ্গে আনীত বহু পণ্যপদার্থের উপর সমুচিত বর্ত্তনীনামক কর লইয়া বণিক্‌পথের উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু, বৈদেহকগণ বা ব্যাপারীরা একত্র সম্মিলিত হইয়া পরামর্শপূর্ব্বক নিজ বিক্রেয় পণ্যের মূল্যাধিক্য এবং অন্য হইতে ক্রেয় পণ্যের মূল্যহ্রাস ব্যবস্থা করিয়া একপণে শতপণ এবং (তৈলাদির) এককুম্ভে শতকুম্ভ লাভ করিয়া ব্যাপার করিয়া থাকে। (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে বৈদেহকগণদ্বারা উদ্ভাবিত পীড়াই অন্তপালদ্বারা উদ্ভাবিত পীড়ার অপেক্ষায় অধিকতর কষ্টজনক।)

(পীড়নের হেতুভূত ভূমির মোক্ষণবিষয়ে মতামত বলা হইতেছে।) বিজিগীষুর নিজ অভিজাত বা কুলীনদিগের উপরুদ্ধ ভূমির, কিংবা পশুব্রজদ্বারা উপরুদ্ধভূমির মোক্ষণের বা ত্যাগের প্রশ্নসম্বন্ধে তদীয় **আচার্য্যের** মত এই যে—অভিজাতগণের উপরুদ্ধভূমি প্রভূত শস্যদায়িনী হইলেও ইহা আয়ুধীয় বা সৈনিক পুরুষদিগের উৎপাদন জন্য রাজার উপকার সাধন করে। অতএব, শত্রুর আক্রমণজনিত বিপৎ-কষ্টের ভয়ে ইহা মোক্ষণের অযোগ্য। কিন্তু, পশুব্রজের দ্বারা উপরুদ্ধ ভূমি যদি ধান্যাদিকৃষির যোগ্য হয়, তাহা হইলে ইহা মোক্ষণযোগ্য হইতে পারে। কারণ, বিবীত বা তৃণাদির উৎপত্তিভূমি ক্ষেত্র বা শস্যাদির উৎপত্তিভূমিদ্বারা বাধিত হয়।

কিন্তু, **কৌটিল্য** এই মত পোষণ করেন না। কারণ, অভিজাতদ্বারা উপরুদ্ধ ভূমি সৈনিক পুরুষের উৎপাদনদ্বারা মহৎ উপকার সাধন করিলেও ইহা মোক্ষণযোগ্যা, অন্যথা বিপৎকষ্টের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু, পশুব্রজের দ্বারা উপরুদ্ধ ভূমি রাজকোষে সংগ্রহণযোগ্য (ঘৃতাদি-) দ্রব্যদানাদিদ্বারা এবং (বলীবর্দ্দাদি) বাহনদানদ্বারা উপকার সাধন করে বলিয়া মোক্ষণযোগ্যা নহে। কিন্তু, যদি সমীপস্থিত ক্ষেত্রে শস্যের কোনরূপ উপরোধ বা ব্যাঘাত ঘটায়, তাহা হইলে সেই (পশুব্রজের দ্বারা উপরুদ্ধ ভূমিও) মোক্ষণযোগ্যা হইতে পারে। (অর্থাৎ ইহাই কৌটিল্যের মত।)

তদীয় আচার্য্যের মতে আটবিকদের অত্যাচারের অপেক্ষায় প্রতিরোধক বা সাধারণ লুণ্ঠনকারীদিগের অত্যাচার অধিকতর পীড়াদায়ক। কারণ, প্রতিরোধকেরা রাত্রিতেই চরিয়া বেড়ায় এবং তাহারা বনগহনচারী এবং মানুষের শরীরের উপরেই আক্রমণ চালায়, সর্ব্বদা সন্নিধানে থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রধান ধনিকদিগকে (অত্যাচারদ্বারা) কোপিত করে। কিন্তু, আটবিকগণ প্রত্যন্ত প্রদেশের অরণ্যে চরিয়া বেড়ায়। তাহারা প্রকাশ্যে সর্ব্বজনের দৃষ্টিপথে চলে এবং তাহারা কতিপয় জনসম্বন্ধে ঘাতকের কার্য্য করে।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মতাবলম্বী নহেন। কারণ, প্রতিরোধকেরা কেবল অসাবধান লোকেরই ধনাপহরণ করে এবং সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাহারা কুণ্ঠিতপ্রসর। এই জন্য তাহারা সহজে পরিজ্ঞাত হইয়া ধরা পড়ে। কিন্তু, আটবিকেরা আপন আপন দেশে অবস্থিত থাকে এবং তাহারা সংখ্যায় বহু এবং বিক্রমশালী। তাহারা প্রকাশ্যে যুদ্ধ করে, (দেশের লোকের) ধন অপহরণ করে এবং প্রাণবধও করে। এই ভাবে তাহারা (নিরঙ্কুশ হইয়া) রাজার সমান প্রভাবশালী হয়েন। (অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে প্রতিরোধকের পীড়ার অপেক্ষায় আটবিকের পীড়া অধিকতর কষ্টদায়ক।)

মৃগবন ও হস্তিবন—এই উভয়ের মধ্যে হস্তিবনই অধিকতর কষ্টকর। কারণ, মৃগগণ সংখ্যায় অধিক এবং প্রভূত মাংস ও চর্ম্ম প্রদান করে বলিয়া উপকারী। ইহারা অল্পাহারী এবং (ধাবনকালে) অল্পেই ক্লিষ্ট হয় এবং সহজেই বশগামী হইয়া পড়ে। কিন্তু, হস্তিগণ মৃগের বিপরীত-গুণবিশিষ্ট। ইহারা ধৃত হইলেও, যদি দুষ্ট হয়, তাহা হইলে দেশের লোকের বিনাশ উৎপাদন করে।

নিজরাজ্যের স্থানীয়-নামক ক্ষুদ্র নগরের (দ্বিতীয় অধিকরণের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) উপকার এবং পররাজ্যের স্থানীয়ের উপকার—এই উভয়ের মধ্যে স্বরাজ্যের স্থানীয়ের উপকার এইভাবে ঘটে। সেখানে ধান্য, পশু, হিরণ্য ও কুপ্য-পদার্থের (ক্রয়বিক্রয়াদির নানাপ্রকার ব্যবহারদ্বারা) জনপদবাসীদিগের উপকার সাধিত হয় এবং (দুর্ভিক্ষাদি) বিপদের সময়ে তাহা তাহাদের প্রাণধারণের হেতু হয়। পররাজ্যের স্থানীয়ের উপকার ইহার বিপরীত ফল প্রসব করে অর্থাৎ আত্মপীড়াদায়ক হয়। এই পর্য্যন্ত নানাপ্রকার পীড়ন ব্যাখ্যাত হইল।

স্তম্ভ বা রাজার্থের উপরোধ দুইপ্রকার—আভ্যন্তর ও বাহ্য। রাষ্ট্রের মুখ্য কর্ম্মচারিগণেরদ্বারা উৎপাদিত স্তম্ভ আভ্যন্তর স্তম্ভ এবং মিত্র ও আটবিকগণদ্বারা উৎপাদিত স্তম্ভ বাহ্য স্তম্ভ। এই পর্য্যন্ত স্তম্ভবর্গ ব্যাখ্যাত হইল।

এই দুইপ্রকার স্তম্ভদ্বারা এবং উপরিউক্ত (দৈব ও মানুষ) পীড়নদ্বারা কোষসঙ্গ অর্থাৎ রাজকোষে করাদির অপ্রদান বা অপ্রবেশ ঘটিয়া থাকে। করদায়ীদিগের নিকট হইতে গৃহীত কর যদি মুখ্য পুরুষের হস্তগত হয়, তাহা হইলে ইহাও একপ্রকার কোষসঙ্গ। (রাজানুজ্ঞায়) রাজকরের পরিহার বা মাপ করা হইলেও একপ্রকার কোষসঙ্গ উপস্থিত হয়। নানাভাবে রাজার্থ বিক্ষিপ্ত হইলেও এবং কখনও কখনও ন্যায্য পরিমাণ হইতে ন্যূনাধিকভাবে কর সংগৃহীত হইলে এবং সামন্ত ও আটবিকদ্বারা রাজার্থ

অপহৃত হইলেও কোষসঙ্গ উপস্থিত হয়। এইখানেই বিভিন্নপ্রকারের কোষসঙ্গ ব্যাখ্যাত হইল।

উপরিউক্ত পীড়নসমূহের উৎপত্তিপ্রতিবন্ধ-বিষয়ে এবং পীড়নগুলি উৎপন্ন হইলে ইহাদের কারণবিষয়ে এবং উপরি উক্ত স্তম্ভ ও কোষসঙ্গের নাশবিষয়ে রাজা দেশের সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টমান থাকিবেন ॥১॥

ব্যসনাধিকারিকনামক অষ্টম অধিকরণে পীড়নবর্গ, স্তম্ভবর্গ
ও কোষসঙ্গবর্গ-নামক ৪র্থ অধ্যায় (আদি
হইতে ১২০ অধ্যায়) সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

১৩৩ম-১৩৪ম প্রকরণ—বল বা সৈন্যের ব্যসনবর্গ ও মিত্রের ব্যসনবর্গ-নিরূপণ

বল বা সৈন্যের ব্যসন নিম্নলিখিত চৌত্রিশ প্রকারের হইয়া থাকে। যথা, অমানিত ও বিমানিত, অভৃত ও ব্যাধিত, নবাগত ও দূরায়াত, পরিশ্রান্ত ও পরিক্ষীণ, প্রতিহত ও হতাগ্রবেগ, অনৃতুপ্রাপ্ত ও অভূমিপ্রাপ্ত, আশানির্বেদী ও পরিসৃপ্ত, কলত্রগর্হী ও অন্তঃশল্য, কুপিতমূল ও ভিন্নগর্ভ, অপসৃত ও অতিক্ষিপ্ত, উপনিবিষ্ট ও সমাপ্ত, উপরুদ্ধ ও পরিক্ষিপ্ত, ছিন্নধান্য ও ছিন্নপুরুষবীবধ, স্ববিক্ষিপ্ত ও মিত্রবিক্ষিপ্ত, দূষ্যযুক্ত ও দুষ্টপার্ষ্ণিগ্রাহ, শূন্যমূল ও অস্বামিসংহত এবং ভিন্নকূট ও অন্ধ। (উপরি উল্লিখিত প্রত্যেক দ্বিকের বলাবল-বিচার করা হইবে।)

(১) ইহাদের মধ্যে অমানিত ও বিমানিত (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সৈন্যের বিচার করিলে দেখা যায় যে, অমানিত বল বা সৈন্য পরে অর্থ ও মানাদিদ্বারা সৎকৃত হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, বিমানিত বল বা সৈন্য অবজ্ঞাত হওয়ায় হৃদয়নিহিত কোপবশতঃ যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(২) সেইরূপ অভৃত ও ব্যাধিত (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সৈন্যের মধ্যে, অভৃত বা অদত্তবেতন সৈন্য তৎসময়ে বেতন প্রাপ্ত হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, ব্যাধিত সৈন্য নিজের শারীরিক শক্তিহীনতাবশতঃ অকর্মণ্য হইয়া পড়ায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৩) তদ্রূপ নবাগত ও দূরায়াত (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, নবাগত বা অচিরায়াত সেনা অন্য বা নবেতর সেনা হইতে দেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, দূরায়াত সেনা দূর হইতে আগমনজন্য পরিক্লিন্ন হওয়ায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৪) পরিশ্রান্ত ও পরিক্ষীণ (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, পরিশ্রান্ত সেনা স্নান, ভোজন ও নিদ্রাদ্বারা বিশ্রাম লাভ করিলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে।

কিন্তু, পরিক্ষীণ সেনা অন্য যুদ্ধে যুগ্য পশু ও উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষের ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৫) **প্রতিহত ও হতাগ্রবেগ** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, প্রতিহত সেনা যুদ্ধারম্ভে ভঙ্গ বা পরাজয় প্রাপ্ত হইলেও প্রবীর পুরুষদ্বারা সংমেলিত হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, হতাগ্রবেগ সেনা যুদ্ধারম্ভেই প্রবীর পুরুষ হারাইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৬) **অনৃতুপ্রাপ্ত ও অভূমিপ্রাপ্ত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, অনৃতুপ্রাপ্ত সেনা তৎকাল-প্রাপ্ত ঋতুর উপযোগী যুগ্য বা যুগবাহী পশু, শস্ত্র ও কবচ লইয়া (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, অভূমিপ্রাপ্ত সেনা সর্ব্বত্র প্রসার বা গতাগতি স্থান ও যুদ্ধব্যায়ামের অভাবে যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৭) **আশানির্ব্বেদী ও পরিসৃপ্ত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সৈন্য মধ্যে, আশানির্ব্বেদী সৈন্য (নৈরাশ্য প্রাপ্ত হইয়াও) কামনার বস্তু লাভ করিলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, পরিসৃপ্ত সৈন্য সৈন্যমুখ্যদিগকে হারাইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৮) **কলত্রগর্হী ও অন্তঃশল্য** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সৈন্যের মধ্যে কলত্রগর্হী (অর্থাৎ কলত্রাদি পোষ্যবর্গ তাহাদিগকে যুদ্ধকর্ম্মে যোগ দিতে বাধা দেয় বলিয়া যে সৈন্য তাহাদের নিন্দা করে) সৈন্য কলত্রাদির রক্ষাজন্য ব্যবস্থা হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, অন্তঃশল্য সৈন্য নিজ অন্তঃকরণে শত্রুর প্রতি আকর্ষণ রাখাতে যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৯) **কুপিতমূল ও ভিন্নগর্ভ** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, কুপিতমূল বা ক্রুদ্ধপ্রধানক সেনা সামাদি উপায়ের প্রয়োগদ্বারা প্রশমিতকোপ হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, ভিন্নগর্ভ সেনা পরস্পর ভিন্ন থাকায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(১০) **অপসৃত ও অতিক্ষিপ্ত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, অপসৃত সেনা এক রাজ্যে বলদ্বারা নিরাকৃত হইলেও পুনরায় মন্ত্রযোগে ও ব্যায়ামাভ্যাসদ্বারা এবং অরণ্য ও মিত্ররাজার আশ্রয় লাভ করিয়া (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, অতিক্ষিপ্ত সেনা বহুরাজ্যে বলদ্বারা নিরাকৃত হইয়া বহুপ্রকার কষ্ট অনুভব করায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(১১) **উপনিবিষ্ট ও সমাপ্ত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) বলমধ্যে উপনিবিষ্ট বল বা সেনা (শত্রুর নিকটে থাকিয়া) নিজের পৃথক্ যান (আক্রমণ) ও স্থান (স্থিতি) অবলম্বন করিয়া অতিসন্ধানকারী শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে (কারণ, স্বীয় যান ও স্থান পৃথক্ থাকায় শত্রু রন্ধ্রান্বেষণে বিফল হইবে)। কিন্তু, সমাপ্ত সেনা যুদ্ধ করিতে চাহিবে না। কারণ, শত্রুর সহিত সমান যান ও স্থান অবলম্বন করায়, শত্রু তদীয় রন্ধ্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

(১২) **উপরুদ্ধ ও পরিক্ষিপ্ত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) বলমধ্যে, উপরুদ্ধবল (যে দিকে উপরোধযুদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে) অন্য এক দিক্ দিয়া নিষ্ক্রামণপূর্ব্বক উপরোধ-

অপহৃত হইলেও কোষসঙ্গ উপস্থিত হয়। এইখানেই বিভিন্নপ্রকারের কোষসঙ্গ ব্যাখ্যাত হইল।

উপরিউক্ত পীড়নসমূহের উৎপত্তিপ্রতিবন্ধ-বিষয়ে এবং পীড়নগুলি উৎপন্ন হইলে ইহাদের কারণবিষয়ে এবং উপরি উক্ত স্তম্ভ ও কোষসঙ্গের নাশবিষয়ে রাজা দেশের সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টমান থাকিবেন ॥১॥

ব্যসনাধিকারিকনামক অষ্টম অধিকরণে পীড়নবর্গ, স্তম্ভবর্গ
ও কোষসঙ্গবর্গ-নামক ৪র্থ অধ্যায় (আদি
হইতে ১২০ অধ্যায়) সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

১৩৩ম-১৩৪ম প্রকরণ—বল বা সৈন্যের ব্যসনবর্গ ও মিত্রের ব্যসনবর্গ-নিরূপণ

বল বা সৈন্যের ব্যসন নিম্নলিখিত চৌত্রিশ প্রকারের হইয়া থাকে। যথা, অমানিত ও বিমানিত, অভৃত ও ব্যাধিত, নবাগত ও দূরায়াত, পরিশ্রান্ত ও পরিক্ষীণ, প্রতিহত ও হতাগ্রবেগ, অনৃতুপ্রাপ্ত ও অভূমিপ্রাপ্ত, আশানির্বেদী ও পরিসৃপ্ত, কলত্রগর্হী ও অন্তঃশল্য, কুপিতমূল ও ভিন্নগর্ভ, অপসৃত ও অতিক্ষিপ্ত, উপনিবিষ্ট ও সমাপ্ত, উপরুদ্ধ ও পরিক্ষিপ্ত, ছিন্নধান্য ও ছিন্নপুরুষবীবধ, স্ববিক্ষিপ্ত ও মিত্রবিক্ষিপ্ত, দূষ্যযুক্ত ও দুষ্টপার্ষ্ণিগ্রাহ, শূন্যমূল ও অস্বামিসংহত এবং ভিন্নকূট ও অন্ধ। (উপরি উল্লিখিত প্রত্যেক দ্বিকের বলাবল-বিচার করা হইবে।)

(১) ইহাদের মধ্যে **অমানিত ও বিমানিত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সৈন্যের বিচার করিলে দেখা যায় যে অমানিত বল বা সৈন্য পরে অর্থ ও মানাদিদ্বারা সৎকৃত হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, বিমানিত বল বা সৈন্য অবজ্ঞাত হওয়ায় হৃদয়নিহিত কোপবশতঃ যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(২) সেইরূপ **অভৃত ও ব্যাধিত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সৈন্যের মধ্যে, অভৃত বা অদত্তবেতন সৈন্য তৎসময়ে বেতন প্রাপ্ত হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, ব্যাধিত সৈন্য নিজের শারীরিক শক্তিহীনতাবশতঃ অকর্মণ্য হইয়া পড়ায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৩) তদ্রূপ **নবাগত ও দূরায়াত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, নবাগত বা অচিরায়াত সেনা অন্য বা নবেতর সেনা হইতে দেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, দূরায়াত সেনা দূর হইতে আগমনজন্য পরিক্লিষ্ট হওয়ায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৪) **পরিশ্রান্ত ও পরিক্ষীণ** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, পরিশ্রান্ত সেনা স্নান, ভোজন ও নিদ্রাদ্বারা বিশ্রাম লাভ করিলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে।

কিন্তু, পরিক্ষীণ সেনা অন্য যুদ্ধে যুগ্য পশু ও উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষের ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৫) প্রতিহত ও হতাগ্রবেগ (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, প্রতিহত সেনা যুদ্ধারম্ভে ভঙ্গ বা পরাজয় প্রাপ্ত হইলেও প্রবীর পুরুষদ্বারা সংমেলিত হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, হতাগ্রবেগ সেনা যুদ্ধারম্ভেই প্রবীর পুরুষ হারাইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৬) অনৃতুপ্রাপ্ত ও অভূমিপ্রাপ্ত (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, অনৃতুপ্রাপ্ত সেনা তৎকাল-প্রাপ্ত ঋতুর উপযোগী যুগ্য বা যুগবাহী পশু, শস্ত্র ও কবচ লইয়া (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, অভূমিপ্রাপ্ত সেনা সর্ব্বত্র প্রসার বা গতাগতি স্থান ও যুদ্ধব্যায়ামের অভাবে যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৭) আশানির্ব্বেদী ও পরিস্থপ্ত (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সৈন্য মধ্যে, আশানির্ব্বেদী সৈন্য (নৈরাশ্য প্রাপ্ত হইয়াও) কামনার বস্তু লাভ করিলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, পরিস্থপ্ত সৈন্য সৈন্যমুখ্যদিগকে হারাইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৮) কলত্রগর্হী ও অন্তঃশল্য (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সৈন্যের মধ্যে কলত্রগর্হী (অর্থাৎ কলত্রাদি পোষ্যবর্গ তাহাদিগকে যুদ্ধকর্ম্মে যোগ দিতে বাধা দেয় বলিয়া যে সৈন্য তাহাদের নিন্দা করে) সৈন্য কলত্রাদির রক্ষাজন্য ব্যবস্থা হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, অন্তঃশল্য সৈন্য নিজ অন্তঃকরণে শত্রুর প্রতি আকর্ষণ রাখাতে যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(৯) কুপিতমূল ও ভিন্নগর্ভ (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, কুপিতমূল বা ক্রুদ্ধপ্রধানক সেনা সামাদি উপায়ের প্রয়োগদ্বারা প্রশমিতকোপ হইলে (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, ভিন্নগর্ভ সেনা পরস্পর ভিন্ন থাকায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(১০) অপসৃত ও অতিক্ষিপ্ত (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনার মধ্যে, অপসৃত সেনা এক রাজ্যে বলদ্বারা নিরাকৃত হইলেও পুনরায় মন্ত্রযোগে ও ব্যায়ামাভ্যাসদ্বারা এবং অরণ্য ও মিত্ররাজার আশ্রয় লাভ করিয়া (রাজপক্ষে) যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, অতিক্ষিপ্ত সেনা বহুরাজ্যে বলদ্বারা নিরাকৃত হইয়া বহুপ্রকার কষ্ট অনুভব করায় যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(১১) উপনিবিষ্ট ও সমাপ্ত (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) বলমধ্যে উপনিবিষ্ট বল বা সেনা (শত্রুর নিকটে থাকিয়া) নিজের পৃথক্ যান (আক্রমণ) ও স্থান (স্থিতি) অবলম্বন করিয়া অতিসন্ধানকারী শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। (কারণ, স্বীয় যান ও স্থান পৃথক্ থাকায় শত্রু রন্ধ্রান্বেষণে বিফল হইবে)। কিন্তু, সমাপ্ত সেনা যুদ্ধ করিতে চাহিবে না। কারণ, শত্রুর সহিত সমান যান ও স্থান অবলম্বন করায়, শত্রু তদীয় রন্ধ্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

(১২) উপরুদ্ধ ও পরিক্ষিপ্ত (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) বলমধ্যে, উপরুদ্ধবল (যে দিকে উপরোধযুদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে) অন্য এক দিক্ দিয়া নিষ্ক্রামণপূর্ব্বক উপরোধ-

কারী শত্রুর প্রতি যুদ্ধ চালাইতে পারে। কিন্তু, পরিক্ষিপ্তবল সর্ব্বদিকে শত্রুকর্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়ায় প্রতিযুদ্ধ চালাইতে সমর্থ হইবে না।

(১৩) **ছিন্নধান্য ও ছিন্নপুরুষবীবধ** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) সেনামধ্যে, প্রথমটি (তাহার আপন দেশের ধান্যাগম ছিন্ন হইলেও) অন্য কোন স্থান হইতে ধান্য আনিয়া, অথবা মৃগাদি জঙ্গম জন্তুর মাংস কিম্বা স্থাবর বৃক্ষাদির ফল আহার করিয়া, যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, যে সেনার নিজদেশীয় সৈনিক পুরুষ ও শিক্যাদি ভারাগম ছিন্ন হইয়াছে এবং সেই কারণে যে সেনা সহায়শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, সে সেনা যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(১৪) **স্ববিক্ষিপ্ত ও মিত্রবিক্ষিপ্ত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) বলমধ্যে, স্ববিক্ষিপ্ত অর্থাৎ নিজ দেশে কার্য্যার্থ এদিক্-ওদিক্ প্রেরিত সেনা শত্রুর (অভিযোগরূপ) আপদ উপস্থিত হইলে পরে পুনরায় একত্রিত হইতে পারে। কিন্তু, মিত্রবিক্ষিপ্ত অর্থাৎ মিত্রের কার্য্যার্থ মিত্রদেশে প্রেরিত সেনা দূরবর্ত্তী দেশে স্থিত বলিয়া এবং সন্নিধানে বিলম্ব হইবে বলিয়া একত্রিত হইতে পারিবে না।

(১৫) **দূষ্যযুক্ত ও দুষ্টপার্ষ্ণিগ্রাহ** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) বলমধ্যে দূষ্যযুক্ত অর্থাৎ রাজ্যঘাতী প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বারা যুক্ত বল অন্যান্য বিশ্বস্ত পুরুষদ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া দূষ্যগণসহ অসংহত বা অসংশ্লিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, দুষ্টপার্ষ্ণিগ্রাহ অর্থাৎ যে সেনার পার্ষ্ণিগ্রাহ পশ্চাতে থাকিয়া সর্ব্বদাই দোষের কাজে ব্যস্ত থাকে, সেই সেনা পৃষ্ঠাভিঘাতের ভয়ে ত্রস্ত থাকে বলিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিবে না।

(১৬) **শূন্যমূল ও অস্বামিসংহত** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) বলমধ্যে, শূন্যমূল অর্থাৎ যে সেনা মূলস্থানে অবশিষ্ট না রাখিয়া প্রস্থিত, সে সেনা পৌর ও জানপদ লোকদ্বারা রক্ষার বিধান করিয়া নিজের সমগ্রশক্তিনিয়োগদ্বারা যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু, অস্বামিসংহত সৈন্য রাজা বা সেনাপতিরহিত হইয়া তাহা করিতে চাহিবে না।

(১৭) **ভিন্নকূট ও অন্ধ** (হওয়ায় ব্যসনযুক্ত) বলমধ্যে, ভিন্নকূট অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ-রহিত বল অন্য অধ্যক্ষদ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু, অন্ধ অর্থাৎ শত্রুর ব্যবহার-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেনা দেশিক বা উপদেশকারীর অভাবে তাহা করিতে চাহিবে না। ইতি (বলব্যসনসমূহের নিরূপণ সমাপ্ত হইল)।

(সম্প্রতি নিম্নবর্ণিত শ্লোকদ্বয়দ্বারা উক্ত ব্যসনগুলির পরিহারের উপায় বলা হইতেছে।)

(অমানন-বিমানন প্রভৃতি উপরি উল্লিখিত) দোষসমূহের সংশোধন, এক বল বা সৈন্য সহ অন্য সৈন্যের সংমিশ্রণ বা একত্র সমাবেশন, সত্র বা অরণ্যে সেনাসংস্থান, ও শত্রুসেনার প্রতি কপটোপায়-প্রয়োগদ্বারা অতিসন্ধান ও বলাধিক প্রতিপক্ষের সহিত সন্ধিকরণ—(এইগুলিই) নিজ বল বা সেনার ব্যসন পরিহারের সাধন বা উপায় ॥১॥

বিজিগীষু রাজা নিত্য উত্থানশীল বা সজাগ থাকিয়া, ব্যসন উপস্থিত হইলে, নিজ দণ্ড বা সৈন্যকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবেন, এবং নিত্যই উদ্যোগী থাকিয়া শত্রুর সৈন্যের রন্ধ্র বা ছিদ্র পাইলেই তৎ-প্রহারে উদ্যত হইবেন ॥২॥

(সম্প্রতি নিম্নবর্ণিত ছয়টি শ্লোকদ্বারা মিত্রব্যসনের প্রকারভেদ বলা হইতেছে।)

ষষ্ঠ শ্লোকের 'কৃচ্ছ্রেণ সাধ্যন্তে' শব্দদ্বয় সহ অন্বয় বুঝিতে হইবে।

বিজিগীষুর পক্ষে, নিম্নোল্লিখিত নানাবিধ বিকারবশতঃ ভিন্ন মিত্র অতিকষ্টে সাধিত বা অনুকূলিত হয়। (১) যে মিত্র স্বকার্য্যবশতঃ, বা দল বাঁধিয়া সকলের কার্য্যবশতঃ, অথবা স্ববন্ধু-প্রভৃতি। একজনের কার্য্যবশতঃ শত্রুর প্রতি অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; (২) যে মিত্র নিজের শক্তিহীনতাজন্য, অথবা (শত্রু হইতে ধনাদির) লোভ জন্য, অথবা (শত্রুর প্রতি) প্রণয় জন্য বিজিগীষু-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, (তিনি কষ্টসাধ্য মিত্র) ॥৩॥

শত্রুর সহিত সংগ্রাম চলিতে থাকা সময়ে, যে মিত্র অভিযানে প্রবৃত্ত থাকিলেও, (শত্রু হইতে প্রাপ্ত ধনাদি গ্রহণপূর্ব্বক নিবর্ত্তমান বিজিগীষু-কর্ত্তৃক বিক্রীত বা স্বীয়তা হইতে প্রচ্যাবিত বা বিদূরিত হইয়াছেন, অথবা যে মিত্র দ্বৈধীভাবজন্য বিক্রীত হইয়াছেন—অর্থাৎ যাঁহার (নিজ মিত্রের) শত্রুর সহিত সন্ধিপূর্ব্বক বিজিগীষু নিজ যাতব্য শত্রুর প্রতি আক্রমণ চালাইতেছেন বলিয়া যে মিত্র ছাড় পড়িয়াছেন, অথবা যে মিত্র—"তুমি এই দিকে যাও, আমি অন্যদিকে যাই" এই বলিয়া বিজিগীষু তাঁহার (নিজ মিত্রের) শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সে দিক হইতে অন্যদিকে অর্থাৎ নিজের অন্তশত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়ায়, ছাড় পড়িয়াছেন, (তিনিও কষ্টসাধ্য মিত্র) ॥৪॥

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা বিজিগীষুর এক সঙ্গে যানপ্রবৃত্ত হইবার সন্ধিতে বিশ্বাস উৎপাদন করিলেও যদি বিজিগীষু তাঁহার (নিজমিত্রের শত্রুর সাহায্য করিয়া) যে মিত্রকে বঞ্চিত করিয়াছেন সেই মিত্র এবং তাঁহার শত্রুর ভয়ে বা স্বমিত্রের প্রতি অনাদরে বা নিজের আলস্য-বশতঃ যে মিত্র (বিজিগীষু-কর্ত্তৃক) তাঁহার ব্যসন হইতে অনিস্তারিত সেই মিত্রও কষ্টসাধ্য মিত্র ॥৫॥

যে মিত্র (বিজিগীষুর) নিজ ভূমিতে আগমন-বিষয়ে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, অথবা যে মিত্র ভয়বশতঃ (বিজিগীষুর) স্বসমীপ হইতে দূরে অপসৃত হইয়াছেন, অথবা যে মিত্রকে নিজের দ্রব্যাপহরণজন্য বা দাতব্যের অপ্রদানজন্য, বা দাতব্য দিয়াও অপমানিত করা হইয়াছে—(সে মিত্র কষ্টসাধ্য) ॥৬॥

বিজিগীষু স্বয়ং অথবা অন্যদ্বারা যে মিত্রের ধন অতিমাত্রায় হরণ করিয়াছেন বা করাইয়াছেন, কিংবা যে মিত্র (বিজিগীষুর) শত্রুকে নির্জ্জিত করিয়া আসিলেই অন্য দুঃসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন—(সে মিত্র কষ্টসাধ্য) ॥৭॥

নিজের সামর্থ্যহীনতাবশতঃ যে মিত্র উপেক্ষিত হইয়াছেন, অথবা মিত্রতার জন্য প্রার্থনা করিতে গেলে পর যে মিত্রের প্রতি বিরোধভাব সংজনিত হইয়াছে, এমন মিত্র কষ্টে সাধিত বা বশীভূত হয়েন। আবার যদি তেমন মিত্র কোনপ্রকারে বশীভূতও হয়েন—তাহা হইলেও তিনি শীঘ্রই বিরক্ত বা নিঃস্নেহ হইয়া পড়েন ॥৮॥

(এখন সুসাধ্য মিত্রবর্গের কথা বলা হইতেছে।)

যে মিত্র (বিজিগীষুর হিতার্থে) কৃতপরিশ্রম বলিয়া মানার্হ হইলেও মোহবশতঃ (বিজিগীষু-কর্ত্তৃক) অপূজিত, যে মিত্র পূজিত হইলেও নিজের প্রয়াসানুযায়ী সৎকার প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং যে মিত্র (বিজিগীষুর শত্রুদ্বারা, বিজিগীষুর প্রতি প্রযোক্তব্য) ভক্তি-প্রদর্শনে নিবারিত হইয়াছেন ॥৯॥

যে মিত্র (বিজিগীষু-কর্ত্তৃক) অন্য মিত্রের প্রতি বিহিত উপঘাত দর্শন করিয়া (নিজের প্রতি তেমন হইতে পারে মনে করিয়া) ত্রস্ত হইয়াছেন, অথবা যে মিত্র বিজিগীষুকে তদীয় শত্রুর সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন, এবং যে মিত্রের প্রতি বিজিগীষু দূষ্য পুরুষদ্বারা ভেদ প্রয়োগ করিয়াছেন, সে-সব মিত্র সাধ্য বা বশীভূত হইতে পারেন এবং বশীভূত হইয়া অবস্থিত রহেন ॥১০॥

অতএব, (বিজিগীষু) এই সমস্ত মিত্রভঙ্গজনক দোষ উৎপাদন করিবেন না। আর যদি (কোনও কারণে) এই সব দোষ উৎপন্নও হয়, তাহা হইলে দোষের উপঘাতক (সান্ত্বাদি) গুণদ্বারা সেগুলির প্রশমন ঘটাইবেন ॥১১॥

বিজিগীষু যে-যে কারণে (অমাত্যাদি) প্রকৃতির ব্যসন প্রাপ্ত হইবেন, আলস্যরহিত হইয়া (ব্যসন উৎপন্ন হওয়ার) পূর্ব্বেই তিনি সেই সেই কারণের প্রতীকার করিবেন ॥১২॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ব্যসনাধিকারিক-নামক অষ্টম অধিকরণে বল-
ব্যসনবর্গ ও মিত্রব্যসনবর্গ-নামক পঞ্চম অধ্যায় (আদি
হইতে ১২১ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ব্যসনাধিকারিক-নামক অষ্টম অধিকরণ সমাপ্ত।

অভিযাস্যৎকর্ম্ম—নবম অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১৩৫ম—১৩৬ম প্রকরণ—শক্তি, দেশ ও কালের বলাবল-জ্ঞান ও যাত্রাকাল

বিজিগীষু রাজা নিজের ও শত্রুর সম্বন্ধে, শক্তি (উৎসাহ, প্রভাব ও মন্ত্র), দেশ (সমবিষমস্থানাদি), কাল (শীতগ্রীষ্মাদি), যাত্রাকাল (অভিযানের উপযোগী সময়), বলসমুত্থানকাল (সেনা ভর্ত্তি করিয়া যথাকার্য্যে তাহার বিনিয়োগের সময়), পশ্চাৎকোপ (নিজের অভিযান-সময়ে পশ্চাতে পার্ষ্ণিগ্রাহাদির আক্রমণ ও অত্যাচার), ক্ষয় (বাহন ও কর্ম্মকর পুরুষদিগের অপচয়), ব্যয় (অর্থাদির অপচয়), লাভ (ফলসিদ্ধি) ও আপদসমূহের (১৪৩ প্রকরণোক্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর বিপত্তিসমূহের) বল ও অবলবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া যদি নিজকে বিশেষভাবে বলযুক্ত মনে করেন (সুতরাং শত্রুকে যদি হীনবল মনে করেন), তাহা হইলে যানে প্রবৃত্ত হইবেন। অন্যথা, তিনি আসনপরিগ্রহ করিয়া (চুপচাপ) অবস্থান করিবেন।

(উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তি—এই শক্তিত্রয়ের পারস্পরিক গুরুলঘুভাবের বিচার করা যাইতেছে।) তদীয় আচার্য্যের মতে উৎসাহশক্তি ও প্রভাব-শক্তির মধ্যে উৎসাহ-শক্তিই প্রশস্ততর। কারণ, (তাঁহাদের মতে) স্বয়ং শৌর্য্যবান্, দৈহিক বলসম্পন্ন, নীরোগ, অস্ত্রবিদ্যাবিৎ, (মিত্রাদিরহিত হইলেও) কেবল নিজদণ্ড বা সেনার উপরই

নির্ভরশীল হইয়াও, রাজা স্বয়ং প্রভাবশক্তিসম্পন্ন (অন্য) রাজাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন। অথচ তাঁহার দণ্ড বা সেনা স্বল্প হইলেও তিনি তদীয় তেজোমহিমায় কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু, প্রভাব-শক্তিসম্পন্ন রাজা যদি উৎসাহশক্তিবিহীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি বিক্রমপ্রদর্শনে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) প্রভাবশক্তিবিশিষ্ট (অর্থাৎ কোশ ও দণ্ডজ তেজঃসম্পন্ন) রাজা স্বপ্রভাবে (যাতব্য রাজা হইতে) বিশিষ্টতর তৃতীয় রাজাকে স্বসহায়ার্থ বরণ করিয়া এবং প্রবীরপুরুষদিগকে (ভক্ত-বেতনাদি দিয়া) স্ববশে আনিয়া, অথবা (প্রভূত ধনদানদ্বারা) কিনিয়া লইয়া, উৎসাহশক্তি-সম্পন্ন (অন্য) রাজাকে অতিশয়িত করিতে পারেন। তদীয় দণ্ড বা সেনা অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়া অশ্ব, গজ, রথ ও অন্যান্য উপকরণদ্বারা সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বত্র অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করিতে পারে। (ইহাও শুনা যায় যে,) স্ত্রীলোক, বালক, পঙ্গু ও অন্ধরাজগণও প্রভাবশক্তিসম্পন্ন হইয়া উৎসাহশক্তিসম্পন্ন রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া বা (ধনাদিদানদ্বারা) ক্রয় করিয়া লইয়া পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। (সুতরাং কৌটিল্যের মতে উৎসাহশক্তির অপেক্ষায় প্রভাবশক্তিই অধিকতর কার্য্যকরী হয়।)

তদীয় আচার্য্যের মতে প্রভাবশক্তি ও মন্ত্রশক্তির মধ্যে প্রভাবশক্তিই প্রশস্ততর। কারণ, (তাঁহার মতে) মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন হইলেও যদি কোন রাজা প্রভাবশক্তিবিহীন হয়েন; তাহা হইলে তিনি নিষ্ফলমন্ত্র হইয়া পড়েন। আবার, প্রভাবের অভাব তাঁহার (কোশ-দণ্ড-সাধ্য) মন্ত্রকে অভিহত করে, যথা বৃষ্টির অভাব (বর্ষণাপেক্ষাকারী) গর্ভস্থ ধান্যকে অভিহত বা নষ্ট করিয়া থাকে।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত সমর্থন করেন না। (তাঁহার মতে প্রভাবশক্তির অপেক্ষায়) মন্ত্রশক্তিই প্রশস্ততর। কারণ, প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রজ্ঞানরূপচক্ষুর্বিশিষ্ট রাজা অল্প আয়াসেই মন্ত্রের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন এবং উৎসাহ ও প্রভাবশক্তিবিশিষ্ট শত্রুরাজগণকে সামাদি উপায়দ্বারা এবং যোগ (অর্থাৎ তীক্ষ্ণাদি চারপুরুষযোগ) এবং উপনিষৎপ্রয়োগদ্বারা (অর্থাৎ ঔপনিষদিক অধিকরণোক্ত অগ্ন্যাদি উপায়দ্বারা) বঞ্চিত করিতে পারেন। এইভাবে উৎসাহ, প্রভাব ও মন্ত্রশক্তিত্রয়ের মধ্যে পর-পর শক্তিটিদ্বারা অধিক শক্তিমান্ রাজা (পূর্ব্ব-পূর্ব্ব শক্তিটিদ্বারা যুক্ত রাজাদিগকে) বঞ্চিত বা স্ববশংগত করিতে পারেন।

(সম্প্রতি দেশের নিরূপণ করা যাইতেছে।) দেশ-শব্দদ্বারা পৃথিবী বুঝিতে হইবে। এই পৃথিবীতে (ভারতবর্ষরূপ মহাদেশে) হিমালয় হইতে (দক্ষিণ-) সমুদ্র পর্য্যন্ত উদগ্‌ভব অর্থাৎ উত্তরদিগ্‌ভব যে ক্ষেত্র এবং তির্য্যগ্‌ভাবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে) এক হাজার যোজনব্যাপী যে ক্ষেত্র,—তাহাকে চক্রবর্ত্তিক্ষেত্র বলা হয়—অর্থাৎ উক্তপ্রকার সীমাবদ্ধ দেশে চক্রবর্ত্তী রাজার অখণ্ড শাসন চলিতে পারে বলিয়া ইহার নাম চক্রবর্ত্তিক্ষেত্র হইয়াছে। এই চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রে আরণ্য (জঙ্গল ভূমি, যাহা কৃষির অযোগ্য ভূমি), গ্রাম্য (যাহা কৃষিযোগ্য ভূমি), পার্ব্বত (যাহা পাহাড়ী ভূমি), ঔদক (জলপ্রায়স্থান), ভৌম (স্থলভূমি), সম (সমতলভূমি) ও বিষম (উন্নতানত ভূমি)-এইরূপ বিশেষ বিশেষ দেশভাগ আছে। এই সমস্ত

বিশেষভাগে যাহাতে নিজের বল বা সেনার (জয়াদি) বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ কার্য্য রাজা করিবেন। যে দেশে নিজ সৈন্যের নানাবিধ ব্যায়ামের সুবিধা হইতে পারে এবং শত্রু-সৈন্যের নানাবিধ ব্যায়ামের অসুবিধা হইতে পারে—তাহাই উত্তম দেশ। ইহার বিপরীত দেশ (অর্থাৎ যে স্থানে নিজসৈন্যের ব্যায়ামের অসুবিধা ও শত্রুসৈন্যের ব্যায়ামের সুবিধা হইতে পারে তাহা) অধম দেশ। এবং যে দেশ নিজের ও শত্রুর ব্যায়ামের পক্ষে সমান সুবিধা ও অসুবিধাযুক্ত তাহা মধ্যম দেশ।

(এখন কালের নিরূপণ করা যাইতেছে।) শীতকাল, গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকালভেদে কাল তিনপ্রকার। কালের বিশেষ বিশেষ ভাগ এই প্রকার—রাত্রি, দিন, পক্ষ (কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ), মাস, ঋতু, অয়ন (উত্তরায়ণের ছয়মাস ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস), সংবৎসর (সাল বা একবৎসর) এবং যুগ। এই সমস্ত কালবিশেষে যাহাতে নিজের বল বা সেনার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ কার্য্য রাজা অনুষ্ঠান করিবেন। যে কালে নিজ সৈন্যের নানাবিধ ব্যায়ামের আনুকূল্য ঘটিবে এবং শত্রুর সৈন্যের নানাবিধ ব্যায়ামের প্রাতিকূল্য ঘটিবে—তাহাই উত্তম কাল। ইহার বিপরীত কাল অধম কাল। এবং যে কাল নিজের ও শত্রুর সম্বন্ধে সাধারণ বা সমান তাহা মধ্যম কাল।

(শক্তি, দেশ ও কালের বলাবলবিচার সম্বন্ধে) তদীয় আচার্য্যের এই মত যে, এই তিন বস্তুর মধ্যে শক্তিই দেশ ও কালের অপেক্ষায় অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ, (তাঁহার মতে) রাজা শক্তিশালী হইলে নিম্ন ও উচ্চ স্থলযুক্ত দেশের এবং শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাযুক্ত কালেরও প্রতীকারে সমর্থ হয়েন।

কোন কোন আচার্য্যের মতে এই তিনের মধ্যে দেশই অপর দুইটির অপেক্ষায় অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ, (তাঁহার মতে), কুক্কুরও স্থলগত থাকিয়া (জলগত) নক্রকে টানিয়া আনিতে পারে এবং নিম্নস্থানে (অর্থাৎ জলদেশে) থাকিয়া নক্রও কুক্কুরকে টানিয়া আনিতে পারে (অর্থাৎ অনুকূল দেশে থাকিয়া যে কোন ব্যক্তি শত্রুকে জব্দ রাখিতে পারে)।

আবার কোন কোন আচার্য্যের মতে এই তিনের মধ্যে কালই অপর দুইটির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। (কালের প্রভাবে) কাক দিনের বেলায় পেচককে মারিতে পারে এবং পেচকও রাত্রিতে কাককে মারিতে পারে (অর্থাৎ নিজের অনুকূল সময়ে অবস্থিত থাকিয়া যে কোন ব্যক্তি বলবান্ শত্রুকেও নষ্ট করিতে পারে)।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত সমর্থন করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) শক্তি, দেশ ও কাল এই তিনটিই কার্য্যসাধনবিষয়ে পরস্পরকে অপেক্ষা করে। সুতরাং এই মতে এই তিনের প্রত্যেকটিরই সমান প্রাধান্য ধরিয়া লইতে হইবে।

(এখন শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রাকাল অর্থাৎ যাত্রা বা অভিযানের কাল নিরূপিত হইতেছে।) উক্ত (শক্তি, দেশ ও কালসম্বন্ধে শত্রুর অপেক্ষায় অধিকতর) শক্তিশালী হইলে (বিজিগীষু রাজা) নিজের সেনার একতৃতীয়াংশ বা একচতুর্থাংশ যথাক্রমে মূলস্থানে (রাজধানীতে), পার্ষ্ণীতে (পৃষ্ঠভাগে), প্রত্যন্তপ্রদেশে ও অটবীপ্রদেশে রক্ষার্থ স্থাপিত করিয়া, কার্য্যসাধনের উপযোগী কোশ ও দণ্ড লইয়া, অমিত্র বা শত্রুর অভিঘাতের উদ্দেশ্যে মার্গশীর্ষী যাত্রা অর্থাৎ

অগ্রহায়ণমাসে অবলম্বনীয় যাত্রা বা অভিযান স্বীকার করিবেন—কারণ, সেই সময়ে অমিত্রের পুরাণ ভক্ত (অন্নাদি) ক্ষীণ থাকে।

তাঁহার নূতন ভক্ত তখন পর্য্যন্ত অসংগৃহীত থাকে এবং তখন তাঁহার দুর্গসংস্কার করা সম্ভবপর হয় না। আরও (একটি লাভ বিজিগীষুর সম্ভবপর হয়) তখন (শত্রুর) বর্ষাকালে উপ্ত বীজ হইতে নিষ্পন্ন শস্য ও হেমন্তকালে বপ্তব্য বীজমুষ্টিঃ তিনি (বিজিগীষু) উপহত করিতে সমর্থ হইবেন। আবার (শত্রুর) হেমন্তকালে উপ্ত বীজ হইতে নিষ্পন্ন শস্য ও বসন্তকালে বপ্তব্য বীজমুষ্টিও নষ্ট করিতে হইলে, তিনি চৈত্রী যাত্রা অর্থাৎ চৈত্রমাসে অবলম্বনীয় অভিযান স্বীকার করিবেন। আবার (শত্রুর) বসন্তকালে উপ্ত বীজ হইতে নিষ্পন্ন শস্য ও বর্ষাকালে বপ্তব্য মুষ্টিবীজও নষ্ট করিতে হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠামূলীয়া যাত্রা অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসে অবলম্বনীয় অভিযান স্বীকার করিবেন এবং তাহা হইলে তখন তাঁহার অমিত্রের অবস্থাও এইরূপ থাকিবে যে, তাহার (শত্রুর) তৃণ, কাষ্ঠ ও জল ক্ষীণ থাকিবে এবং তখন তাঁহার দুর্গসংস্কার করাও সম্ভবপর হইবে না।

(যাতব্য দেশের অবস্থা বুঝিয়া যাত্রাকাল নিরূপিত হওয়া আবশ্যক।) যে দেশ অত্যন্ত গরম এবং যেখানে যবস (পশুর খাদ্য তৃণাদি), ইন্ধন (কাষ্ঠ) ও জল অল্প আছে, (বিজিগীষু) সেই দেশে হেমন্তে অভিযান করিবেন। আবার যে দেশ অনবরত তুষারবর্ষণে তমসাচ্ছন্ন থাকে, যেখানে গভীর জলাশয় বা জলময় ভাগ বেশী আছে এবং যেখানে তৃণ ও বৃক্ষের গহনভাগ আছে, (বিজিগীষু) সেই দেশে গ্রীষ্ম ঋতুতে অভিযান করিবেন। (বর্ষাকালে যাত্রা প্রায় প্রতিষিদ্ধ, কিন্তু,) যে দেশ নিজ সৈন্যের ব্যায়ামের যোগ্য ও শত্রুসৈন্যের ব্যায়ামের অযোগ্য, সেই দেশে (বিজিগীষু) বর্ষাকালে অভিযান করিতে পারেন।

অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপিনী (মার্গশীর্ষী) যাত্রা করিবেন অর্থাৎ যে অভিযানে বেশী সময়ের প্রয়োজন হইবে সেইরূপ যাত্রা করিবেন (কারণ, তখন কৃষ্যাদিকর্ম্মের নাশের আশঙ্কা নাই)। চৈত্র ও বৈশাখ মাসের মধ্যে মধ্যমকালব্যাপিনী (চৈত্রী) যাত্রা করিবেন। আর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যে অল্পকালব্যাপিনী (জ্যেষ্ঠামূলীয়া) যাত্রা করিবেন—যদি বিজিগীষু কেবলমাত্র শত্রুদেশে যাইয়া অন্নাদির উপদ্রব করিতে ইচ্ছা করেন, (কিন্তু যুদ্ধাদির জন্য নহে)। আবার শত্রুর ব্যসন বা বিপত্তি আপতিত হইলে (পূর্ব্বকালোক্ত যাত্রাত্রয়ের সময় অপেক্ষা না করিয়া) চতুর্থী (মার্গশীর্ষ্যাদি-বিলক্ষণা) যাত্রা করিবেন। এই ব্যসনাভিযান বিগ্রহযান-নামক প্রকরণে (অধিঃ ৭, অধ্যায় ৫) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শত্রুর ব্যসন উপস্থিত হইলে, বিজিগীষু (তাঁহার বিরুদ্ধে) অভিযান করিবেন—ইহা তদীয় আচার্য্য প্রায়শঃ উপদেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, কৌটিল্য নিজে এইরূপ সিদ্ধান্ত মানেন যে, (শত্রুর অপেক্ষায়) নিজের শক্তির উদয় হইলেই বিজিগীষু (তাঁহার বিরুদ্ধে) অভিযান চালাইবেন, কারণ, ব্যসনের উৎপত্তি অনিশ্চিত (কখন যে শত্রুর ব্যসন উপস্থিত হইবে তাহার ঠিকানা নাই—হয়ত, তখন বিজিগীষুর শক্তিরও অপচয়ের অবস্থা হইতে পারে)।

অথবা (শত্রুর ব্যসন ও নিজের শক্তির উপচয়ের অপেক্ষা না করিয়াও) যদি বিজিগীষু অভিযানে প্রবৃত্ত হইলে শত্রুর কর্শন, বা উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইবেন মনে করেন—তাহা হইলেও তিনি অভিযান স্বীকার করিতে পারেন।

(এখন সেনানুসারে যাত্রাকালের বিচার করা হইতেছে।) অত্যন্ত উষ্ণতায় বিপর্য্যস্ত হওয়ার সময়ে, বিজিগীষু যদি হস্তিব্যতিরেকে অন্যপ্রকার (খরোষ্ট্রাদি) বল বা সেনাযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি অভিযানে বাহির হইতে পারেন। কারণ, (সেই সময়ে) হস্তিগণের স্বেদ বাহিরে নির্গত না হইলে ইহারা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয় এবং তখন (জলাভাবে) স্নান না করায় ও জলপান না করায় তাহাদের ক্ষরণ (জলস্রাব) সুষ্ঠুভাবে না হওয়ার ফলে ইহারা (অন্তস্তাপে) অন্ধ হইয়া যায়। অতএব, যে দেশে প্রচুর জল আছে ও যে সময়ে বর্ষণ হয়, সেই দেশে ও সেইকালে বিজিগীষু হস্তিবলযুক্ত থাকিলে অভিযানে প্রবৃত্ত হইবেন। তদ্-বিপরীত অবস্থায় (অর্থাৎ অপ্রভূতজলযুক্ত দেশে ও বর্ষাতিরিক্ত সময়ে) তিনি গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্ববলযুক্ত থাকিলে অভিযানে প্রবৃত্ত হইবেন। আবার বর্ষাকালেও যদি কোন দেশে বর্ষা-জনিত পঙ্ক অল্প হয়, তাহা হইলে সেই মরুপ্রায় দেশে তিনি (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিযুক্ত) চতুরঙ্গ বল লইয়া অভিযান করিতে পারেন। অথবা, যাত্রামার্গের সমতলত্ব, বিষমত্ব, নিম্নতা (অর্থাৎ জলপ্রায়তা) অথবা স্থলপ্রায়তা এবং ইহার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার দরুণ যাত্রা বা অভিযানের বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

কার্য্যের লঘুতাবশতঃ সব অভিযানই হ্রস্বকালব্যাপী হয় এবং কার্য্যের গুরুতাবশতঃ সেগুলি দীর্ঘকালব্যাপী হয়। (স্বদেশে বর্ষাবাস বিধেয়, কিন্তু কার্য্যবশতঃ) পরদেশেও বর্ষাবাস কর্ত্তব্য হইতে পারে ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণে শক্তি, দেশ ও কালের বলাবলজ্ঞান ও যাত্রাকাল-নামক প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে ১২২ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৩৭ম—১৩৯ম প্রকরণ—বল বা সেনার উপাদানকাল (যথোপযোগী কার্য্যে বিনিয়োগের কালনিরূপণ), সেনার সন্নাহগুণ এবং প্রতিবলকর্ম্ম (শত্রুর বলানুসারে নিজ সেনাগঠনের উপায়-নির্দ্ধারণ)

মৌলবল (মূল অধিষ্ঠান বা রাজধানীভব পিতৃপৈতামহ সেনা), **ভৃতকবল** (ভৃতি বা বেতনভোগী সেনা), **শ্রেণীবল** (জনপদের শ্রেণী বা সংঘে ভুক্ত থাকিয়া নানাবিধ কর্ম্মকারী হইয়াও আয়ুধীয় পুরুষের সেনা), **মিত্রবল** (মিত্রের সেনা) **অমিত্রবল** (শত্রুর সেনা) ও **অটবীবল** (আটবিক মুখ্যদের সেনা)—এই ছয়প্রকার বলের বা সেনার সমুত্থানকাল

('সমুদ্দান'কাল পাঠ সঙ্গত মনে হয় না) অর্থাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধাদিকার্য্যে বিনিযুক্ত করিবার উপযুক্ত কাল নির্ণীত হইতেছে।

(১) (মৌলবল-বিনিয়োগের কারণ ও কাল বলা হইতেছে।) (ক) মূলের (অধিষ্ঠান বা রাজধানীর) রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় মৌলবলের অতিরিক্ত মৌল সেনা থাকিলে ; (খ) অথবা যদি (বিজিগীষু স্বয়ং যুদ্ধে গেলে) মৌলপুরুষেরা অতিমাত্রায় দ্রোহচিন্তাপরায়ণ হইয়া মূলস্থানে রাজার প্রতিকূলে বিকারযুক্ত হইবে এমন অবস্থা বুঝা যায় ; (গ) অথবা (যখন তিনি দেখিবেন যে,) প্রতিযোদ্ধা (প্রত্যর্থী শত্রু) বহুসংখ্যক এবং তৎপ্রতি অনুরক্ত নিজ মৌলবল-সহকারে, কিম্বা শৌর্য্যশালী অন্য সেনাবলে বলীয়ান্ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার (অর্থাৎ সেই প্রতিযোদ্ধার) বিরুদ্ধে ব্যায়াম বা বহুযত্নপূর্ব্বক অভিযান চালনা দরকার হইয়াছে ; (ঘ) অথবা যদি বহুদূরব্যাপী পথ ও বহুসময়ব্যাপী কালপর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিলে, মৌলগণই অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় (লোকক্ষয়) ও ব্যয় (অর্থনাশ) সহ্য করিতে পারিবে এমন অবস্থা দাঁড়ায় ; (ঙ) অথবা যদি দেখা যায় যে, যাতব্য শত্রুর বহু নিজানুরক্ত গূঢ়পুরুষদিগের বিজিগীষুর স্বদেশে সম্পাত বা উপস্থিতি ঘটাতে, তাহারা অবশ্যই উপজাপ বা ভেদবপনে নিযুক্ত হইবে, অর্থাৎ এই প্রকার ভয় উপহিত হইলে, এবং (মৌলব্যতিরিক্ত) ভৃতকাদি অন্যান্য সেনার প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হইলে ; (চ) অথবা যদি সকলপ্রকার সৈন্যের (প্রধানপুরুষদিগের) বলক্ষয় হইয়াছে এমনও বুঝা যায়, তাহা হইলে—মৌলবল বিনিয়োগের কাল বা অবসর আসিয়াছে এইরূপ বুঝা যাইবে।

(২) (ভৃতকবলের বিনিয়োগের কারণ ও কাল বলা যাইতেছে।) যদি বিজিগীষু দেখেন যে, (ক) তাঁহার নিজ ভৃতকবল প্রচুর, কিন্তু মৌলবল অল্প, তাহা হইলে ; (খ) অথবা শত্রুর মৌলবল অল্প ও বিরাগযুক্ত, তাহা হইলে ; (গ) অথবা শত্রুর ভৃতসৈন্য ফল্গু বা অল্পশক্তিশালী এবং একরূপ সারশূন্য, তাহা হইলে ; (ঘ) মন্ত্র বা গুপ্তযুদ্ধ অল্পব্যায়াম-সহকারে চালাইতে হইবে—এইরূপ অবস্থা হইলে ; (ঙ) অথবা যাতব্য দেশ অদূরবর্ত্তী এবং কালও অদীর্ঘ, সুতরাং লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় স্বল্পপরিমিত হইবে, এমন জানিলে ; (চ) অথবা তাঁহার (বিজিগীষুর) সৈন্যমধ্যে শত্রুর গূঢ়পুরুষাদির সম্পাত অল্প হইয়াছে এবং তজ্জনিত উপজাপ বা ভেদ শমিত হইয়াছে এবং তাঁহার নিজ সৈন্য বিশ্বাসের পাত্র, এমন হইলে ; এবং (ছ) শত্রুর (তৃণকাষ্ঠাদির) প্রসার স্বল্প হওয়ায় তাহার বিঘাত সম্ভবপর হইবে, এমন হইলে—(তিনি) ভৃতবলের বিনিয়োগের কাল বা অবসর উপস্থিত হইয়াছে জানিবেন।

(৩) (শ্রেণীবলের বিনিয়োগের কারণ ও কাল নিরূপিত হইতেছে।) যদি বিজিগীষু বুঝেন যে, (ক) তাঁহার শ্রেণীবল সংখ্যায় অধিক এবং ইহা মূলস্থানে ও অভিযানসময়ে নিবেশিত হইতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলে ; (খ) প্রবাসও হ্রস্ব হইবে অর্থাৎ প্রবাস অদূর-দেশবর্ত্তী ও অবহুকালব্যাপী, তাহা হইলে ; (গ) প্রতিযোদ্ধাও (শত্রুও) শ্রেণীবলবহুল হইয়া (প্রয়োজনমত) মন্ত্র বা তূষ্ণীংযুদ্ধ ও ব্যায়াম বা প্রকাশবিক্রম অবলম্বন করিয়া তাঁহার (বিজিগীষুর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে ; এবং (ঘ) প্রতিযোদ্ধা

দণ্ডভয়ে ভীত নিজ সৈন্য লইয়া (অপর নরপতির সাহায্যে) যুদ্ধব্যাপার চালনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি শ্রেণীবলের বিনিয়োগের কাল বা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবেন।

(৪) (মিত্রবলের বিনিয়োগের কারণ ও কাল নির্দ্ধারিত হইতেছে।) যদি বিজিগীষু মনে করেন যে—(ক) তাঁহার মিত্রবল সংখ্যায় অধিক এবং ইহা তদীয় মূলস্থানে ও অভিযানে নিয়োজিত হইতে সমর্থ, তাহা হইলে; (খ) প্রবাসও অদূরদেশকালবিষয়ক, তাহা হইলে; (গ) মন্ত্রযুদ্ধ বা তূষ্ণীংযুদ্ধের অপেক্ষায় ব্যায়াম বা প্রকাশযুদ্ধই অধিকতর হইবে, তাহা হইলে; (ঘ) (শত্রুর) আটবিক সেনা ও তাঁহার নগরস্থিত তদীয় আসার বা মিত্রসেনাকে পূর্ব্বে মিত্রবলদ্বারা যুদ্ধ করাইয়া, পরে নিজবলদ্বারা যুদ্ধ করাইবেন, তাহা হইলে; (ঙ) অথবা (তিনি যদি মনে করেন যে), তাঁহার নিজের যাহা যুদ্ধাদির কার্য্য তাহা মিত্রেরও কার্য্য, এই ভাবে উভয়ের কার্য্যতুল্যতা ঘটে, তাহা হইলে; (চ) অথবা কার্য্যসিদ্ধি মিত্রের আয়ত্ত তাহা হইলে; (ছ) অথবা তাঁহার মিত্র সন্নিহিত বলিয়া অন্তরঙ্গ, সুতরা তাঁহার অনুগ্রহ বা উপকারের পাত্র, তাহা হইলে; (জ) অথবা তাঁহার (মিত্রের) শত্রুদ্বারা দূষ্যবর্গের বিনাশ সাধন করিবেন, তাহা হইলে—মিত্রবলের বিনিযোগের কাল বা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা তিনি ধরিয়া লইবেন।

(৫) (অমিত্র বলের বিনিয়োগের কারণ ও কাল বলা হইতেছে।) যদি বিজিগীষু মনে ভাবেন যে, (ক) তাঁহার শত্রুবলসংখ্যা প্রভূত ও তাহা তদীয় নগরেই অবস্থিত এবং তিনি তাহা অন্য শত্রুবলের সঙ্গে যুদ্ধ করাইবেন এবং তাহা ঘটাইতে পারিলে (শ্বরাহভক্ষক) চণ্ডালের যেমন কুক্কুর ও বরাহের যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিলে যুধ্যমানদ্বয়ের অন্যতরের বধে তাহার ইষ্টলাভ হয়, তেমন শত্রুবলের সহিত শত্রুবলের যুদ্ধ বাঁধাইতে পারিলে তাঁহারও অন্যতরবধরূপ ইষ্টলাভ হইবে, অথবা আটবিকদিগকে শত্রুবলের সহিত যুদ্ধ করাইবেন, তাহা হইলে; (খ) অথবা নিজ মিত্রসমূহের ও নিজ আটবিক মুখ্যদিগের কণ্টক বা শত্রুর উচ্ছেদসাধনরূপ এই ক্রিয়া (অর্থাৎ এইপ্রকার শত্রুবলদ্বারা শত্রুবলের যুদ্ধবাঁধানের ক্রিয়া) তিনি (বিজিগীষু) সাধন করিবেন, তাহা হইলে; (গ) অথবা অত্যন্ত বৃদ্ধি বা উন্নতিযুক্ত শত্রুবল যাহাতে কুপিত হইয়া না উঠে এই ভয়ে তিনি নিত্যই ইহাকে নিজসন্নিধানে বাস করাইবেন, কিন্তু, লক্ষ্য রাখিবেন যেন সেই শত্রুবল মন্ত্রিপুরোহিতাদি প্রকৃতিবর্গের আভ্যন্তর কোপ উৎপাদন না করিতে পারে—এমন অবস্থা হইলে; (ঘ) অথবা, এই প্রকার শত্রুবলের সঙ্গে শত্রুবলের যুদ্ধ শেষ হইলে আবার যুদ্ধোচিত কাল উপস্থিত হইবে, তাহা হইলে—(তিনি) অমিত্রবলের বিনিয়োগের কাল বা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবেন।

(৬) এই প্রকারেই (অর্থাৎ অমিত্রবলবিনিয়োগের নিমিত্তের ন্যায় নিমিত্ত উপস্থিত হইলে) অটবীবল-বিনিয়োগের কালও উপস্থিত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। (আটবিকবলের বিনিয়োগবিষয়ে একটি বিশেষ এই প্রকার।) যদি বিজিগীষু মনে করেন যে (ক) তাঁহার অটবীবল শত্রুভূমির পথপ্রদর্শক হইবে, পরভূমিতে যুদ্ধ করার উপযোগী আয়ুধাদির প্রয়োগে উপযুক্ত ও অরির সহিত যুদ্ধবিষয়ে (পূর্ব্ব হইতেই) শত্রুর প্রতিপক্ষতা আচরণ করে—

এবং তজ্জন্য এই প্রকার অটবীবলদ্বারাই, শত্রু স্বয়ং অটবীবলে বলীয়ান্ হইয়া অগ্রসর হইলে তাহার বধ-সাধনে সমর্থ হইবেন—যেমন একটি বিল্বফলের আঘাত দ্বারা অন্য একটি বিল্বফল, ভাঙ্গিতে পারা যায় তেমনভাবে—তাহা হইলে ; (খ) অথবা শত্রুর তৃণকাষ্ঠাদি দ্রব্যের স্বল্প প্রবেশনও আটবীবলদ্বারাই বিহত হইতে পারিবে, তাহা হইলে—অটবীবল-বিনিয়োগের কাল বা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(উক্ত ছয়প্রকার সেনার অতিরিক্ত অন্য একপ্রকার সেনার কথা বলা হইতেছে।) ইহার নাম **ঔৎসাহিক বল** (নিজ উৎসাহমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া এই সংজ্ঞা)। এই সেনা এক বা মুখ্য নায়করহিত, ইহা অনেক জাতীয়ের মধ্যে (নানাদেশ-মধ্যে) অবস্থিত, (রাজাদেশ) পাইয়া বা না পাইয়াও পরবিষয়বিলোপে উত্তিষ্ঠমান। ভেদ্য ও অভেদ্যভেদে এই সেনা দুইপ্রকার– ভক্তভোগী, বেতনভোগী, (শত্রুবিষয়ে) লুণ্ঠনকারী, (দুর্গাদিকর্ম্মে) বিষ্টি বা শ্রমিকের কার্য্যকারী, এবং রাজার প্রতাপানুষ্ঠানকারী (অর্থাৎ বিশ্রামপ্রদর্শনে রাজাজ্ঞাকারী) হইলে ইহা শত্রুগণের 'ভেদ্য' (ভেদযোগ্য) হইতে পারে। এই সেনা তুল্যদেশীয়, তুল্যজাতীয় ও তুল্যশিল্প হইলে 'অভেদ্য' (শত্রুর ভেদের অযোগ্য) হইতে পারে, কারণ, এইরূপ সেনাই সংহত বা নিত্যসংঘাতমিলিত এবং শক্তিসম্পন্ন। এই পর্য্যন্ত নানারূপ বলের উপাদান বা বিনিয়োগের কাল নির্ণীত হইল।

তন্মধ্যে (রাজা) অমিত্রবল ও অটবীবলকে কুপ্য (বস্ত্রাদিদ্রব্য)-দ্বারা ভৃত, অথবা শত্রুর দেশে লুণ্ঠিত দ্রব্যদ্বারা ভৃত রাখিবেন।

শত্রুরও যদি নানাপ্রকার বলসংগ্রহের কাল উপস্থিত হয়, তবে (বিজিগীষুর সহায়তার জন্য পূর্ব্বাগত) শত্রুবলকে তিনি (বিজিগীষু) অবগৃহীত অর্থাৎ স্বসন্নিধানে আবদ্ধ রাখিবেন। অথবা, (নিজকার্য্যাপদেশে) অন্য স্থানে ইহাকে পাঠাইয়া দিবেন ; অথবা, (প্রতিজ্ঞাত সাহায্য বিধান না করিয়া) ইহাকে অফলযুক্ত করিবেন ; অথবা, ইহাকে (ভাঙ্গিয়া নানা-অংশে বিভক্ত করিয়া) নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রাখিবেন। অথবা, (শত্রুর আবশ্যকতার) কাল অতিক্রান্ত হইলে ইহাকে ছাড়িবেন। (বিজিগীষু) শত্রুর এইপ্রকার বলসংগ্রহচেষ্টার বিঘাত ঘটাইবেন এবং নিজের বলসংগ্রহচেষ্টা সম্পন্ন রাখিবেন।

(মৌলভৃতকাদি ছয়প্রকার সেনার মধ্যে) সন্নাহ বা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখা সম্বন্ধে পূর্ব-পূর্ব্বটি পর-পরটির অপেক্ষায় প্রশস্ততর। ভৃতবল অপেক্ষায় (১) মৌলবল অধিকতর সিদ্ধিকর, কারণ, মৌলবল সর্ব্বদাই স্বামীর ভাবে ভাবাপন্ন (অর্থাৎ কি প্রকারে নিজে স্বামীর সঙ্গে সত্ত্ববান্ থাকিবে এইরূপ চিন্তাযুক্ত) থাকে এবং নিত্যই ইহা স্বামীর নিকট হইতে সমাদর প্রাপ্ত হয় এবং নিজেও স্বামীর প্রতি সমাদরপ্রদর্শক থাকে (অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি সৎকারের অনুবর্ত্তন অবিচ্ছিন্ন থাকে)।

আবার, শ্রেণীবলের অপেক্ষায় (২) ভৃতবল অধিকতর সিদ্ধিকর, কারণ, ভৃতবল নিত্যই রাজার নিরন্তর অর্থাৎ সমীপবর্ত্তী থাকে, ইহাকে শীঘ্রই যুদ্ধাদিকার্য্যে উত্থিত বা প্রস্তুত করা যায় এবং ইহা রাজার বশংগত থাকে।

আবার, (৩) শ্রেণীবল মিত্রবলের (অপেক্ষায় অধিকতর শ্রেয়স্কর, কারণ, শ্রেণীবল)

দণ্ডভয়ে ভীত নিজ সৈন্য লইয়া (অপর নরপতির সাহায্যে) যুদ্ধব্যাপার চালনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি শ্রেণীবলের বিনিয়োগের কাল বা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবেন।

(৪) (মিত্রবলের বিনিয়োগের কারণ ও কাল নির্দ্ধারিত হইতেছে।) যদি বিজিগীষু মনে করেন যে—(ক) তাঁহার মিত্রবল সংখ্যায় অধিক এবং ইহা তদীয় মূলস্থানে ও অভিযানে নিয়োজিত হইতে সমর্থ, তাহা হইলে; (খ) প্রবাসও অদূরদেশকালবিষয়ক, তাহা হইলে; (গ) মন্ত্রযুদ্ধ বা তূষ্ণীংযুদ্ধের অপেক্ষায় ব্যায়াম বা প্রকাশযুদ্ধই অধিকতর হইবে, তাহা হইলে; (ঘ) (শত্রুর) আটবিক সেনা ও তাঁহার নগরস্থিত তদীয় আসার বা মিত্রসেনাকে পূর্ব্বে মিত্রবলদ্বারা যুদ্ধ করাইয়া, পরে নিজবলদ্বারা যুদ্ধ করাইবেন, তাহা হইলে; (ঙ) অথবা (তিনি যদি মনে করেন যে), তাঁহার নিজের যাহা যুদ্ধাদির কার্য্য তাহা মিত্রেরও কার্য্য, এই ভাবে উভয়ের কার্য্যতুল্যতা ঘটে, তাহা হইলে; (চ) অথবা কার্য্যসিদ্ধি মিত্রের আয়ত্ত তাহা হইলে; (ছ) অথবা তাঁহার মিত্র সন্নিহিত বলিয়া অন্তরঙ্গ, সুতরা তাঁহার অনুগ্রহ বা উপকারের পাত্র, তাহা হইলে; (জ) অথবা তাঁহার (মিত্রের) শত্রুদ্বারা দূষ্যবর্গের বিনাশ সাধন করিবেন, তাহা হইলে—মিত্রবলের বিনিযোগের কাল বা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা তিনি ধরিয়া লইবেন।

(৫) (অমিত্র বলের বিনিয়োগের কারণ ও কাল বলা হইতেছে।) যদি বিজিগীষু মনে ভাবেন যে, (ক) তাঁহার শত্রুবলসংখ্যা প্রভূত ও তাহা তদীয় নগরেই অবস্থিত এবং তিনি তাহা অন্য শত্রুবলের সঙ্গে যুদ্ধ করাইবেন এবং তাহা ঘটাইতে পারিলে (শ্ববরাহভক্ষক) চণ্ডালের যেমন কুক্কুর ও বরাহের যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিলে যুধ্যমানদ্বয়ের অন্যতরের বধে তাহার ইষ্টলাভ হয়, তেমন শত্রুবলের সহিত শত্রুবলের যুদ্ধ বাঁধাইতে পারিলে তাঁহারও অন্যতরবধরূপ ইষ্টলাভ হইবে, অথবা আটবিকদিগকে শত্রুবলের সহিত যুদ্ধ করাইবেন, তাহা হইলে; (খ) অথবা নিজ মিত্রসমূহের ও নিজ আটবিক মুখ্যদিগের কণ্টক বা শত্রুর উচ্ছেদসাধনরূপ এই ক্রিয়া (অর্থাৎ এইপ্রকার শত্রুবলদ্বারা শত্রুবলের যুদ্ধবাঁধানের ক্রিয়া) তিনি (বিজিগীষু) সাধন করিবেন, তাহা হইলে; (গ) অথবা অত্যন্ত বৃদ্ধি বা উন্নতিযুক্ত শত্রুবল যাহাতে কুপিত হইয়া না উঠে এই ভয়ে তিনি নিত্যই ইহাকে নিজসন্নিধানে বাস করাইবেন, কিন্তু, লক্ষ্য রাখিবেন যেন সেই শত্রুবল মন্ত্রিপুরোহিতাদি প্রকৃতিবর্গের আভ্যন্তর কোপ উৎপাদন না করিতে পারে—এমন অবস্থা হইলে; (ঘ) অথবা, এই প্রকার শত্রুবলের সঙ্গে শত্রুবলের যুদ্ধ শেষ হইলে আবার যুদ্ধোচিত কাল উপস্থিত হইবে, তাহা হইলে—(তিনি) অমিত্রবলের বিনিয়োগের কাল বা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবেন।

(৬) এই প্রকারেই (অর্থাৎ অমিত্রবলবিনিয়োগের নিমিত্তের ন্যায় নিমিত্ত উপস্থিত হইলে) অটবীবল-বিনিয়োগের কালও উপস্থিত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। (আটবিকবলের বিনিয়োগবিষয়ে একটি বিশেষ এই প্রকার।) যদি বিজিগীষু মনে করেন যে (ক) তাঁহার অটবীবল শত্রুভূমির পথপ্রদর্শক হইবে, পরভূমিতে যুদ্ধ করার উপযোগী আয়ুধাদির প্রয়োগে উপযুক্ত ও অরির সহিত যুদ্ধবিষয়ে (পূর্ব্ব হইতেই) শত্রুর প্রতিপক্ষতা আচরণ করে—

এবং তজ্জন্য এই প্রকার অটবীবলদ্বারাই, শত্রু স্বয়ং অটবীবলে বলীয়ান্ হইয়া অগ্রসর হইলে তাহার বধ-সাধনে সমর্থ হইবেন—যেমন একটি বিল্বফলের আঘাত দ্বারা অন্য একটি বিল্বফল, ভাঙ্গিতে পারা যায় তেমনভাবে—তাহা হইলে ; (খ) অথবা শত্রুর তৃণকাষ্ঠাদি দ্রব্যের স্বল্প প্রবেশনও আটবীবলদ্বারাই বিহত হইতে পারিবে, তাহা হইলে—অটবীবল-বিনিয়োগের কাল বা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(উক্ত ছয়প্রকার সেনার অতিরিক্ত অন্য একপ্রকার সেনার কথা বলা হইতেছে।) ইহার নাম ঔৎসাহিক বল (নিজ উৎসাহমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া এই সংজ্ঞা)। এই সেনা এক বা মুখ্য নায়করহিত, ইহা অনেক জাতীয়ের মধ্যে (নানাদেশ-মধ্যে) অবস্থিত, (রাজাদেশ) পাইয়া বা না পাইয়াও পরবিষয়বিলোপে উত্তিষ্ঠমান। ভেদ্য ও অভেদ্যভেদে এই সেনা দুইপ্রকার— ভক্তভোগী, বেতনভোগী, (শত্রুবিষয়ে) লুণ্ঠনকারী, (দুর্গাদিকর্ম্মে) বিষ্টি বা শ্রমিকের কার্য্যকারী, এবং রাজার প্রতাপানুষ্ঠানকারী (অর্থাৎ বিশ্রামপ্রদর্শনে রাজাজ্ঞাকারী) হইলে ইহা শত্রুগণের 'ভেদ্য' (ভেদযোগ্য) হইতে পারে। এই সেনা তুল্যদেশীয়, তুল্যজাতীয় ও তুল্যশিল্প হইলে 'অভেদ্য' (শত্রুর ভেদের অযোগ্য) হইতে পারে, কারণ, এইরূপ সেনাই সংহত বা নিত্যসংঘাতমিলিত এবং শক্তিসম্পন্ন। এই পর্য্যন্ত নানারূপ বলের উপাদান বা বিনিয়োগের কাল নির্ণীত হইল।

তন্মধ্যে (রাজা) অমিত্রবল ও অটবীবলকে কুপ্য (বস্ত্রাদিদ্রব্য)-দ্বারা ভৃত, অথবা শত্রুর দেশে লুণ্ঠিত দ্রব্যদ্বারা ভৃত রাখিবেন।

শত্রুরও যদি নানাপ্রকার বলসংগ্রহের কাল উপস্থিত হয়, তবে (বিজিগীষুর সহায়তার জন্য পূর্ব্বাগত) শত্রুবলকে তিনি (বিজিগীষু) অবগৃহীত অর্থাৎ স্বসন্নিধানে আবদ্ধ রাখিবেন। অথবা, (নিজকার্য্যাপদেশে) অন্য স্থানে ইহাকে পাঠাইয়া দিবেন ; অথবা, (প্রতিজ্ঞাত সাহায্য বিধান না করিয়া) ইহাকে অফলযুক্ত করিবেন ; অথবা ইহাকে (ভাঙ্গিয়া নানা-অংশে বিভক্ত করিয়া) নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রাখিবেন। অথবা, (শত্রুর আবশ্যকতার) কাল অতিক্রান্ত হইলে ইহাকে ছাড়িবেন। (বিজিগীষু) শত্রুর এইপ্রকার বলসংগ্রহচেষ্টার বিঘাত ঘটাইবেন এবং নিজের বলসংগ্রহচেষ্টা সম্পন্ন রাখিবেন।

(মৌলভৃতকাদি ছয়প্রকার সেনার মধ্যে) সন্নাহ বা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখা সম্বন্ধে পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি পর-পরটির অপেক্ষায় প্রশস্ততর। ভৃতবল অপেক্ষায় (১) মৌলবল অধিকতর সিদ্ধিকর, কারণ, মৌলবল সর্ব্বদাই স্বামীর ভাবে ভাবাপন্ন (অর্থাৎ কি প্রকারে নিজে স্বামীর সঙ্গে সত্ত্ববান্ থাকিবে এইরূপ চিন্তাযুক্ত) থাকে এবং নিত্যই ইহা স্বামীর নিকট হইতে সমাদর প্রাপ্ত হয় এবং নিজেও স্বামীর প্রতি সমাদরপ্রদর্শক থাকে (অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি সৎকারের অনুবর্ত্তন অবিচ্ছিন্ন থাকে)।

আবার, শ্রেণীবলের অপেক্ষায় (২) ভৃতবল অধিকতর সিদ্ধিকর, কারণ, ভৃতবল নিত্যই রাজার নিরন্তর অর্থাৎ সমীপবর্ত্তী থাকে, ইহাকে শীঘ্রই যুদ্ধাদিকার্য্যে উত্থিত বা প্রস্তুত করা যায় এবং ইহা রাজার বশংগত থাকে।

আবার, (৩) শ্রেণীবল মিত্রবলের (অপেক্ষায় অধিকতর শ্রেয়স্কর, কারণ, শ্রেণীবল)

রাজার নিজ জনপদে অবস্থিত আছে, ইহা রাজার সহিত সমান প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত, এবং রাজার সহিত (শত্রুবিষয়ে) তুল্য সংঘর্ষ, তুল্য অমর্ষ বা ক্রোধ, ও তুল্য সিদ্ধিলাভে যুক্ত হয়।

আবার, (৪) মিত্রবল অমিত্রবলের অপেক্ষায় অধিকতর শ্রেয়োবিধায়ক, কারণ, (বিজিগীষুর সহিত) সমান প্রয়োজনবিশিষ্ট থাকায়, মিত্রবল যে কোন দেশে ও যে কোন কালে সহায়তাদানে অগ্রসর থাকে (অর্থাৎ ইহা দেশ ও কালের পরিমাপ করিয়া সাহায্য দেয় না)।

আবার, (৫) অমিত্রবল অটবীবলের অপেক্ষায় অধিকতর শ্রেয়স্কর, কারণ, অমিত্রবল আর্য্যগুণবিশিষ্ট নায়কদ্বারা অধিষ্ঠিত থাকে (অর্থাৎ অটবীবল আর্য্যজনদ্বারা অধিষ্ঠিত থাকে না)। তবে এই উভয় বলই (অর্থাৎ অমিত্রবল ও আটবিক বল) শত্রুদেশের লুণ্ঠনজন্যই প্রযুজ্য হইতে পারে। শত্রুর দেশলুণ্ঠন ব্যতীত অন্য যুদ্ধাদিতে, অথবা (বিজিগীষুর) ব্যসন বা বিপত্তিতে প্রযুক্ত হইলে, এই উভয়বল হইতে 'অহিভয়' সম্ভাবিত হয় (অর্থাৎ ইহারা বিজিগীষুর বিপক্ষতা আচরণ করিয়া সর্পের ন্যায় তাহার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে)।

তদীয় আচার্য্যের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্ব্বিধ জাতির সৈন্যমধ্যে, তেজের অর্থাৎ সদ্গুণের প্রাধান্যবশতঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সৈন্য পর-পরটির অপেক্ষায় অধিকতর শ্রেয়স্কর।

কিন্তু, কৌটিল্য এই মত যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। কারণ, (তাঁহার মতে) শত্রু প্রণিপাতদ্বারা ব্রাহ্মণবলকে নিজ অধীন করিতে পারেন। পরন্তু, প্রহরণবিদ্যায় সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয়বলই সর্ব্বোত্তম, এবং বৈশ্যবল ও শূদ্রবলও শ্রেয়স্কর হইতে পারে, যদি তন্মধ্যে অধিক সংখ্যায় সারবিশিষ্ট প্রবীরপুরুষ থাকে।

অতএব, 'শত্রু এইপ্রকার বলবিশিষ্ট এবং ইহার প্রতিবল বা বিরুদ্ধাচারী নিজ বল এই প্রকার হইবে'—এইরূপ ভাবে (উক্ত সন্নাহগুণের বিচারসহকারে) বিজিগীষু বলসমুত্থান বা বলসংগ্রহের বিধান করিবেন।

হস্তিবলের বিরুদ্ধে প্রতিবল তেমনই হইবে, যাহাতে হস্তী, যন্ত্র, শকটগর্ভ (শকটমধ্য, বা শকটব্যূহ-নামক ব্যূহ অর্থাৎ যাহা সূচ্যাকারাগ্র ও পশ্চাৎপৃথুল বলিয়া মনুসংহিতার ৭।১৮৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্ট টীকা করিয়াছেন তদ্যুক্ত বল), কুন্ত, প্রাস, হাটক (বা ত্রিকণ্টক কুন্ততুল্যপ্রমাণ অস্ত্রবিশেষ), বেণু ও শল্য (লৌহদণ্ড) থাকিবে।

রথবলের প্রতিবল তেমনই হইবে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত হস্তিপ্রতিবল—পাষাণ, লগুড়, আবরণ (কবচ), অঙ্কুশ, ও কচগ্রহণী-নামক যন্ত্র সহিত বিদ্যমান থাকে। অশ্ববলের প্রতিবলও (হস্তিবলের) প্রতিবল-সমান রহিবে।

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পত্তি—এই চতুরঙ্গসেনার প্রতিবল যথাক্রমে এইরূপ হইবে—বর্ম্মযুক্ত হস্তিবল (হস্তীর প্রতিবল), বর্ম্মযুক্ত অশ্ববল (অশ্বের প্রতিবল), কবচযুক্ত রথবল (রথের প্রতিবল) এবং আবরণ বা কবচযুক্ত পদাতিবল (পত্তি বা পদাতির প্রতিবল)।

এইভাবে (সন্নাহপ্রতিবলকর্ম্ম-প্রকারের জ্ঞানসহকারে) বিজিগীষু (মৌলাদি) নিজ সৈন্যের বিভব বা শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া এবং হস্ত্যাদি সেনাঙ্গের বাহুল্যাদি বিচার করিয়া, শত্রুসৈন্যের প্রতিযোধনে সমর্থ স্ববলসমুত্থান বা সংগ্রহ করিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণে বলোপাদান-
কাল, সন্নাহগুণ ও প্রতিবলকর্ম্ম-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়
(আদি হইতে ১২৩ অধ্যায়) সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

১৪০ম-১৪১ম প্রকরণ—পশ্চাৎকোপচিন্তা এবং বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রকৃতির কোপপ্রতীকারনিরূপণ

(বিজিগীষু শত্রুর বিরুদ্ধে যানপ্রবৃত্ত হইলে, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আটবিক ও দুষ্যাদিদ্বারা তাঁহার যে সমস্ত অনর্থ উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা—ইহার নামই 'পশ্চাৎকোপ'।) পশ্চাৎকোপ অল্প হইলে, ইহা অগ্রসম্ভাব্য মহৎ লাভ উপেক্ষা করিয়া গণনীয় হইবে, অথবা, অগ্রসম্ভাব্য লাভ বড় হইলে অল্প পশ্চাৎকোপ উপেক্ষণীয় হইবে—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে ইহাদের গুরুতরত্ব এইভাবে নির্ণীত হওয়ার যোগ্য। এই উভয়ের মধ্যে অল্প পশ্চাৎকোপ (অনর্থোৎপাদনবিষয়ে) গুরুতর অধিক (অর্থাৎ প্রভূত অগ্রসম্ভাব্য লাভ উপেক্ষা করিয়াও পশ্চাৎকোপের প্রতীকার করা আবশ্যক)। কারণ, বিজিগীষু যানে প্রবৃত্ত হইলে, দুষ্য, অমিত্র ও আটবিক জনেরা অল্প পশ্চাৎকোপকে চতুর্দ্দিক হইতে বাড়াইয়া তোলে, অথবা অভ্যন্তর প্রকৃতিকালও (অর্থাৎ মন্ত্রিপুরোহিতাদিদ্বারা উৎপাদিত কোপেও) পশ্চাৎকোপকে বাড়াইয়া তোলে।

(পশ্চাৎকোপ উপেক্ষা করিয়া) যানপ্রবৃত্ত হইয়া বিজিগীষু রাজা যে অগ্রসম্ভাব্য বিপুল লাভ প্রাপ্ত হইবেন, পশ্চাৎকোপ সংবর্দ্ধিত হইলে তাঁহার ভৃত্য ও মিত্র পক্ষের কোপ প্রশমনার্থ যে ক্ষয় ও ব্যয় হইবে তাহাই সেই লাভকে গ্রাস করিবে। এই জন্য গণনা এইরূপ করিতে হইবে যে, (যানলব্ধ লাভের প্রায় সম্পূর্ণ গ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়) অগ্রসম্ভাব্য লাভের মাত্রা সহস্রে একাংশরূপ সিদ্ধ, এবং তত্তুলনায় পশ্চাৎকোপজনিত অনর্থ শতে একাংশরূপ (অর্থাৎ পুরস্তাৎলাভ পশ্চাৎকোপের অপেক্ষায় দশগুণ অসার)—সুতরাং (পশ্চাৎকোপের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইলে বিজিগীষু) যানে প্রবৃত্ত হইবেন না। কারণ, লোকপ্রবাদও এইরূপ আছে যে অনর্থসমূহ সূচীমুখের ন্যায় স্বল্প হইয়া থাকে (কিন্তু, পরে বিপুল রূপ ধারণ করে।)

পশ্চাৎকোপের আশঙ্কা থাকিলে, বিজিগীষু (স্বয়ং যানে প্রবৃত্ত না হইয়া ইহার প্রশমনার্থ) সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডনামক উপায়-চতুষ্টয়ের প্রয়োগ করিবেন। আর যদি অগ্রসম্ভাব্য লাভের আশা থাকে, তাহা হইলে যানবিষয়ে সেনাপতি বা যুবরাজকে দণ্ড বা সেনানায়ক করিয়া পাঠাইবেন।

পর্য্যাপ্ত সেনাবলে বলীয়ান্ বিজিগীষু রাজা পশ্চাৎকোপের প্রতিবিধানে নিজকে সমর্থ বোধ করিলে অগ্রসম্ভাব্য লাভ প্রাপ্তির জন্য যান-প্রবৃত্ত হইতে পারেন। আবার, (মন্ত্রি-পুরোহিতাদি হইতে উৎপন্ন) অভ্যন্তর কোপের আশঙ্কা থাকিলে তিনি সেই সব আশঙ্কার হেতুভূত ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া যানে প্রবৃত্ত হইবেন।

অথবা, বাহ্যকোপের (অর্থাৎ রাষ্ট্রমুখ্য, অন্তপাল, আটবিকপ্রভৃতির অন্যতম হইতে সমুৎপন্ন কোপের) আশঙ্কা থাকিলে, বিজিগীষু, বাহ্যকোপজনক ব্যক্তিদিগের পুত্র ও ভার্য্যাকে অভ্যন্তর প্রকৃতির অর্থাৎ অমাত্যাদির অধীনে রাখিয়া মৌলভৃতকাদি অনেক সেনাবর্গযুক্ত ও অনেক মুখ্য বা সেনানায়কযুক্ত শূন্যপাল (যুদ্ধযানপ্রবৃত্ত বিজিগীষুশূন্য রাজধানীতে নিযুক্ত পালক) স্থাপিত করিয়া, যানপ্রবৃত্ত হইতে পারেন। অথবা (অভ্যন্তর কোপের প্রতিবিধানে অসমর্থ হইলে) তিনি যানপ্রবৃত্ত হইবেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্যকোপের অপেক্ষায় অভ্যন্তর কোপ অধিকতর হানিকর।

মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও যুবরাজে—এই চারিজনের অন্যতম দ্বারা উৎপাদিত কোপ বা উপদ্রবকে অভ্যন্তর কোপ বলা হয়। রাজার নিজের দোষে এই কোপ উৎপন্ন হইলে, তিনি নিজের দোষ পরিত্যাগ করিয়া, অথবা (মন্ত্রিপুরোহিতাদি) অন্যের দোষে এই কোপ উৎপন্ন হইলে তাঁহাদের শক্তি ও অপরাধানুসারে (বধবন্ধনাদি) দণ্ডের বিধান করিয়া, সেই কোপের প্রতিবিধান করিবেন।

পুরোহিত যদি (অভ্যন্তরকোপজনক বলিয়া) মহান্ অপরাধীও হয়েন, তথাপি তাঁহার দণ্ড হইবে বন্ধন বা দেশ হইতে নিষ্কাসন (অর্থাৎ বধ নহে)। যুবরাজ সেইরূপ অপরাধী হইলে তাঁহার প্রতি বন্ধন বা নিগ্রহের (বধদণ্ডের) ব্যবস্থা হইতে পারে;—কিন্তু, তাহাও হইবে, যদি রাজার অন্য গুণবান্ কোন পুত্র জীবিত থাকেন। পুরোহিত ও যুবরাজের সমান দণ্ডদ্বারা (অথবা বন্ধন ও নিগ্রহদ্বারা), মন্ত্রী ও সেনাপতির এই প্রকার অপরাধে দণ্ড বিধাতব্য হইবে।

(অন্যপ্রকার অভ্যন্তরকোপও হইতে পারে, তাহার প্রতিবিধান বলা হইতেছে।) রাজার নিজ পুত্র বা ভ্রাতা বা নিজ কুলের অন্য কেহ যদি রাজ্য পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে (রাজা) তাঁহাকে (সৈনাপত্যাদি যোগ্য পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া) প্রোৎসাহিত করিয়া, আত্মবশে আনিবেন। এইপ্রকার ভাবে উৎসাহপ্রদান সম্ভবপর না হইলে, পাছে বা এই ব্যক্তি রাজার নিজশত্রুর সহিত মিলিত হয়, এই ভয়ে পূর্ব্বপরিগৃহীত সম্পত্তিপ্রভৃতির ভোগের অনুবর্ত্তন ও তাঁহার সহিত সন্ধিকার্য্য-স্থাপনদ্বারা তিনি তাঁহাকে স্ববশে রাখিবেন; ইহাদের মত অন্যান্য কুলীন ব্যক্তিদিগকে ভূমিদানপূর্ব্বক রাজা নিজের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন; অথবা, স্বয়ংগ্রাহ সৈন্যকে (অর্থাৎ যে সৈন্যকে শত্রুর দেশে নিজের লব্ধ দ্রব্যাদি নিজের অধিকারভুক্ত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ করে সেই সৈন্যকে) তাঁহাদের অধিনায়কত্বে যুক্ত করিয়া (কোনও যুদ্ধাদিতে) প্রেরিত করিবেন; অথবা, তাঁহাদের অধিনায়কত্বে যুক্ত করিয়া সামন্ত বা আটবিকগণকে (অন্যত্র যুদ্ধাদিতে) প্রেরিত করিবেন এবং সেই স্বয়ংগ্রাহ দণ্ড, সামন্ত ও আটবিকগণের সহিত তাঁহাদিগকে বিরোধিত

করিয়া বন্ধনযুক্ত করিবেন। তৎপর তাঁহাদিগের হস্তে অবরুদ্ধ সেই স্বকুলীনদিগকে তিনি নিজে গ্রহণ বা গ্রেপ্তার করিবেন। অথবা, তিনি (দুর্গলম্ভোপায়-নামক অধিকরণে উক্ত) পারগ্রামিক-নামক যোগের অনুষ্ঠান করিবেন (অর্থাৎ তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বহস্তে আনিবেন)।

এতদ্দ্বারা মন্ত্রী ও সেনাপতির কোপপ্রতীকারও ব্যাখ্যাত হইল। মন্ত্র্যাদির (অর্থাৎ মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও যুবরাজ—এই চারি প্রকারের) অতিরিক্ত (দৌবারিক-প্রভৃতি) অন্যান্য অমাত্যবর্গের অন্যতমদ্বারা উৎপাদিত কোপকে অন্তরমাত্যকোপ বলা হয়। সেইরূপ কোপ উৎপন্ন হইলে, তিনি তৎপ্রশমনার্থ যথাযোগ্য উপায়সমূহের প্রয়োগ করিবেন। (অভ্যন্তরকোপ এই পর্য্যন্ত নিরূপিত হইল।)

(সম্প্রতি বাহ্যকোপ ও তৎপ্রশমনের উপায় নিরূপিত হইবে।) রাষ্ট্রমুখ্য (অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি), অন্তপাল (সীমাধিকারী প্রধানপুরুষ), আটবিক (অটবীপতি), ও দণ্ডোপনত (রাজার সেনাশক্তির প্রভাবে বশংগত ব্যক্তি)—এই চারিপ্রকার ব্যক্তিদিগের অন্যতম হইতে উৎপন্ন কোপ বা উপদ্রবকে বাহ্যকোপ বলা হয়। (বাহ্যকোপ উপস্থিত হইলে রাজা) ইহা উপদ্রবকারীদিগের পরস্পরের সহায়তায় প্রশমিত করিবেন।

অথবা, তাহাদের কেহ যদি প্রবল দুর্গাদিদ্বারা যুক্ত হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে সামন্ত বা আটবিক, বা তাহাদের স্বকুলীন কেহ তাহাদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে তদ্দ্বারা (অর্থাৎ ইহাদের অন্যতমদ্বারা) আবদ্ধ করিবেন। অথবা তিনি স্বমিত্রদ্বারা তাহাকে সখ্যজনন-পূর্ব্বক সঙ্গমিত করিবেন (অর্থাৎ স্বমিত্রের সহিত তাহাকে মিত্রতাপাশে বদ্ধ করিয়া বশে আনিবেন)—যেন সে (বিজিগীষুর) নিজ অমিত্র বা শত্রুর সহিত মিলিত না হয়।

সত্রি-নামক গূঢ়পুরুষ তাহাকে (অর্থাৎ রাষ্ট্রমুখ্যাদির অন্যতম বাহ্যকে) অমিত্র বা শত্রুর হস্ত হইতে ভেদযুক্ত করিয়া রাখিবেন। বিজিগীষুর শত্রুর সহিত যাহাতে এই বাহ্য পুরুষ মিলিত না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে, এই সত্রী পুরুষ নিম্নলিখিতভাবে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া ভেদ সাধন করিবে, যথা, "তুমি যাহার সহিত মিলিত হইতে চাও, সেই রাজা তোমাকে গুপ্তচর মনে করিয়া তোমার প্রভুর উপরই তোমাকে বিক্রমপ্রদর্শনে নিয়োজিত করিবেন। অথবা, নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হইল দেখিয়া, তিনি তোমাকে নিজের সেনানায়ক নিযুক্ত করিয়া নিজের শত্রুর বা আটবিকদিগের উপর আক্রমণের জন্য অনেক দূরবর্ত্তী দেশে কষ্টকর প্রবাসে নিযুক্ত রাখিবেন। অথবা, তোমাকে তোমার স্ত্রী-পুত্র হইতে বিযুক্ত করিয়া বিষয়ান্তে (দেশের প্রান্তভাগে) বাস করাইবেন। তোমাকে নিজপ্রভুর বিরুদ্ধে চালিত বিক্রমে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, তিনি তোমাকে (ধনাদির মূল্য লইয়া) তোমার প্রভুর নিকট পণ্যস্বরূপ বিক্রয় করিবেন। অথবা, তিনি তোমাকে তোমার প্রভুর হস্তে দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবিধানপূর্ব্বক তাঁহাকেই প্রসন্ন করিবেন (তোমাকে নহে)। অথবা, এই রাজা (অর্থাৎ তুমি যাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাহ) তোমার প্রভুর (বিজিগীষুর) কোন মিত্রের সহিত তোমাকে পণন করিয়া মিলিত হইবেন।"

যদি এই বাহ্য পুরুষ এই ভেদোপদেশ স্বীকার করিয়া লহেন, তাহা হইলে (সেই সত্রী পুরুষ) তাঁহাকে অভিপ্রেত বস্তুদ্বারা সৎকৃত করিবেন। যদি এই ভেদোপদেশ

তিনি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে সেই সত্রী পুরুষ তাঁহার সংশ্রয়ের (অর্থাৎ সংশ্রয়দাতার) ভেদ উৎপাদন করিবেন এবং তদর্থে এই বলিবেন—"যে ব্যক্তি আপনার সংশ্রয় প্রার্থনা করেন, তিনি অন্য রাজার প্রেরিত গুপ্তচর (অতএব সাবধান থাকুন)।"

আবার সত্রী (গূঢ়পুরুষ), বধদণ্ডে দণ্ডিত (অভিত্যক্ত) পুরুষের হস্তে প্রেরিত গূঢ়লেখদ্বারা (বিজিগীষুর অমিত্রকে বধ করার অভিপ্রায়ে বাহ্যের লিখিত পত্রদ্বারা) শত্রুর মনে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া, তদ্দ্বারাই সেই (রাষ্ট্রমুখ্যাদি) বাহ্যকে বধ করাইবেন, অথবা অন্য গূঢ়পুরুষ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার (বাহ্যের) বধ সাধন করিবেন। তিনি বাহ্য অন্তপালাদির সঙ্গে (বিজিগীষুর শত্রুর নিকট আশ্রয় লইবার অভিপ্রায়ে) সহপ্রস্থানকারী প্রবীরপুরুষদিগকে তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে (ইষ্টার্থ প্রদানাদিদ্বারা) কার্য্য করিয়া স্বপক্ষে আনিবেন। (সেই প্রবীরপুরুষেরা বিজিগীষুর পক্ষ অবলম্বন না করিতে চাহিলে) তাহারা যে বিজিগীষু-দ্বারা গুপ্তভাবে তাহাকে বধ করার জন্য প্রণিহিত হইয়াছে সে কথা সত্রী অমিত্রকে জানাইয়া দিবেন। এই ভাবেই বাহ্য কোপের প্রতীকার সিদ্ধ হয়। বিজিগীষু চেষ্টা করিবেন যাহাতে শত্রুর অভ্যন্তর ও বাহ্য কোপ সমুৎপন্ন হয়। এবং তিনি আরও লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে (শত্রুকৃত) নিজের অভ্যন্তর ও বাহ্য কোপের উপশম ঘটে।

যে ব্যক্তি কোপ বা উপদ্রব উৎপাদনে সমর্থ ও (উৎপন্ন কোপের) প্রশমনেও সমর্থ, তাহার প্রতি উপজাপ (অন্যের সঙ্গে ভেদোৎপাদন) করণীয়। সত্যসন্ধ (বিশ্বাসের পাত্র) যে ব্যক্তি কার্য্য সম্পাদনে ও ক্রিয়ার ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে (প্রতিজাপকারীর) উপকার করিতে ও তাঁহার বিপত্তিতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহার প্রতি প্রতিজাপ করণীয় (অর্থাৎ অন্যের উপজাপের বিরুদ্ধে প্রতীকার বিধেয়)। কিন্তু, ইহা বিচার্য্য বিষয় যে, সেই ব্যক্তি সদ্বুদ্ধিযুক্ত অথবা শঠপ্রকৃতিক।

শঠবুদ্ধি বাহ্য (উপজাপকারী), অভ্যন্তর (মন্ত্র্যাদির) সম্বন্ধে এইভাবে উপজাপ করিবেন।—"আমার দ্বারা উপজাপিত অভ্যন্তর মন্ত্র্যাদি যদি ভর্ত্তাকে বধ করিয়া আমাকে তৎস্থানে নিবেশিত করেন, তাহা হইলে আমার শত্রুর নাশ ও ভূমিলাভ—এই দুইপ্রকার লাভ হইবে। অথবা শত্রু যদি অভ্যন্তর মন্ত্র্যাদিকে বধ করে, তাহা হইলে হতমন্ত্রীর বন্ধুবর্গ মন্ত্রীর তুল্য-দোষে দোষী বলিয়া দণ্ডের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া আমার অত্যন্ত কৃত্যপক্ষভুক্ত হইয়া দাঁড়াইবে, অর্থাৎ মারিত মন্ত্রীর বন্ধুবর্গ অত্যন্ত সরলভাবে আমার বশে আসিবে। অথবা, বিজিগীষু অন্যান্য এবংবিধ অভ্যন্তর কর্ম্মচারীদিগের প্রতি (বিশ্বাসশূন্য হইয়া) শঙ্কিত হইবেন। এইভাবে বিজিগীষুর অন্যান্য অভ্যন্তরদিগকে অভিত্যক্ত জনদিগের হস্তে প্রেরিত কূটলেখ বা শাসন-দ্বারা (তাঁহার সহিত বিরোধ উৎপাদন করাইয়া) নষ্ট করাইব।" (এই পর্য্যন্ত শঠপ্রকৃতিক বাহ্যের অভ্যন্তরের প্রতি উপজাপের প্রকার নিরূপিত করা হইল।)

আবার শঠবুদ্ধি অভ্যন্তর, বাহ্যের প্রতি এইভাবে উপজাপ চালাইবে—"এই বাহ্যের কোশ অপহরণ করিব। অথবা, ইহার সেনার বধসাধন করিব। অথবা, আমার দুষ্ট প্রভুকে ইহার দ্বারা বধ করাইব। ইহা করিতে স্বীকার করিলে এই বাহ্যকে অমিত্র ও আটবিকদিগের সঙ্গে যুদ্ধবিক্রম দেখাইতে প্রোৎসাহিত করিব। তৎপর ইহার সেনাচক্র এই কার্য্যে লিপ্ত

হইলে এবং (অমিত্রাদির সহিত) ইহার বৈর প্রকৃষ্টভাবে বৰ্দ্ধিত হইলে—এই বাহ্য আমার বশংগত থাকিবে। তৎপর আমার প্রভুকে এইরূপ কার্য্য-দ্বারা আমি প্রসন্ন করিতে পারিব। অথবা, আমি স্বয়ং (বাহ্যের) রাজ্য করায়ত্ত করিব; অথবা, বাহ্যকে বাঁধিয়া লইয়া তাঁহার ভূমি ও তাঁহার আপন প্রভুর ভূমি—এই উভয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইব; অথবা, বাহ্যের বিরোধী কোনও ব্যক্তিকে স্ববশে আনিয়া, তদ্দ্বারা বিশ্বাসভাজন বাহ্যকে বধ করাইব; অথবা, বাহ্যের অস্বামিক বা শূন্য মূলস্থান হরণ করিয়া লইব।" (এই পর্য্যন্ত বাহ্যের প্রতি শঠ-প্রকৃতিক অভ্যন্তরের উপজাপের প্রকার নিরূপিত হইল।)

কিন্তু, কল্যাণবুদ্ধি সংশ্লিষ্ট হইয়া কার্য্য করার জন্যই হিতসম্বন্ধে উপজাপ করিয়া থাকে (অথবা, উপজাপ্যের সহিত নিজের জীবনবৃত্তি বুঝিয়াই কল্যাণবুদ্ধি উপজপিতা, উপজাপের প্রয়োগ করেন)। কল্যাণবুদ্ধির সহিত অবশ্যই সন্ধি করা উচিত। আর শঠকে 'তুমি যেমন চাও, তেমনই করিব' এই বলিয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করা উচিত।

এইরূপে (শঠত্ব ও কল্যাণবুদ্ধিত্বের) নিশ্চয় করিয়া কার্য্যতত্ত্ববিৎ বিজিগীষু পরের (শঠত্বাদি) জানিয়াও অন্যপরের নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন না, এবং তাঁহার স্বজনকেও স্বজনের নিকট হইতে (এই বিষয়ে) রক্ষা করিবেন অর্থাৎ স্বজনের বিষয়টি অপ্রকাশিত রাখিবেন, এবং পরের নিকট হইতেও স্বজনকে এবং স্বজনের নিকট হইতে পরকে তেমনভাবেই রক্ষা করিবেন; এবং নিত্যই স্বজন ও পরের নিকট হইতে নিজকে রক্ষা করিবেন (অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধে নিজের অনুকূল বা প্রতিকূল অভিপ্রায়ের কথা অপ্রকাশিত রাখিবেন) ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণে পশ্চাৎকোপচিন্তা এবং বাহ্য ও অভ্যন্তর কোপের প্রতীকার-নামক তৃতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১২৪ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

১৪২ম প্রকরণ—ক্ষয়, ব্যয় ও লাভের বিচার

যুগ্য (হস্ত্যাদি বাহন) ও কর্ম্মকর পুরুষদিগের অপচয়কে ক্ষয় বলা হয়। হিরণ্য (নগদ টাকাপয়সারূপ ধন) ও ধান্যের অপচয়কে ব্যয় বলা হয়। এই ক্ষয় ও ব্যয়ের অপেক্ষায় বহুগুণবিশিষ্ট (আদেয়ত্বাদি গুণযুক্ত) লাভের সম্ভাবনা হইলে বিজিগীষু যানে প্রবৃত্ত হইবেন।

আদেয়, প্রত্যাদেয়, প্রসাদক, প্রকোপক, হ্রস্বকাল, তনুক্ষয়, অল্পব্যয়, মহান্, বৃদ্ধ্যুদয়, কল্য, ধর্ম্ম্য ও পুরোগ—এই দ্বাদশটি লাভের সম্পৎ বা গুণ বলিয়া নির্ণীত হয়।

(এই দ্বাদশপ্রকার লাভের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।)

যে লাভ বা লব্ধবস্তু (ভূম্যাদি) সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় ও প্রাপ্ত হইলে সহজে

রক্ষিত হয় এবং যাহা শত্রু কাড়িয়া নিতে পারে না—তাহার নাম আদেয় লাভ। ইহার বিপর্য্যয় হইলে (অর্থাৎ যাহা পাইতে ও রক্ষা করিতে কষ্ট পাইতে হয় এবং যাহা শত্রুর হস্তগতও হইতে পারে) তাহাকে প্রত্যাদেয় লাভ বলা হয়। বিজিগীষু এইরূপ প্রত্যাদেয় লাভ পাইয়া, অথবা, এইপ্রকার লাভের উপর জীবন নির্ব্বাহ করিয়া নাশ প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু, যদি তিনি ভাবেন যে, প্রত্যাদেয় লাভ প্রাপ্ত হইলে, তিনি তাহা লইয়া (শত্রুর) কোশ, দণ্ড বা সেনা, (ভাণ্ডাদির) সঞ্চয়, ও (দুর্গাদির) রক্ষাবিধান হীন করিয়া তুলিতে পারিবেন; অথবা, (শত্রুর) খনি, দ্রব্যবন, হস্তিবন, সেতুবন্ধ, বণিক্‌পথসমূহের সার নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন; অথবা, তাহার প্রকৃতিবর্গকে (অমাত্যাদিকে তদ্দ্বারা) কৃশ করিতে পারিবেন; অথবা, (লব্ধ ভূমিপ্রভৃতিতে) শত্রুর প্রকৃতিবর্গকে (তৎফলভোগার্থ) আনিয়া বসাইবেন, অথবা, তাহাদিগকে সেখানে বসাইয়া তাহাদের সর্ব্বপ্রকার ভোগের স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে প্রীণিত বা সন্তুষ্ট রাখিবেন; অথবা, শত্রু সেই প্রকৃতিবর্গের (প্রজাজনের) উপর (তাঁহার অপেক্ষায়) বিপরীত আচরণ করিয়া তাহাদিগকে (নিজের উপর) কুপিত করিবেন; অথবা, শত্রুর প্রতিপক্ষের নিকট সেই লাভ বা লব্ধ ভূম্যাদি বিক্রীত করিবেন; অথবা শত্রুর স্বমিত্রকে বা তাঁহার অবরুদ্ধ পুত্রাদিকে তৎস্থানে নিবেশিত করিবেন; অথবা, লব্ধ ভূম্যাদিতে অবস্থিত হইয়া তিনি স্বমিত্রের বা নিজের দেশে তস্কর বা অন্য শত্রুদের হস্তজাত পীড়ার প্রতীকার করিবেন; অথবা, তাঁহার মিত্র বা আশ্রয়ভূত মধ্যম রাজার মন তাঁহার প্রতি প্রতিকূল করিয়া উঠাইবেন; অথবা (শত্রুর সেই অমিত্র, শত্রুর কোন বিরাগভাজন স্বকুলীনকে তাহার রাজ্যে বসাইবেন; অথবা তিনি (বিজিগীষু) সেই লব্ধভূমি সৎকারপূর্ব্বক শত্রুকেই প্রদান করিবেন এবং তাহা হইলে শত্রু তাঁহার সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া চিরকালের জন্য তাঁহার মিত্র হইয়া দাঁড়াইবেন;—(উক্তরূপ অবস্থাভেদে) তিনি প্রত্যাদেয় লাভও গ্রহণ করিতে পারেন। এইপ্রকারে আদেয় ও প্রত্যাদেয় লাভ ব্যাখ্যাত হইল।

যে লাভ অধার্ম্মিক রাজার নিকট হইতে কোন ধার্ম্মিক রাজা প্রাপ্ত হয়েন; এবং যাহা দ্বারা নিজের ও পরের প্রীতি উৎপাদিত হইতে পারে, তাহার নাম প্রসাদক লাভ। ইহার বিপরীত প্রকারের লাভের নাম প্রকোপক (অর্থাৎ যে লাভ ধার্ম্মিক রাজার নিকট হইতে অধার্ম্মিক রাজা গ্রহণ করেন এবং যাহা স্ব ও পরকে প্রকোপিত করে)। মন্ত্রিগণের উপদেশে, যত্ন করিলেও যে লাভ লব্ধ হয় না, তাহাও কোপ উৎপাদন করিয়া থাকে, কারণ, মন্ত্রীরাও আশঙ্কিত হয়েন যে, তাঁহারা বৃথাই রাজাকে ক্ষয় ও ব্যয় করাইয়াছেন। আবার, দূষ্য মন্ত্রীদিগের প্রতি অনাদর দেখাইয়া লব্ধ লাভও কোপের কারণ হয়—কারণ, মন্ত্রীরা মনে করিবেন যে, রাজা সিদ্ধমনোরথ হইলে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। ইহার বিপরীত লাভ প্রসাদজনক হয়। এই পর্য্যন্ত প্রসাদক ও কোপক লাভ নিরূপিত হইল।

যে লাভ গমনমাত্র অর্থাৎ স্বল্পপরিশ্রমে অল্পকালমধ্যেই লব্ধ হয়—তাহার নাম হ্রস্বকাল লাভ। যে লাভ কেবল (উপজাপাদি) মন্ত্রসাধ্য (অর্থাৎ যাহাতে সেই কারণে যুগ্য ও

পুরুষের ক্ষয় অল্প হয়)—তাহার নাম তনুক্ষয় লাভ। যে লাভ (হিরণ্যাদিদানের পরিবর্ত্তে) কেবল মাত্র অন্নাদি (ভোজনাদি)- দানরূপ অল্পব্যয়েই লব্ধ হয়—তাহাকে অল্পব্যয় লাভ বলা হয়।

যে লাভ বর্ত্তমানকালেই (অর্থাৎ তখনই) বিপুল লাভ—তাহাকে মহান্ লাভ বলা হয়।

যে লাভ (উত্তরকালেও) অর্থপ্রাপ্তির অনুবন্ধ বা সাতত্য জন্মায়,—তাহাকে বৃদ্ধ্যুদয় লাভ বলা হয়।

যে লাভ (ভবিষ্যতে) কোনও প্রকার উপদ্রবযুক্ত হইবে না,—তাহাকে কল্য লাভ বলা হয়।

যে লাভ প্রশস্ত (প্রকাশযুদ্ধাদিরূপ) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়—তাহাকে ধর্ম্ম্য লাভ বলা হয়।

যে লাভ সামবায়িক, বা একত্রিত হইয়া যানে প্রবৃত্ত রাজগণের মধ্যে (ভাগের) অনিয়মে বা অসর্ত্তে আগত,—সেই লাভকে পুরোগ লাভ বলা হয়।

দুইটি লাভের সমতা পরিদৃষ্ট হইলে, তন্মধ্যে যে লাভটি বহুগুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, রাজা সেই লাভটি গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু, এই বিষয়ে বিচার করিতে হইবে দেশ ও কালের, (অর্থাৎ কোন লাভটিকে দেশ ও কাল অধিকতর গুণযুক্ত করিবে), (মন্ত্রাদি) শক্তিত্রয় ও (সামাদি) উপায়চতুষ্টয়ের, (অর্থাৎ মন্ত্র, প্রভাব ও উৎসাহ—এই শক্তি তিনটির মধ্যে উত্তরোত্তর শক্তির অপেক্ষায় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব শক্তির ব্যবহারে প্রাপ্ত লাভ অধিকতর গুণযুক্ত এবং সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারিপ্রকার উপায়ের উত্তরোত্তর উপায়ের অপেক্ষায় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব উপায়ের প্রয়োগে প্রাপ্ত লাভ অধিকতর গুণযুক্ত), (হিরণ্যাদিলাভের) প্রিয়তা ও (ফল্গুদ্রব্যের) অপ্রিয়তার, (লাভের) শীঘ্রপ্রাপ্তব্যতা ও বিলম্বে লভ্যতার, (লাভের) সামীপ্য বা দূরতার, (লাভের) তাৎকালিকতা ও উত্তরকালপর্য্যন্ত স্থায়িত্বের, লাভের সারতা ও সার্ব্বকালিকতার, ও (লাভের সংখ্যা ও পরিমাণবিষয়ে) বহুত্ব ও (ইহার সংখ্যা ও পরিমাণের অল্পত্বেও) বহুগুণযোগের। (তাৎপর্য্য এই যে, লাভের গুণযোগের বিচারে, দেশকালাদি কারণের পর্য্যালোচনা করিয়া যে লাভ অধিকতর গুণযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহাই গ্রহণীয়।)

নিম্নলিখিত দোষসমূহ লাভের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে, যথা—কাম (বা স্ত্রীপ্রসঙ্গ), কোপ, সাধ্বস (ত্রস্ততা বা মোহাচ্ছন্নতা), করুণা, লজ্জা, (ক্রূরতাদি) অনার্য্যভাব, মান (অহঙ্কার), সানুক্রোশতা (তৃপ্তিবিধানার্থ মৃদুভাব), পরলোকের অপেক্ষা (অর্থাৎ পরলোকনাশক পাপের আশঙ্কা), দাম্ভিকতা, অত্যাশিত্ব (অন্যায়পূর্ব্বক অত্যধিক লাভভক্ষণ), দীনভাব, অসূয়া (গুণসদ্ভাবে দোষারোপ), হস্তগতবস্তুর অবজ্ঞা, দুরাত্মতা (অর্থাৎ পীড়াদায়িত্ব), (বিশ্বস্তজনের প্রতি) বিশ্বাসাভাব, (পরাজয়াদির) ভয়, শত্রুর অভিরস্কার, শীতোষ্ণ ও বর্ষার অসহনশীলতা, (কার্য্যারম্ভে) শুভতিথি ও শুভনক্ষত্রের বিচারাপেক্ষা।

নক্ষত্রসম্বন্ধে (অর্থাৎ কার্য্যারম্ভে নক্ষত্রের শুভাশুভতাসম্বন্ধে) অতিমাত্র জিজ্ঞাসু অজ্ঞজনকে কার্য্যসিদ্ধি অতিক্রম করিয়া চলে, অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তির অভীষ্টলাভ ঘটিয়া উঠে না। কারণ, কার্য্যসিদ্ধির বিষয়ে অর্থই (ধনাদিরূপ উপায়, অথবা প্রয়োজনই) নক্ষত্র বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত (অর্থাৎ ইহাই সিদ্ধির উপকরণ); তারকাসমূহ (এই বিষয়ে কি করিতে পারে ? ॥১॥

ধনরূপ সাধনরহিত লোকেরা শত শত প্রকারের যত্নদ্বারাও অভীষ্ট লাভ করিতে পারে না। (সাধনভূত) প্রতিগজদ্বারা যেমন অন্য গজকে আবদ্ধ করা যায়, সেইরূপ ধনদ্বারাই অন্যান্য অভীষ্টবিষয় আবদ্ধ হইতে পারে ॥২॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণে ক্ষয়, ব্যয় ও লাভের বিচার-নামক চতুর্থ অধ্যায় (আদি হইতে ১২৫ অধ্যায়) সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

১৪৩ম প্রকরণ—বাহ্য ও অভ্যন্তর আপদের নিরূপণ

সন্ধি-প্রভৃতি (ছয় গুণের) নিজ নিজ বিষয়ের অতিক্রমপূর্ব্বক অর্থাৎ অনুচিত স্থানে প্রয়োগ করার নাম অপনয় (নয় হইতে ভ্রংশ) বলা হয়। অপনয় হইতেই সর্ব্বপ্রকার আপদ সম্ভবপর হয়।

(উপজপিতা ও প্রতিজপিতার ভেদানুসারে আপদ চারিপ্রকারের হইতে পারে।) (১) (রাষ্ট্রমুখ্যাদি) বাহ্যগণ উপজাপক হইয়া, (মন্ত্র্যাদি) অভ্যন্তরগণকে প্রতিজাপক করিয়া, যে বিপদের উত্থাপন করেন—ইহাই প্রথম প্রকারের বিপদ। (২) অভ্যন্তরগণ উপজাপক হইয়া, বাহ্যগণকে প্রতিজাপক করিয়া, যে বিপদের উত্থাপন করেন—ইহাই দ্বিতীয় প্রকারের বিপদ। (৩) বাহ্যগণ উপজাপক হইয়া, বাহ্যগণকে প্রতিজাপক করিয়া, যে বিপদের উত্থাপন করেন—ইহাই তৃতীয় প্রকারের বিপদ। (৪) এবং অভ্যন্তরগণ উপজাপক হইয়া, অভ্যন্তরগণকে প্রতিজাপক করিয়া যে বিপদের উত্থাপন করেন—ইহাই চতুর্থ প্রকারের বিপদ। (লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই চারিপ্রকার বিপদের মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে উপজপিতা ও প্রতিজপিতা পরস্পর বিজাতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ টিতে তাঁহারা সমানজাতীয় বলিয়া গৃহীত।)

যে বিপদে (অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে) বাহ্যগণ অভ্যন্তরগণের উপর উপজাপ পরিচালন করেন, অথবা অভ্যন্তরগণ বাহ্যগণের উপর উপজাপ পরিচালন করেন—সেই ভিন্নজাতীয় উভয়ের যোগবশতঃ উৎপন্ন উপজাপের প্রতীকারবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, প্রতিজপিতারই (সামদানাদিদ্বারা) সমাধান বিশেষভাবে শ্রেয়স্কর। কারণ, প্রতিজপিতারা সহজে (অর্থাদিদানদ্বারা) বশে আনীত হইতে পারে—কিন্তু, উপজপিতারা তেমনভাবে বশে

আসে না। প্রতিজপিতারা (একবার) প্রশমিত হইলে, উপজপিতারা (উপজাপের উচ্ছেদ হইবে আশঙ্কা করিয়া) অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি উপজাপ চালাইতে পারিবে না। বাহ্যগণের পক্ষে অভ্যন্তরগণের প্রতি উপজাপ চালনা বড়ই দুষ্কর ক্রিয়া, এবং অভ্যন্তরগণের পক্ষেও বাহ্যগণের প্রতি উপজাপ চালনা তেমনই দুষ্কর ক্রিয়া। (উপজপিতার উপজাপ যদি প্রতিজপিতা স্বীকার করিতে না চাহেন, তাহা হইলে) উপজপিতার (উপজাপবিষয়ক) মহান্ যত্নের নাশ বা নিষ্ফলতা অবশ্যম্ভাবী, এবং (তাহা হইলে) উপজাপ্যগণের (স্বামিপ্রমাদে) অভীষ্টসিদ্ধি ও (উপজপিতার) নিজের অনর্থাগম ঘটিতে পারে।

(১) অভ্যন্তরগণ যদি প্রতিজপিতা হইয়া দাঁড়ান (বাহ্যের উপজপিতৃত্বে), তাহা হইলে রাজা (তাঁহাদের প্রশমনজন্য) সাম ও দানের প্রয়োগ করিবেন। এই সাম বা সান্ত্ব-শব্দদ্বারা স্থানকর্ম্ম ও মানকর্ম্ম বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ রাজা কোন বিশিষ্ট অধিকারে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন, অথবা ছত্রচামরাদির দানদ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। আর দান-শব্দদ্বারা অনুগ্রহ (ধনাদিদান), পরিহার (আদেয় ধনাদির অগ্রহণ বা করমুক্তি), অথবা বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মে সমগ্রফলযোগ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ রাজা তাঁহাদিগকে ধনাদিদান করিবেন, অথবা করমুক্তির ব্যবস্থা করিবেন, অথবা বড় বড় কার্য্যের ফল নিজে না গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সমগ্রভাবে তৎফলভোগ করিতে অনুমতি দিবেন।

(২) বাহ্যগণ যদি প্রতিজপিতা হইয়া দাঁড়ান (অভ্যন্তরের উপজপিতৃত্বে), তাহা হইলে, রাজা (তাঁহাদের প্রশমনজন্য) ভেদ ও দণ্ডের প্রয়োগ করিবেন। (ভেদপ্রয়োগ বলা হইতেছে।) এই বাহ্যগণের সহিত মিত্রতার ভাব অভিনয়পূর্ব্বক সত্রিনামক গূঢ়পুরুষেরা তাঁহাদের নিকট রাজার চার বা কপটপ্রয়োগের কথা এইরূপ বলিবে, যথা—"তোমাদের এই রাজা দূষ্যরূপধারী (মন্ত্র্যাদির উপজপিতৃত্বে) তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিও, অর্থাৎ প্রতিজপিতার ভাব ত্যাগ কর।" রাজার অপ্রিয়কারী দূষ্য (মন্ত্র্যাদি) অভ্যন্তরগণ, বা দূষ্য (রাষ্ট্রমুখ্যাদি) বাহ্যগণ যদি প্রতিজপিতা হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে রাজপ্রণিহিত দূষ্যরূপধারী গুপ্তচরেরা (প্রতিজাপক) অভ্যন্তর দূষ্যগণকে (উপজাপক বাহ্যগণকে ছলধারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া) সেই বাহ্যগণ হইতে ভিন্ন করিয়া দিবেন এবং (প্রতিজাপক) বাহ্য দূষ্যগণকে (উপজাপক অভ্যন্তরগণকে ছলধারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া) সেই অভ্যন্তরগণ হইতে ভিন্ন করিয়া দিবেন। অথবা, (প্রতিজাপক বাহ্য) দূষ্যগণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তীক্ষ্ণ-নামক গূঢ়পুরুষেরা শাস্ত্র ও বিষের প্রয়োগদ্বারা সেই দূষ্যদিগের বধ সাধন করিবে; অথবা, সেই প্রতিজাপক বাহ্যদিগকে (বিশ্বাসবচনদ্বারা) ডাকিয়া নিয়া বধ করিবে।

(৩) যে বিপদে উপজাপক বাহ্যগণ অভ্যন্তরগণকে প্রতিজাপক করিয়া তাঁহাদের প্রতি উপজাপ চালান, কিম্বা উপজাপক অভ্যন্তরগণ বাহ্যগণকে প্রতিজাপক করিয়া উপজাপ চালান—সেই প্রকার সমানজাতীয় উপজাপক ও প্রতিজাপকদ্বারা উত্থাপিত বিপদে উপজপিতার সমাধান বা প্রশমনসিদ্ধি অধিকতর শ্রেয়স্কর। কারণ, উপজপিতার দোষ দমিত হইলে, দূষ্যপুরুষদিগের প্রাদুর্ভাব আর থাকে না। আবার (প্রতিজাপক) দূষ্যগণের দোষশুদ্ধি

ঘটিলে, উপজাপদোষ পুনরায় অন্যায় লোককে দূষিত করিতে পারে। (সুতরাং এই ক্ষেত্রে উপজপিতার প্রশমনই শ্রেয়স্কর।)

অতএব (উপজপিতার শোধনই প্রয়োজনীয় বলিয়া) বাহ্যগণ যদি উপজাপক হয়, তাহা হইলে, রাজা তাঁহাদের প্রতি ভেদ ও দণ্ডের প্রয়োগ করিবেন। অথবা, তাঁহাদের মিত্রের বেশধারী সত্রিনামক গূঢ়পুরুষেরা তাঁহাদিগকে এইরূপ (ভেদবাক্য) বলিবে, যথা—"এই রাজা (প্রতিজাপকদ্বারা) তোমাদিগকে নিজ অধীন করিতে ইচ্ছা করেন; এই রাজার সহিত তোমাদিগকে বিগ্রহ চালাইতে হইবে—এই বুঝিয়া চলিবে, অর্থাৎ বিশ্বাস করিয়া কাহারও উপর উপজাপ চালাইও না"।

অথবা, প্রতিজপিতার নিকট হইতে (উপজপিতার নিকট) গমনপর দূত বা সৈনিক পুরুষদিগের সহিত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তীক্ষ্ণপুরুষেরা (তীক্ষ্ণ-নামক গূঢ়পুরুষেরা) এই উপজাপকগণের ছিদ্র বা প্রমাদস্থান উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিবে। তৎপর সত্রীরা (সত্রিনামক গূঢ়পুরুষেরা) সেই বধসম্বন্ধে প্রতিজপিতার নাম গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ প্রতিজপিতাই যে উপজপিতার বধজনয়িতা এইরূপ অভিযোগ প্রকাশ করিবে।

(৪) যদি উপজাপক অভ্যন্তরগণ অভ্যন্তরগণকে প্রতিজাপক ধার্য্য করিয়া উপজাপের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে রাজা যথাযোগ্য (সামাদি) উপায় প্রয়োগ করিবেন। সন্তোষসূচক, কিন্তু অসন্তোষপ্রদ সাম, অথবা ইহার বিপরীত (অর্থাৎ অসন্তোষসূচক, কিন্তু সন্তোষপ্রদ সাম) তিনি প্রয়োগ করিবেন। অথবা, শুদ্ধচরিত্র ও সামর্থ্যের ছল দেখাইয়া, কিম্বা (বন্ধুবিয়োগাদির) দুঃখময় অবসরের ও (পুত্রজন্মাদির) সুখময় অবসরের অপেক্ষা করিয়া তিনি প্রতিপূজনাদি বা সৎকার প্রদর্শনরূপ দানের প্রয়োগ করিবেন।

অথবা, মিত্ররূপধারী (গূঢ়পুরুষ) তাঁহাদিগকে (অভ্যন্তর উপজাপকগণ) এইরূপ ভেদবাক্য বলিবে, যথা—"রাজা তোমাদিগের মনের অভিপ্রায় জানিবার জন্য উপধার (বা ধনদানাদিদ্বারা পরীক্ষার) প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার নিকট মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিবে।" অথবা, এই গূঢ়পুরুষ তাঁহাদিগকে পরস্পর হইতে ভিন্ন করিবে এবং বলিবে—"এই এই ব্যক্তি রাজার নিকট তোমাদের সম্বন্ধে এইরূপ কথা লাগায়।" এই প্রকার ভেদ প্রযোক্তব্য।

এস্থলে, দাণ্ডকর্ম্মিক-নামক (পঞ্চম) অধিকরণে উক্ত দণ্ডের বা উপাংশুবধের প্রয়োগ বিধেয়।

উপরি উক্ত চারিপ্রকার বিপদের মধ্যে রাজা অভ্যন্তর বিপদেরই সর্ব্বাগ্রে সমাধান করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, (অভ্যন্তর) সর্পভয়ের ন্যায় অভ্যন্তরকোপ বাহ্যকোপের অপেক্ষায় অধিকতর ভয়াবহ।

উপরি নিরূপিতস্বরূপ চারিপ্রকার বিপদের মধ্যে রাজা পূর্ব্ব-পূর্ব্বটিকে (উত্তরোত্তরটির অপেক্ষায়) লঘু বলিয়া বিবেচনা করিবেন। (অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষায় উত্তরোত্তরটি গুরু বিবেচিত হইবে)। কিন্তু, যে বিপদ বলবান্ উপজপিতার দ্বারা উত্থাপিত হয়, তাহা পূর্ব্ব হইলেও গুরু বলিয়া ধার্য্য, এবং তাহার বিপর্য্যয় ঘটিলে অর্থাৎ যে বিপদ দুর্ব্বল

উপজপিতার দ্বারা উত্থাপিত হয়, তাহা উত্তর বা পরবর্ত্তী হইলেও লঘু বলিয়া পরিগণিত হওয়ার যোগ্য ॥ ১ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অভিযাস্যৎ-কর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণে
বাহ্য ও অভ্যন্তর আপদ্-নামক পঞ্চম অধ্যায় (আদি
হইতে ১২৬ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৪৪ম প্রকরণ—দূষ্য ও শত্রুদ্বারা উৎপাদিত (বাহ্য ও অভ্যন্তর) আপদের নিরূপণ

(আপদ শুদ্ধ ও মিশ্রভেদে দুইপ্রকার।) তন্মধ্যে কেবল দূষ্য পুরুষদ্বারা এবং কেবল শত্রুদ্বারা উৎপাদিত হইলে সেই আপদকে শুদ্ধ আপদ বলা যায়। সুতরাং আপদ দূষ্যশুদ্ধা ও শত্রুশুদ্ধা বলিয়া দ্বিবিধা। (১) আপদ যদি দূষ্যশুদ্ধা হয় (অর্থাৎ রাজাপকারী পুরুষদ্বারা কেবল উৎপাদিত হয়), তাহা হইলে—রাজা (দূষ্য) পৌরগণ বা জানপদগণের উপর দণ্ড ব্যতিরেকে অন্যান্য উপায়সমূহ (অর্থাৎ সাম, দান ও ভেদ) প্রয়োগ করিবেন। কারণ, দণ্ডরূপ উপায় মহাজনের অর্থাৎ বহুসংখ্যক পুরবাসী ও জনপদবাসী জনের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। যদি ইহা (দণ্ড) প্রযুক্তও হয়, তাহা হইলে ইহা (দোষপ্রশমনরূপ) সেই অভীষ্ট অর্থ সাধন করিতে পারে না। বরং (তৎপরিবর্ত্তে) ইহা অন্য অনর্থ উৎপাদন করে। ইহাদের (পৌরজানপদসমূহের) মধ্যে যাঁহারা (উপজাপক) মুখ্যপুরুষ তাঁহাদের প্রতি দাণ্ডকর্ম্মিক-প্রকরণে (৫ম অধিকরণের ১ম অধ্যায়ে) উক্ত বিধির অর্থাৎ উপাংশুদণ্ডের প্রয়োগ করিতে রাজা চেষ্টা করিবেন।

(২) আপদ যদি শত্রুশুদ্ধা হয় (অর্থাৎ রাজার সহজ কৃত্রিমশত্রুর উপজাপে কেবল উৎপাদিত হয়), তাহা হইলে—শত্রু যাঁহার (যে সামন্তাদির) অধীন, প্রধান বা তাঁহার মন্ত্র্যাদি যাঁহার অধীন, অথবা তাঁহার কার্য্য বা অন্যান্য অমাত্যাদি যাঁহার অধীন, তাঁহার প্রতি সামাদি উপায়চতুষ্টয় (যথাযোগ্যভাবে) প্রয়োগ করিয়া রাজা (আপৎ-প্রতীকাররূপ) সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছুক হইবেন। (ইহার বিবরণ এই—) প্রধানের সিদ্ধি অর্থাৎ প্রধানদ্বারা উৎপাদিত আপদের প্রশমন, স্বামীর আয়ত্ত, অর্থাৎ স্বামীকে সামাদিদ্বারা অনুকূল করিবার যত্ন নিতে হইবে। আবার আয়ত্ত বা কার্য্যশব্দদ্বারা বোধিত অমাত্যাদির সিদ্ধি বা তাঁহাদের দ্বারা উৎপাদিত আপদের প্রশমন মন্ত্রীদিগের আয়ত্ত,—অর্থাৎ মন্ত্রীদিগকে সামাদিদ্বারা অনুকূল করিবার যত্ন নিতে হইবে। আবার প্রধান ও আয়ত্তের সিদ্ধি অর্থাৎ একযোগে এই উভয়ের দ্বারা উৎপাদিত আপদের প্রশমন উভয়ের (অর্থাৎ রাজা ও মন্ত্রী—এই উভয়ের) আয়ত্ত, অর্থাৎ এই অবস্থায় স্বামী ও মন্ত্রী—উভয়কে সামাদিদ্বারা অনুকূল করিতে যত্ন নিতে হইবে।

অন্য আর একপ্রকার আপদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছে—ইহার নাম আমিশ্রা বা মিশ্রিতা আপদ—ইহা দূষ্য ও অদূষ্যবর্গের মিলিত চেষ্টায় উৎপন্ন হয়। এই আমিশ্র আপদ উপস্থিত হইলে, অদূষ্যবর্গের সিদ্ধি বা প্রশমন (সামাদি-প্রয়োগে তাহাদিগের আনুকূল্য-বিধান) প্রয়োজনীয়। কারণ, অদূষ্যকে শান্ত করিতে পারিলে অবলম্বনের বা আশ্রয়ের অভাবে অবলম্বিতা অর্থাৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া চেষ্টমান (আপজ্জনক) দূষ্য আর বিদ্যমান থাকিবে না, অর্থাৎ আপনা হইতেই শান্ত হইবে।

আবার আরও একপ্রকার আপদের উল্লেখ করা হইতেছে—ইহার নাম পরমিশ্রা বা শত্রুমিশ্রিতা আপদ—ইহা মিত্র ও অমিত্রগণের একীভাব বা মিলনের ফলে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই পরমিশ্রা আপদ উপস্থিত হইলে, মিত্রের সিদ্ধি বা প্রশমন (সামাদিপ্রয়োগে তাঁহাকে অনুকূল-বিধান) প্রয়োজনীয়। কারণ, মিত্রের সন্ধি করা সুকর, অমিত্রের সঙ্গে নহে (অর্থাৎ অমিত্রের সহিত সন্ধি করা কঠিন)।

যদি সেই মিত্র সন্ধি করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে রাজা উপজাপ চালাইবেন,—তদনন্তর সত্রিনামক গূঢ়পুরুষগণদ্বারা অমিত্র হইতে সেই মিত্রের ভেদ ঘটাইয়া সেই মিত্রকে স্ববশে আনিবেন। অথবা, এই মিত্র ও অমিত্রসংঘের সংলগ্ন অন্তস্থায়ী কোন সামন্ত বিদ্যমান থাকিলে, তাঁহাকে হস্তগত করিবেন। (কারণ,) অন্তস্থায়ী সামন্তকে নিজ বশে আনিতে পারিলে মধ্যস্থায়ী সামন্তেরা নিজেই পরস্পর ভিন্ন হইয়া যায়। অথবা, (সেই সংঘের) মধ্যস্থায়ী কোন সামন্তকে (তিনি) বশীভূত করিবেন। (কারণ,) মধ্যস্থায়ী সামন্ত লব্ধ হইলে, অন্তস্থায়ীরা একত্র সংহত হইয়া কাজ করিতে পারে না, অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন হইয়া পড়েন। যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদের আশ্রয় (অর্থাৎ সাহায্যকারী শক্তিশালী রাজা হইতে ভেদের সম্ভাবনা হইতে পারে—(তিনি) সেই সমস্ত উপায় প্রয়োগ করিবেন।

ধার্ম্মিক রাজার প্রতি সাম-প্রয়োগসম্বন্ধে এই বলা হইতেছে যে, বিজিগীষু তাঁহার (ধার্ম্মিক রাজার) জাতি, কুল, বিদ্যা ও ব্যবহারের সুখ্যাতিরূপ সম্বন্ধদ্বারা, অথবা সেই রাজার পূর্ব্বপুরুষগণের কৃত উপকার ও অনপকারের কথাদ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিবেন।

(সামপ্রয়োগে কাহারা সাধ্য হইতে পারেন সে-সম্বন্ধে বলা হইতেছে।) বিজিগীষু সামপ্রয়োগে সেই রাজাকেই শান্ত করিতে চেষ্টা করিবেন—যিনি উৎসাহহীন, যিনি যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত বা খিন্ন, যাঁহার উপায়প্রয়োগ প্রতিহত হইয়াছে, যিনি ক্ষয় (যুগ্যপুরুষাপচয়) ও ব্যয় (হিরণ্যাদ্যপচয়) এবং প্রবাস ভোগ করিয়া সন্তপ্ত হইয়াছেন, যিনি শৌচ বা শুচিত্বগুণের অপেক্ষা রাখিয়া অন্য রাজাকে নিজ মিত্ররূপে লাভ করিতে ইচ্ছুক আছেন, যিনি অন্য রাজাকে ভয় করেন বা অন্য রাজাকে অবিশ্বাস করেন, যিনি মিত্রভাবকেই প্রধান বলিয়া গ্রাহ্য করেন, কিংবা যিনি স্বয়ং কল্যাণবুদ্ধি আছেন।

আবার, যে রাজা লোভী, অথবা ধনহীন, তাঁহাকে, তপস্বী ও মুখ্য ব্যক্তিদিগকে সাক্ষী রাখিয়া অর্থাদির দানদ্বারা বশীভূত করিবেন। সেই দান পঞ্চপ্রকারের হইতে

পারে, যথা—দেয়বিসর্গ (অর্থাৎ গৃহীত ভূমিতে ব্রহ্মদেয়াদির যথাপূর্ব্বদান), গৃহীতানুবর্ত্তন (অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণদ্বারা গৃহীত ভূমিপ্রভৃতিতে ভোগের অনুবর্ত্তন বা ভোগের অনিষেধ), আত্তপ্রতিদান (অর্থাৎ গৃহীত ভূম্যাদির প্রত্যর্পণ), অপূর্ব্ব বা নূতন স্বদ্রব্যের দান এবং শত্রুর দেশ হইতে লুণ্ঠিত ধন স্বয়ং লুণ্ঠনকারীকে নিতে দেওয়ারূপ দান। ইহাই পাঁচপ্রকার দানকর্ম্ম।

(সম্প্রতি ভেদের নিরূপণ করা হইতেছে।) যে রাজা পরস্পরের দ্বেষ (তাৎকালিক বিরোধভাব), বৈর (চিরকাল হইতে উৎপন্ন বিরোধভাব) ও ভূমিহরণের ভয়ে আশঙ্কিত—তাঁহাকে (বিজিগীষু) দ্বেষাদির অন্যতম অবলম্বন করিয়া ভিন্ন করিবেন। যিনি ভীরু তাঁহাকে (তিনি) শত্রুর প্রতিঘাত বা তৎকর্ত্তৃক যুদ্ধাদিদ্বারা নাশের ভয় দেখাইয়া ভিন্ন করিবেন। অথবা, (তিনি) এই প্রকার বলিয়া ভেদসাধন করিবেন—"তোমার সহায়ক এই রাজা (আমার সহিত) সন্ধি করিয়া তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণাদি কর্ম্ম চালাইবেন—(ইতিমধ্যেই) (আমার সহিত সন্ধি করার জন্য) তাঁহার মিত্রকে মৎসমীপে পাঠান হইয়াছে—তাঁহার সহিত এই সন্ধিকরণবিষয়ে তোমাকে অভ্যন্তর রাখা হয় নাই, অর্থাৎ তোমাকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।"

(ভেদের প্রকারান্তর বলা হইতেছে।) মিত্র বা অমিত্র যে কোন রাজার স্বদেশ হইতে অথবা অন্যদেশ হইতে পণ্যাগারে মজুত রাখার জন্য যে সমস্ত পণ্য আসিবে —সেগুলি তাঁহার সহিত (গূঢ়ভাবে সন্ধিতে মিলিত) (বিজিগীষুর) যাতব্য রাজার নিকট হইতে লব্ধ হইয়াছে এই মিথ্যাবৃত্তান্ত সত্রিনামক গূঢ়পুরুষেরা রটাইয়া দিবে। এই বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে পর, (বিজিগীষু) অভিত্যক্ত ('অভিব্যক্ত' পাঠ ততটা সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয়না) পুরুষের অর্থাৎ যাহার বধ্যতা নিশ্চিত এমন পুরুষের হাত দিয়া একটি কূটশাসন (তৎসমীপে) পাঠাইবেন। (শাসনের ভাব এইরূপ হইবে যথা—) "আমি তোমার নিকট এই পণ্য অথবা পণ্যাগারসদৃশ বহু পণ্য পাঠাইলাম। আমার (শত্রুর সাহায্যকারী,) তোমার সহিত সমবায়সূত্রে উত্থানকারী, সামবায়িকদিগের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাও, অথবা তাহাদের নিকট হইতে (আমার উপকারার্থ) সরিয়া পড়, তাহার পর পণিত অর্থাদির অবশিষ্ট অর্থাদি তুমি (আমার নিকট হইতে) পাইবে।" তদনন্তর সত্রিনামক গূঢ়পুরুষগণ অন্যান্য সামবায়িকগণের নিকট—"এই পত্র তোমাদের শত্রু কর্ত্তৃক (অর্থাৎ বিজিগীষু-কর্ত্তৃক) প্রদত্ত হইয়াছে"—এইরূপ বিশ্বাস করাইবে।

শত্রুর অর্থাৎ সামবায়িকগণের অন্যতমের সম্বন্ধীয় কোন পণ্য (রত্নাদি), অন্যের অজ্ঞাতসারে, বিজিগীষুর হস্তগত করা হইবে। তাঁহার বৈদেহক (ব্যাপারী)- ব্যঞ্জন গূঢ়পুরুষেরা সেই পণ্যটি শত্রুধর্ম্মা অন্য সামবায়িক মুখ্যের নিকট নিয়া বিক্রয় করিবে। তৎপর সত্রিনামক গূঢ়পুরুষেরা অন্য সামবায়িকগণের নিকট এইরূপ বিশ্বাস করাইবে যে, এই পণ্য তাহাদের অরি (বিজিগীষু)-কর্ত্তৃক (বিক্রয়ার্থ) প্রদত্ত হইয়াছে। (সুতরাং বিজিগীষুর সহিত মিলিত সামবায়িকের কথা মনে করিয়া অন্যান্য সামবায়িকগণ পরস্পর ভিন্ন হইয়া যাইবে—ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত অর্থ।)

অথবা, রাজা মহাপরাধে দোষী অমাত্যদিগকে, অর্থ ও মান দান করিয়া নিজ বশে আনিয়া, শস্ত্র, বিষ ও অগ্নিপ্রয়োগদ্বারা শত্রুর নাশার্থ গোপনে নিযুক্ত করিবেন। প্রথমতঃ এইরূপ একটিমাত্র অমাত্যকে (নিজ দেশ হইতে) নিষ্কাসিত করিবেন (যেন তিনি শত্রুর দেশে যাইতে পারেন)। তৎপর তাঁহার পুত্র ও স্ত্রীকে (গোপনে সুরক্ষিত অবস্থায় লুকাইয়া রাখিয়া), 'রাত্রিতে (রাজাদেশে) তাঁহারা হত হইয়াছেন' এইরূপ (মিথ্যাসংবাদ) তিনি প্রচার করিবেন (যাহাতে শত্রুর দেশে সেই অমাত্য শত্রুর বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন)। তৎপর সেই (নিষ্পাতিত) অমাত্য একটি একটি করিয়া অন্যান্য নিষ্পাতিত অমাত্যদিগকে শত্রুসমীপে পরিচিত করিয়া দিবেন (অর্থাৎ বলিবেন যে বিজিগীষুর দ্বেষবশতঃ তাঁহারা সে-দেশে চলিয়া আসিয়াছেন)। যদি তাঁহারা (নিষ্পাতিত অমাত্যেরা) রাজাদিষ্ট কার্য্য (শস্ত্র, বিষ ও অগ্নিপ্রয়োগে শত্রুর বিনাশরূপ কার্য্য) সম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে (উভয়বেতন—নামক চারপুরুষদ্বারা) ধরাইবেন না (অর্থাৎ গ্রেপ্তার করাইবেন না)। যদি (সেই কার্য্য করিতে) কোন অমাত্য অশক্তি বা অসামর্থ্য জানায়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ধৃত করাইতে পারেন। নিষ্কাসিত যে অমাত্য শত্রুর বিশ্বাসভাজন হইবেন, তিনি শত্রুকে এইভাবে (উপজাপসহকারে) বলিবেন যে, তিনি যেন সামবায়িক মুখ্য হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলেন। অনন্তর সামবায়িকমুখ্যের নিকট প্রেষিত, অমিত্রদ্বারা রচয়িত কূটলেখ—যাহা কাহারও উপঘাতের বিষয়ীভূত তাহা—উভয়বেতন-নামক চারপুরুষ ধরিয়া ফেলিবেন।

অথবা, তিনি উৎসাহ ও সামর্থ্যযুক্ত কোন সামবায়িকের নিকট সেইরূপ কূটশাসন পাঠাইবেন। (ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ হইবে—) "অমুক সামবায়িকের রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক গ্রহণ কর—এবং পূর্ব্বনিশ্চিত সন্ধি স্বীকৃত হইতে পারে না"। অনন্তর সত্রিপুরুষেরা অন্যান্য সামবায়িকের নিকট এই কূটপত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।

অথবা, (সত্রীরা) কোন এক সামবায়িক রাজার স্কন্ধাবার (সেনানিবেশ), বীবধ (ধান্যাদির আগম) ও আসার (সুহৃৎ বলের আগম) নষ্ট করাইবেন, কিন্তু, তদন্য সামবায়িক-গণের সহিত নিজ মিত্রতার ভাব (কথাদ্বারা) প্রকাশ রাখিবে। আবার সেই (প্রথম) সামবায়িককে সত্রীরা এই বলিয়া উপজপিত করিবে, যথা—"তুমি ত ইহাদের (অন্য সামবায়িক-গণের) দ্বারা ঘাতিত হইবে।" (সুতরাং ইহাদের মধ্যে সন্ধি রক্ষিত হইতে পারিবে না।)

অথবা, যদি কোন সামবায়িকের কোনও প্রবীর পুরুষ, হস্তী বা অশ্ব (স্বয়ং) মরিয়া যায়—অথবা, গূঢ়পুরুষগণদ্বারা হত বা অপহৃত হয়, তাহা হইলে সত্রীরা বলিয়া বেড়াইবে যে, ইহারা পরস্পর উপহত হইয়াছে অর্থাৎ অন্য সামবায়িকের দ্বারা ইহাদের বধ সাধিত হইয়াছে। তৎপর যে সামবায়িক এই বধের জন্য দোষী বলিয়া (মিথ্যা) প্রখ্যাপিত হইবেন, তাঁহার নিকট এক কূটশাসন প্রেরিত হইবে। (ইহার তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—) "পুনর্ব্বার যদি এইরূপ (বধ) করিতে পার—তাহা হইলেই অবশিষ্ট (পণিত) ধনাদি পাইবে।" তৎপর উভয়বেতন-নামক গূঢ়পুরুষেরা সেই পত্র হস্তগত করাইবে। (এই পর্য্যন্ত সামবায়িকগণের মধ্যে ভেদ-সাধনের উপায় বলা হইল।)

উক্ত ভেদোপায়ে সামবায়িকগণের ভেদ সাধিত হইলে, ইহাদের অন্যতমকে (বিজিগীষু) নিজের অধীন করিয়া লইবেন।

ইহা দ্বারা সেনাপতি, কুমার ও সৈন্যচারী পুরুষদিগের মধ্যেও কিপ্রকার উপায়ে ভেদ সাধন করিতে হইবে, তাহা বলা হইল।

সঙ্ঘবৃত্তনামক অধিকরণে (১১ অধিকরণে) যে ভেদের কথা বলা হইবে তাহাও (এইস্থলে) তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত ভেদসম্বন্ধীয় সব কার্য্যের কথা বলা হইল। (সম্প্রতি দণ্ড-প্রয়োগের প্রকারসমূহ বলা যাইতেছে।) তীক্ষ্ণ (অত্যধিক কোপন-স্বভাব), উৎসাহী (পরাক্রমশালী), অথবা ব্যসনী (মৃগয়াদি ব্যসনে আসক্ত) স্থিতশত্রুকে (দুর্গাদিতে অবস্থিত শত্রুকে) গূঢ়পুরুষেরা একত্রিত হইয়া শস্ত্র, অগ্নি ও বিষপ্রয়োগদ্বারা হত্যা করিবে। অথবা, তন্মধ্যে একজনমাত্র গূঢ়পুরুষই সুবিধা বা সুগমতা বুঝিয়া (যে কোনও উপায় অবলম্বন করিয়া) তাহার বধ সাধন করিবে। কারণ, কোনও তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষ একাকীই শস্ত্র, অগ্নি ও বিষদ্বারা শত্রুকে হত্যা করিতে পারে। এই গূঢ়পুরুষ, সর্ব্বপ্রকার গূঢ়পুরুষ একত্র মিলিয়া যে কার্য্য সমাধা করিতে পারে তেমন কার্য্য, অথবা তদপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর কার্য্যও, (একাকী) সাধন করিতে পারে। এই পর্য্যন্ত সাম-দান-ভেদ-দণ্ডরূপ উপায়চতুষ্টয়ের বিষয় নিরূপিত হইল।

এই উপায়বর্গের মধ্যে প্রথম-প্রথমটি পর-পরটির অপেক্ষায় লঘুতর অর্থাৎ অল্পাবয়ববিশিষ্ট বলিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি অনায়াসে প্রযোজ্য। সাম নিজেই একাবয়ব বলিয়া একগুণ বলিয়া গৃহীত। দান সামপূর্ব্বক বলিয়া দুই অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া ইহা দ্বিগুণ। সাম ও দানরূপ অবয়ব লইয়া গঠিত বলিয়া ভেদ ত্রিগুণ। দণ্ড সাম দান-ভেদরূপ অবয়বযুক্ত বলিয়া ইহাকে চতুর্গুণ বলা হয়।

উপরি উল্লিখিত উপায়সমূহের প্রয়োগ অভিযোগকারী অর্থাৎ কোনও যাতব্য শত্রুর প্রতি যানপ্রবৃত্ত সামবায়িক রাজাদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। আবার তাঁহারা যদি (আক্রমণার্থ বহির্ভূত না হইয়া) নিজ নিজ ভূমিতেই অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলেও এই উপায়গুলির প্রয়োগ সমানভাবেই করা যায়, বুঝিতে হইবে। তবে ইহার বৈশিষ্ট্য এইরূপ নিরূপিত হইতে পারে। (বিজিগীষু) স্বভূমিতে অবস্থিত মিত্রামিত্র রাজাদিগের মধ্যে (ইহাদের সম্মিলিতভাবে প্রস্থানের পূর্ব্বে) অন্যতমের নিকট, (দানার্থ বহুমূল্য রত্নাদিরূপ) পণ্যসমূহ সঙ্গে [illegible] ও সেই রাজার বিষয়ে জ্ঞানশীল দূতমুখ্যদিগকে পুনঃ পুনঃ পাঠাইবেন। তাঁহারা সেই রাজাকে (বিজিগীষুর সহিত) সন্ধি করিবার জন্য, অথবা তদীয় শত্রুর বিরুদ্ধে [illegible] নিয়োজিত করিবেন। যদি সেই রাজা (মিত্রামিত্রের অন্যতম) সেইরূপ সন্ধি [illegible] না করেন, তাহা হইলে সেই দূতমুখ্যেরা ইহাই প্রকাশ করিবে যে, সেই [illegible] (বিজিগীষুর) সন্ধি হইয়া গিয়াছে। তৎপর উভয়বেতন-নামক গূঢ়পুরুষগণ [illegible] সামবায়িকগণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়া বলিবে যে, "[illegible] (অর্থাৎ তোমাদিগকে না জানাইয়া বিজিগীষুর সহিত সন্ধি করিয়া [illegible]

অথবা, যে রাজার, অপর যে রাজার নিকট হইতে ভয় [illegible]

অথবা, রাজা মহাপরাধে দোষী অমাত্যদিগকে, অর্থ ও মান দান করিয়া নিজ বশে আনিয়া, শস্ত্র, বিষ ও অগ্নিপ্রয়োগদ্বারা শত্রুর নাশার্থ গোপনে নিযুক্ত করিবেন। প্রথমতঃ এইরূপ একটিমাত্র অমাত্যকে (নিজ দেশ হইতে) নিষ্কাসিত করিবেন (যেন তিনি শত্রুর দেশে যাইতে পারেন)। তৎপর তাঁহার পুত্র ও স্ত্রীকে (গোপনে সুরক্ষিত অবস্থায় লুকাইয়া রাখিয়া), 'রাত্রিতে (রাজাদেশে) তাঁহারা হত হইয়াছেন' এইরূপ (মিথ্যাসংবাদ) তিনি প্রচার করিবেন (যাহাতে শত্রুর দেশে সেই অমাত্য শত্রুর বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন)। তৎপর সেই (নিষ্পাতিত) অমাত্য একটি একটি করিয়া অন্যান্য নিষ্পাতিত অমাত্যদিগকে শত্রুসমীপে পরিচিত করিয়া দিবেন (অর্থাৎ বলিবেন যে বিজিগীষুর দ্বেষবশতঃ তাঁহারা সে-দেশে চলিয়া আসিয়াছেন)। যদি তাঁহারা (নিষ্পাতিত অমাত্যেরা) রাজাদিষ্ট কার্য্য (শস্ত্র, বিষ ও অগ্নিপ্রয়োগে শত্রুর বিনাশরূপ কার্য্য) সম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে (উভয়বেতন—নামক চারপুরুষদ্বারা) ধরাইবেন না (অর্থাৎ গ্রেপ্তার করাইবেন না)। যদি (সেই কার্য্য করিতে) কোন অমাত্য অশক্তি বা অসামর্থ্য জানায়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ধৃত করাইতে পারেন। নিষ্কাসিত যে অমাত্য শত্রুর বিশ্বাসভাজন হইবেন, তিনি শত্রুকে এইভাবে (উপজাপসহকারে) বলিবেন যে, তিনি যেন সামবায়িক মুখ্য হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলেন। অনন্তর সামবায়িকমুখ্যের নিকট প্রেষিত, অমিত্রদ্বারা রচয়িত কূটলেখ—যাহা কাহারও উপঘাতের বিষয়ীভূত তাহা—উভয়বেতন-নামক চারপুরুষ ধরিয়া ফেলিবেন।

অথবা, তিনি উৎসাহ ও সামর্থ্যযুক্ত কোন সামবায়িকের নিকট সেইরূপ কূটশাসন পাঠাইবেন। (ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ হইবে—) "অমুক সামবায়িকের রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক গ্রহণ কর—এবং পূর্ব্বনিশ্চিত সন্ধি স্বীকৃত হইতে পারে না"। অনন্তর সত্রিপুরুষেরা অন্যান্য সামবায়িকের নিকট এই কূটপত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।

অথবা, (সত্রীরা) কোন এক সামবায়িক রাজার স্কন্ধাবার (সেনানিবেশ), বীবধ (ধান্যাদির আগম) ও আসার (সুহৃৎ বলের আগম) নষ্ট করাইবেন, কিন্তু, তদন্য সামবায়িক-গণের সহিত নিজ মিত্রতার ভাব (কথাদ্বারা) প্রকাশ রাখিবে। আবার সেই (প্রথম) সামবায়িককে সত্রীরা এই বলিয়া উপজপিত করিবে, যথা—"তুমি ত ইহাদের (অন্য সামবায়িক-গণের) দ্বারা ঘাতিত হইবে।" (সুতরাং ইহাদের মধ্যে সন্ধি রক্ষিত হইতে পারিবে না।)

অথবা, যদি কোন সামবায়িকের কোনও প্রবীর পুরুষ, হস্তী বা অশ্ব (স্বয়ং) মরিয়া যায়—অথবা, গূঢ়পুরুষগণদ্বারা হত বা অপহৃত হয়, তাহা হইলে সত্রীরা বলিয়া বেড়াইবে যে, ইহারা পরস্পর উপহত হইয়াছে অর্থাৎ অন্য সামবায়িকের দ্বারা ইহাদের বধ সাধিত হইয়াছে। তৎপর যে সামবায়িক এই বধের জন্য দোষী বলিয়া (মিথ্যা) প্রখ্যাপিত হইবেন, তাঁহার নিকট এক কূটশাসন প্রেরিত হইবে। (ইহার তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ—) "পুনর্ব্বার যদি এইরূপ (বধ) করিতে পার—তাহা হইলেই অবশিষ্ট (পণিত) ধনাদি পাইবে।" তৎপর উভয়বেতন-নামক গূঢ়পুরুষেরা সেই পত্র হস্তগত করাইবে। (এই পর্য্যন্ত সামবায়িকগণের মধ্যে ভেদ-সাধনের উপায় বলা হইল।)

উক্ত ভেদোপায়ে সামবায়িকগণের ভেদ সাধিত হইলে, ইহাদের অন্যতমকে (বিজিগীষু) নিজের অধীন করিয়া লইবেন।

ইহা দ্বারা সেনাপতি, কুমার ও সৈন্যচারী পুরুষদিগের মধ্যেও কিপ্রকার উপায়ে ভেদ সাধন করিতে হইবে, তাহা বলা হইল।

সঙ্ঘবৃত্তনামক অধিকরণে (১১ অধিকরণে) যে ভেদের কথা বলা হইবে তাহাও (এইস্থলে) তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত ভেদসম্বন্ধীয় সব কার্য্যের কথা বলা হইল। (সম্প্রতি দণ্ড-প্রয়োগের প্রকারসমূহ বলা যাইতেছে।) তীক্ষ্ণ (অত্যধিক কোপন-স্বভাব), উৎসাহী (পরাক্রমশালী), অথবা ব্যসনী (মৃগয়াদি ব্যসনে আসক্ত) স্থিতশত্রুকে (দুর্গাদিতে অবস্থিত শত্রুকে) গূঢ়পুরুষেরা একত্রিত হইয়া শস্ত্র, অগ্নি ও বিষপ্রয়োগদ্বারা হত্যা করিবে। অথবা, তন্মধ্যে একজনমাত্র গূঢ়পুরুষই সুবিধা বা সুগমতা বুঝিয়া (যে কোনও উপায় অবলম্বন করিয়া) তাহার বধ সাধন করিবে। কারণ, কোনও তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষ একাকীই শস্ত্র, অগ্নি ও বিষদ্বারা শত্রুকে হত্যা করিতে পারে। এই গূঢ়পুরুষ, সর্ব্বপ্রকার গূঢ়পুরুষ একত্র মিলিয়া যে কার্য্য সমাধা করিতে পারে তেমন কার্য্য, অথবা তদপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর কার্য্যও, (একাকী) সাধন করিতে পারে। এই পর্য্যন্ত সাম-দান-ভেদ-দণ্ডরূপ উপায়চতুষ্টয়ের বিষয় নিরূপিত হইল।

এই উপায়বর্গের মধ্যে প্রথম-প্রথমটি পর-পরটির অপেক্ষায় লঘুতর অর্থাৎ অল্পাবয়ববিশিষ্ট বলিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি অনায়াসে প্রযোজ্য। সাম নিজেই একাবয়ব বলিয়া একগুণ বলিয়া গৃহীত। দান সামপূর্ব্বক বলিয়া দুই অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া ইহা দ্বিগুণ। সাম ও দানরূপ অবয়ব লইয়া গঠিত বলিয়া ভেদ ত্রিগুণ। দণ্ড সাম দান-ভেদরূপ অবয়বযুক্ত বলিয়া ইহাকে চতুর্গুণ বলা হয়।

উপরি উল্লিখিত উপায়সমূহের প্রয়োগ অভিযোগকারী অর্থাৎ কোনও যাতব্য শত্রুর প্রতি যানপ্রবৃত্ত সামবায়িক রাজাদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। আবার তাঁহারা যদি (আক্রমণার্থ বহির্ভূত না হইয়া) নিজ নিজ ভূমিতেই অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলেও এই উপায়গুলির প্রয়োগ সমানভাবেই করা যায়, বুঝিতে হইবে। তবে ইহার বৈশিষ্ট্য এইরূপ নিরূপিত হইতে পারে। (বিজিগীষু) স্বভূমিতে অবস্থিত মিত্রামিত্র রাজাদিগের মধ্যে (ইহাদের সম্মিলিতভাবে প্রস্থানের পূর্ব্বে) অন্যতমের নিকট, (দানার্থ বহুমূল্য রত্নাদিরূপ) পণ্যসমূহ সঙ্গে বহনকারী ও সেই রাজার বিষয়ে জ্ঞানশীল দূতমুখ্যদিগকে পুনঃ পুনঃ পাঠাইবেন। তাঁহারা সেই রাজাকে (বিজিগীষুর সহিত) সন্ধি করিবার জন্য, অথবা তদীয় শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযোগ চালাইবার জন্য নিয়োজিত করিবেন। যদি সেই রাজা (মিত্রামিত্রের অন্যতম) সেইরূপ সন্ধি করিতে স্বীকার না করেন, তাহা হইলে সেই দূতমুখ্যেরা ইহাই প্রকাশ করিবেন যে, সেই রাজার সহিত (বিজিগীষুর) সন্ধি হইয়া গিয়াছে। তৎপর উভয়বেতন-নামক গূঢ়পুরুষগণ এই কথা অন্যান্য সামবায়িকগণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়া বলিবে যে, "তোমার দলের ঐ রাজাটি বড় দুষ্ট (অর্থাৎ তোমাদিগকে না জানাইয়া বিজিগীষুর সহিত সন্ধি করিয়া বসিয়াছে)"।

অথবা, যে রাজার, অপর যে রাজার নিকট হইতে ভয়, বৈর ও দ্বেষের সম্ভাবনা আছে,

(গূঢ়পুরুষগণ) সে রাজাকে সেই অপর রাজা হইতে ভিন্ন করিবে এবং বলিবে—এই রাজা তোমার শত্রুর (অর্থাৎ বিজিগীষুর) সহিত সন্ধি করিতেছেন, শীঘ্রই তিনি তোমাকেও প্রবঞ্চিত করিবেন, সুতরাং তুমি অতিশীঘ্র (সেই বিজিগীষুর সহিত) সন্ধি করিয়া ফেল এবং সেই অপর রাজার নিগ্রহবিষয়ে যত্নশীল হও।*

অথবা, (বিজিগীষু কোনও সামবায়িকের সহিত) আবাহ (কন্যাগ্রহণ) ও বিবাহ (কন্যাদান)-সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া অসংযুক্ত অর্থাৎ সম্বন্ধরহিত অন্যান্য রাজগণকে সেই সামবায়িক রাজা হইতে ভিন্ন করিবেন।

সামন্তরাজগণ, আটবিকগণ, অথবা (মিত্রামিত্রগণের) স্বকুলসম্ভূত অবরুদ্ধ পুত্রাদিদ্বারা (বিজিগীষু) তাঁহাদের রাজ্যের হানি উৎপাদন করিবেন ; অথবা, সেই মিত্রামিত্রগণের সার্থ (বণিক্‌সম্ভারবাহী পশুসংঘ), ব্রজ (গোমহিষাদি), এবং অটবী (দ্রব্যাদিবন) সমূহ নষ্ট করাইবেন। অথবা তাঁহাদের রক্ষকরূপে আশ্রিত সেনাও তিনি নষ্ট করাইবেন। অথবা, যে জাতিসংঘেরা (সংঘবৃত্ত-নামক অধিকরণে দ্রষ্টব্য) পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট তাহারা সেই মিত্রামিত্রগণের ছিদ্রগুলিতে অর্থাৎ প্রমাদস্থানসমূহে আঘাত প্রদান করিবে। গূঢ়পুরুষগণও অগ্নি, বিষ ও শস্ত্র প্রয়োগদ্বারা সেই প্রমাদস্থানগুলিতে আঘাত করিবে।

(উপসংহারে বলা হইতেছে।)

পরমিশ্রা বিপদ উপস্থিত হইলে, শঠ (বা গূঢ়ব্যবহারকারী বিজিগীষু) রাজা বিতংস (পক্ষীর বিশ্বাসার্থ পক্ষীর চিত্রযুক্ত শরীরাচ্ছাদক বস্ত্র) ও গিলের (ভক্ষ্য মাংসের) ন্যায় কপট উপায়রূপ যোগ রচনা করিয়া, বিশ্বাস উৎপাদন ও আমিষ (অর্থাৎ সারপণ্য বস্তুপ্রভৃতি) দান করিয়া শত্রুদিগকে নষ্ট করিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অভিযাস্যৎকর্ম-নামক নবম অধিকরণে দূষ্য ও শত্রুসংযুক্ত আপদের নিরূপণ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় (আদি হইতে ১২১ অধ্যায়) সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

১৪৫ম—১৪৬ম প্রকরণ—অর্থ, অনর্থ ও সংশয়যুক্ত আপদের নিরূপণ এবং সামাদি উপায়-বিশেষের প্রয়োগদ্বারা ইহাদের প্রতীকার

কামাদি (ষড্‌বর্গ) রূপ দোষের আধিক্য, রাজার নিজ (মন্ত্র্যাদি) অভ্যন্তর প্রকৃতিগণের কোপ উৎপাদন করে। (সন্ধিপ্রভৃতির অযথাবৎ প্রয়োগরূপ) অপনয় রাজার নিজ (রাষ্ট্রমুখ্যাদি) বাহ্যগণের কোপ উৎপাদন করে। (কামাদি ও অপনয়রূপ) এই দুই দোষকে আসুরী বৃত্তি বলা হয়। স্বজনের বিকারোৎপাদক এই কোপ শত্রুর বৃদ্ধির (বলবত্তার) হেতু

উপস্থিত হইলে, আপদ বলিয়া পরিগণিত ; এবং এই আপদ অর্থরূপা, অনর্থরূপা ও সংশয়রূপা বলিয়া তিন প্রকারের হইতে পারে।

যে অর্থ (ভূম্যাদি) নিজ হস্তগত না হওয়ায় শত্রুর বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) সাধন করে, সেই অর্থ (একপ্রকারের) আপদর্থ। আবার যে অর্থ হস্তগত হইলেও শত্রুগণকর্তৃক প্রত্যাদেয় হইতে পারে (অর্থাৎ শত্রুরা যাহা পুনরায় কাড়িয়া নিতে পারে) তাহা দ্বিতীয় প্রকারের আপদর্থ। আবার যে অর্থ পাইতে হইলে রাজার অনেক ক্ষয় ও ব্যয় ঘটিবে তাহা তৃতীয় প্রকারের আপদর্থ। যথা, বহুসামন্তের আমিষভূত বা ভোগ্যভূত লাভ (এক সামন্তের হস্তগত থাকিলে ইহা অন্যান্য মিলিত সামন্ত-কর্তৃক আচ্ছিন্ন হইতে পারে বলিয়া ইহা) আপদর্থ। আবার, কোনও সামন্তের ব্যসনদশাতে তাহার নিকট হইতে আচ্ছিন্ন লাভও আপদর্থ। আপনা হইতে প্রাপ্ত লাভ যদি শত্রুর দ্বারা প্রার্থিত হয়, তাহা হইলে সে লাভও আপদর্থ। সম্মুখে যাতব্য রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত যে লাভ পশ্চাদ্ভাগের (মূলস্থানের দুর্গ্যাদির) উপদ্রববশতঃ, অথবা পার্ষ্ণিগ্রাহ শত্রুর চেষ্টাবশতঃ, বাধিত হয়, সে লাভও আপদর্থ। আবার মিত্রের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া, অথবা তাঁহার সহিত পূর্ব্বকৃত সন্ধির উল্লঙ্ঘন করিয়া, যে লাভ প্রাপ্ত হইলে রাজমণ্ডল বিরুদ্ধভাব ধারণ করেন, সেইপ্রকার লাভও আপদর্থ। আপদর্থ লাভের প্রকার-ভেদ বলা হইল।

স্বয়ং কাহারও নিকট হইতে, অথবা অন্য কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ-সম্বন্ধে কোনও ভয়ের উৎপত্তি ঘটিলে, ইহাকে অনর্থরূপ বিপদ বলা যায়। উক্ত অর্থ ও অনর্থবিষয়ক সংশয় উপস্থিত হইলে, ইহা সংশয়রূপ আপদ। এই সংশয় চারি প্রকারের হইতে পারে, যথা—(১) ইহা কি অর্থ, অথবা তাহা নয় (অর্থাৎ অর্থের ভাব ও অভাব সম্পর্কীয় সংশয়) ? (২) ইহা কি অনর্থ, অথবা তাহা নয় (অর্থাৎ অনর্থের ভাব ও অভাব সম্পর্কীয় সংশয়) ? (৩) ইহা কি অর্থ, অথবা ইহা অনর্থ ? (৪) ইহা কি অনর্থ, অথবা ইহা অর্থ ? (ক্রমে উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।)

শত্রুর মিত্রকে (শত্রুর সহিত বিরোধে) উৎসাহিত করিতে গেলে, প্রথম প্রকারের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে—"ইহা কি অর্থ, অথবা তাহা নয় ?"। শত্রুর সেনাকে অর্থ ও মানদ্বারা আহ্বান করিতে গেলে, দ্বিতীয় প্রকারের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে—"ইহা কি অনর্থ, অথবা তাহা নয় ?"। যে ভূমির সামন্ত বলবান্ সেই ভূমি অধিকার করিতে গেলে, তৃতীয় প্রকারের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে—"ইহা কি অর্থ, অথবা ইহা অনর্থ ?" নিজ হইতে বলবত্তর কোন রাজার সহিত মিলিত হইয়া যাতব্যের প্রতি যানে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, চতুর্থ প্রকারের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে—"ইহা কি অনর্থ, অথবা অর্থ ?" এই চারিপ্রকার সংশয়মধ্যে যে সংশয়টি অর্থ-বিষয়ক (অর্থাৎ যাহাতে অনর্থের কোন সম্পর্ক নাই) সেই সংশয়ে বিজিগীষু রাজা উদ্যোগ অবলম্বন করিতে পারেন।

প্রত্যেক অর্থ ও অনর্থের সঙ্গে অনুবন্ধের (সাতত্যের), অথবা তদভাবের যোগে ছয় প্রকার ভেদ হইতে পারে। ইহার নাম অনুবন্ধষড়্বর্গ। ভেদগুলি এই প্রকার, যথা—(১) অর্থের অনুবন্ধযুক্ত অর্থ (অর্থানুবন্ধ অর্থ), (২) অর্থানুবন্ধরহিত অর্থ (নিরনুবন্ধ অর্থ),

(৩) অনর্থের অনুবন্ধযুক্ত অর্থ (অনর্থানুবন্ধ অর্থ), (৪) অর্থের অনুবন্ধযুক্ত অনর্থ (অর্থানুবন্ধ অনর্থ), (৫) অনর্থানুবন্ধ-রহিত অনর্থ (নিরনুবন্ধ অনর্থ), এবং (৬) অনর্থের অনুবন্ধযুক্ত অনর্থ (অনর্থানুবন্ধ অনর্থ)।

(এই গুলির উদাহরণ ক্রমশঃ দেওয়া হইতেছে। শত্রুকে উৎসাদিত করিয়া পুনরায় পাষ্ণিগ্রাহকে নিজবশে আনয়ন করা—অর্থানুবন্ধ অর্থ। কোন উদাসীন রাজার নিকট হইতে ফল বা ধনাদি লইয়া তদীয় সেনার প্রতি তদ্দ্বারা অনুগ্রহ-প্রকাশ—নিরনুবন্ধ অর্থ। শত্রুর অন্তঃ বা অন্তর্দ্ধির (সপ্তম অধিকরণে ১৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য, অর্থাৎ শত্রু ও বিজিগীষুর মধ্যস্থ নরপতির) উচ্ছেদ-সাধন—অনর্থানুবন্ধ অর্থ। কোশ ও দণ্ড বা সেনাদ্বারা শত্রুর প্রতিবেশী রাজার সহায়তা করা—অর্থানুবন্ধ অনর্থ। হীনশক্তি কোন রাজাকে (নিজ শত্রুর অভিযোগার্থ) উৎসাহিত করিয়া নিজে সরিয়া পড়া—নিরনুবন্ধ অনর্থ। নিজ হইতে বলবত্তর রাজাকে উত্থাপিত অর্থাৎ সহায়তা দিবার অঙ্গীকারে উৎসাহিত করিয়া নিজে সরিয়া পড়া—অনর্থানুবন্ধ অনর্থ। এই অনুবন্ধষড্‌বর্গের মধ্যে প্রথম-প্রথমটিকে পাওয়া শ্রেয়স্কর (অর্থাৎ পর-পরটির অপেক্ষায়)। এই পর্য্যন্ত অর্থ ও অনর্থরূপ কার্য্যের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইল।

যদি অগ্র, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব—সর্ব্বদিক হইতে যুগপৎ অর্থোৎপত্তি ঘটে, তবে ইহার নাম সমন্ততোর্থাপৎ। এই সমন্ততোর্থাপদ যদি পাষ্ণিগ্রাহদ্বারা বিরোধিত হয়, তবে ইহার নাম সমন্ততোর্থসংশয়াপৎ। উক্ত সমন্ততোর্থাপদ ও সমন্ততোর্থসংশয়াপদ ঘটিলে (বিজিগীষুর অগ্রবর্ত্তী) মিত্র ও (পশ্চাদ্বর্ত্তী) আক্রন্দনামক রাজার সহায়তা লইলে সিদ্ধি বা প্রতীকার সম্ভবপর হয়।

আবার চারিদিকের শত্রুগণ হইতে (যদি যুগপৎ) ভয়ের উৎপত্তি ঘটে, তবে ইহার নাম সমন্ততোনর্থাপৎ। এই সমন্ততোনর্থাপদ যদি মিত্রদ্বারা বিরোধিত হয়, তবে ইহার নাম সমন্ততোনর্থসংশয়াপৎ। উক্ত উভয় প্রকার আপদে চল বা দুর্গরহিত অমিত্রের ও আক্রন্দের সহায়তা লইলে সিদ্ধি বা প্রতীকার সম্ভবপর হয়। অথবা (দুষ্যামিত্রসংযুক্ত প্রকরণে—৯ম অধিকরণের, ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত) পরমিশ্রা বিপদের যে সকল প্রতীকার নিরূপিত হইয়াছে—সেগুলির প্রয়োগও এইস্থলে বিধেয়।

একদিক হইতে লাভ এবং অপরদিক হইতেও লাভ সম্ভবপর হইলে, ইহাকে উভয়তোর্থাপৎ বলা হয়। এই উভয়তোর্থাপদে এবং সমন্ততোর্থাপদে যে সকল লাভ-গুণের কথা (৯ম অধিকরণের ৪র্থ অধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়ে) বলা হইয়াছে—তদ্দ্বারা যুক্ত অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, বিজিগীষু তাহা গ্রহণ করিবার জন্য যান-প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যদি এই প্রকার উভয়তোর্থাপদে লাভগুণ সমান বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে যে লাভটি প্রধান বা প্রশস্তফলযুক্ত, অথবা নিজদেশের সন্নিকটে অবস্থিত, অথবা কালাতিপাতের অসহন বা আসন্নকালে সম্ভাব্য, অথবা যাহা না পাইলে বিজিগীষু স্বয়ং ন্যূন বা হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন—সেই লাভটি পাইবার জন্য (বিজিগীষু) যানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

এই দিক হইতে অনর্থ এবং সেই দিক হইতে অনর্থ—এইরূপ উভয় দিক হইতে অনর্থের উৎপত্তি হইলে, ইহাকে উভয়তোনর্থাপৎ বলা হয়। এই

উভয়তোনর্থাপদে এবং সমন্ততোনর্থাপদে (বিজিগীষু) মিত্রগণ হইতেই সিদ্ধি বা প্রতীকার ইচ্ছা করিবেন।

যদি মিত্রের সহায়তা লাভ না করা যায়, তাহা হইলে বিজিগীষু একতোনর্থাপদে নিজ প্রকৃতিসমূহের মধ্যে লঘুতর প্রকৃতির ত্যাগপূর্ব্বক প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন। আর উভয়তোনর্থাপদে তিনি জ্যায়ান্ বা প্রশস্তভর প্রকৃতিত্যাগদ্বারা প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন; এবং সমন্ততোনর্থাপদে মূলস্থানত্যাগপূর্ব্বক প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন। উক্ত প্রতীকার সম্ভবপর না হইলে, রাজা স্বয়ং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। কারণ, (ইতিহাস হইতে) ইহা জানা যায় যে, এই প্রকার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাইয়া যদি রাজা জীবিত থাকেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাঁহার স্বস্থানলাভ ঘটিয়া থাকে, যথা—রাজা সুযাত্র (নল) ও (বৎসরাজ) উদয়ন পুনর্ব্বার স্বরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

একদিক হইতে লাভ এবং অন্যদিক হইতে নিজরাজ্যের (শত্রুকর্তৃক) আক্রমণ সম্ভবপর হইলে, ইহাকে উভয়তোর্থানর্থাপৎ বলা হয়। এইপ্রকার আপদ উপস্থিত হইলে, যে অর্থ গৃহীত হইলে অনর্থের প্রতীকারে প্রয়োজিত হইতে পারে, সেই অর্থের গ্রহণার্থ তিনি যানপ্রবৃত্ত হইতে পারেন। আর তাহা না হইলে, অর্থাৎ সেই অর্থ অনর্থ-প্রতীকারে অসমর্থ হইলে, তাহা উপেক্ষা করিয়া রাজা নিজ রাজ্যের অভিমর্শ বা আক্রমণ নিবারণ করিবেন। এতদ্দ্বারা সমন্ততোর্থানর্থাপদও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ যে প্রতীকার উভয়তোর্থানর্থাপদ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহাই এস্থলেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

একদিক হইতে অনর্থ নিশ্চিত, অন্যদিক হইতে অর্থসংশয় আছে—এইরূপ ঘটিলে, ইহাকে 'উভয়তোনর্থার্থসংশয়াপৎ' বলা হয়। এইরূপ আপদ উপস্থিত হইলে (বিজিগীষু) প্রথমতঃ অনর্থের প্রতীকার করিবেন—তাহা সিদ্ধ হইলে, অর্থসংশয়ের প্রতীকারে চেষ্টমান হইবেন।

ইহাদ্বারা ইহাও ব্যাখ্যাত হইল যে, (উভয়তোনর্থার্থসংশয়াপদে যে প্রতীকার প্রযোজ্য) —সমন্ততোনর্থার্থসংশয়াপদেও তাহাই প্রযোজ্য।

একদিক হইতে অর্থ নিশ্চিত, অন্যদিক হইতে অনর্থসংশয় আছে—এইরূপ ঘটিলে, ইহাকে উভয়তোর্থানর্থসংশয়াপৎ বলা হয়।

এতদ্দ্বারা সমন্ততোর্থানর্থসংশয়-নামক আপদও ব্যাখ্যাত হইল (অর্থাৎ এই উভয়রূপ-আপদের লক্ষণ ও প্রতীকার সমান)।

উক্তপ্রকার আপদে, তিনি (রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড ও মিত্ররূপ) প্রকৃতিবর্গের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রকৃতিকে অনর্থসংশয় হইতে মোচন করিতে যত্নবান্ হইবেন (অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্বটির অপেক্ষায় উত্তর-উত্তরটি অপ্রধান বলিয়া প্রধানভূত পূর্ব্ব-পূর্ব্বটির দ্বারা জনিত অনর্থসংশয় প্রতীকারদ্বারা রক্ষা করিবেন)। (ইহার নিদর্শন, যথা—) অনর্থসংশয়ে অবস্থিত মিত্র দণ্ড বা সেনার অপেক্ষায় অধিকতর প্রশস্যতর—(অর্থাৎ মিত্র হইতে অনর্থের সংশয় অধিকতর পীড়াদায়ক নহে—কিন্তু, দণ্ড হইতে উৎপন্ন অনর্থসংশয় অধিকতর পীড়াবহ হইয়া থাকে)। সেইরূপ দণ্ড হইতে অনর্থসংশয় ঘটিলে, ইহা কোশ হইতে

উৎপন্ন অনর্থসংশয়ের অপেক্ষায় অধিকতর প্রশস্ততর (অর্থাৎ দণ্ড হইতে যে অনর্থসংশয় উৎপন্ন হইতে পারে তদপেক্ষায় কোশ হইতে উৎপন্ন অনর্থসংশয় অধিকতর পীড়াবহ হইয়া থাকে)। (প্রকৃতি দুই প্রকার—পুরুষপ্রকৃতি ও দ্রব্যপ্রকৃতি)—এই সমগ্র (অর্থাৎ উভয়প্রকার) প্রকৃতির অনর্থসংশয় মোচন করিতে না পারিলে, (বিজিগীষু) প্রকৃতগুলির কোন কোন অবয়বের অনর্থসংশয় দূর করিতে যত্নবান্ হইবেন। তন্মধ্যে পুরুষপ্রকৃতির যে অবয়ব তীক্ষ্ণ ও লুব্ধ, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া যে অবয়ব সংখ্যায় অধিক ও অনুরক্ত, তাহাদিগের অনর্থসংশয় মোচন করিতে তিনি যত্নবান্ হইবেন। আবার দ্রব্যপ্রকৃতির যে অবয়ব বেশী মূল্যবান্ ও মহোপকারক্ষম, সেগুলির অনর্থসংশয় মোচন করিতে তিনি যত্নবান্ হইবেন। সন্ধি, আসন, ও দ্বৈধীভাব এই তিন (লঘুভূত) গুণ অবলম্বন করিয়া লঘুদ্রব্য-প্রকৃতির, এবং তদ্বিপর্যয়দ্বারা অর্থাৎ বিগ্রহ, যান ও সমাশ্রয়রূপ (গুরুভূত তিন) গুণ অবলম্বন করিয়া গুরুদ্রব্যপ্রকৃতির অনর্থসংশয় মোচন করিতে তিনি যত্নবান্ হইবেন।

ক্ষয় (শক্তি ও সিদ্ধির অপচয়), স্থান (শক্তি ও সিদ্ধির তদবস্থতা) ও বৃদ্ধি (শক্তি ও সিদ্ধির উপচয়)—এই তিনটির মধ্যে (বিজিগীষু) পর-পরটি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু এই ক্ষয়াদির প্রতিলোমক্রমেও (বিজিগীষু) এইগুলিকে পাইতে ইচ্ছা করিতে পারেন (অর্থাৎ বৃদ্ধি অপেক্ষায় স্থানকে এবং স্থান অপেক্ষায় ক্ষয়কে ইচ্ছা করিতে পারেন), যদি তিনি মনে করেন যে, তিনি সেরূপ করিলে ভবিষ্যতে বৃদ্ধির বিশেষ বা অতিশয় লব্ধ হইতে পারে।

এই প্রকারে দেশনিমিত্ত আপদের ব্যবস্থাপন উক্ত হইল। এতদ্দ্বারা যাত্রা বা যানের আদি, মধ্য ও অন্তে সম্ভাব্য অর্থ, অনর্থ ও সংশয়ের প্রাপ্তি ও প্রতীকারও ব্যাখ্যাত হইল, বুঝিতে হইবে।

যদি যাত্রার প্রারম্ভে অর্থ, অনর্থ ও সংশয়ের যুগপৎ যোগ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অর্থ-গ্রহণই শ্রেয়স্কর—কারণ, অর্থের সহায়তায় পার্ষ্ণিগ্রাহ ও আসারের (যাতব্যের মিত্রের) প্রতিঘাত সম্ভবপর হয় এবং ক্ষয়, ব্যয়, প্রবাস, প্রত্যাদেয় (যাতব্যকর্তৃক অপহৃত ভূম্যাদির পুনর্গ্রহণ), ও মূলের (রাজধানীর) রক্ষণবিষয়ে অর্থেরই অপেক্ষা থাকে। অর্থের ন্যায়, অনর্থ ও সংশয়ও স্বভূমিস্থিত বিজিগীষুর পক্ষে সুখসাধ্য হয়।

এতদ্দ্বারা যাত্রার মধ্যেও অর্থ, অনর্থ ও সংশয়ের প্রাপ্তি ও তৎপ্রতীকার ব্যাখ্যাত হইল।

কিন্তু, যাত্রার অন্তে কর্শনীয় শত্রুকে কৃশ বা নির্বল করিয়া ও উচ্ছেদনীয় শত্রুকে (মূলতঃ) উচ্ছিন্ন করিয়া (পরভূমিতে স্থিত বিজিগীষুর পক্ষে) অর্থ গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর; অনর্থ ও সংশয় শ্রেয়স্কর হইতে পারে না, কারণ, শত্রু হইতে সর্ব্বদাই বাধাবিঘ্নের ভয় থাকে।

(এই পর্য্যন্ত পুরোগ বা প্রধান সামবায়িককে লক্ষ্য করিয়াই বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু,) সামবায়িকগণের মধ্যে যিনি অপুরোগ অর্থাৎ অপ্রধান, তাঁহার প্রতি যাত্রা বা আক্রমণের মধ্য ও অন্ত অবস্থায় সম্ভূত অনর্থ ও সংশয়ের প্রতীকারই শ্রেয়স্কর, কারণ, তাঁহার পক্ষে প্রতিবন্ধরহিত হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইতে পারে।

অর্থ, ধর্ম্ম ও কাম—এই তিনটিকে অর্থত্রিবর্গ বলা হয়। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বটিকে পাওয়াই অধিকতর শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ কাম হইতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হইতে অর্থই প্রশস্ততর।

অনর্থ, অধর্ম্ম ও শোক—এই তিনটিকে অনর্থত্রিবর্গ বলা হয়। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বটির প্রতীকার করাই অধিকতর শ্রেয়স্কর।

অর্থ ও অনর্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কাম ও শোক—এই তিন প্রকার যুগ্মের মধ্যে, প্রত্যেকের পরস্পর সংশয় উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া—এই তিনটিকে সংশয়ত্রিবর্গ বলা হয়। ইহাদের প্রত্যেকের উত্তরপক্ষটির (অর্থাৎ অনর্থ, অধর্ম্ম ও শোকের) প্রতীকার সাধিত হইলে, পূর্ব্বপক্ষটির (অর্থাৎ অর্থ, ধর্ম্ম ও কামের) গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর।

এই পর্য্যন্ত কালের অবস্থাপন অর্থাৎ যাত্রার আদি, মধ্য ও অন্তকালিক অর্থানর্থাদি-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা নিরূপিত হইল। এইখানেই (অর্থ, অনর্থ ও সংশয়যুক্ত সর্ব্বপ্রকার) আপদ প্রপঞ্চিত হইল।

(উক্ত আপদসমূহের প্রতীকারার্থ সামাদি উপায়সমূহের মধ্যে কোনটা কি ভাবে প্রযোজ্য তাহা উক্ত হইতেছে।) পুত্র, ভাই ও বন্ধুবিষয়ক আপদে, সাম ও দান-প্রয়োগদ্বারা সেই আপদগুলির প্রতীকার সমুচিত হয়; আবার আপদগুলি পৌর, জানপদ, দণ্ড বা সেনা ও রাষ্ট্রমুখ্যাদি-বিষয়ক হইলে তৎপ্রতীকার দান ও ভেদপ্রয়োগদ্বারা সমুচিত হয়; এবং আপদগুলি যদি সামন্ত ও আটবিকবিষয়ক হয়, তাহা হইলে ভেদ ও দণ্ডপ্রয়োগ সমুচিত হয়।

উক্ত নিয়মানুসারে প্রযোজ্য এইসকল সামাদি উপায়ে আপদসিদ্ধি ঘটিলে, ইহাকে 'অনুলোম' (অনুকূল) সিদ্ধি বলা যায়; ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে এই আপদসিদ্ধিকে 'প্রতিলোম' (প্রতিকূল) সিদ্ধি বলা হয় (অর্থাৎ পুত্রাদি দ্রোহবৃত্তি হইলে তাহাদের প্রতি ভেদ ও দণ্ডও প্রয়োজনমত প্রযোজ্য, এমন কি সামন্তাদি যদি শ্লাঘ্যগুণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি সাম ও দানও প্রযোজ্য হইতে পারে)। মিত্ররাজ ও অমিত্ররাজবিষয়ক আপদে সিদ্ধি বা প্রতিক্রিয়া 'ব্যামিশ্র' বা সঙ্কীর্ণও হইতে পারে (অর্থাৎ বিকারপ্রশমনের অনুরূপ করিয়া উপায়চতুষ্টয়মধ্যে যে-যে উপায়ের মিশ্রণ সমুচিত হইবে তন্মিশ্রণদ্বারাই প্রতীকার বিধেয়)। কারণ, উপায়গুলি পরস্পরের সহকারী হইয়া থাকে।

শত্রুসম্বন্ধী যে অমাত্যগণ ক্রুদ্ধত্বাদিদোষে কৃত্য বলিয়া শঙ্কমান, তাঁহাদের প্রতি সান্ত্ব প্রযুক্ত হইলে, ইহা দানাদি অবশিষ্ট উপায়গুলিকে নিবর্ত্তিত করে (অর্থাৎ সেগুলির প্রয়োগের আর আবশ্যকতা থাকে না)। আবার শত্রুর যে অমাত্যগণ দূষ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি বিজিগীষু দানরূপ উপায় প্রয়োগ করিবেন (ভেদ ও দণ্ডের আবশ্যকতা হইবে না)। আবার শত্রুর অমাত্যগণমধ্যে যাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি ভেদই প্রযোজ্য (দণ্ডের প্রয়োজন হইবে না); এবং যে সকল অমাত্য শক্তিশালী তাঁহাদের প্রতি কেবল দণ্ডরূপ উপায়ই প্রযোজ্য।

আপদসমূহের গুরুত্ব ও লঘুত্বের যোগ বুঝিয়া উপায়গুলির নিয়োগ, বিকল্প ও সমুচ্চয় প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

'কেবল এই উপায়দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি (বা আপৎপ্রতীকার) হইবে, অন্য উপায়দ্বারা নহে'—এইরূপ ক্ষেত্রে উপায়টিকে 'নিয়োগ' বলা হয়। 'এই উপায়দ্বারা, অথবা অন্য উপায়দ্বারা

কার্য্যসিদ্ধি হইবে'—ইহার নাম 'বিকল্প'। আবার, 'এই উপায়দ্বারা ও অন্য উপায়দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে'—ইহার নাম 'সমুচ্চয়'।

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারি উপায়ের একযোগ ঘটিলে অর্থাৎ ইহারা পৃথক্‌ভাবে প্রযুক্ত হইলে, চারিপ্রকার ভেদ পাওয়া যায় (যথা, কেবল সাম, কেবল দান, কেবল ভেদ ও কেবল দণ্ড)। আবার, এই গুলির মধ্য হইতে তিন তিনটিকে যুক্ত করিলে চারিপ্রকার ভেদ পাওয়া যায় (যথা, সাম-দান-ভেদ, সাম-দান দণ্ড, সাম-ভেদ-দণ্ড, ও দান-ভেদ-দণ্ড)। আবার ইহাদের দুই দুইটি যুক্ত করিলে ছয়প্রকার ভেদ পাওয়া যায় (যথা, সাম দান, সাম-ভেদ, সাম-দণ্ড, দান-ভেদ, দান-দণ্ড ও ভেদ-দণ্ড)। আবার ইহাদের চারিটিকেই যুক্ত করিয়া এক প্রকার ভেদ পাওয়া যায় (যথা, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড)। সর্ব্বসমেত উপায়গুলির এই পঞ্চদশ প্রকারের (অনুলোম) ভেদ পাওয়া গেল। আবার ততগুলি (অর্থাৎ পঞ্চদশ প্রকারের) প্রতিলোম ভেদও পাওয়া যায় (যথা—দণ্ড, ভেদ, দান ও সাম পৃথক্‌ভাবে চারি প্রকার; দণ্ড-ভেদ-দান, দণ্ড-ভেদ সাম, ভেদ-দান-সাম ও দণ্ড-দান-সাম—ত্রিযোগে চারি প্রকার; দণ্ড-ভেদ, দণ্ড-দান, দণ্ড-সাম, ভেদ-দান, ভেদ-সাম ও দান-সাম—দ্বিযোগে ছয় প্রকার, দণ্ড-ভেদ-দান-সাম—একযোগে একপ্রকার;—সর্ব্বসমেত পঞ্চদশ প্রকার)।

এই উপায়গুলির মধ্যে এক উপায় অবলম্বনে সিদ্ধি বা প্রতীকার লাভ হইলে, ইহাকে একসিদ্ধি বলা যায়। দুইটি উপায়ের যোগে সিদ্ধি ঘটিলে, ইহাকে দ্বিসিদ্ধি বলা যায়। তিনটি উপায়ের যোগে সিদ্ধি লাভ হইলে, ইহাকে ত্রিসিদ্ধি বলা যায়। এবং চারি উপায়ের যোগে সিদ্ধি ঘটিলে, ইহাকে চতুঃসিদ্ধি বলা যায়।

অর্থ ধর্ম্মের মূল বা হেতু হয়, এবং অর্থ কামভোগের সাধকও হয়—এই জন্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুবন্ধ ঘটায় বলিয়া, অর্থজনিত সিদ্ধিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধি বলা হয়। এই পর্য্যন্ত (অপনয়প্রভব মানুষী আপদের সর্ব্বপ্রকার প্রতীকার বা) সিদ্ধির কথা বলা হইল। (এখন দৈবী আপদের কথা বলা হইতেছে।) দৈব বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত আপদ এইপ্রকার হইতে পারে, যথা—অগ্নি, জল, ব্যাধি, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাষ্ট্র হইতে পলায়ন, দুর্ভিক্ষ, ও (মূষিকাদির অত্যধিক উৎপত্তিরূপ) আসুরী সৃষ্টি। এই সকল দৈবী আপদের সিদ্ধি বা উপশম দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি প্রণামদ্বারা ঘটিয়া থাকে।

অবৃষ্টি (বর্ষণের একান্ত অভাব), অতিবৃষ্টি, অথবা, আসুরী সৃষ্টিরূপ যে আপদ উপস্থিত হয়—অথর্ব্ববেদোক্ত শান্তিকর্ম্ম ও সিদ্ধপুরুষদিগের দ্বারা কৃত শান্তিকর্ম্মগুলিও তৎসিদ্ধির বা তৎপ্রশমনের হেতু হইতে পারে॥ ১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণে অর্থ, অনর্থ ও সংশয়যুক্ত আপদের নিরূপণ ও উপায়বিকল্পের প্রয়োগজনিত সিদ্ধি-নামক সপ্তম অধ্যায় (আদি হইতে ১২৮ অধ্যায়) সমাপ্ত।

অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণ সমাপ্ত।

সাংগ্রামিক—দশম অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১৪৭ম প্রকরণ—স্কন্ধাবার বা সেনা-বাসস্থানের নিবেশ

বাস্তুবিদ্যাকুশল ব্যক্তিগণদ্বারা প্রশস্ত বা অনুমোদিত বাস্তুভূমিতে, নায়ক (সেনাপতি), বর্দ্ধকি (স্থপতি) ও মৌহূর্ত্তিকগণ (শুভাশুভকালবিজ্ঞায়ী জ্যোতিষীরা)—বৃত্ত বা গোলাকৃতি, দীর্ঘ বা চতুরস্র (চতুষ্কোণবিশিষ্ট), অথবা নির্ম্মাণভূমির যোগ্যতানুসারে অন্যাকারবিশিষ্ট চারিটি দ্বার ও (উত্তর-দক্ষিণে আয়ত তিনটি ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত তিনটি, সর্ব্বসমেত) ছয়টি পথ-যুক্ত এবং নয়প্রকার মহল্লা-শোভিত স্কন্ধাবার বা সেনাবাসস্থান নির্ম্মাণ করাইবেন। (শত্রু হইতে আক্রমণের) ভয় উপস্থিত হইলে, অথবা, চিরকাল সেখানে অবস্থানের প্রয়োজন হইলে, সেই স্কন্ধাবার চতুর্দ্দিকে খাত বা, পরিখাদ্বারা বেষ্টিত হইবে, এবং ইহা বপ্র (পরিখা হইতে উদ্ধৃত মৃত্তিকাকূট), সাল (প্রাকার), দ্বার (এক প্রধান দ্বার) ও অট্টালক (উপরিগৃহ) দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

(স্কন্ধাবারের বাস্তুভূমির) মধ্যভাগের উত্তরস্থ নবমাংশে রাজার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে হইবে—ইহার আয়াম বা দৈর্ঘ্য হইবে শতধনুঃপরিমিত (২য় অধিকরণে ২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং ইহার বিস্তার হইবে পঞ্চাশৎধনুঃপরিমিত। রাজবাস্তুকের পশ্চিম অর্দ্ধাংশে অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্তঃপুরের সমীপে অন্তর্বংশিক সৈন্য অর্থাৎ অন্তঃপুরের রক্ষী সৈন্য নিবেশিত করিতে হইবে। রাজবাস্তুকের পুরোভাগে উপস্থান অর্থাৎ রাজার দর্শনার্থী জনগণের বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার দক্ষিণদিকে রাজকোশ, শাসনকরণ (অক্ষপটল বা সরকারী শাসনবিভাগ) ও কার্য্যকরণ (কার্য্য বা ব্যবহার-দর্শনস্থান) নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার বামভাগে রাজার বাহনার্থ হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের স্থান নির্ম্মাণ করিতে হইবে। রাজবাস্তুকের পৃষ্ঠভাগে শতধনুঃপরিমিত পরস্পরান্তরালবিশিষ্ট চারিটি পরিক্ষেপ বা সীমাবদ্ধ অঞ্চল থাকিবে—প্রথমটি শকটপরিক্ষেপ অর্থাৎ যাহা শকটদ্বারা পরিবেষ্টিত স্থান, দ্বিতীয়টি মেথীপ্রততিপরিক্ষেপ অর্থাৎ কণ্টকিবৃক্ষসমূহের শাখাবিস্তারদ্বারা কৃতপরিক্ষেপ বা বাট, তৃতীয়টি স্তম্ভপরিক্ষেপ অর্থাৎ (দারুময়) স্তম্ভদ্বারা কৃত বাট, এবং চতুর্থটি সালপরিক্ষেপ অর্থাৎ প্রাকারদ্বারা কৃত বাট। প্রথমটিতে (শকটপরিক্ষেপে) পুরোভাগে মন্ত্রী ও পুরোহিতের নিবাস রচিত হইবে; ইহার দক্ষিণদিকে কোষ্ঠাগার ও মহানস (রন্ধনশালা) এবং বামদিকে কুপ্যাগার বা কুপ্যগৃহ ও আয়ুধাগার থাকিবে। দ্বিতীয়টিতে (মেথীপ্রততিপরিক্ষেপে) মৌল ও ভৃত সৈন্যের জন্য, অশ্ব ও রথের জন্য এবং সেনাপতির জন্য নিবেশ রচিত হইবে। তৃতীয়টিতে (স্তম্ভপরিক্ষেপে) হস্তী, শ্রেণীবল ও প্রশাস্তৃনামক মহামাত্রবিশেষের নিবেশ নির্ম্মিত হইবে। চতুর্থটিতে (সালপরিক্ষেপে) বিষ্টি বা কর্ম্মকরবর্গ, নায়ক (সেনাপতিদশকের প্রধান অধিকারী) এবং নিজপুরুষদ্বারা

কার্য্যসিদ্ধি হইবে'—ইহার নাম 'বিকল্প'। আবার, 'এই উপায়দ্বারা ও অন্য উপায়দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে'—ইহার নাম 'সমুচ্চয়'।

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারি উপায়ের একযোগ ঘটিলে অর্থাৎ ইহারা পৃথক্ভাবে প্রযুক্ত হইলে, চারিপ্রকার ভেদ পাওয়া যায় (যথা, কেবল সাম, কেবল দান, কেবল ভেদ ও কেবল দণ্ড)। আবার, এই গুলির মধ্য হইতে তিন তিনটিকে যুক্ত করিলে চারিপ্রকার ভেদ পাওয়া যায় (যথা, সাম-দান-ভেদ, সাম-দান দণ্ড, সাম-ভেদ-দণ্ড, ও দান-ভেদ-দণ্ড)। আবার ইহাদের দুই দুইটি যুক্ত করিলে ছয়প্রকার ভেদ পাওয়া যায় (যথা, সাম দান, সাম-ভেদ, সাম-দণ্ড, দান-ভেদ, দান-দণ্ড ও ভেদ-দণ্ড)। আবার ইহাদের চারিটিকেই যুক্ত করিয়া এক প্রকার ভেদ পাওয়া যায় (যথা, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড)। সর্ব্বসমেত উপায়গুলির এই পঞ্চদশ প্রকারের (অনুলোম) ভেদ পাওয়া গেল। আবার ততগুলি (অর্থাৎ পঞ্চদশ প্রকারের) প্রতিলোম ভেদও পাওয়া যায় (যথা—দণ্ড, ভেদ, দান ও সাম পৃথক্ভাবে চারি প্রকার; দণ্ড-ভেদ-দান, দণ্ড-ভেদ সাম, ভেদ-দান-সাম ও দণ্ড-দান-সাম—ত্রিযোগে চারি প্রকার ; দণ্ড-ভেদ, দণ্ড-দান, দণ্ড-সাম, ভেদ-দান, ভেদ-সাম ও দান-সাম—দ্বিযোগে ছয় প্রকার , দণ্ড-ভেদ-দান-সাম—একযোগে একপ্রকার;—সর্ব্বসমেত পঞ্চদশ প্রকার)।

এই উপায়গুলির মধ্যে এক উপায় অবলম্বনে সিদ্ধি বা প্রতীকার লাভ হইলে, ইহাকে একসিদ্ধি বলা যায়। দুইটি উপায়ের যোগে সিদ্ধি ঘটিলে, ইহাকে দ্বিসিদ্ধি বলা যায়। তিনটি উপায়ের যোগে সিদ্ধি লাভ হইলে, ইহাকে ত্রিসিদ্ধি বলা যায়। এবং চারি উপায়ের যোগে সিদ্ধি ঘটিলে, ইহাকে চতুঃসিদ্ধি বলা যায়।

অর্থ ধর্ম্মের মূল বা হেতু হয়, এবং অর্থ কামভোগের সাধকও হয়—এই জন্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুবন্ধ ঘটায় বলিয়া, অর্থজনিত সিদ্ধিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধি বলা হয়। এই পর্য্যন্ত (অপনয়প্রভব মানুষী আপদের সর্ব্বপ্রকার প্রতীকার বা) সিদ্ধির কথা বলা হইল। (এখন দৈবী আপদের কথা বলা হইতেছে।) দৈব বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত আপদ এইপ্রকার হইতে পারে, যথা—অগ্নি, জল, ব্যাধি, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাষ্ট্র হইতে পলায়ন, দুর্ভিক্ষ, ও (মূষিকাদির অত্যধিক উৎপত্তিরূপ) আসুরী সৃষ্টি। এই সকল দৈবী আপদের সিদ্ধি বা উপশম দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি প্রণামদ্বারা ঘটিয়া থাকে।

অবৃষ্টি (বর্ষণের একান্ত অভাব), অতিবৃষ্টি, অথবা, আসুরী সৃষ্টিরূপ যে আপদ উপস্থিত হয়—অথর্ব্ববেদোক্ত শান্তিকর্ম্ম ও সিদ্ধপুরুষদিগের দ্বারা কৃত শান্তিকর্ম্মগুলিও তৎসিদ্ধির বা তৎপ্রশমনের হেতু হইতে পারে ॥ ১ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণে অর্থ, অনর্থ ও সংশয়যুক্ত আপদের নিরূপণ ও উপায়বিকল্পের প্রয়োগজনিত সিদ্ধি-নামক সপ্তম অধ্যায় (আদি হইতে ১২৮ অধ্যায়) সমাপ্ত।

অভিযাস্যৎকর্ম্ম-নামক নবম অধিকরণ সমাপ্ত।

সাংগ্রামিক—দশম অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১৪৭ম প্রকরণ—স্কন্ধাবার বা সেনা-বাসস্থানের নিবেশ

বাস্তুবিদ্যাকুশল ব্যক্তিগণদ্বারা প্রশস্ত বা অনুমোদিত বাস্তুভূমিতে, নায়ক (সেনাপতি), বর্দ্ধকি (স্থপতি) ও মৌহূর্ত্তিকগণ (শুভাশুভকালবিজ্ঞায়ী জ্যোতিষীরা)—বৃত্ত বা গোলাকৃতি, দীর্ঘ বা চতুরস্র (চতুষ্কোণবিশিষ্ট), অথবা নির্ম্মাণভূমির যোগ্যতানুসারে অন্যাকারবিশিষ্ট চারিটি দ্বার ও (উত্তর-দক্ষিণে আয়ত তিনটি ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত তিনটি, সর্ব্বসমেত) ছয়টি পথ-যুক্ত এবং নয়প্রকার মহল্লা-শোভিত স্কন্ধাবার বা সেনাবাসস্থান নির্ম্মাণ করাইবেন। (শত্রু হইতে আক্রমণের) ভয় উপস্থিত হইলে, অথবা, চিরকাল সেখানে অবস্থানের প্রয়োজন হইলে, সেই স্কন্ধাবার চতুর্দ্দিকে খাত বা, পরিখাদ্বারা বেষ্টিত হইবে, এবং ইহা বপ্র (পরিখা হইতে উদ্ধৃত মৃত্তিকাকূট), সাল (প্রাকার), দ্বার (এক প্রধান দ্বার) ও অট্টালক (উপরিগৃহ) দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

(স্কন্ধাবারের বাস্তুভূমির) মধ্যভাগের উত্তরস্থ নবমাংশে রাজার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে হইবে—ইহার আয়াম বা দৈর্ঘ্য হইবে শতধনুঃপরিমিত (২য় অধিকরণে ২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং ইহার বিস্তার হইবে পঞ্চাশৎধনুঃপরিমিত। রাজবাস্তুকের পশ্চিম অর্দ্ধাংশে অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্তঃপুরের সমীপে অন্তর্বংশিক সৈন্য অর্থাৎ অন্তঃপুরের রক্ষী সৈন্য নিবেশিত করিতে হইবে। রাজবাস্তুকের পুরোভাগে উপস্থান অর্থাৎ রাজার দর্শনার্থী জনগণের বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার দক্ষিণদিকে রাজকোশ, শাসনকরণ (অক্ষপটল বা সরকারী শাসনবিভাগ) ও কার্য্যকরণ (কার্য্য বা ব্যবহার-দর্শনস্থান) নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার বামভাগে রাজার বাহনার্থ হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের স্থান নির্ম্মাণ করিতে হইবে। রাজবাস্তুকের পৃষ্ঠভাগে শতধনুঃপরিমিত পরস্পরান্তরালবিশিষ্ট চারিটি পরিক্ষেপ বা সীমাবদ্ধ অঞ্চল থাকিবে—প্রথমটি শকটপরিক্ষেপ অর্থাৎ যাহা শকটদ্বারা পরিবেষ্টিত স্থান, দ্বিতীয়টি মেথীপ্রততিপরিক্ষেপ অর্থাৎ কণ্টকিবৃক্ষসমূহের শাখাবিস্তারদ্বারা কৃতপরিক্ষেপ বা বাট, তৃতীয়টি স্তম্ভপরিক্ষেপ অর্থাৎ (দারুময়) স্তম্ভদ্বারা কৃত বাট, এবং চতুর্থটি সালপরিক্ষেপ অর্থাৎ প্রাকারদ্বারা কৃত বাট। প্রথমটিতে (শকটপরিক্ষেপে) পুরোভাগে মন্ত্রী ও পুরোহিতের নিবাস রচিত হইবে; ইহার দক্ষিণদিকে কোষ্ঠাগার ও মহানস (রন্ধনশালা) এবং বামদিকে কুপ্যাগার বা কুপ্যগৃহ ও আয়ুধাগার থাকিবে। দ্বিতীয়টিতে (মেথীপ্রততিপরিক্ষেপে) মৌল ও ভৃত সৈন্যের জন্য, অশ্ব ও রথের জন্য এবং সেনাপতির জন্য নিবেশ রচিত হইবে। তৃতীয়টিতে (স্তম্ভপরিক্ষেপে) হস্তী, শ্রেণীবল ও প্রশাস্তৃনামক মহামাত্রবিশেষের নিবেশ নির্ম্মিত হইবে। চতুর্থটিতে (সালপরিক্ষেপে) বিষ্টি বা কর্ম্মকরবর্গ, নায়ক (সেনাপতিদশকের প্রধান অধিকারী) এবং নিজপুরুষদ্বারা

অধিষ্ঠিত মিত্রবল, অমিত্রবল ও অটবীবল নিবেশিত হইবে। বণিক্ ও বেশ্যাদিগের জন্য রাজপথের সমীপে নিবাস ধার্য্য হইবে। সর্ব্ববহির্দ্দেশে লুব্ধক বা ব্যাধ ও শ্বগণী অর্থাৎ কুক্কুরজীবী এবং (শত্রুর আগমন সংজ্ঞাদ্বারা প্রকাশার্থ) তূর্য্য বা ভেরী ও অগ্নিসহিত গূঢ়বেশী রক্ষকদিগের স্থান ব্যবস্থিত থাকিবে।

যেদিক হইতে শত্রুদের আপতন বা আগমন সম্ভবপর মনে হইবে, রাজা সেদিকে কূপকূট অর্থাৎ তৃণাদিচ্ছন্ন কূপ, অবপাত বা গর্ত্ত, এবং কণ্টকযুক্ত ফলকাদি স্থাপিত রাখিবেন। তিনি (পদিক, সেনাপতি ও নায়কনামক সেনাধিকারীদিগের অধীন মৌলাদি ছয় প্রকার) সেনার অষ্টাদশ বর্গের অধিষ্ঠাতৃগণের বিপর্য্যয় বা অদলবদল করাইবেন (যাহাতে শত্রুকর্ত্তৃক উপজাপের কোন ভয় না থাকে)। তিনি শত্রুর অপসর্প বা গুপ্তচরগণের চারজ্ঞানার্থ দিবসেও প্রহরের বা পাহারার বন্দোবস্ত করিবেন। তিনি (সৈনিকদিগের মধ্যে) পরস্পর বিবাদ, সুরাপানাদি, সমাজ বা কৌতুকের গোষ্ঠী, ও দ্যূত (বা জুয়াখেলা) বারণ করাইবেন। প্রবেশ ও নির্গমের জন্য মুদ্রা বা ছাড়পত্রের ব্যবহারও রক্ষিত হইবে। (সপরিকর রাজরহিত মূলস্থান বা রাজধানীকে শূন্য বলা হয়—তৎপালক রাজপুরুষকে শূন্যপাল বলা হয়, এই) শূন্যপাল সেই সকল আয়ুধীয়গণকে ধরিয়া ফেলিবেন (গ্রেপ্তার করিবেন) যাহারা শাসন বা রাজলেখ-ব্যতিরেকে সেনা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে।

প্রশাস্তা (তন্নামক মহামাত্র) (রাজপ্রস্থানের) আগেই স্থপতি ও কর্ম্মকর-দ্বারা সম্যগ্ভাবে পথের নানারূপ রক্ষার (পথের নানারূপ অসুবিধা দূর করার) কার্য্য ও (নির্জ্জলপ্রদেশে) জলাদির ব্যবস্থা করাইবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাংগ্রামিক-নামক অধিকরণে স্কন্ধাবার-
নিবেশ-নামক প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে
১২৯ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৪৮ম-১৪৯ম প্রকরণ—স্কন্ধাবারের দিকে রাজার প্রযাণ ও বলব্যসন ও পথকষ্টের সময়ে নিজসেনা-রক্ষার উপায়

গ্রাম ও অরণ্যসমূহের ভিতর দিয়া পথ চলিবার সময়ে যে স্থানে নিবেশের দরকার হইবে, সেখানকার তৃণ, কাষ্ঠ ও জলযোগসম্বন্ধে ইয়ত্তা নির্ণয় করিয়া ও তৎ তৎ স্থানে পৌঁছান, থাকা ও গমন করার সময় (পূর্ব্ব হইতেই) নির্ণয় করিয়া, (বিজিগীষু) যাত্রায় উদ্যত হইবেন (প্রাচীন কোনও টীকাকারের মতে 'স্থান'-শব্দদ্বারা পক্ষমাসাদি ব্যাপিয়া অবস্থান বুঝায়, 'আসন'-শব্দদ্বারা পাঁচ-ছয়দিনের অবস্থান ও 'গমন'-শব্দ-দ্বারা একদিনমাত্র অবস্থান বুঝায়)। যতখানি ভক্ত (অন্নাদি) ও উপকরণের,

(বস্ত্রাদির) আবশ্যকীয়তা থাকিবে, তৎপ্রতীকারার্থ তাহার দ্বিগুণ ভক্ত ও উপকরণ (তিনি) সঙ্গে সঙ্গে বাহিত করিবেন। যদি তিনি বাহনাদির ব্যবস্থা করিতে অশক্ত হয়েন, তাহা হইলে সৈন্যদিগের উপরই প্রয়োজনীয় ভক্ত ও উপকরণের বহনকর্ম্ম অর্পণ করিবেন। অথবা, তিনি তৎ-তৎ নিবেশগুলির কোন কোনও স্থানে ভক্ত ও উপকরণ পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চয় করিয়া (জমা করিয়া) রাখিবেন।

(সেনার) অগ্রভাগে নায়ক (সেনাপতিদশকের অধিকারী) যাইবেন। মধ্যস্থানে রাজার অন্তঃপুরস্থ রাজ্ঞীগণ ও রাজা স্বয়ং থাকিবেন। দুইপার্শ্বে বাহুদ্বারা শত্রুর আঘাত নিবারণ জন্য অশ্বারোহী সৈনিকগণ থাকিবে। সেনাচক্রের পশ্চাদ্ভাগে হস্তী থাকিবে। সকল দিক হইতে প্রসারসম্পৎ অর্থাৎ প্রভূত বন্য উপজীব্য এবং ব্রীহিতৃণাদি উপকরণ নেওয়া হইবে। স্বদেশ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে অন্নাদি আজীবদ্রব্যের আগমকে **বীবধ** বলা হয়। মিত্রের সেনাকে **আসার** বলা হয়। রাজকলত্রের অর্থাৎ অন্তঃপুরস্থ রাজ্ঞীদিগের স্থানকে **অপসার** বলা হয়। সেনার পশ্চাদ্ভাগে সেনাপতি পর্য্যায়ক্রমে (অর্থাৎ নিজ নিজ সেনার পশ্চাদ্ভাগে স্বয়ং) নিবিষ্ট থাকিবেন।

সেনার পুরোভাগে শত্রুর আক্রমনের সম্ভাবনা হইলে, (বিজিগীষু) **মকর-ব্যূহ**-নামক ব্যূহ রচনা করিয়া চলিবেন। পশ্চাদ্ভাগে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কিত হইলে, তিনি **শকটব্যূহ** রচনা করিয়া চলিবেন। উভয় পার্শ্বে শত্রুর আক্রমণের ভয় থাকিলে, তিনি **বজ্রব্যূহ** রচনা করিয়া চলিবেন। চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুর অভ্যাঘাত মনে করিলে, তিনি **সর্ব্বতোভদ্র-ব্যূহ** রচনা করিয়া চলিবেন। এবং এক জন একজন করিয়া গন্তব্যমার্গে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করিলে, তিনি **সূচিব্যূহ** রচনা করিয়া চলিবেন (এই অধিকরণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এইসকল 'ব্যূহ' নিরূপিত হইয়াছে)।

পথে যদি কোনওপ্রকার দ্বৈধীভাব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এই মার্গ দিয়া গমন করিলে ইহা অনুকূল বা সেইমার্গ দিয়া গমন করিলে ইহা প্রতিকূল হইবে এরূপ মনে হয়, তাহা হইলে তিনি নিজের (রথাদির) গমনের জন্য উপযুক্ত ভূমি দিয়াই যাইবেন। কারণ, প্রতিকূল ভূমিতে গমনকারীদিগের পক্ষে, অনুকূল ভূমি দিয়া গমনশীল রাজগণ প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ তাঁহারা আক্রমণীয় হয়েন না। (একদিনে) (চারিক্রোশ পরিমিত) এক যোজন পথ চলিলে এই গতিকে অধম গতি বলা হয়; দেড় যোজন চলিলে ইহাকে মধ্যম গতি বলা হয়; আর, দুই যোজন চলিলে ইহাকে উত্তম গতি বলা হয়। অথবা, (দেশকাল বুঝিয়া) যতখানি সম্ভবপর হয়, ততখানি গতিও হইতে পারে অর্থাৎ দুই যোজনের অপেক্ষায়ও অধিক পথ চলা যাইতে পারে।

(প্রস্থিত রাজার পক্ষে শনৈঃ শনৈঃ যান ও শীঘ্র শীঘ্র যান কখন অবলম্বন করা আবশ্যক, সে-বিষয়ে বলা হইতেছে যে,—) বিজিগীষু যখন দেখিবেন যে, নিজের সুবিধার জন্য তিনি কোনও রাজাকে আশ্রয় করিবেন, অথবা (ধনধান্যাদিসম্পন্ন) হইলে শত্রুকে নষ্ট করিবেন, অথবা নিজের পার্ষ্ণি (পৃষ্ঠশত্রু), আসার (মিত্রবল), মধ্যম (অরিবিজিগীষুর ভূম্যনন্তর রাজা) ও উদাসীন (অরি-বিজিগীষু-মধ্যমের বাহ্য) রাজাকে প্রশমিত করিতে

হইবে, অথবা, সঙ্কট বা বিষম মার্গকে সুগম করিতে হইবে; অথবা, নিজের কোশ (ধনসংগ্রহ), নিজের দণ্ড বা বিক্ষিপ্ত সেনার মিলন, মিত্রবল, অমিত্রবল ও অটবীবলের আগমম, বিষ্টি বা কর্ম্মকরসংগ্রহ, ও সেনার অনুকূল ঋতুর প্রতীক্ষা করা আবশ্যক; অথবা, শত্রুদ্বারা কৃত দুর্গসংস্কারকর্ম্মের ক্ষয়, তাঁহার নিচয় বা ধান্যাদিসঞ্চয়ের ক্ষয় এবং তদীয় বিহিত রাজ্যরক্ষাকার্য্যেরও ক্ষয় উপস্থিত হইবে; অথবা, শত্রুর (ধনদানাদিদ্বারা) ক্রীত সৈন্যের মনে নির্ব্বেদ বা খেদ আসিবে; অথবা, তদীয় মিত্রবলের মনেও নির্ব্বেদ আসিবে, অথবা, শত্রুর উপজপিতারা (শত্রুর প্রতি বিজিগীষুর অভিযোগ-বিষয়ে) শীঘ্রতার জন্য উপজাপ করে না; অথবা, শত্রু স্বয়ং তাঁহার (বিজিগীষুর) অভিপ্রায় (বিনা যুদ্ধে) পূরণ করিবেন, তাহা হইলে তিনি তখন শনৈঃ শনৈঃ যাত্রা করিবেন। ইহার বিপরীত ঘটিলে অর্থাৎ যথোক্ত নিমিত্তগুলির অভাবে, তিনি শীঘ্র শীঘ্র যাত্রা করিবেন।

(সেনার নদ্যাদিতরণের আবশ্যক হইলে,) বিজিগীষু হস্তী, স্তম্ভসংক্রম (অর্থাৎ স্তম্ভোপরি কাষ্ঠাদিদ্বারা রচিত চলিবার রাস্তা), সেতুবন্ধ, নৌকা, কাষ্ঠসংঘাত ও বেণুসংঘাত-দ্বারা, এবং অলাবু (লাউ-কোশ), চর্ম্মকরণ্ড (চামড়ার বাক্স), দৃতি (ভস্ত্রা), প্লব (উড়ুপ বা ভেলা), গণ্ডিকা (গণ্ডাকৃতি কাষ্ঠফলকদ্বারা নির্ম্মিত প্লবনসাধনবিশেষ) ও বেণিকা বা রজ্জুদ্বারা সেনার জলতরণ ব্যবস্থা করিবেন।

যদি (নদ্যাদিতরণস্থানের) তীর্থ বা ঘাট শত্রুদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তিনি অন্য স্থান দিয়া অর্থাৎ ঘাটবিহীনস্থান দিয়া হস্তী ও অশ্বের সাহায্যে রাত্রিতে সেনাকে জল পার করাইয়া (কূটযুদ্ধবিকল্পপ্রকরণ ১০।৩ দ্রষ্টব্য) সত্রকে গ্রহণ করিবেন। জলবিহীনস্থানে চক্রযুক্ত বাহন অর্থাৎ শকটাদি ও বলীবর্দ্দাদি চতুষ্পদ জন্তুদ্বারা পথের পরিমাণ বুঝিয়া ও ইহাদের বহনশক্তি পর্য্যালোচন করিয়া তিনি জল বহন করাইবেন। (এই পর্য্যন্ত স্কন্ধাবারপ্রয়াণ নিরূপিত হইল।)

বিজিগীষু যখন দেখিবেন যে, তাঁহার নিজের সৈন্যকে দীর্ঘ কান্তার পথে চলিতে হইবে, অথবা জলহীন পথে যাইতে হইবে, অথবা ইহা তৃণ, কাষ্ঠ ও জলহীন হইয়াছে, অথবা ইহা কঠিন পথে চলিতেছে, অথবা ইহা শত্রুর অভিযোগে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, অথবা ইহা ক্ষুধা, পিপাসা ও পথচলার জন্য ক্লান্ত হইয়াছে, অথবা ইহা পঙ্কগভীর ও জলগভীর নদী, গুহা, ও শৈল পার হইবার জন্য এবং ইহার আরোহণ ও অবরোহণ-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, অথবা ইহা একায়ন পথে, পর্ব্বতবিষম পথে বা দুর্গম পথে বহুসংখ্যায় একত্রিত হইয়া পড়িয়াছে, অথবা নিবেশস্থানে ও প্রস্থানসময়ে বিসন্নাহ অর্থাৎ শস্ত্রকবচাদিবিহীন হইয়াছে, অথবা ইহা ভোজনে ব্যাপৃত আছে, অথবা ইহা দীর্ঘ পথ চলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে, অথবা ইহা নিদ্রাগত হইয়াছে, অথবা ইহা ব্যাধি, মরক ও দুর্ভিক্ষদ্বারা পীড়িত হইয়াছে, অথবা ইহার পদাতিক, অশ্ব ও হস্তী ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে, অথবা ইহা স্বযুদ্ধের অননুরূপ ভূমিতে অবস্থিত আছে, অথবা ইহার অন্যান্য সর্ব্বপ্রকারের বলব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সেই স্বসৈন্যের রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এবং তিনি (উক্তবিশেষযুক্ত) পরসৈন্যের অভিঘাতের চেষ্টা করিবেন।

(শত্রুর সংখ্যা জানিতে হইলে) বিজিগীষু যখন শত্রুকে একায়ন মার্গে যাইতে দেখিবেন,

তখন সেই পথ দিয়া সৈনিক পুরুষদিগকে নির্গমনসময়ে গণনা করিয়া, এবং হস্তীর গ্রাস বা ভোজ্যসংখ্যা, ইহাদের শয্যা ও আস্তরণসংখ্যা, চুল্লীর সংখ্যা, এবং ইহাদের ধ্বজা ও আয়ুধ-সংখ্যা গণনা করিয়া শত্রুবলের ইয়ত্তা জানিয়া লইবেন। এবং তিনি নিজের বলের এইপ্রকার ইয়ত্তা-জ্ঞাপক বিষয় লুকাইয়া রাখিবেন।

(বিজিগীষু রাজা) অপসার (পরাজয়সময়ে পলাইয়া যাইবার স্থান) ও প্রতিগ্রহ (আগত শত্রুসেনার গ্রহণ করার স্থান)—এই দুই স্থানযুক্ত পর্ব্বতদুর্গ ও নদীদুর্গ নিজের পৃষ্ঠে করিয়া অর্থাৎ সুসজ্জিত রাখিয়া, নিজের অনুগুণ ভূমিতে যুদ্ধ করিবেন ও সেনানিবেশ রচনা করিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাংগ্রামিক-নামক অধিকরণে স্কন্ধাবারপ্রয়াণ ও বলব্যসন ও পথকষ্টের সময়ে নিজসেনারক্ষার উপায়-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১৩০ অধ্যায়) সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

১৫০ম—১৫২ম প্রকরণ—কূটযুদ্ধের বিকল্প বা ভেদ; নিজসৈন্যের প্রোৎসাহন, ব্যূহাদিরচনা দ্বারা পরবলাপেক্ষায় স্ববলের ব্যবস্থাপন

(বিজিগীষু) শক্তিশালী ও অধিকসংখ্যক বলদ্বারা সংযুক্ত হইয়া, (শত্রুর প্রতি) উপজাপের ব্যবস্থা করিয়া এবং যুদ্ধযোগ্য ঋতু বা সময়কে নিজের অনুকূল মনে করিয়া, স্বযোগ্য প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক প্রকাশযুদ্ধ স্বীকার করিতে পারেন। তিনি বিপরীত অবস্থায় কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

(শত্রুর) বলব্যসন (৮১৫ দ্রষ্টব্য) ও অবস্কন্দনকাল (অর্থাৎ দীর্ঘকান্তার গমন ও জলহীন অবস্থাদির প্রাপ্তি) উপস্থিত হইলে, বিজিগীষু শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারেন; অথবা স্বয়ং অনুকূল ভূমিতে স্থিত হইয়া প্রতিকূল ভূমিতে স্থিত শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারেন। অথবা শত্রুর (অমাত্যাদি) প্রকৃতিবর্গকে (উপজাপাদিদ্বারা) নিজ বশে আনিতে পারিলে, তিনি অনুকূল ভূমিতে অবস্থিত শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারেন. অথবা, নিজের দূষ্যবল, অমিত্রবল ও অটবীবলদ্বারা পরাজয় প্রদান করিয়া (নিজের জয়বিশ্বাসে) প্রতিকূলভূমিতে অবস্থিত শত্রুকে হনন করিতে পারেন। (নিজের যোগ্য ভূমিতে) শত্রুর সেনা সংহতভাবে অবস্থিত থাকিলে, তিনি শত্রুকে হস্তীর দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া দেওয়াইবেন।

প্রথমতঃ ভঙ্গ বা পরাজয়প্রদানবশতঃ ছিন্ন ও ভিন্ন (অর্থাৎ সংঘবিশ্লিষ্ট) শত্রুসেনাকে, (বিজিগীষুর নিজ সেনা) অভিন্ন বা সংহত থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক আঘাত করিবে। সম্মুখে আক্রমণ করাতে পলায়নপর বা বিমুখ শত্রুসেনাকে তিনি পশ্চাদ্দেশ হইতে হস্তী ও

অশ্বদ্বারা অভিহত করিবেন। পশ্চাদ্দেশ হইতে আক্রমণ করাতে পলায়নপর বা বিমুখ শত্রুসেনাকে সম্মুখদিক হইতে শৌর্য্যবৎ সৈন্যদ্বারা তিনি অভিহত করিবেন।

পুরোভাগে ও পৃষ্ঠভাগে যেভাবে আক্রমণ নিরূপিত হইল—সেইভাবে দুই পার্শ্বের অভিঘাতও ব্যাখ্যাত হইল। অথবা, যেদিকে শত্রুর দূষ্যবল বা ফল্গু বা অসার বল থাকিবে, তিনি সেদিকে অভিঘাত চালাইবেন। সম্মুখে বিষম ভূমি দেখিলে তিনি পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ চালাইবেন। পৃষ্ঠদেশে বিষম ভূমি দেখিলে তিনি পুরোভাগে আক্রমণ করিবেন। একপার্শ্বে বিষম ভূমি দেখিলে তিনি অন্যপার্শ্ব হইতে আক্রমণ চালাইবেন।

অথবা, (বিজিগীষু) প্রথমতঃ নিজের দূষ্যবল, অমিত্রবল ও অটবীবলদ্বারা শত্রুকে যুদ্ধ করাইয়া শ্রান্ত হইলে, তাহাকে নিজে অশ্রান্ত থাকিয়া আক্রমণ করিবেন। অথবা নিজের দূষ্য বলের সঙ্গে শত্রুকে যুদ্ধ করাইয়া সেই বলের পরাজয় স্বয়ং আনাইলে যখন শত্রু বিশ্বাস করিবে যে, তাহারই জয়লাভ হইয়াছে, তখন তিনি নিজে সেই পরাজয় বিশ্বাস না করিয়া সত্রাশ্রয় পূর্ব্বক ('সত্র'-সংজ্ঞা পরে দ্রষ্টব্য) শত্রুকে আক্রমণ করিবেন। সার্থ (বণিক্‌সংঘ), ব্রজ (গোকুল), ও স্কন্ধাবার (সেনানিবেশ)-সমূহের সম্যক্ রক্ষণে ও লুণ্ঠনে প্রমত্ত শত্রুকে (বিজিগীষু স্বয়ং) অপ্রমত্ত থাকিয়া অভিহত করিবেন। অথবা, তিনি স্বয়ং সারসৈন্যযুক্ত হইয়া (বাহিরে) ফল্গু বা অশূর বল নিযুক্ত রাখিয়া শত্রুর বীরপুরুষদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন। অথবা, তিনি (শত্রুর দেশে) গোগ্রহণ ও (ব্যাঘ্রাদি) শ্বাপদজন্তুগণের বধ বিধান করিয়া (তৎপ্রতীকারে উদ্যত) শত্রুর বীরপুরুষদিগকে আকৃষ্ট করিয়া, নিজে সত্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন।

রাত্রিতে (নানাপ্রকার উপদ্রবযুক্ত) আক্রমণ করায় ভীত অবস্থায় শত্রুসৈন্যকে জাগ্রত থাকিতে বাধ্য করিয়া, (রাত্রিতে) অনিদ্রায় ক্লান্ত হইলে ইহারা যখন দিবসে নিদ্রা যাইবে, তখন বিজিগীষু তাহাদিগকে বধ করিবেন। অথবা, তিনি পাদদেশে চর্ম্মনির্ম্মিত (রক্ষার্থ) কোশ বা খোলদ্বারা আবৃত হস্তিসমূহদ্বারা অবসুপ্ত পুরুষগণের বধ সাধন করিবেন। দিনে (পূর্ব্বাহ্নে ও মধ্যাহ্নে) যুদ্ধব্যাপারে পরিশ্রান্ত পুরুষদিগকে তিনি অপরাহ্নে অভিহত করিবেন। অথবা, শুষ্কচর্ম্ম ও গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত কোষপরিহিত ত্রাণশীল গো-মহিষ ও উষ্ট্রযূথের সহায়তায় হস্তী ও অশ্বরহিত ও ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত শত্রুবলকে (বিজিগীষু) স্বয়ং অভিন্ন (বা সংহত) থাকিয়া বধ করিবেন। সূর্য্যপ্রতিমুখ ও প্রচণ্ডবাতপ্রতিমুখ সর্ব্বপ্রকার পরবলকে তিনি অভিহত করিবেন। (পূর্ব্বে উল্লিখিত 'সত্র' কতপ্রকার হইতে পারে তাহা এখন বলা হইতেছে।) এইগুলিকে 'সত্র' বা বিজিগীষুর পক্ষে ছন্ন সঞ্চারের সাধন বলিয়া জানা যায়— ধান্বন (মরুদুর্গ), বনদুর্গ, সংকট (গুল্মকণ্টকাদিময় দুষ্প্রবেশ স্থল), পঙ্কময় ভূমি, শৈলভূমি, নিম্নস্থল (গভীর প্রদেশ), বিষম (বা নিম্নোন্নত) স্থল, নৌকা, গো, শকটব্যূহ (ভোগব্যূহভেদ), নীহার (বা কুজ্ঝটিকা) ও রাত্রির অন্ধকার।

(শত্রুর প্রতি) পূর্ব্বোল্লিখিত প্রহরণ বা আক্রমণকাল (এবং এই সত্রগুলি) কূটযুদ্ধের কারণ হয়, অর্থাৎ কূটযুদ্ধে এগুলির উপযোগ আবশ্যক হয়।

কিন্তু, সংগ্রাম বা প্রকাশযুদ্ধ নির্দ্দিষ্ট দেশে ও কালে ঘটে এবং ইহা ধর্ম্মপূর্ব্বক করা হয় বলিয়া, ইহা ধর্ম্মিষ্ঠ।

(সেনাকে প্রোৎসাহিত করিতে হইলে নিম্নবর্ণিত উপায় অবলম্বিত হয়।) সংঘবদ্ধ বা সংহত সেনাকে (বিজিগীষু) স্বয়ং এইরূপ বলিবেন—"আমিও আপনাদের সহিত তুল্য-বেতনভোগী (অর্থাৎ আমার লাভ আপনাদের সমান হইবে)। (যুদ্ধবিজিত) রাজ্য আমি আপনাদের সহিত একত্র ভোগ করিব। আমি যে শত্রুকে নির্দ্দেশ করিয়া দিব—আপনারা তাহাকে অভিহত করিবেন"।

মন্ত্রী ও পুরোহিতদ্বারাও (রাজা) যোদ্ধৃপুরুষদিগকে এইভাবে প্রোৎসাহিত করিবেন। দক্ষিণাদিদ্বারা সুসমাপ্ত যজ্ঞের অবসানে এইরূপ ফলের কথা বেদসমূহে উক্ত আছে বলিয়া শ্রুত হয়, যথা—"(যুদ্ধে মরণের ফলে) শূরগণের যে (স্বর্গাদি) গতি হয় (সমাপ্তযজ্ঞ) তোমারও সেইপ্রকার গতি হউক" (অর্থাৎ—ভূরিযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল বেদে শ্রুত হয়, যুদ্ধে প্রাণত্যাগকারী শূরগণের সেই ফল হয়)। এই বাক্যের পোষণার্থক (পূর্ব্বাচার্য্যগণকৃত) দুইটি শ্লোকও আছে, যথা—

(১) 'অনেক যজ্ঞ, তপস্যা ও যজ্ঞীয়পাত্রচয়ন, অথবা দানপ্রতিগ্রহকারী পাত্রের চয়নদ্বারা বিপ্রগণ স্বর্গার্থী হইয়া যে লোক বা যে অভীষ্টার্থ লাভ করেন, সুযুদ্ধে বা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া শূরগণ ক্ষণকালমধ্যে সেই সব লোক বা অভীষ্টার্থের অধিক উচ্চ লোক ও অভীষ্টার্থ লাভ করেন' ॥১॥

(২) 'জলদ্বারা পূর্ণ, মন্ত্রদ্বারা সুসংস্কৃত ও দর্ভদ্বারা সংবীত বা বেষ্টিত নূতন শরাব (মৃৎপাত্রবিশেষ—যাহা কোন প্রাভৃত দেওয়ার সময়ে সঙ্গে দেওয়া হয়) সেই (যোদ্ধা) পুরুষের প্রাপ্য হয় না এবং সেই পুরুষ নরকগামী হয়,—যে পুরুষ ভর্ত্তৃপিণ্ড ভোগ করিয়াও তদর্থে যুদ্ধ করে না' ॥২॥

এই বিজিগীষু রাজার দৈবজ্ঞ ও শকুনশাস্ত্রবিদ্গণ রাজার ব্যূহসম্পৎ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ব্যূহরচনার কথাদ্বারা নিজদিগের সর্ব্বজ্ঞতা ও দৈবসাক্ষাৎকারের খ্যাপনা করিয়া রাজার স্বপক্ষীয় সৈন্যকে হর্ষযুক্ত করিবেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রোৎসাহিত করিবেন এবং (তদ্দ্বারা) শত্রুপক্ষকে উদ্বিগ্ন করিবেন। 'আগামী কল্য যুদ্ধ হইবে' ইহা নিশ্চিত হইলে (সেই দিন রাজা) উপবাস করিয়া শস্ত্র ও (অশ্বাদি) বাহনের নিকট শয়ন করিবেন; এবং অথর্ববেদোক্ত (শত্রুমারণ) মন্ত্রাদিদ্বারা যজ্ঞ করিবেন। তিনি (শত্রু-পরাভবে) বিজয়ানুকূল ও (নিজমরণে) স্বর্গপ্রাপ্তির অনুকূল আশীর্ব্বচন (ব্রাহ্মণাদিদ্বারা) পাঠ করাইবেন; এবং আত্মরক্ষার্থ নিজকে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে সমর্পন করিবেন।

(রাজা) অর্থদান ও মানদানদ্বারা নিত্যানুকূল, ও শৌর্য্য, শিল্প, আভিজাত্য ও রাজভক্তি-যুক্ত সেনাকে নিজ বড় সেনার মধ্যে স্বরক্ষার্থ স্থাপিত করিবেন। রাজার পিতা, পুত্র ও ভ্রাতাদিগের ও (রাজরক্ষার্থ নিযুক্ত) আয়ুধধারী পুরুষগণের (রাজসম্বন্ধের জ্ঞাপক) বেষাদিশূন্য প্রধানভূত সৈন্যকে রাজা নিজ সমীপে স্থাপিত রাখিবেন। সঙ্গে অশ্বারোহী পুরুষদিগের অনুবন্ধ বা সহায়তার বন্দোবস্ত থাকিলে, রাজা স্বয়ং হস্তী ও রথ বাহনরূপে ব্যবহার করিবেন।

সেনামধ্যে যে বাহনের বহুল ব্যবহার থাকিবে, অথবা রাজা যে বাহনে স্বয়ং অভ্যস্ত সেই বাহনেই তিনি অধিরোহণ করিবেন। রাজবেষধারী কোনও পুরুষকে ব্যূহরচনার অধিষ্ঠাতৃরূপে নিযুক্ত রাখা হইবে, অর্থাৎ শত্রু যেন স্বয়ং রাজাকে লক্ষ্য না করিতে পারে।

সূত (পুরাণ ও ইতিহাসজ্ঞ) ও মাগধগণ (স্তুতিপাঠকগণ) শূরদিগের স্বর্গবাস ও ভীরুদিগের স্বর্গাভাবের কথা ও অন্যান্য যোদ্ধবর্গের জাতি সংঘ, কুল, কর্ম্ম (জীবিকা) ও বৃত্ত (বা শীল) সম্বন্ধীয় স্তুতি (রাজসমীপে তাহাদিগের উৎসাহার্থ) বর্ণনা করিবে।

পুরোহিতপুরুষগণ (শত্রুনাশার্থ আরব্ধ শত্রুহিংসিনী) কৃত্যাদেবীর দ্বারা অনুষ্ঠিত অভিচারের (অথর্বমন্ত্রপ্রয়োগের) কথা (রাজসমীপে) বিজ্ঞাপিত করিবেন। সত্রী (গূঢ়পুরুষ, যন্ত্রিক পাঠে—যন্ত্রশিল্পী), বর্দ্ধকি (তক্ষক) ও মৌহূর্ত্তিক (জ্যোতিষী) আপন কাজের সিদ্ধি ও শত্রুর কার্য্যের অসিদ্ধির কথা (রাজসমীপে) বলিবেন।

সেনাপতি (সকল প্রকার সেনার প্রধান অধ্যক্ষ) অর্থদান ও মানদানদ্বারা সংপূজিত অনীক বা সৈন্যকে (এইরূপে উৎসাহবাক্য) বলিবেন—"তোমাদের মধ্যে কোন সৈনিক শত্রুরাজাকে বধ করিতে পারিলে, তাহার শতসহস্র (লক্ষ) সুবর্ণমুদ্রা লাভ হইবে; শত্রু-সেনাপতি বা কুমারকে বধ করিলে পঞ্চাশ হাজার সুবর্ণমুদ্রা লাভ হইবে; শত্রুর কোন প্রবীরমুখ্যের বধে দশহাজার সুবর্ণমুদ্রা, হস্তী বা রথ নষ্ট করিতে পারিলে পাঁচ হাজার, অশ্ববধে এক সহস্র, পদাতিক মুখ্যের বধে এক শত, (সাধারণ সৈনিকের) শির আনিতে পারিলে বিংশতি সুবর্ণমুদ্রা লাভ হইবে। (তদুপরি এই প্রকার সৈনিকের) ভোগ (ভক্ত ও বেতন) দ্বিগুণিত করা হইবে এবং (শত্রুর রাজ্য হইতে অপহ্রিয়মাণ) যাহা কিছু রত্নাদি যে কেহ নিজে গ্রহণ করিয়া আনিবে, তাহা তাহার নিজ অধিকারে আসিবে।" এই সমস্ত (শৌর্য্যের কাজ ও তজ্জন্য দীয়মান পুরস্কারের) কথা দশবর্গের অধিপতিগণ (পদিক, সেনাপতি ও নায়কগণ, ১০।৬ দ্রষ্টব্য) জানিয়া রাখিবেন।

চিকিৎসগণ চিকিৎসার শস্ত্র, যন্ত্র, ঔষধ, (তৈলাদি) স্নেহদ্রব্য ও (ব্রণাদি-বন্ধনার্থ) বস্ত্র নিজহস্তে প্রস্তুত রাখিয়া, এবং অন্ন ও পানীয় দ্রব্যাদির রক্ষণার্থ নিযুক্ত স্ত্রীলোকগণ সৈনিকপুরুষদিগের হর্ষবিধানকারিণীরূপে নিযুক্ত থাকিয়া, সেনার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত থাকিবে।

বিজিগীষু (সংগ্রাম-সময়ে) নিজ অনীক বা সেনার স্বযোগ্যভূমিতে এমনভাবে ব্যূহ রচনা করিবেন, যেন সেনার মুখ দক্ষিণ দিকে না থাকে, সূর্য্য যেন তাহার পশ্চাদ্ভাগে থাকে, এবং বায়ু যেন তাহার অনুকূলে বহে। পরসেনার নিজ অনুকূল প্রদেশে বিজিগীষুর ব্যূহ-রচনা করিতে হইলে, সেখানে (শত্রুনাশার্থ) তিনি নিজের অশ্বসেনাকে পাঠাইবেন।

যে প্রদেশে (বিজিগীষুর) ব্যূহের পক্ষে অবস্থান ও ক্ষিপ্রকারিতা-প্রদর্শন সম্ভবপর নহে—সেখানে অবস্থিত ও ক্ষিপ্রক্রিয় হইলে (বিজিগীষু) শত্রুকর্ত্তৃক বিজিত হইবেন। আর ইহার বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ স্থান ও প্রজব বা ক্ষিপ্রক্রিয়তার অনুকূল ভূমিতে ব্যূহরচনা সম্ভবপর হইলে, তিনি সেখানে স্থিত ও প্রজবিত হইলে শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন।

(ব্যূহরচনার অনুকূল ভূমির বিভাগ বলা হইতেছে।) ভূমি তিন প্রকারের হইতে

পারে—সমা, বিষমা ও ব্যামিশ্রা। ইহার প্রত্যেকের আবার তিন প্রকার ভেদ জানা যায়—যথা, পুরোভাগের ভূমি, পার্শ্বভাগের ভূমি ও পশ্চাদ্‌ভাগের ভূমি। ভূমি (তিন প্রকারেই) সম হইলে দণ্ডব্যূহ (দণ্ডাকারব্যূহ) ও মণ্ডলব্যূহ (মণ্ডলাকারব্যূহ) রচিত হইতে পারে, ইহা বিষম হইলে ভোগব্যূহ ও সংহতব্যূহ এবং ব্যামিশ্র হইলে বিষমব্যূহ রচনা করা যায়। (ব্যূহভেদ এই অধিকরণের ৫ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।)

নিজের অপেক্ষায় বলবত্তর শত্রুকে পরাজিত করিলে, (বিজিগীষু) স্বয়ং তাঁহার সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিবেন। শত্রু নিজের সমানবলবিশিষ্ট হইলে, তদ্দ্বারা যাচিত হইলে তিনি সন্ধি করিবেন। নিজের অপেক্ষায় হীনবল শত্রুকে তিনি সর্ব্বথা নষ্ট করিবেন (যেন সেই শত্রু আর পুনরায় অভ্যুত্থিত না হইতে পারে)। কিন্তু, (সেই হীনবল শত্রুও) যদি নিজের অনুকূল ভূমিতে অবস্থিত থাকে, অথবা আপন জীবনবিষয়ে নিরাশ হইয়া থাকে, তবে সেই শত্রুকে তিনি নষ্ট করিবেন না।

(হীনবল) শত্রু জীবনসম্বন্ধে নিরাশ হইয়া যদি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহার যুদ্ধ করার বেগ নিবারণ করা কঠিন হয়, অতএব, তেমন ভগ্ন শত্রুকে (বিজিগীষু পুনরায়) পীড়া দিবেন না ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাংগ্রামিক-নামক অধিকরণে কূটযুদ্ধবিকল্প, নিজসৈন্যের প্রোৎসাহন এবং ব্যূহাদিরচনাদ্বারা পরবলাপেক্ষায় ব্যবস্থাপন-নামক তৃতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১৩১ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

১৫৩ম-১৫৪ম প্রকরণ—যুদ্ধযোগ্য ভূমি এবং পত্তি, অশ্ব, রথ ও হস্তীর কার্য্য-নিরূপণ

পদাতি, অশ্ব, রথ ও হস্তিসেনার যুদ্ধসময়ে ও নিবেশ বা অবস্থান সময়ে নিজ নিজ অনুকূল ভূমিই ইষ্ট বা অপেক্ষিত হওয়া চাই।

ধান্বনদুর্গ, বনদুর্গ, নিম্নভূমি (জলভূমিও অর্থ হইতে পারে) ও স্থলভূমিতে অবস্থিত থাকিয়া যুদ্ধকারী, ভূমিখননপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া যুধ্যমান, আকাশে (বৃক্ষাদি-শূন্য স্থানে অর্থও ধৃত হইতে পারে) যুধ্যমান, দিবাযোধী, ও রাত্রিযোধী পদাতিপুরুষগণের, এবং নদী, পর্ব্বত, অনূপ (জলময় প্রদেশ) ও সরোবর-সম্বন্ধী হস্তী ও অশ্বগণের পক্ষেও তাহাদের নিজ নিজ অনুকূল যুদ্ধভূমি ও অনুকূল যুদ্ধকাল ইষ্ট বা অপেক্ষিত হওয়া চাই।

(রথসেনার যোগ্য ভূমি নিরূপিত হইতেছে।) রথচালনভূমি সম (উচ্চনিম্নতারহিত), স্থির (কঠিন), অভিকাশ (তৃণাদিদ্বারা অনবচ্ছন্ন), উৎখাতরহিত, রথচক্রের ও অশ্বাদির খুরক্ষেপচিহ্নরহিত, রথের অক্ষরোধনে অসমর্থ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, স্তম্ভ, কেদার (ধান্যবাপ), গর্ত্ত

বল্মীক, বালি, পঙ্ক ও বক্রপ্রদেশরহিত, এবং দরণহীন (অর্থাৎ যে ভূমিতে দীর্ঘরেখাকার সুষিরাদি থাকিবে না) হওয়া আবশ্যক।

(উপরি উক্ত রথের যোগ্য ভূমি) সম ও বিষমস্থানে যুদ্ধ ও অবস্থানসময়ে হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসেনার পক্ষেও উপযুক্ত ভূমি।

(ঘোড়ার জন্য বিশেষ ভূমির কথা বর্ণিত হইতেছে।) যে ভূমি ছোট ছোট শিলা ও বৃক্ষযুক্ত, ছোট ছোট লঙ্ঘনযোগ্য গর্ত্তবিশিষ্ট, স্বল্প দরণদোষযুক্ত তাহাই অশ্বের যোগ্য ভূমি।

যে ভূমিতে স্থাণু, পাথর, বৃক্ষ, লতা, বল্মীক ও গুল্ম স্থূল বা মোটা মোটা থাকে, সেই ভূমিই পদাতির যোগ্য ভূমি।

যে ভূমিতে শৈল, নিম্নপ্রদেশ ও দন্তুরস্থানগুলি হস্তীর গম্য, যাহাতে বৃক্ষগুলি হস্তীর মর্দ্দনযোগ্য, যাহাতে লতাসমূহ হস্তীর ছেদনযোগ্য, এবং যে ভূমি পঙ্ক, বক্রপ্রদেশ ও দরণবিহীন—সেই ভূমি হস্তীর যোগ্য ভূমি।

যে ভূমি কণ্টকবিহীন, বহু বিষম (নিম্নোন্নতপ্রদেশ) রহিত ও যে ভূমি প্রয়োজনমত প্রতিনিবর্ত্তনের অবকাশযুক্ত—সেই ভূমি পদাতিসেনার পক্ষে অতি উত্তম ভূমি। যে ভূমিতে (অগ্রসর হওয়া অপেক্ষায়) প্রতিনিবর্ত্তনের দ্বিগুণ সুবিধা হইতে পারে, যে ভূমি কর্দ্দম ও জলহীন এবং যাহাতে অশ্বের খঞ্জন উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, (অর্থাৎ দলদল ভূমি) এবং যে ভূমি কাঁকড়যুক্ত মৃত্তিকারহিত—সেই ভূমি অশ্বের পক্ষে অতি উত্তম ভূমি।

যে ভূমিতে ধূলি, কর্দ্দম, জল (বা কর্দ্দমময় জল), নল (সুষিরাখ্য তৃণবিশেষ) ও শর (মুঞ্জ) এই উভয়ের মূলশঙ্কু আছে, যে ভূমি শ্বদংষ্ট্রা বা গোকণ্টকবিহীন, এবং যে ভূমিতে মহাবৃক্ষসমূহের শাখার আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই—সেই ভূমি হস্তীর পক্ষে অতি উত্তম ভূমি।

যে ভূমিতে (স্নানের যোগ্য) জলাশয় ও বিশ্রামস্থান আছে, যে ভূমি উৎখাতরহিত ও কেদারহীন এবং যে ভূমি হইতে অবসরমত প্রত্যাবর্ত্তনের সুবিধা আছে—সেই ভূমি রথের পক্ষে অতি উত্তম ভূমি।

পত্ত্যাদিসমূহের উপযোগিনী ভূমির বিষয় উক্ত হইল।

এইপ্রকার ভূমির ব্যাখ্যান-অনুসারে সর্ব্বপ্রকার সেনার নিবেশ ও যুদ্ধকর্ম্মও ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

(সর্ব্বপ্রথম অশ্বকর্ম্মসমূহ বলা হইতেছে।) অশ্বের কার্য্যাবলী এইরূপ হইবে, যথা (১) ভূমিবিচয়, বাসবিচয় ও বনবিচয়—অর্থাৎ স্বভূমিতে পরবলের গূঢ়ভাবে অবস্থান জানিলে তৎসংশোধন অশ্বসেনাদ্বারা করিতে হইবে, তেমন আবার নিজবাসস্থানে শত্রুর উপদ্রবের পরিহার এবং জঙ্গলময় স্থানে চোরাদির উৎসারণও তদ্দ্বারা করিতে হইবে; (২) শত্রুর অনাক্রমনীয় বিষমস্থান, জলাশয়যুক্তস্থান, নদ্যাদিতরণযোগ্য ঘাট, নিজের অনুকূলভাবে বহনশীল বায়ুযুক্ত স্থান, সূর্য্যরশ্মিপাতের অনুকূলস্থানের নিজসুবিধার জন্য গ্রহণ; (৩) শত্রুর বীবধ (স্বদেশ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে আজীবদ্রব্যের আগমন) ও আসার (মিত্র সেনার আনয়ন)-নাশকরণ ও নিজের বীবধও আসারের রক্ষণ; (৪) পরবলের গূঢ়প্রবেশাদির

বিশুদ্ধি বা তদ্দূরীকরণ এবং নিজবলের ক্ষোভসময়ে স্থৈর্য্যস্থাপন; (৫) প্রসারের (বন্যজাত ঘাসাদির) বৃদ্ধিকরণ; (৬) বাহুর ন্যায় অশ্বদ্বারা পরবলের উৎসারণ; (৭) শত্রুর উপর প্রথম প্রহার-প্রদান; (৮) ব্যাবেশন অর্থাৎ শত্রুসেনার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়া তাহাদের বিক্ষোভ উৎপাদন; (৯) শত্রুসেনার উপর নানারূপ আঘাত বা উৎপাতকরণ; (১০) নিজসেনার আশ্বাসন, (১১) শত্রুসেনার গ্রহণ বা গ্রেপ্তার; (১২) নিজের সেনাকে শত্রুহস্ত হইতে মোক্ষণ; (১৩) নিজসেনার পশ্চাদনুসরণ করিলে শত্রুসেনার পশ্চাদ্ভাগে নিজে অনুসরণ; (১৪) শত্রুর কোশ ও কুমারের অপহরণ; (১৫) শত্রুর জঘনে (পশ্চাদ্ভাগে) ও কোটিদেশে (পুরোভাগে) অভিঘাত-প্রদান; (১৬) ভগ্নাশ্ব শত্রুসেনার অনুসরণ, (১৭) পলায়নপর শত্রুসেনার অনুগমন এবং (১৮) বিপ্রকীর্ণ স্বসেনার সজ্ঘত্ববিধান।

নিম্নলিখিত কর্ম্মগুলিকে হস্তিকর্ম্ম অর্থাৎ হস্তিযোগ্য কর্ম্ম বলা হয়, যথা—(১) নিজ সেনাগ্রে চলন; (২) পূর্ব্বে অকৃত পথ, বাস ও ঘাট তৈয়ার করিতে সাহায্যপ্রদান; (৩) শত্রুসেনাকে বাহুর ন্যায় হইয়া উৎসারণ; (৪) জল পরিমাপের জন্য নদ্যাদিজলে তরণ ও জলমধ্যে অবতরণ; (৫) শত্রুসমক্ষে অবস্থিতি, অধ্বগমন ও উচ্চস্থানাদি হইতে অবরোহণ; (৬) বিষমস্থানে (তৃণগুল্মাদিদ্বারা আচ্ছন্ন স্থানে) ও শত্রুসেনার সমবায়ে সঙ্কট-স্থানে প্রবেশ; (৭) (শত্রুশিবিরে) অগ্নিদান ও (নিজ শিবিরে) অগ্নিনির্ব্বাপণ; (৮) (হস্তিরূপ) একাঙ্গ সেনাদ্বারাই বিজয়লাভ; (৯) বিশীর্ণ নিজ সেনার একীকরণ; (১০) সংঘীভূত পরসেনার ছিন্নভিন্ন করণ; (১১) বিপদে রক্ষা করণ; (১২) শত্রুসেনার মর্দ্দন; (১৩) দর্শনদ্বারা ভীতির সঞ্চার; (১৪) (মদাদির অবস্থাদ্বারা) ত্রাসের উৎপাদন; (১৫) নিজ সৈন্যের মহত্ত্বপ্রদর্শন; (১৬) (শত্রুসেনার) গ্রহণ; (১৭) (নিজসেনার শত্রুহস্ত হইতে) মোচন; (১৮) (শত্রুর) প্রাকার, গোপুর ও (প্রাকারাগ্রে স্থিত) অট্টালকগৃহের ভঞ্জন; এবং (১৯) শত্রুর কোশ ও বাহনের অপনয়ম।

নিম্নলিখিত কর্ম্মসমূহ রথযোগ্য কর্ম্ম বা রথকর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। যথা, (১) স্বসেনার রক্ষা; (২) সংগ্রামসময়ে শত্রুর চতুরঙ্গসেনার নিবারণ; (৩) (শত্রুসেনার) গ্রহণ; (৪) (শত্রু হইতে নিজসেনার) মোচন; (৫) বিশীর্ণ নিজসেনার একীকরণ; (৬) সংঘীভূত পরসেনার ভেদন; (৭) শত্রুসেনার ত্রাস-উৎপাদন; (৮) নিজ সেনার মহত্ত্ব-প্রদর্শন এবং (৯) ভয়ঙ্কর ঘোষ বা ধ্বনি-উৎপাদন।

(সমবিষমাদি) সর্ব্বপ্রকার দেশে ও (বর্ষাদি) সর্ব্ব কালে শস্ত্রধারণ ও (যুদ্ধোপযোগী) ব্যায়াম অভ্যাস—এইগুলি পদাতিকর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।

বিষ্টিকর্ম্ম (অর্থাৎ আয়ুধবিহীন কর্ম্মকরগণের কর্ম্ম) এইরূপ হইবে, যথা—(১) শিবির, মার্গ, সেতু, কূপ, ও তীর্থসমূহের শোধন করণ, অর্থাৎ ঠিক অবস্থায় সেগুলিকে রক্ষণ; (২) যন্ত্র, আয়ুধ, কবচ, অন্যান্য উপকরণসামগ্রী, ও গ্রাস (খাদ্যদ্রব্যাদি) বহন; (৩) (যুদ্ধভূমি হইতে) (পরিত্যক্ত) আয়ুধ, কবচ ও (শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রাদিদ্বারা) প্রতিবিদ্ধ যোদ্ধাদিগকে অন্যত্র অপনয়ন।

যে রাজার অশ্বসংখ্যা অল্প, তিনি রথসমূহে অশ্ব ও বলীবর্দ্দের যোজন করিবেন, অর্থাৎ

ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে রথে বলীবর্দ্দের উপযোগ লইবেন। তেমন আবার তাঁহার গজসংখ্যাও অল্প হইলে, তিনি গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও শকট (অথবা গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযুক্ত শকট) পশ্চাতে রাখিয়া সেনা রক্ষা করিবেন (অর্থাৎ তৎগর্ভ সৈন্য রাখিবেন) ॥ ১ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাংগ্রামিকনামক অধিকরণে যুদ্ধের যোগ্য ভূমি এবং পত্তি, অশ্ব, রথ ও হস্তীর কর্ম্মনিরূপণনামক চতুর্থ অধ্যায় (আদি হইতে ১৩২ অধ্যায়) সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

১৫৫ম-১৫৭ম প্রকরণ—পক্ষ, কক্ষ ও উরস্যবিশেষে সেনার সংখ্যানুসারে ব্যূহরচনা; সার ও অসার বলের বিভাগ; এবং পত্তি, অশ্ব রথ ও হস্তীর যুদ্ধ।

যুদ্ধস্থল হইতে স্কন্ধাবার পাঁচ শত ধনুঃপরিমিত (২।২০ দ্রষ্টব্য) দূরবর্ত্তী প্রদেশে স্থাপিত রাখিয়া (বিজিগীষু) যুদ্ধস্থল অঙ্গীকার করিবেন, অথবা ভূমির পরিমাণ-অনুসারে সেই যুদ্ধস্থল আরও কম বা বেশী দূরেও থাকিতে পারে। সেনার মুখ্য সৈনিকদিগকে (পক্ষকক্ষাদিস্থানে) বিভক্ত বা নিবেশিত করিয়া ও সেনাকে (শত্রুর) চক্ষুর অগোচরে স্থাপিত করিয়া, সেনাপতি (পত্তিদশকপতি) ও নায়ক (সেনাপতিদশকাধিপতি) সেনাতে ব্যূহরচনা করিবেন।

এক পদাতি ও অন্য পদাতির মধ্যে এক 'শম'-পরিমিত (চতুর্দ্দশ অঙ্গুলিপরিমিত) ভূমির (২।২০ দ্রষ্টব্য) অন্তর রাখিয়া (বিজিগীষু) পত্তির ব্যূহ রচনা করিবেন। অশ্বসেনার দুইটির মধ্যে তিন শমপরিমিত ব্যবধান থাকিবে—এক রথ ও অন্য রথের মধ্যস্থলে ও এক হস্তী ও অপর হস্তীর মধ্যে পাঁচ শমপরিমিত ব্যবধান থাকিবে। অথবা (ভূমির পরিমাণ-অনুসারে) অন্তরসমূহ দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ করিয়াও তৎ-তৎসেনার ব্যূহ (তিনি) রচনা করিবেন। এইভাবে সুখে ও সমর্দ্দনরহিত অবস্থায় (তিনি) যুদ্ধ করিবেন। পঞ্চ অরত্নিতে (হস্ত পরিমিত স্থানদ্বারা) এক 'ধনুঃ' হয় (২য় অধিকরণে ২০শ অধ্যায়ে ৪ অরত্নিতে ১ ধনুঃ হয়, ইহা বলা হইয়াছে)। ধন্বী বা ধানুষ্ক সৈনিক পুরুষদিগকে তিনি পাঁচ পাঁচ হাত দূরে দাঁড় করাইবেন। ত্রিধনুঃ বা পঞ্চদশহস্ত অন্তরালে অশ্ব এবং পঞ্চধনুঃ বা পঞ্চবিংশতি হস্ত অন্তরালে রথ বা হস্তী সাজাইতে হইবে। পক্ষদ্বয় (সেনার পুরোভাগের দুই পার্শ্ব), কক্ষদ্বয় (সেনার পশ্চাদ্ভাগের দুই পার্শ্ব) ও উরস্য (সেনার মধ্যভাগ)—এই পাঁচ অনীক বা সেনার মধ্যবর্ত্তী অন্তরাল পঞ্চধনুঃ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিহস্তপরিমিত হইবে।

অশ্বারোহী সৈনিকের আগে আগে তিনটি করিয়া পদাতিক পুরুষ থাকিয়া যুদ্ধ করিবে। রথের অথবা হস্তীর আগে আগে পঞ্চদশ পুরুষ প্রতিযোদ্ধৃরূপে থাকিবে এবং পাঁচটি করিয়া অশ্বারোহীও থাকিবে। অশ্ব, রথ ও হস্তীর সেবার্থ পাঁচটি পাদগোপ বা পাদরক্ষক নিযুক্ত থাকিবে।

(বিজিগীষু) তিন তিনটি করিয়া এক পঙ্‌ক্তি রচনা করিয়া, এইরূপ তিন পঙ্‌ক্তিতে (নয়টি রথ রাখিয়া) রথের উরস্ত বা মধ্য অনীক স্থাপিত করিবেন। আবার উভয় পার্শ্বের কক্ষদ্বয়ে ও পক্ষদ্বয়ে ততখানি (অর্থাৎ তিন পঙ্‌ক্তিতে সর্ব্বসমেত নয়খানি রথ রাখিয়া) কক্ষানীকদ্বয় ও পক্ষানীকদ্বয় স্থাপিত করিবেন। সুতরাং এইভাবে উরস্যাদি পঞ্চানীকযুক্ত ব্যূহে রথসংখ্যা (৪৫) পঁয়তাল্লিশ হইবে।

(প্রত্যেক রথের অগ্রভাগে পাঁচটি করিয়া অশ্ব থাকা বশতঃ) পঁয়তাল্লিশখানি রথ-সম্বন্ধে অর্থাৎ একটি রথব্যূহে (৫ × ৪৫) ২২৫ দুইশত পঁচিশটি অশ্ব থাকে; আবার (প্রত্যেক রথের অগ্রভাগে পঞ্চদশ করিয়া পুরুষ থাকাবশতঃ) পঁয়তাল্লিশ রথসম্বন্ধে (১৫ × ৪৫) ৬৭৫, ছয়শত পচাত্তর পুরুষ প্রতিযোদ্ধৃরূপে (পরস্পরের সহায়ার্থ) থাকে। অশ্ব, রথ ও হস্তীর সঙ্গে পাদগোপ বা পাদসেবকের সংখ্যাও ততগুলি হইবে। (অর্থাৎ অশ্বের অগ্রভাগে যত পুরুষ চলিবে ততটি পাদগোপও থাকিবে, এবং রথ ও হস্তীর অগ্রভাবে যত অশ্ব ও যত পুরুষ চলিবে ততটি পাদগোপও থাকিবে)।

এই প্রকার ব্যূহকে **সমব্যূহ** বলা হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক ত্রিকে তিনটি করিয়া রথ লইয়া রচিত একটি ব্যূহ)। এই প্রকার ব্যূহের ত্রিকে দুইটি করিয়া রথ বৃদ্ধি করিয়া একবিংশতি রথ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে (অর্থাৎ ৩-৫-৭-৯-১১-১৩-১৫-১৭-১৯-২১ করিয়া এক এক পঙ্‌ক্তিতে রথ থাকিতে পারে)। এই প্রকার অযুগ্ম রথসংখ্যা লইয়া (৩ রথ হইতে ২১ রথ পর্যন্ত প্রতি পঙ্‌ক্তিতে রথসংখ্যা লইয়া) দশ প্রকার সমব্যূহপ্রকৃতি-নামক ভেদ হইতে পারে।

পক্ষ, কক্ষ ও উরস্য (বা মধ্য) স্থানে ব্যূহাঙ্গের (রথের) পরস্পর বিষম সংখ্যা থাকিলে, সেই ব্যূহকে **বিষমব্যূহ** বলা হয় (যথা, পক্ষে যদি পাঁচ করিয়া পঞ্চক রচিত হয় এবং উরস্যে তিন করিয়া ত্রিক রচিত হয় ইত্যাদি)। এই ভাবে প্রত্যেক বিষমব্যূহের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দুই দুইটি করিয়া রথসংখ্যা বাড়াইয়া একবিংশতি পর্য্যন্ত উঠা যায়। এই প্রকার অযুগ্ম রথসংখ্যা লইয়া (পূর্ব্ববৎ) দশ প্রকার বিষমব্যূহপ্রকৃতিনামক ভেদ হইতে পারে।

এই প্রকার সমবিষমব্যূহ রচিত হওয়ার পরে যদি সৈন্য ব্যূহ হইতে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যূহাবশিষ্ট সৈন্যদ্বারা আবাপ বা প্রক্ষেপ বিহিত হইবে অর্থাৎ সেই অবশিষ্ট সৈন্য ব্যূহমধ্যেই এদিকে সেদিকে স্থাপিত করা হইবে। (আবাপের প্রকার বলা হইতেছে।) ব্যূহনশিষ্ট রথগুলির সংখ্যা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিজিগীষু ইহার দুইভাগ (পক্ষদ্বয় ও কক্ষদ্বয়নামক) ব্যূহাঙ্গে প্রক্ষিপ্ত করিবেন এবং এক অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ উরস্য বা মধ্যে স্থাপিত করিবেন। সমগ্র রথানীকে যতখানি রথ থাকিবে, আবাপ্যরূপে অবশিষ্ট রথসংখ্যা ইহার এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষায় কম হইবে—অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের সমান বা অধিক রথ আবাপ্য বলিয়া যেন অবশিষ্ট না থাকে। ইহাদ্বারা হস্তী ও অশ্বসম্বন্ধেও এইরূপ আবাপই করিতে হইবে ইহা ব্যাখ্যাত হইল (অর্থাৎ পক্ষদ্বয়ে ও কক্ষদ্বয়ে দুই তৃতীয়াংশ ও উরস্যে এক তৃতীয়াংশ আবাপ্য হইবে)।

যত সংখ্যাপরিমিত অশ্ব, রথ ও হস্তী থাকিলে যুদ্ধে পরস্পরের সংমর্দ্দ বা ভীড় না হয়—ততথানিদ্বারা আবাপ-সংখ্যা ধার্য্য করা যাইতে পারে (অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদিদ্বারা বিহিত আবাপ উপেক্ষিতও হইতে পারে)।

দণ্ড বা ব্যূহরচনার্থ প্রযুক্ত সেনার বাহুল্য ঘটিলে, অর্থাৎ ব্যূহরচনার অতিরিক্ত বল বা সেনা থাকিলে, তাহা ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার নাম **আবাপ**। পদাতি সেনার এইরূপ বাহুল্য ঘটিলে সেনামধ্যে ইহার প্রক্ষেপকে **প্রত্যাবাপ** বলা হয়। একাঙ্গসেনার অর্থাৎ অশ্ব, হস্তী ও রথাঙ্গের অন্যতম সেনার এইরূপ বাহুল্যজনিত প্রক্ষেপের নাম **অন্বাবাপ**। এবং দুষ্য বা রাজবিরোধী পুরুষদ্বারা এই প্রকার প্রক্ষেপের নাম **অত্যাবাপ**।

অথবা শত্রুকৃত আবাপ অপেক্ষায়, বা তাহার প্রত্যাবাপ অপেক্ষায়, নিজবলের আবাপ ও প্রত্যাবাপ চতুর্গুণ হইতে অষ্টগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; অথবা নিজ বিভবানুসারেও সৈন্যের আবাপ করা যাইতে পারে।

রথব্যূহ রচনার কথা দ্বারা **হস্তিব্যূহ** রচনাও ব্যাখ্যাত হইল। অথবা হস্তী, রথ ও অশ্বসেনাদ্বারা মিলিত করিয়াও ব্যামিশ্র ব্যূহরচনা করা যাইতে পারে।

চক্র বা সেনার সম্মুখের উভয় অন্তে (পক্ষনামক স্থানে) হস্তী, পশ্চাদ্দিকের উভয় পার্শ্বে (কক্ষনামক স্থানে) শ্রেষ্ঠ অশ্ব এবং উরস্য বা মধ্যভাগে রথ স্থাপন করা হইবে (ইহার নাম 'পক্ষভেদী' হস্তিব্যূহ হওয়া উচিত)। আবার উরস্যে হস্তী, কক্ষদ্বয়ে রথ এবং পক্ষদ্বয়ে অশ্ব রাখিয়া ব্যূহ রচিত হইলে ইহার নাম 'মধ্যভেদী' (হস্তিব্যূহ)। উক্ত প্রকারদ্বয়ের বিপরীত হস্তিব্যূহের নাম 'অন্তর্ভেদী' (অর্থাৎ কক্ষে হস্তী, উরস্যে অশ্ব ও পক্ষে রথ থাকিলে সেই ব্যূহের নাম এইরূপ হয়)।

কেবল হস্তীর দ্বারা রচিত ব্যূহকেই 'শুদ্ধ' আখ্যা দেওয়া হয় (অর্থাৎ এই ব্যূহে অশ্ব ও রথের মিশ্রণ থাকে না)। ইহার উরস্যে থাকিবে সান্নাহ্য (যুদ্ধযোগ্য) হস্তী, ঔপবাহ্য (রাজবাহনাদিভাবে ব্যবহার্য্য) হস্তী থাকিবে কক্ষদ্বয়ে (পশ্চাদ্‌ভাগের দুই পার্শ্বে) এবং ব্যাল (দুষ্ট) হস্তী থাকিবে পক্ষদ্বয়ে (পুরোভাগের উভয়পার্শ্বে)।

শুদ্ধ **অশ্বব্যূহ** এইভাবে রচিত হইবে, যথা—কবচধারী অশ্ব উরস্যে বা মধ্যে থাকিবে এবং কর্ম্মরহিত অশ্ব কক্ষ ও পক্ষদেশে অবস্থিত থাকিবে।

শুদ্ধ (অর্থাৎ যাহাতে অন্য সেনাঙ্গের মিশ্রণ থাকিবে না সেইরূপ) **পত্তিব্যূহ** এইভাবে রচিত হইবে, যথা—আবরণ বা কবচধারী পুরুষ পক্ষে থাকিবে এবং কক্ষে থাকিবে ধনুর্দ্ধারী পুরুষ (উরস্যে সম্ভবতঃ সাধারণ সৈনিক পুরুষগণ থাকিবে)। এই পর্য্যন্ত শুদ্ধ বা অমিশ্রিত (গজাদিব্যূহ) বলা হইল।

(মিশ্রব্যূহরচনায় দুইপ্রকার সেনাঙ্গমিশ্রণদ্বারা বিভাগ রচিত হইতে পারে, যথা—) (১) উভয়পক্ষস্থলে পদাতিক সৈন্য এবং কক্ষদ্বয়স্থলে অশ্ব থাকিতে পারে। (২) অথবা, পৃষ্ঠদেশে (কক্ষদ্বয়ে?) হস্তী এবং পুরোভাগে (পক্ষদ্বয়ে?) রথ থাকিতে পারে। অথবা, শত্রুব্যূহবশতঃ অর্থাৎ শত্রুব্যূহভঞ্জনের অনুকূল করিয়া ইহার বিপর্য্যয় করা যাইতে

পারে। দুই সেনাঙ্গমিশ্রণদ্বারা এইরূপ বিভাগ কল্পিত হইতে পারে। এইভাবে সেনার তিন অঙ্গের মিশ্রণদ্বারাও বিভাগ রচিত হইতে পারে—ইহা ব্যাখ্যাত হইল।

(সম্প্রতি দ্বিতীয় প্রকরণদ্বারা সার ও ফল্গু সেনার বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে।) (প্রকৃতিসম্পৎ-প্রকরণে অভিহিত পিতৃপৈতামহত্ব, নিত্যত্ব ও বশ্যত্ব প্রভৃতি) দণ্ডগুণযুক্ত হইলে পদাতিক পুরুষদিগের 'সারবল' আখ্যা হয়। হস্তী ও অশ্বসেনার সারবলত্ব-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গুণবিশেষ থাকা চাই, যথা, কুল, (ভদ্রমন্দ্রাদি) জাতি, ধৈর্য্য, কর্ম্ম-পটুতার বয়স, শারীরিক বল, (উৎসেধ, আয়াম ও পরিণাহবিষয়ে) শরীরগঠন, বেগ, তেজঃ (পরাক্রমশীলতা বা তিরস্কারের অসহনভাব), শিল্প বা সুশিক্ষা, স্থিরতা (প্রহার-প্রাপ্তিতেও কার্য্যের অপরিত্যাগ), উদগ্রতা (মুখ উচ্ছ্রিত বা উচ্চ রাখা), বিধেয়তা বা নিয়ন্তার বশগামিতা, শোভন চিহ্ন ও শোভন চেষ্টাদ্বারা যোগ (অর্থাৎ এই গুণ-বিশেষ থাকিলে হস্তী ও অশ্বের সারবলত্ব অনুমিত হইবে)।

(বিজিগীষু) পত্তি, অশ্ব, রথ ও হস্তিসেনার সারভূত বলের এক তৃতীয়াংশ উরস্যে বা মধ্যস্থলে স্থাপিত করিবেন। অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ সারবল কক্ষদ্বয়ে ও পক্ষদ্বয়ে (সমানভাগে অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের দুই দুই ভাগ করিয়া) তিনি স্থাপিত করিবেন। অনুসার-নামে পরিচিত তদপেক্ষায় ন্যূনশক্তি বল উত্তমসার বলের অনুলোমভাগে (পশ্চদ্ভাগে) তিনি স্থাপিত করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার অনুসার-নামক বল অপেক্ষায় ন্যূনশক্তি বলকে তৃতীয়সার বলা যায়;—এই তৃতীয়সার বল উত্তমসার বলের প্রতিলোমভাগে (পুরোভাগে) তিনি স্থাপিত করিবেন। ফল্গুবলকে (অর্থাৎ যে সেনার পিতৃপৈতামহত্ব প্রভৃতি গুণ নাই সেই সেনাকে) তৃতীয়সার নামক সেনারও প্রতিলোমভাগে (পুরোভাগে) তিনি স্থাপিত করিবেন। এইভাবে তিনি সর্ব্বপ্রকার সৈন্যকে কার্য্যের উপযোগী করিয়া লইবেন।

ফল্গুবলকে পক্ষাদিস্থানে নিবেশিত করিয়া যুদ্ধ করিলে (শত্রুর) আক্রমণবেগ নিজ (ফল্গুসেনার নাশদ্বারাই) অভিহত বা প্রশমিত হইয়া যায় ('অভিহত' পাঠও দৃষ্ট হয়)। আবার সারবল অগ্রে স্থাপিত করিয়া অনুসার বলকে উভয়কোটীতে (পক্ষদ্বয়ে) স্থাপিত করা যায়। জঘনে বা কক্ষদ্বয়ে তৃতীয়সার সেনা স্থাপিত হইলে এবং মধ্যে ফল্গুসেনা স্থাপিত করিয়াও ব্যূহ রচিত হইতে পারে;—এই প্রকার ব্যূহ-রচনা শত্রুর বেগ সহিতে পারে, অর্থাৎ পরবলবেগে পরাভূত হয় না। ব্যূহ স্থাপিত করিয়া (বিজিগীষু) পক্ষদ্বয়, কক্ষদ্বয় ও উরস্য, এই পাঁচপ্রকারে বিভক্ত সেনা-মধ্যে এক অঙ্গ বা দুই অঙ্গদ্বারা শত্রুবলকে প্রহার করিবেন এবং অবশিষ্ট অঙ্গগুলি-দ্বারা শত্রুর আক্রমণে বাধা দিবেন।

শত্রুর যে সেনা দুর্ব্বল, হস্তী ও অশ্বরহিত এবং দুষ্য অমাত্যাদিদ্বারা যুক্ত, অথবা, যে সেনার উপর উপজাপ বিহিত হইয়াছে—সেই সেনাকে (বিজিগীষু) প্রচুর সারবলদ্বারা অভিঘাত করিবেন। আবার শত্রুর যে সেনা সারতর সেই সেনাকে তিনি নিজের দ্বিগুণসারভূত সেনাদ্বারা অভিঘাত করিবেন। আবার নিজ সেনার যে অঙ্গ অল্পসারবিশিষ্ট সেই অঙ্গকে বহু সেনাদ্বারা তিনি উপচিত করিবেন (অর্থাৎ তৎসঙ্গে অন্য বহু সেনার যোগ বিধান

করিবেন)। যে দিকে (পক্ষাদিতে) শত্রুসেনার অপচয় লক্ষিত হইবে—সেই দিকের সমীপে নিজ সেনার ব্যূহ রচনা করিবেন, অথবা যেদিক হইতে নিজ সেনার উপর (শত্রুর আক্রমণের) ভয় বুঝা যাইবে সেই দিকে নিজ সেনার ব্যূহ রচনা করিবেন।

(সম্প্রতি অশ্বাদির যুদ্ধকর্ম্ম অভিহিত হইবে।) অশ্বযুদ্ধ ত্রয়োদশ প্রকারের হইতে পারে, যথা—(১) অভিসৃত বা অভিসরণ (অর্থাৎ নিজ সেনা হইতে শত্রুসেনার প্রতি অগ্রসর হওয়া), (২) পরিসৃত বা পরিসরণ (অর্থাৎ শত্রুসেনার চতুর্দ্দিকে অভিঘাত করিতে করিতে ঘূর্ণন), (৩) অতিসৃত বা অতিসরণ (অর্থাৎ শত্রুসেনাকে মধ্যস্থলে ভেদ করিয়া সূচীর মত অভিগমন), (৪) অপসৃত বা অপসরণ (অর্থাৎ সূচীর মত পুনঃ নির্গমন), (৫) উন্মথ্যাবধান (অর্থাৎ বহুসংখ্যক অশ্বদ্বারা শত্রুসেনাকে উন্মথিত করিয়া পুনরায় অশ্বগুলির একত্র অবস্থান), (৬) বলয় (অর্থাৎ দুই দিক হইতে সূচীমার্গদ্বারা অভিগমন), (৭) গোমূত্রিকা (অর্থাৎ গোমূত্রের ন্যায় বক্রগতিতে প্রবর্ত্তন), (৮) মণ্ডল (অর্থাৎ শত্রুসেনার একদেশ ভেদ করিয়া চারিদিকে পরিবেষ্টন), (৯) প্রকীর্ণিকা (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অশ্বগতি মিলাইয়া প্রয়োগ করা), (১০) ব্যাবৃত্তপৃষ্ঠ (অর্থাৎ অপসরণের পরে আবার অভিসরণ), (১১) অনুবংশ (অর্থাৎ শত্রুসেনার অভিমুখে প্রবৃত্ত নিজসেনার অনুবর্ত্তন), (১২) নিজ সেনা ভগ্ন হইতে থাকিলে ইহার অগ্রভাগে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে ইহাকে ঘুরিয়া রক্ষা করা, এবং (১৩) শত্রুসেনা ভগ্ন হইলে ইহার পশ্চাদ্গমন।

হস্তিযুদ্ধ নিম্নলিখিত প্রকারে হইতে পারে, যথা—(১) প্রকীর্ণিকা ব্যতীত অন্য (অভিসৃতাদি) সর্ব্বপ্রকার অশ্বযুদ্ধের ন্যায় (অভিসৃতাদি) সর্ব্বপ্রকার হস্তিযুদ্ধও হইতে পারে, এবং তদতিরিক্ত (২) শত্রুসেনার পত্ত্যাদি চারিটি সেনাঙ্গই যদি ব্যস্ত হয়, অথবা সমস্ত (একত্রিত) হয়, তাহা হইলে সেগুলির হনন করা, (৩) শত্রুসেনার পক্ষ, কক্ষ ও উরস্যের সম্পূর্ণ অবমর্দ্দন, (৪) শত্রুসেনার কোনরূপ ছিদ্র পাইলেই তৎপ্রতি প্রহার এবং (৫) শত্রুসেনা সুপ্ত হইলে তদুপরি আঘাত করা।

রথযুদ্ধ নিম্নলিখিত প্রকারে হইতে পারে, যথা (১) উন্মথ্যাবধান ব্যতিরেকে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার হস্তিযুদ্ধের ন্যায় রথযুদ্ধও তৎপ্রকারের হইতে পারে; এবং (২) স্বযোগ্যভূমিতে অবস্থিত হইয়া শত্রুর উপর অভিযান বা আক্রমণ, (৩) শত্রুসেনাকে পরাজিত করিয়া অপসরণ, এবং (৪) স্থিতযুদ্ধ অর্থাৎ সুরক্ষিত শত্রুসেনার প্রাকার পরিবেষ্টন করিয়া বহুকাল ধরিয়া ইহার সহিত যুদ্ধ করা।

পত্তিযুদ্ধ এইরূপ হইতে পারে, যথা—সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া থাকা এবং গোপনে শত্রুসেনার নাশ করা।

এইসব বিধি অবলম্বন করিয়া (বিজিগীষু) অযুগ্ম ও যুগ্ম ব্যূহের রচনা করাইবেন। (হস্ত্যাদি) চতুরঙ্গ সেনার যতখানি বিভব বা সমৃদ্ধি আছে তিনি তদনুরূপ হইয়া (ব্যূহব্যবস্থা করিবেন)॥১॥

(যুদ্ধের সময়ে) রাজা সেনাব্যূহ হইতে দুইশত ধনুঃপরিমিত দূরবর্ত্তী স্থানে সেনার পৃষ্ঠদেশে থাকিবেন। তাহা হইলে শত্রুদ্বারা নিজ সেনা ভিন্ন হইলে তাহার একীকরণদ্বারা

পুনঃসংগঠম সম্ভবপর হয়, (অতএব) রাজা সেনার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান না করিয়া যুদ্ধ করিবেন না ॥২॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাংগ্রামিক-নামক অধিকরণে পক্ষ, কক্ষ ও
উরস্যবিশেষে সেনাসংখ্যানুসারে ব্যূহবিভাগ ; সার ও ফল্গু
বলের বিভাগ ; এবং পত্তি, অশ্ব, রথ ও হস্তীর যুদ্ধ-নামক
পঞ্চম অধ্যায় (আদি হইতে ১৩৩ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৫৮ম-১৫৯ প্রকরণ—দণ্ডব্যূহ, ভোগব্যূহ, মণ্ডলব্যূহ ও অসংহতব্যূহের রচনা এবং দণ্ডব্যূহাদির প্রতিব্যূহস্থাপন

(সেনার) পক্ষদ্বয়, উরস্য (মধ্য) ও প্রতিগ্রহ বা পৃষ্ঠদেশ—এই চারিপ্রকার অবয়বযুক্ত ব্যূহবিভাগ **উশনস্** বা শুক্রাচার্য্যের মতে, রচিত হইতে পারে। পক্ষদ্বয়, কক্ষদ্বয়, উরস্য ও প্রতিগ্রহ— এই ছয় প্রকার অবয়বযুক্ত ব্যূহবিভাগ **বৃহস্পতির** মতে রচিত হইতে পারে।

(শুক্র ও বৃহস্পতি এই) উভয় আচার্য্যের মতে,—পক্ষ, কক্ষ ও উরস্য এই প্রকারে বিভক্ত সেনার—দণ্ড, ভোগ, মণ্ডল ও অসংহত-নামক চারিপ্রকার ব্যূহ হইতে পারে এবং এই ব্যূহভেদগুলিকেই প্রকৃতিব্যূহ নাম দেওয়া হয়। এই ব্যূহগুলির মধ্যে যে ব্যূহে সেনাকে তিরশ্চীনভাবে (তিরছে ভাবে) অবস্থাপন করা হয়, সে ব্যূহের নাম দণ্ডব্যূহ। উপরিউক্ত (ঔশনসমতের চারিপ্রকার এবং বার্হস্পত্যমতের ছয় প্রকার অবয়বসমূহের একত্র সংলগ্ন করিয়া বর্ত্তুলাকারে অবস্থাপনের নাম ভোগব্যূহ। শত্রুর অভিমুখে অগ্রসরণকারী সেনা যদি চতুর্দ্দিকে শত্রুকে ঘিরিয়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে সেই আক্রমণকে মণ্ডল-সংজ্ঞা দেওয়া হয়। (শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে) উক্ত চারি বা ছয় প্রকার সেনা যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থিত থাকিয়া আক্রমণবৃত্তি পরিচালনা করে, তাহা হইলে সেই সেনা অসংহত-নামে আখ্যাত হয়।

(সম্প্রতি কক্ষ-সেনার অনঙ্গীকারী শুক্রাচার্য্যের মত উপেক্ষা করিয়া, বৃহস্পতির মতের অবিরোধে কৌটিল্য স্বমতে দণ্ডাদির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।) পক্ষ, কক্ষ, এবং উরস্য এই পাঁচ প্রকার সেনাদ্বারা ঠিক ঠিক ভাগে স্থানগমনাদি সাধনকারী সেনাকে দণ্ডব্যূহ বলা যায়। (ইহা প্রকৃতিব্যূহ বটে। সম্প্রতি বিকৃতিব্যূহভেদ বলা হইতেছে।) কক্ষদ্বয়দ্বারা শত্রুর প্রতি আক্রমণ চালাইলে সেই দণ্ডব্যূহকে প্রদর-নামক দণ্ডবিকার বলিয়া গৃহীত হয়। দণ্ড-সেনা পক্ষদ্বয়দ্বারা প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ কক্ষাভিমুখে আগমনকারী প্রতিবলকে, আক্রমণ করিলে ইহা দৃঢ়ক-নামক দণ্ডবিকার বলিয়া আখ্যাত হয়। আবার সেই দণ্ড-সেনাই (কাহারও মতে সেই দৃঢ়কব্যূহই) পক্ষদ্বয়দ্বারা অত্যধিক বেগসহকারে শত্রুসেনার মধ্যে

প্রবিষ্ট হইলে ইহা 'অসহ্য' নামে পরিচিত হয়। আবার দুইপক্ষই স্বস্বস্থানে স্থাপিত করিয়া উরস্ত-দ্বারা শত্রুর সেনার দিকে আক্রমণ চালাইলে সেই দণ্ড-সেনার নাম শ্যেন হইয়া থাকে। উক্ত প্রদরাদি চারিপ্রকার ব্যূহের বিপরীত চারিপ্রকার ব্যূহ হইতে পারে;—ইহাদের নাম যথাক্রমে চাপব্যূহ, চাপকুক্ষিব্যূহ, প্রতিষ্ঠব্যূহ ও সুপ্রতিষ্ঠব্যূহ (অর্থাৎ কক্ষদ্বয়দ্বারা প্রতিক্রান্ত হইলে চাপব্যূহ; পক্ষদ্বয়দ্বারা অভিক্রান্ত হইলে চাপকুক্ষিব্যূহ; পক্ষদ্বয়দ্বারা অতিক্রান্ত হইলে প্রতিষ্ঠব্যূহ; এবং পক্ষদ্বয় ও উরস্তদ্বারা অভিক্রান্ত বা অভিক্রান্ত হইলে সুপ্রতিষ্ঠব্যূহ নাম ধারণ করে)। (দণ্ডব্যূহের অন্য প্রকার বিকারভেদ বলা হইতেছে।) যে ব্যূহের পক্ষদ্বয় চাপের আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম সঞ্জয়ব্যূহ। উরস্তদ্বারা শত্রুসেনা আক্রমণ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, দণ্ডব্যূহকে বিজয় আখ্যা দেওয়া হয়। যে ব্যূহের পক্ষদ্বয় স্থূলকর্ণের আকার ধারণ করে—তাহার নাম হয় স্থূলকর্ণব্যূহ। বিজয়ব্যূহাপেক্ষায় যে ব্যূহের পক্ষদ্বয় দ্বিগুণ স্থূল হয়, তাহার নাম বিশালবিজয়ব্যূহ হইয়া থাকে। যে ব্যূহের পক্ষদ্বয়, (কক্ষদ্বয় ও উরস্ত এই) তিন সেনার সমান অভিক্রমণশীল হয়, তাহার নাম চমূমুখব্যূহ। আর ইহার বিপরীত ব্যূহ অর্থাৎ যে ব্যূহের কক্ষদ্বয়, (পক্ষদ্বয় ও উরস্ত এই) তিন সেনার সমান অভিক্রমশীল হয়, তাহার নাম ঝষাস্যব্যূহ। যে দণ্ডব্যূহে সেনারাজি শত্রুর উপর অগ্রসর হয়, সেই দণ্ডব্যূহের নাম তখন সূচীব্যূহ বলিয়া পরিচিত হয়। যে ব্যূহে (পক্ষদ্বয়, কক্ষদ্বয় ও উরস্তস্থানে) দুইটি দণ্ডব্যূহকে (তিরশ্চীনভাবে) স্থাপিত করা হয়, সেই ব্যূহের নাম বলয়ব্যূহ। যদি কোন ব্যূহে এইপ্রকারভাবে চারিটি দণ্ডব্যূহ স্থাপিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যূহের নাম দুর্জয়ব্যূহ হয়। এই পর্য্যন্ত দণ্ডব্যূহের নিরূপণ করা হইল।

পক্ষদ্বয়, কক্ষদ্বয় ও উরস্ত এই তিন স্থানদ্বারা বিষম সংখ্যায় রচিত ব্যূহের নাম ভোগব্যূহ। এই ব্যূহ সর্পের ন্যায় একাকারে অথবা গোমূত্রের ন্যায় বিভিন্নাকারে স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া ইহার দুই প্রকার ভেদ হইতে পারে, যথা সর্পসারী অথবা গোমূত্রিকা। যে ভোগব্যূহে উরস্ত বা মধ্যস্থান যুগ্ম অর্থাৎ দ্বিধাবিভক্ত দণ্ডের আকারবিশিষ্ট হয় এবং যাহার পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকটি একৈকদণ্ডের আকারবিশিষ্ট হয়—তাহার নাম শকটব্যূহ। ইহার বিপরীত হইলে—অর্থাৎ কোনও ব্যূহের উরস্ত স্থান একৈকদণ্ডের আকারধারী ও ইহার পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকটি দ্বিধাবিভক্তদণ্ডের আকারধারী হইলে, ইহার নাম হয় মকরব্যূহ। পূর্ব্ববর্ণিত শকটব্যূহই হস্তী, অশ্ব ও রথদ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহার নাম হয় পারিপতন্তকব্যূহ। এই পর্য্যন্ত ভোগব্যূহের নিরূপণ করা হইল।

যে ব্যূহে পক্ষদ্বয়, কক্ষদ্বয় ও উরস্তের অন্যোন্যমিলন ঘটে, তাহার নাম মণ্ডলব্যূহ (ইহা কৌটিল্যের নিজমতানুযায়ী মণ্ডলব্যূহ-লক্ষণ।) এই মণ্ডলব্যূহের দুইটি ভেদ আছে—একটির নাম সর্ব্বতোভদ্র। অপরটির নাম দুর্জ্জয়—চারিদিকে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইলে এই মণ্ডলব্যূহ সর্ব্বতোভদ্র এই সংজ্ঞা লাভ করে; এবং যে মণ্ডলব্যূহে দুই দুই সেনা উরস্তে, দুই দুই সেনা পক্ষদ্বয়ে এবং কেবল দুই সেনা দুই কক্ষে থাকিয়া একযোগে শত্রুর আক্রমণ করে সেই মণ্ডলব্যূহের নাম অষ্টানীকব্যূহ হয়। এই পর্য্যন্ত মণ্ডলব্যূহের নিরূপণ করা হইল।

পক্ষদ্বয়, কক্ষদ্বয় ও উরস্য—এই পাঁচ সেনার অসংহত ভাবে শত্রুর অভিমুখে আক্রমণ ঘটিলে, ইহার নাম হয় অসংহতব্যূহ। এই পাঁচ অনীকের দ্বারা গঠিত অসংহতব্যূহের দুইটি প্রকার ভেদ আছে;—এই পাঁচ সেনাকে যদি বজ্রের আকারবিশিষ্ট করিয়া রচনা করা হয়, তাহা হইলে ইহার নাম হয় বজ্রব্যূহ, এবং যদি গোধানামক জন্তুর আকার বিশিষ্ট করিয়া রচনা করা হয়, তাহা হইলে ইহার নাম হয় গোধাব্যূহ। আবার যদি (পক্ষদ্বয়, উরস্য ও প্রতিগ্রহ বা সেনার পশ্চাদ্ভাগ এই) চারি স্থানের সেনাকে অসংহতভাবে রচনা করা হয়, তাহা হইলে ইহার নাম উদ্যানকব্যূহ বা কাকপদী ব্যূহ হইয়া থাকে। আবার যদি (পক্ষদ্বয় এবং উরস্য ও প্রতিগ্রহের অন্যতর এই) তিন স্থানের সেনাদ্বারা অসংহতব্যূহ রচিত হয়, তাহা হইলে ইহার নাম অর্দ্ধচন্দ্রিক ব্যূহ অথবা কর্কটশৃঙ্গী ব্যূহ। এই পর্য্যন্ত অসংহতব্যূহের নিরূপণ করা হইল।

(আর কয়েকটি অতিরিক্ত ব্যূহভেদের কথা বলা হইতেছে।) যে ব্যূহের উরস্যে বা মধ্যভাগে রথ, কক্ষদ্বয়ে হস্তী এবং পৃষ্ঠদেশে অশ্ব (এবং পক্ষদ্বয়ে পত্তি) থাকে, তাহার নাম অরিষ্টব্যূহ। আবার যে ব্যূহে (পক্ষদ্বয়ে) পত্তি, (উরস্যে) অশ্ব, (কক্ষদ্বয়ে) রথ এবং পৃষ্ঠদেশে হস্তী থাকে, তাহার নাম অচলব্যূহ। আবার যাহাতে (পক্ষদ্বয়ে) হস্তী, (উরস্যে) অশ্ব, (কক্ষদ্বয়ে) রথ এবং পৃষ্ঠদেশে পত্তি থাকে, তাহার নাম হয় অপ্রতিহতব্যূহ।

(ব্যূহনিরূপণের পর এখন প্রতিব্যূহের স্থাপন করা হইতেছে।) (বিজিগীষু) প্রদর-নামক ব্যূহকে দৃঢ়ক-নামক ব্যূহদ্বারা আঘাত করিবেন। তিনি দৃঢ়কব্যূহকে অসহ্যনামক ব্যূহ দ্বারা আঘাত করিবেন। প্রতিষ্ঠব্যূহকে সুপ্রতিষ্ঠব্যূহ দ্বারা, সংজয়ব্যূহকে বিজয়-ব্যূহদ্বারা, স্থূলকর্ণব্যূহকে বিশালবিজয়নামক ব্যূহদ্বারা এবং পারিপতন্তব্যূহকে সর্ব্বতোভদ্র-নামক ব্যূহদ্বারা তিনি আঘাত বা নষ্ট করিবেন। দুর্জ্জয়নামক ব্যূহদ্বারা তিনি সর্ব্বপ্রকার ব্যূহের প্রতিঘাত করিবেন। তিনি পত্তি, অশ্ব, রথ ও হস্তী—এই চারি সেনাঙ্গের প্রথম প্রথমটি পর পরটি দ্বারা আঘাত বা নাশ করিবেন। এবং হীনাঙ্গ অর্থাৎ অল্পসার অঙ্গবিশিষ্ট সেনাকে অধিকাঙ্গ বা শক্তিসম্পন্ন অঙ্গবিশিষ্ট সেনাদ্বারা আঘাত করিবেন।

(সম্প্রতি সেনার সংচালকদিকের নাম নিরূপিত হইতেছে।) দশ সেনাঙ্গের (সেনাঙ্গ চারি প্রকার হইলেও এস্থলে প্রধানভূত রথ ও হস্তী লক্ষিত হইতেছে) অর্থাৎ দশটি রথ এবং দশটি হস্তীর (প্রত্যেক রথ ও হস্তীর সহিত কতটি অশ্ব ও পদাতিক থাকিবে তদ্বিষয়ে এই অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) উপর অধিকার প্রাপ্ত এক ভর্ত্তার নাম পদিক। দশটি পদিকের উপর যিনি এক অধিকারী পুরুষ তাহার নাম সেনাপতি এবং সেনাপতি দশকের উপর এক অধিকারী পুরুষের নাম নায়ক। সেই নায়ক,—ব্যূহের অঙ্গভূত (হস্তিপ্রভৃতি) সেনার অঙ্গবিভজনে, বিভক্তভাব হইলে একীকরণে, গতি-নিবৃত্তিতে, গতিকরণে, যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে এবং প্রহরণ বা আক্রমণকার্য্যে—তূর্য্যনিনাদ, এবং ধ্বজ ও পতাকাপ্রদর্শনদ্বারা সংজ্ঞা বা সংকেত বিধান করিবেন। স্ববল ও শত্রুবলের ব্যূহ সমান হইলে, দেশ (সম-বিষমাদি দেশ) কাল (দিনরাত্র্যাদি কাল) ও সারের (শৌর্য্যাদি সার) যোগ বা সম্বন্ধের উপর সিদ্ধি (অর্থাৎ যুদ্ধবিজয়) নির্ভর করিবে।

(বিজিগীষু নিম্নবর্ণিত উপায়সমূহদ্বারা) শত্রুর উদ্বেগ বাড়াইবেন যথা,—(জামদগ্ন্যাদি) যন্ত্র, ঔপনিষদিক অধিকরণে উক্ত (বিষাদি-) প্রয়োগ, অন্যবিষয়ে ব্যাসক্তচিত্ত লোকের উপর আঘাতকারী তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষের ক্রূরকর্ম, (ইন্দ্রজালাদি) মায়ারচনা, (রাজার) দৈব-সাক্ষাৎকারের খ্যাপন, হস্ত্যাচিত বেষাদিদ্বারা আচ্ছাদিতস্বরূপ শকট, শত্রুদূষ্যগণের প্রকোপ, (অগ্রে) গোযূথের নিবেশন, স্কন্ধাবারে অগ্ন্যুৎপাদন, (সেনার) কোটিতে (পক্ষদ্বয়ে) ও জঘনে (কক্ষদ্বয়ে) প্রহারপ্রদান, অথবা দূতব্যঞ্জন গুপ্তপুরুষদ্বারা শত্রুসেনার উপজাপ বা ভেদসাধন—এবং 'তোমার দুর্গ দগ্ধ হইতেছে', অথবা 'তোমার দুর্গ অপহৃত হইতেছে', 'তোমার নিজ কুলসম্ভূত পুরুষদ্বারা কোপ উৎপাদিত হইতেছে,' 'তোমার সামন্ত শত্রু ও তোমার আটবিক তোমার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেছে'—এইপ্রকার (অসত্য) উক্তিসমূহ (অর্থাৎ বিজিগীষু এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুকে উদ্বিগ্ন করিলেই তাঁহার জয়ের সম্ভাবনা হইবে) ॥১-৩॥

ধনুর্ধারী পুরুষদ্বারা ক্ষিপ্ত বাণ কেবলমাত্র একজন পুরুষকে মারিতে পারে, অথবা না-ও মারিতে পারে। কিন্তু, প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিদ্বারা প্রযুক্ত মতি বা বুদ্ধি গর্ভস্থিত প্রাণি-সমূহকেও নষ্ট করিতে পারে (অর্থাৎ যুদ্ধ অপেক্ষায় বুদ্ধিই অধিক শক্তিশালিনী হয়)।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাংগ্রামিক-নামক অধিকরণে, দণ্ডব্যূহ, ভোগব্যূহ, মণ্ডলব্যূহ ও অসংহতব্যূহরচনা এবং তৎতদ্ব্যূহের প্রতিব্যূহস্থাপন-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় (আদি হইতে ১৩৪ অধ্যায়) সমাপ্ত।

সাংগ্রামিক নামক দশম অধিকরণ সমাপ্ত।

সংঘবৃত্ত—একাদশ অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১৬০ম-১৬১ম প্রকরণ—ভেদের অর্থাৎ সংঘবিশ্লেষোপায়ের প্রয়োগ ও উপাংশুদণ্ড

সংঘকে সহায়রূপে পাওয়া গেলে সেই লাভ, দণ্ড বা সৈন্যলাভ ও মিত্রলাভ মধ্যে উত্তম বা প্রশস্ত লাভ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, সংহত, বা একত্রীভাবে শক্তিসম্পন্ন হইয়া অবস্থিত সংঘসমূহ শত্রুগণেরও অধৃষ্য বা অজেয় হয়। (কাজেই) বিজিগীষু রাজা, নিজের অনুকূলচারী হইলে সংঘসমূহকে সাম ও দানপ্রয়োগদ্বারা স্বায়ত্ত রাখিবেন অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজের উপযোগে রাখিবেন এবং প্রতিকূলচারী হইলে তাহাদিগকে ভেদ ও দণ্ডপ্রয়োগদ্বারা শাসনে রাখিবেন।

কাম্বোজ ও **সুরাষ্ট্র**-দেশের সংঘসমূহ (অর্থাৎ বৈশ্যশ্রেণী ও ক্ষত্রিয়শ্রেণী) বার্ত্তা ও শস্ত্রদ্বারা উপজীবিকা চালায়। (ইহারা একপ্রকার সংঘচারী।) আর **লিচ্ছিবিক**, (যাহাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল বৈশালী), **ব্রজিক** (পালি বজ্জিক), **মল্লক** (প্রাচীন রাজধানী ছিল 'পাবা'), **মদ্রক**, **কুকুর**, **কুরু** ও **পাঞ্চাল**দেশীয় শ্রেণী বা সংঘীরা রাজ-নামধারী সংঘোপজীবী (অর্থাৎ এই সপ্ত স্থানের ক্ষত্রিয়াদি বর্গও অপরপ্রকার সংঘনামে পরিচিত)।

• এই উভয় প্রকার সংঘের আসন্নবর্ত্তী হইয়া (বিজিগীষুর) সত্রিনামক গূঢ়পুরুষগণ সংঘগুলির পরস্পরের মধ্যে দোষ, দ্বেষ বা রোষ, অপকারাদি-নিমিত্তক বৈর বা দ্রোহ ও কলহের কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগের মধ্যে ক্রমশঃ অনুপ্রবেশিত ভেদ ঘটাইবে এবং বলিবে 'অমুক সংঘ তোমাদের সংঘের এইরূপ অপবাদ করে'। (অন্য সংঘের প্রতিও এইভাবে বলিয়া) তাহারা উভয়পক্ষমধ্যে ভেদ আনয়ন করিবে। পরস্পরের প্রতি রুষ্টভাবাপন্ন সংঘীদিগের মধ্যে আচার্য্যব্যঞ্জন গূঢ়পুরুষগণ বিদ্যা, শিল্প, দ্যূত (জুয়াখেলা), ও বৈহারিক (প্রশ্নোত্তরাদি, অথবা ক্রীড়োৎসবাদি) বিষয়ে বাক্‌কলহ (অমুক সংঘী তোমাকে মূর্খাদি বলিয়াছে ইত্যাদিরূপ বাক্যদ্বারা প্ররোচিত বালকোচিত কলহ) উৎপাদন করাইবে। অথবা, বেশ্যা ও মদ্যপানে আসক্ত সংঘমুখ্য পুরুষদিগের মধ্যে প্রতিলোম বা উল্টা প্রশংসা করাইয়া তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষগণ তাহাদের পরস্পরের কলহ উৎপাদন করাইবে; অথবা সংঘমুখ্যপুরুষদিগের সম্বন্ধে যাহারা কৃত্য (অর্থাৎ ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ভীত বা অবমানিত) ব্যক্তি তাহাদিগকে নিজের আনুকূল্যে আনিয়া তাহাদের পরস্পরমধ্যে বিবাদ ঘটাইবে। (গূঢ়পুরুষগণ) বিশিষ্ট ইষ্টভোগ্যের ভোগকারীদিগের অপেক্ষায় যে (রাজপুত্রতুল্য) কুমারকেরা হীনভোগ্য ভোগ করেন—তাঁহাদিগকে (বিশিষ্ট ভোগ্যের ভোগকারীদিগের বিরুদ্ধে) প্রোৎসাহিত করিবে।

(সংঘমধ্যে) হীনগণের সহিত বিশিষ্টগণের এক পংক্তিতে ভোজন ও বিবাহসম্বন্ধ তাহারা নিবারণ করিবে। অথবা তাহারা আবার হীনগণকে বিশিষ্টগণের সহিত একপংক্তিভোজন ও বিবাহসম্বন্ধ-স্থাপনে যোজিত করিবে। কুল, পুরুষকার ও স্থানভেদসম্পর্কে যাহারা অবহীন বা নিকৃষ্ট তাহাদিগকে বিশিষ্টজনের সহিত তুল্যভাব প্রাপ্তির জন্য তাহারা যোজিত করিবে। অথবা, (সংঘমধ্যে) কোনও ব্যবহার ন্যায্যভাবে নির্ণীত হইলেও, তাহারা ইহার বিপরীত ন্যায় সমর্থন করিয়া (ব্যবহর্ত্তাকে) শুনাইবে বা বুঝাইবে।

অথবা, তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষেরা, রাত্রিতে সংঘিগণমধ্যে কোনও বিবাদবিষয় উপস্থিত হইলে, (একপক্ষের) দ্রব্য, পশু ও মনুষ্য নষ্ট করিয়া (অপর কোনও পক্ষের উপর সেই নাশের দোষ আরোপ করিয়া) তাহাদের মধ্যে কলহ উৎপাদন করিবে। সর্ব্বপ্রকার কলহবিষয়েই (বিজিগীষু) রাজা হীনপক্ষকে কোশ ও দণ্ডদ্বারা স্বপক্ষে আনিয়া তাহাকে নিজ প্রতিপক্ষ বা শত্রুর বধে নিযুক্ত করিবেন। অথবা, তিনি সংঘ হইতে ভেদপ্রাপ্ত পুরুষ-দিগকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিবেন। অথবা, তিনি ইহাদিগকে একপ্রদেশে একত্রিত ভাবে নিবেশিত করিয়া ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিতে যোগ্য ইহাদের কুলপঞ্চক বা কুলদশক লইয়া

(ভিন্ন ভিন্ন) গ্রামনিবেশ করাইবেন। কারণ, ইহাদিগকে একত্র হইয়া থাকিতে দিলে, ইহারা (বিজিগীষু রাজার বিরুদ্ধে) শস্ত্রগ্রহণে সমর্থ হইয়া উঠিতে পারে। এবং ইহারা সমবেত হইয়া অবস্থান করিলে, (তিনি) ইহাদের উপর দণ্ড বিধান করিবেন।

(বিজিগীষু রাজা পূর্ব্বোল্লিখিত) রাজশব্দোপজীবী সংঘগণদ্বারা অবরুদ্ধ বা পরাভূত কোনও বিশিষ্টকুলোৎপন্ন গুণী ব্যক্তিকে 'রাজপুত্র' বলিয়া স্থাপনা করিবেন। আবার কার্ত্তান্তিকাদি (জ্যোতিষী ও সামুদ্রিকশাস্ত্রী প্রভৃতি) সংঘমধ্যে সেই (কল্পিত) রাজপুত্রের সম্বন্ধে তাঁহার রাজলক্ষণযোগের কথা প্রকাশ করিবেন। এবং তাঁহারা ধার্ম্মিক সংঘমুখ্যগণের প্রতি এইরূপ উপজাপ প্রয়োগ করিবেন—"অমুক রাজার পুত্র বা ভ্রাতার প্রতি তোমরা (তাঁহার উপরোধাদিজনিত ক্লেশের নিবারণার্থ) নিজ ধর্ম্ম অবলম্বন কর।" তাঁহারা সেই উপজাপ স্বীকার করিয়া লইলে, (ক্রুদ্ধলুব্ধাদি) কৃত্যপক্ষকে আনুকূল্যে আনিবার জন্য, তাঁহারা তৎসমীপে অর্থ ও দণ্ড (সেনা) প্রেরণ করিবেন। বিক্রমের অবসর উপস্থিত হইলে, শৌণ্ডিক বা সৌরিকের বেষধারী গূঢ়পুরুষগণ নিজদের পুত্র ও স্ত্রীর মরণচ্ছলে, ইহা (প্রেতের উদ্দেশ্যে দেয়) 'নৈবেচনিক' নামক মদ্য—এই বলিয়া মদনরসযুক্ত (বিষময়) শতশত মদ্য কুম্ভ (সংঘের নিকট) প্রদান করিবে। (ভেদের উপায়ান্তর বর্ণিত হইতেছে।) চৈত্য ও দেবালয়ের দ্বারদেশে ও রক্ষাস্থানে (গূঢ়পুরুষ) সত্রীরা (সংঘপতির সহিত) সংবিৎ বা সর্ত্ত করার অভিপ্রায়ে নিক্ষেপ বা ন্যাসরূপে রাখিবার উপযুক্ত হিরণ্যভাজনসমূহ—যাহাতে হিরণ্য ও অভিজ্ঞানমুদ্রা নিহিত আছে—প্রকাশ করিবে। সংঘস্থ পুরুষেরা এই বিষয়সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য দৃষ্ট হইলে পর, তাহারা বলিবে যে, এই সব সুবর্ণভাজনগুলি 'রাজকীয়'। তদনন্তর (এই বিষয় লইয়া সংঘমধ্যে পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইলে) (বিজিগীষু রাজা) তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবেন।

অথবা, সংঘগুলির বাহন ও হিরণ্য অল্পকালের জন্য ঋণরূপে লইয়া, তিনি প্রখ্যাতভাবে (অর্থাৎ সর্ব্বজনসমক্ষে) সংঘের মুখ্যকে সেই সব দ্রব্য দিবেন ; এবং সংঘগুলি তাহা (যথাসময়ে) ফিরিয়া লইবার প্রার্থনা করিলে বলিবেন "অমুক মুখ্যের নিকট তাহা দেওয়া হইয়াছে।") অর্থাৎ এইভাবে সংঘ ও সংঘমুখ্যের ভিতর ভেদ আনয়ন করিবেন)।

এতদ্দ্বারা স্কন্ধাবারে প্রবিষ্ট আটবিকদিগের মধ্যেও, ভেদ আনয়ন করিবার উপায় অভিহিত হইল—বুঝিতে হইবে।

(সম্প্রতি উপাংশুবধের বিষয় নিরূপিত হইতেছে।) অথবা, অত্যন্ত অভিমানী সংঘমুখ্য-পুত্রকে সত্রী (গূঢ়পুরুষ) এইভাবে বুঝাইবে—"তুমি অমুক রাজার পুত্র, শত্রুর ভয়ে তোমাকে এখানে ন্যাসরূপে রাখা হইয়াছে।" সেই সংঘমুখ্য-পুত্র এই কথা মানিয়া লইলে, (বিজিগীষু) রাজা কোশ ও দণ্ডদ্বারা তাঁহাকে নিজের অনুকূল করিয়া, সংঘের উপর তদ্দ্বারা বিক্রম চালাইবেন। তৎপর তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি (অর্থাৎ সংঘমুখ্যের পুত্রদ্বারা সংঘের নিগ্রহরূপ কার্য্যের সিদ্ধি) ঘটিলে, তাঁহাকেও (সেই সংঘমুখ্যপুত্রকেও) তিনি প্রবাসিত করাইবেন (অর্থাৎ তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইবেন)।

অথবা, কুলটা স্ত্রীর পোষণকারী, অথবা, প্লবক, নট, নর্ত্তক ও সৌভিকগণের (ঐন্দ্র-

জালিকগণের) বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা, গুপ্তচরের কার্য্যে ব্যাপারিত থাকিয়া, পরমরূপ-যৌবন-বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদ্বারা সংঘমুখ্যদিগকে উন্মাদিত করিবে। সংঘমুখ্যেরা এইভাবে স্ত্রীকামী হইলে, তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্যতমের প্রতি কোনও স্ত্রীলোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া (মিলনের সংকেতস্থান ঠিক হইলে) সেই রমণীকে অন্য এক সংঘমুখ্যদ্বারা অন্যত্র নেওয়াইয়া, বা অন্য সংঘমুখ্য তাহাকে অপহরণ করিয়া নিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা কথা রটনা করাইয়া, সংঘ-মুখ্যদিগের মধ্যে তাহারা কলহ উৎপাদন করিবে। এইভাবে কলহ উৎপন্ন হইলে, তীক্ষ্ণনামক গূঢ়-পুরুষেরা তাহাদের নিজ কার্য্য সমাধা করিবে, অর্থাৎ কোনও একজন সংঘমুখ্যের হত্যা সাধন করিবে এবং রটাইয়া দিবে, "এই কামুক ব্যক্তি প্রতিকামুক অন্য ব্যক্তিদ্বারা হত হইয়াছেন।"

অথবা, এই সংঘমুখ্যগণমধ্যে যদি কেহ ঝগড়া করিতে না চাহেন, তাহা হইলে সেই রমণী এই প্রকার বলিবে—"আপনার প্রতি আমি জাতকামা হই—ইহাতে অমুক সংঘমুখ্য বাধা প্রদান করেন অর্থাৎ তিনি ইহা ইচ্ছা করেন না। তিনি জীবিত থাকিলে আমি আর এখানে (আপনার নিকট) থাকিতে পারি না"—এই বলিয়া সে তাঁহার বধের আয়োজন করিবে। অথবা, যদি কোনও সংঘমুখ্য তাহাকে বলাৎকারপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া কোনও জঙ্গলে বা ক্রীড়াগৃহে (সংকেতগৃহে) লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষেরা হত্যা করাইবেন, অথবা, সে স্বয়ং বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিবে। তাহার পর সেই রমণী এইরূপ প্রকাশ করিবে—"অমুক (প্রতিকামুক) ব্যক্তিদ্বারা আমার প্রিয় জন হত হইয়াছেন।"

অথবা, সিদ্ধপুরুষের বেষধারী গূঢ়পুরুষ কোনও স্ত্রীকে জাতকাম সংঘমুখ্যকে বশীকরণের উপযোগী ওষধিসমূহের প্রয়োগের ছল করিয়া, বিষমিশ্রিত ঔষধের প্রয়োগদ্বারা ঠকাইয়া (তাঁহার বধ-সাধনপূর্ব্বক) পলাইয়া যাইবে। সে পলাইয়া গেলে পর, অন্য সত্রী পুরুষেরা প্রকাশ করিবে যে, অন্য একজন প্রতিকামুকদ্বারা প্রেরিত হইয়াই সেই সিদ্ধপুরুষ তাঁহার বধ সাধন করিয়াছেন।

অথবা, ধনী বিধবা স্ত্রীলোক, অথবা (সধবা হইলেও দারিদ্র্যাদিদোষে) গূঢ়ভাবে ব্যাভিচারকারিণী স্ত্রীলোক ও কপট স্ত্রীলোক (অর্থাৎ স্ত্রীবেষধারী পুরুষজন) দায় ও নিক্ষেপ-সম্বন্ধী বিবাদে রত হইয়া (নির্ণয়ার্থ) সংঘমুখ্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উন্মাদিত করিবে। অথবা, অদিতিস্ত্রী (অর্থাৎ নানাপ্রকার দেবতার ছবি প্রদর্শন করিয়া জীবিকাকারিণী স্ত্রী), কৌশিক-স্ত্রী (সর্পগ্রাহীদিগের স্ত্রী), নর্ত্তকী ও গায়িকা স্ত্রী (এইভাবে) সংঘমুখ্যদিগকে উন্মাদিত করিবে। এই প্রকার ভাবে উন্মাদিত হইয়া বশীকৃত সংঘমুখ্য-দিগকে সংকেতের গূঢ়গৃহে রাত্রিতে সমাগমার্থ প্রবেশ করিলে তীক্ষ্ণ-নামক গূঢ়পুরুষেরা তাঁহাদিগকে বধ করিবে, কিংবা বন্ধনপূর্ব্বক অপহরণ করিবে।

অথবা, কোনও সত্রী গূঢ়পুরুষ সংঘমুখ্যকে এইভাবে জানাইবে—"অমুক গ্রামে দরিদ্রকুলজাত অমুক পুরুষ (জীবিকার জন্য) অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, তাহার স্ত্রী রাজার ভোগের যোগ্যা, তাহাকে আপনি স্বীকার করিয়া লউন।" সেই স্ত্রী (সংঘমুখ্যদ্বারা) গৃহীত হইলে, পনর দিবস পরে সিদ্ধবেষধারী এক দূষ্য (রাজার প্রতিকূলচারী) সংঘমুখ্যদিগের মধ্যে যাইয়া এইরূপভাবে আক্রন্দন বা চীৎকার করিয়া বলিবে—"এই মুখ্যপুরুষ ('মুখ্যাং'—পাঠ ধৃত হইলে 'ভার্য্যাং' পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইতে পারে—কিন্তু, ইহা সমীচীন

মনে হয় না ; 'মুখ্যো' পাঠ ধরা অধিক অর্থসঙ্গতি রক্ষা করিবে) আমার ভার্য্যা, পুত্রবধূ ভগিনী বা কন্যাকে বলাৎকারে ভোগ করিতেছেন।" যদি সংঘ সেই মুখ্যকে (এই অপরাধের জন্য) নিগৃহীত করে, তাহা হইলে (বিজিগীষু) রাজা তাঁহাকে স্ববশে আনিয়া অন্যান্য প্রতিকূলচারী মুখ্যদিগের উপর তাঁহাকে উদ্যুক্ত করিবেন। আর যদি সেই মুখ্য সংঘকর্ত্তৃক নিগৃহীত না হন, তাহা হইলে তীক্ষ্ণগণ রাত্রিতে সেই সিদ্ধবেষধারী দূষ্য পুরুষকে হত্যা করিবে। তৎপর অন্যান্য সিদ্ধব্যঞ্জন গূঢ়পুরুষেরা চীৎকার করিয়া বলিবে—"এই সংঘমুখ্য পুরুষ ব্রহ্মঘাতী (সিদ্ধপুরুষের হন্তা) এবং তিনি ব্রাহ্মণীর সহিত জারকর্ম্মে রত ছিলেন।" অথবা, কার্ত্তান্তিক বা দৈবজ্ঞের বেষধারী গূঢ়পুরুষ (সংঘমুখ্যগণের) অন্যতমদ্বারা বৃতা (কোন ব্যক্তির) কন্যাসম্বন্ধে অন্যতম সংঘমুখ্যের নিকট এইভাবে বুঝাইবে—"অমুক ব্যক্তির কন্যা যাঁহার পত্নী হইবে, তিনি রাজা হইবেন এবং সে কন্যা যে পুত্র প্রসব করিবে তিনিও রাজা হইবেন ; অতএব, সর্ব্বস্বদানে, বলাৎকারপূর্ব্বক সেই কন্যাকে লাভ কর"। (সেই বোধিত সংঘমুখ্যদ্বারা) যদি সেই কন্যা লব্ধ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববরণকারী পক্ষকে তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিবে। আর যদি (সেই সংঘমুখ্য) সেই কন্যাকে লাভ করিতে পারে, তবে (পূর্ব্ববরয়িতা ও পরবর্ত্তী যাচক—এই উভয়ের মধ্যে) কলহ সিদ্ধ হইবে।

অথবা, ভিক্ষুকীবেষধারী স্ত্রী-গুপ্তচর ভার্য্যাপ্রেমরত কোন সংঘমুখ্যকে এইরূপ বলিবে—"অমুক যৌবনদৃপ্ত মুখ্য আপনার ভার্য্যার প্রতি (কামলোলুপ হইয়া) তাঁহার নিকট আমাকে (দূতীরূপে) পাঠাইয়াছেন। তাঁহার ভয়ে আমি এই পত্র ও আভরণ লইয়া এখানে আসিয়াছি। আপনার ভার্য্যা নির্দ্দোষা। আপনি গূঢ়ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতীকারের চেষ্টা করুন (অর্থাৎ তাঁহার বধোপায় নির্দ্ধারণ করুন)। (যতক্ষণ আপনি তাহা না করেন) ততক্ষণ আমিও আপনার নিকট অবস্থান অঙ্গীকার করিব।" এই প্রকার কলহ-কারণ উপস্থিত হইলে, কিংবা (উপজাপ ব্যতীত) আপনা হইতেই কলহ উৎপন্ন হইলে, অথবা, তীক্ষ্ণপুরুষগণদ্বারা কলহ উৎপাদিত হইলে, (বিজিগীষু) রাজা অল্পশক্তিবিশিষ্ট সংঘমুখ্যকে কোশ ও দণ্ডদ্বারা নিজ বশে আনিয়া তাঁহাকে প্রতিকূলচারী অন্যান্য সংঘমুখ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতে নিয়োজিত করিবেন, অথবা (তাহা করিতে অসমর্থ হইলে) তাঁহাকে সেখান হইতে (তাঁহার নিজ দেশ হইতে) অপবাহিত বা অপসারিত করিবেন।

উক্ত প্রকারে (বিজিগীষু রাজা) সংঘ-সমূহের মধ্যে এক মুখ্য রাজা হইয়া থাকিতে পারিবেন। আর সংঘগুলিও এই প্রকারে সেই রাজা হইতে, এবং সেই রাজার উৎপাদিত অতিসন্ধান বা প্রবঞ্চনাসমূহ হইতে, আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে।

সংঘমুখ্য ন্যায়বৃত্তির অবলম্বনে হিতকারী ও প্রিয়াচারী হইয়া সংঘমধ্যে দান্ত (অনুদ্ধত) রহিবেন, এবং স্বচিত্তানুবর্ত্তী জনসমূহকে নিজের কাছে রাখিয়া (সংঘের) সব পুরুষের মতানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সংঘবৃত্ত-নামক একাদশ অধিকরণে ভেদপ্রয়োগ ও উপাংশু-দণ্ড-নামক প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে ১৩৫ অধ্যায়) সমাপ্ত।

সংঘবৃত্ত নামক একাদশ অধিকরণ সমাপ্ত।

আবলীয়স—দ্বাদশ অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১৬২ম প্রকরণ—দূতকর্ম্ম

নিজ হইতে বলবত্তর রাজা দ্বারা অভিযুক্ত বা আক্রান্ত দুর্ব্বল (বিজিগীষু) রাজাকে, সর্ব্বপ্রকার (পরিভবের) অবস্থায়ই, বেতসের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, তদন্তিকে নম্র থাকিতে হইবে। যে রাজা বলীয়ান্ রাজার নিকট নত থাকেন, তিনি ইন্দ্রের নিকট প্রণত হইলেন—এইরূপ ভাবিতে হইবে। ইহা ভারদ্বাজ আচার্য্যের মত।

সর্ব্বপ্রকার বলসমূহদ্বারা (দুর্ব্বল রাজাও বলীয়ান্ রাজার সহিত) যুদ্ধ করিবেন। কারণ, পরাক্রমই সব ব্যসন বা আপদ নাশ করে। আর পরাক্রম-প্রদর্শনই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। যুদ্ধে জয় হউক, আর পরাজয় হউক—(ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হইল পরাক্রম-প্রদর্শন, শত্রুর পাদে পতন নহে)। ইহা বিশালাক্ষ আচার্য্যের মত।

(কিন্তু), কৌটিল্য এই উভয় মতই মানেন না। সর্ব্ব প্রকার অপমানেই, (বলীয়ান্ রাজার নিকট) আনত দুর্ব্বল রাজাকে কূলচর মেষের মত জীবনবিষয়ে নিরাশ হইয়াই বাস করিতে হয়। আর অল্প সৈন্য লইয়া যুদ্ধকারী রাজা, তরণসাধনবিহীন হইয়া সমুদ্রে অবগাহনকারী ব্যক্তির মত, নাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব, (দুর্ব্বল রাজা) শত্রুর অপেক্ষায় অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অন্য কোন রাজাকে, অথবা শত্রুর অপ্রধর্ষণীয় কোনও দুর্গ আশ্রয় করিয়া, অভিযোক্তার প্রতি ব্যাপারযুক্ত হইবেন।

(দুর্ব্বল রাজার উপর) অভিযোগকারী বা আক্রমণকারী রাজা তিনপ্রকারের হইতে পারেন—ধর্ম্মবিজয়ী, লোভবিজয়ী ও অসুরবিজয়ী। তন্মধ্যে যিনি ধর্ম্মবিজয়ী (অভিযোক্তা), তিনি শত্রুর আত্মসমর্পণে তুষ্ট হয়েন; কেবল তাঁহার ভয়ে নহে, অন্যান্য শত্রুর ভয়েও (দুর্ব্বল রাজা) তাঁহার শরণাগত থাকিবেন। আর যিনি লোভবিজয়ী (অভিযোক্তা) তিনি শত্রুর ভূমি ও দ্রব্যহরণদ্বারা তুষ্ট হয়েন; (দুর্ব্বল রাজা) অর্থদ্বারা তাঁহার শরণাগত রহিবেন। আর যিনি অসুরবিজয়ী (অভিযোক্তা), তিনি শত্রুর ভূমি, দ্রব্য, পুত্র, দার ও তাঁহার প্রাণহরণদ্বারা তুষ্ট হয়েন; (দুর্ব্বল রাজা) ভূমি ও দ্রব্যপ্রদানদ্বারা তাঁহাকে অনুকূল করিয়া, স্বয়ং ধরা না দিয়া, তাঁহার প্রতীকার করিবেন।

(উক্ত তিনপ্রকার) অভিযোক্তাদিগের মধ্যে যদি কোন একজন, দুর্ব্বল রাজার উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হয়েন, তাহা হইলে সেই অবলীয়ান্ রাজা সন্ধি, মন্ত্রযুদ্ধ, অথবা কূটযুদ্ধদ্বারা তাঁহার প্রতীকার করিবেন। তিনি প্রবল অভিযোক্তার শত্রু-পক্ষকে সাম ও দানদ্বারা নিজ আনুকূল্যে আনিতে চেষ্টা করিবেন এবং তাঁহার (সেই অভিযোক্তার) (অমাত্যাদি) স্বপক্ষকে ভেদ ও দণ্ডদ্বারা নিজের বশে রাখিতে চেষ্টা করিবেন। অথবা (সেই অভিযোক্তার) দুর্গ, রাষ্ট্র, স্কন্ধাবার (সেনানিবেশ), (তাঁহার

অর্থাৎ অভিযুক্ত অবলীয়ান্ রাজার) গূঢ়পুরুষেরা শস্ত্রপ্রয়োগ, রস (বিষ) ও অগ্নিপ্রদান-দ্বারা নষ্ট করিবে। (দুর্ব্বল রাজা) তাঁহার (অর্থাৎ সেই প্রবল অভিযোক্তার) সর্ব্বদিক হইতে পার্ষ্ণিগ্রহণ করাইবেন; অথবা তাঁহার রাজ্য আটবিক পুরুষদ্বারা নষ্ট করাইবেন; অথবা (তাঁহার রাজ্য) তাঁহার নিজকুলসম্ভূত পুরুষ কিংবা তাঁহার অবরুদ্ধ কোনও পুত্রদ্বারা অপহরণ করাইবেন।

এইভাবে নানাপ্রকার অপকার-সাধনের পরে, (অবলীয়ান্ রাজা) তাঁহার (সেই প্রবল অভিযোক্তার) নিকট (সন্ধি করার জন্য) দূত পাঠাইবেন। আর যদি তিনি অপকার-সাধনে অশক্ত হয়েন, তাহা হইলেও সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিবেন। সন্ধানার্থ যাচিত হইলেও, যদি প্রবল রাজা অভিযানে প্রবৃত্ত রহেন—তাহা হইলে (দুর্ব্বল রাজা পণিত) কোষ ও দণ্ডের (সেনার) মাত্রা একচতুর্থাংশ বাড়াইয়া ও (সন্ধির জন্য পণিত) দিবস ও রাত্রির সংখ্যা বাড়াইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিবেন।

তিনি (প্রবল অভিযোক্তা) যদি সেনাগ্রহণের সন্ধি করার যাচ্ঞা করেন, তাহা হইলে (দুর্ব্বল রাজা) তাঁহাকে (সেই প্রবল অভিযোক্তাকে) কুণ্ঠ অর্থাৎ কার্য্যাশক্ত হস্তী ও অশ্বসমূহ প্রদান করিবেন, অথবা, উৎসাহযুক্ত অর্থাৎ তেজস্বী হস্তী ও অশ্ব দিতে হইলে, সেগুলিকে বিষপ্রয়োগে হীনবল করিয়া প্রদান করিবেন (যেন শীঘ্রই সেগুলি মারা যাইতে পারে)।

(যদি অভিযোক্তা) পুরুষ বা পদাতিসেনাগ্রহণের সর্ত্তে সন্ধি যাচ্ঞা করেন, তাহা হইলে (অবলীয়ান্ রাজা) নিজের যোগপুরুষদ্বারা (বিষাদিদ্বারা দূষ্যাদির মারণক্ষম গূঢ়পুরুষদ্বারা) অধিষ্ঠিত করিয়া দূষ্যবল, অমিত্রবল ও অটবীবল তাঁহাকে প্রদান করিবেন এবং তেমনভাবে ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে উভয়ের (অর্থাৎ সেই অভিযোক্তা শত্রুর ও দূষ্যাদিবলের) বিনাশ ঘটে। অথবা (দুর্ব্বল রাজা) নিজের তীক্ষ্ণবল তাঁহাকে প্রদান করিবেন—যে বল বা সৈন্য অবমানিত হইলেই (অভিযোক্তা) শত্রুর অপকার করিবে। অথবা, (দুর্ব্বল রাজা) তাঁহার নিজের অনুরক্ত মৌলবল তাঁহাকে প্রদান করিবেন—যে বল তাঁহার (অর্থাৎ প্রবল অভিযোক্তার) ব্যসন উপস্থিত হইলে তাঁহার অপকার সাধন করিবে।

(যদি অভিযোক্তা) কোশগ্রহণের সর্ত্তে সন্ধি যাচ্ঞা করেন, তাহা হইলে (অবলীয়ান্ রাজা) তাঁহাকে এমন সারবস্তু (অর্থাৎ মূল্যবান রত্নাদি) দান করিবেন—যাহার ক্রেতা তিনি (অভিযোক্তা) পাইবেন না, অথবা, এমন কুপ্যবস্তু (বস্ত্রাদি ফল্গুদ্রব্য) দান করিবেন যাহা যুদ্ধের কোন কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য নহে।

(যদি অভিযোক্তা) ভূমিগ্রহণের সর্ত্তে সন্ধি যাচ্ঞা করেন, তাহা হইলে (অবলীয়ান্ রাজা) এমন ভূমি তাঁহাকে প্রদান করিবেন যাহা সহজেই প্রত্যাদেয় (অর্থাৎ যাহা ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে) হইতে পারে, যাহাতে অমিত্র বা শত্রুর সন্নিধান থাকিবে, যাহাতে (দুর্গাদি) আশ্রয়ের অভাব আছে, এবং যাহাতে নিবেশ করিতে হইলে বহুতর পুরুষক্ষয় ও অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। অথবা, (অবলীয়ান্ রাজা) বলীয়ান্ রাজার নিকট স্ব রাজধানী ব্যতীত আর সর্ব্বস্ব দিয়াও সন্ধি যাচ্ঞা করিবেন।

কোন অন্য (অর্থাৎ প্রবল অভিযোক্তা) রাজা বলপুর্ব্বক যাহা হরণ করিতে চেষ্টমান হইবেন, (অবলীয়ান্ রাজা) তাহা (সন্ধিপ্রভৃতি) উপায় অবলম্বনে তাঁহাকে দিবেন। কিন্তু, তিনি স্বদেহ রক্ষা করিবেন, ধন রক্ষা করিবেন না, কারণ, অনিত্য ধনে দয়ার প্রয়োজন কি ? (অর্থাৎ দেহ রক্ষা করিতে পারিলে ধনের পুনরর্জ্জন সম্ভাবিত হইবে।) ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে আবলীয়স নামক দ্বাদশ অধিকরণে দূতকর্ম্ম-নামক প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে ১৩৬ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৬৩ম প্রকরণ—মন্ত্রযুদ্ধ বা মতিশক্তিদ্বারা শত্রুজয়নিরূপণ

যদি তিনি (প্রবল অভিযোক্তা) সন্ধিতে অবস্থান না করেন, তাহা হইলে (অবলীয়ান্ রাজা) তাঁহাকে এই ভাবে বলিবেন—"অমুক অমুক রাজারা অরিষড্‌বর্গের (কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মদ ও হর্ষের) বশংগত হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি সেইসব অসংযত রাজাদের পথ অনুসরণ করিও না। নিজের ধর্ম্ম ও অর্থ অবেক্ষণ করিয়া চল। কারণ, মুখে মিত্রভাবপ্রদর্শনকারী সেই রাজারা বাস্তবিক পক্ষে অমিত্র বলিয়াই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য,—যাঁহারা তোমাকে সাহস, অধর্ম্ম ও অর্থাতিক্রমবিষয়ে প্রোৎসাহিত করেন। নিজ জীবনবিষয়ে যে শূরগণ মমতা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করাই 'সাহস'-কার্য্য। উভয় পক্ষের জনক্ষয় করার নামই 'অধর্ম্ম'। করতলগত অর্থ ও সজ্জন মিত্র—এই উভয় বস্তু ত্যাগ করাকেই 'অর্থাতিক্রম' বলা যায়। অমুক রাজা বহুমিত্রসমন্বিত, তিনি এই ধনদ্বারা মিত্রদিগকে অত্যন্ত উদ্যোগী করিয়া তুলিবেন এবং সেই মিত্রেরা তোমাকে সর্ব্বদিক হইতে আক্রমণ করিবেন। কিঞ্চ মধ্যম ও উদাসীন রাজমণ্ডল তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু, তুমি সেই মণ্ডলদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছ। সেই জন্য ('যে'স্থানে 'যৎ' পাঠ সমীচীন মনে হয়) তাঁহারা (তোমার উপেক্ষাকারীরা) তোমাকে (যুদ্ধার্থ) সমুদ্যোগী দেখিয়া এই জন্য উপেক্ষা করিতেছেন যে, 'তুমি অধিকতরভাবে ক্ষয়ও ব্যয়দ্বারা যুক্ত হইবে এবং তোমার মিত্র হইতে ভেদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব, তোমাকে তখন মূলস্থান হইতে ভ্রষ্ট দেখিলে তাঁহারা সহজেই তোমার উচ্ছেদ সাধন করিবেন'। (অতএব,) তোমার পক্ষে দৃশ্যতঃ মিত্রভাবপ্রদর্শনকারী অমিত্রগণের কথা শুনা, মিত্রজনকে উদ্বিগ্ন করা, অমিত্রদিগের কল্যাণ সাধন করা, ও প্রাণসংশয়কারী অনর্থ প্রাপ্ত হওয়া উচিত হইবে না।" (এইরূপ উপদেশ গৃহীত হইলে অভিযোক্তাকে সন্ধির জন্য পণিত অর্থাদি) অবলীয়ান্ রাজা দিবেন।

এই প্রকার উপদেশ-প্রদানের পরেও যদি অভিযোক্তা (সন্ধি করিতে অস্বীকৃত হইয়া) আক্রমণ করিতে উদ্যোগী থাকেন, তাহা হইলে (তিনি) তাঁহার অমাত্যাদি প্রকৃতির কোপ

উৎপাদন করাইবেন—এবং ইহা 'সংঘবৃত্ত'-নামক অধিকরণে (১১শ অধিকরণে) যেমন উক্ত হইয়াছে এবং 'যোগবামন'-নামক প্রকরণে (১৩শ অধিকরণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে) যেমন উক্ত হইবে—তেমন ভাবে করাইতে হইবে। (অভিযোক্তার বিরুদ্ধে তিনি) 'তীক্ষ্ণ' ও 'রসদ' (বিষপ্রদায়ী) পুরুষদিগের প্রয়োগ করাইবেন। আবার আত্মরক্ষিতক-প্রকরণে (১ম অধিকরণে ২১শ অধ্যায়ে) রক্ষাযোগ্য স্থান বলিয়া যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সেখানেও (তিনি) তীক্ষ্ণ ও রসদ পুরুষদিগকে প্রযুক্ত করিবেন।

বন্ধকী বা কুলটার পোষণকারী গুপ্তচরেরা পরমরূপযৌবনবতী স্ত্রীদ্বারা (অভিযোক্তার) সেনামুখ্যদিগকে উন্মাদিত করিবে। সেইরূপ একটি স্ত্রীতে যদি বহুসেনামুখ্যের, অথবা দুইটি মুখ্যের কাম উপজাত হয়, তখন তীক্ষ্ণেরা তাঁহাদের পরস্পরমধ্যে কলহ উৎপাদন করিবে। এই প্রকার কলহ উৎপাদিত হইলে, তাহারা পরাজিত পক্ষকে অন্যস্থানে অপগমনবিষয়ে প্রেরিত করিবে, অথবা বিজিগীষু ভর্ত্তার যুদ্ধযাত্রাতে সাহায্যকরণার্থ নিয়োজিত করিবে।

সেনামুখ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা কামের বশবর্ত্তী হইবেন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধবেষধারী গুপ্তচরেরা, বশীকরণের উপযোগী ঔষধের ছল করিয়া অন্য ঔষধের প্রয়োগদ্বারা বঞ্চনা করিয়া, তাঁহাদের মারণ জন্য বিষ প্রদান করাইবে।

(রাজার প্রতি বিষপ্রয়োগের প্রকার বলা হইতেছে।) অথবা বৈদেহক বা বণিজকের বেষধারী গূঢ়পুরুষ অতিসুন্দরী রাজমহিষীর অন্তরঙ্গ পরিচারিকাকে নিজের কামভোগের জন্য প্রচুর ধন দিয়া তাহাকে পুনরায় ত্যাগ করিবে। সেই বৈদেহক-ব্যঞ্জন পুরুষের পরিচারকরূপে তদ্‌বেষধারী অন্য গূঢ়পুরুষদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, সিদ্ধব্যঞ্জন (তৃতীয়) গূঢ়পুরুষ (পূর্ব্বোক্ত রাজমহিষীর পরিচারিকাকে) বশীকরণযোগ্য ওষধি প্রধান করিবেন এবং তিনি উপদেশ করিবেন যে, এই ওষধি যেন সেই বৈদেহকের শরীরে প্রক্ষিপ্ত হয়। (এইভাবে বৈদেহকের বশীকরণ) সিদ্ধ হইলে, সেই সুভগা রাজমহিষীর নিকটও এই ওষধিপ্রয়োগে বশীকরণযোগ উপদিষ্ট হইবে—যেন সেই ওষধি রাজশরীরে প্রক্ষিপ্ত হয়। সেই যোগে রস বা বিষ যোজনা করিয়া প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক রাজার মারণ ঘটাইতে হইবে।

(মহামাত্রের ভেদ আনিবার উপায় নিরূপিত হইতেছে।) অথবা, কার্ত্তান্তিক বা দৈবজ্ঞের বেষধারী গূঢ়পুরুষ, রাজলক্ষণ-যুক্ত কোনও মহামাত্রকেও (শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে) ক্রমে ক্রমে নিজের (কার্ত্তান্তিকের) উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বলিবেন ('তুমি রাজা হইবে') এইরূপ। সেই মহামাত্রের ভার্য্যাকে ভিক্ষুকীর বেষধারিণী স্ত্রী (চর) বলিবেন—"তুমি রাজার পত্নী হইবে এবং রাজা হওয়ার যোগ্য পুত্র প্রসব করিবে।" (মহামাত্রের রাজ্যে লালসা হইলে তাঁহার সহিত রাজার বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইবে)।

অথবা, মহামাত্রের ভার্য্যারূপে অবস্থিত কোনও বন্ধকী (গুপ্তচররূপিণী) স্ত্রী মহামাত্রকে বলিবে—"রাজা, কিন্তু, আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন। তোমার নিকট (রাজদত্ত) এই পত্রলেখ্য ও আভরণ এই পরিব্রাজিকা (বাস্তবিক পক্ষে শত্রুনিযুক্তা তদ্বেষধারিণী স্ত্রী) আনয়ন করিয়াছেন।" (এই জন্য মহামাত্রের রাজার প্রতি দ্বেষ সঞ্জাত হইতে পারে)।

(মহামাত্রভেদের অন্য উপায় বলা হইতেছে।) সূদ (পাচক) ও আরালিকের

(মাংসাদি প্রস্তুতকারীর) বেষে অবস্থিত গূঢ়পুরুষ মহামাত্রের নিকট প্রকাশ করিবে যে, তাঁহার প্রতি বিষপ্রয়োগের জন্য রাজা তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি লোভনীয় প্রচুর অর্থও দিয়াছেন। বৈদেহকব্যঞ্জন গূঢ়পুরুষ (অর্থাৎ বিষবিক্রয়কারী ব্যাপারী) এই কথার সত্যতাসম্বন্ধে মহামাত্রের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে (অর্থাৎ রাজার আদেশ না জানিয়া, তিনি মহামাত্রের সূদ ও আরালিকের নিকট বিষ বিক্রয় করিয়াছে)। সে আরও বলিবে যে, এই বিষের মারণসিদ্ধি নিশ্চিত। এইভাবে (বিজিগীষুর গুপ্তচর) এক, দুই বা তিনটি উপায় (ব্যস্ত ও সমস্তভাবে) অবলম্বন করিয়া, এক একটি মহামাত্রকে অভিযোক্তা রাজার বিরুদ্ধে বিক্রমবিষয়ে বা অপসরণবিষয়ে যোজিত করিবে।

(অভিযোক্তা রাজার) দুর্গসমূহমধ্যে (রাজার অনুপস্থিতিতে) **শূন্যপাল** অর্থাৎ শূন্য-রাজধানী-রক্ষকের সমীপে অন্তরঙ্গভাবে অবস্থিত সত্রীরা (সত্রিনামক গূঢ়পুরুষেরা), পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের নিকট (শূন্যপালের প্রতি) তাহাদের মৈত্রীরক্ষার্থ এইরূপ আবেদন করিবে—"শূন্যপাল সমস্ত যোদ্ধৃবর্গ ও অধিকরণস্থিত রাজপুরুষদিগকে এই ভাবে বলিয়াছেন—"রাজা বড়ই কৃচ্ছ্রে বা সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন, তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিবেন কিনা তাহা বলা যায় না; আপনারা বলপূর্ব্বক (প্রজার নিকট হইতে) অর্থ আদায় করুন এবং যাহারা অমিত্রভাবাপন্ন তাহাদিগকে হত্যা করুন।" শূন্যপালের এই আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে পর, তীক্ষ্ণেরা রাত্রিতে পুরবাসীদিগের বিত্ত (নিজলোক-দ্বারা) আহরণ করাইবে এবং মুখ্যদিগকে হত্যা করিবে। তাহারা (ইহা রটাইবে যে,) 'এই ভাবে তাহারাই মারিত হয়, যাহারা শূন্যপালের আরাধনা বা সেবা না করে।' (আবার অন্যদিকে সেই সত্রীরা) শূন্যপালের স্থানসমূহে রুধিরাঙ্কিত শস্ত্র, ও বিত্ত-বন্ধনার্থ (রজ্জুপ্রভৃতি) নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর সত্রীরা এইরূপ রটনা করিবে—শূন্যপাল এই সব লোকদিগকে হত্যা করাইয়াছেন এবং তাহাদের বিত্ত লোপ করাইয়াছেন।"

এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া, (গূঢ়পুরুষেরা) সমাহর্ত্তৃ-নামক রাজপুরুষ হইতে (অভিযোক্তার) জনপদবাসীদিগের ভেদ সাধন করিবে।

গ্রামমধ্যে রাত্রিতে তীক্ষ্ণেরা সমাহর্ত্তার অধীন পুরুষদিগকে মারিয়া এইরূপ কথা প্রচার করিবে—"তাহাদের এইরূপ অবস্থাই ঘটে, যাহারা অধর্ম্মের প্রশ্রয় লইয়া প্রজাদিগকে কষ্ট দেয়।"

(শূন্যপাল ও সমাহর্ত্তার) এই দোষ সর্ব্বত্র প্রচার প্রাপ্ত হইলে, (সত্রীরা) প্রকৃতি-কোপ উৎপাদন করিয়া শূন্যপালের বা সমাহর্ত্তার বধ সাধন করিবে। অথবা, (তাহারা) শত্রুর স্বকুলসম্ভূত কোনও জ্ঞাতিকে বা তাঁহার কোন অবরুদ্ধ পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

(সেই গূঢ়পুরুষেরা অভিযোক্তা শত্রুর) অন্তঃপুর, গোপুর, (কাষ্ঠাদি) দ্রব্য ও ধান্যসংগ্রহাগারসমূহ জ্বালাইয়া দিবে এবং তৎতৎস্থানের (রক্ষকদিগকে) বধ করিবে এবং

স্বয়ং এইসব ঘটনাজন্য দুঃখের অভিনয় করিয়া, (পুর ও জনপদনিবাসীরাই এমন দুষ্কার্য্য করিয়াছেন এইরূপ) বলিবে ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে আবলীয়স-নামক দ্বাদশ অধিকরণে মন্ত্রযুদ্ধ-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১৩৭ অধ্যায়) সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

১৬৪ম-১৬৫ম প্রকরণ—সেনামুখ্যদিগের ও অন্যান্য মহামাত্রদিগের বধ ও রাজমণ্ডলের প্রোৎসাহন

(অভিযোক্তা) রাজার ও তাঁহার প্রিয়জনদিগের (অন্তরঙ্গভাবে) সমীপবর্ত্তী সত্রীরা—পত্তিমুখ্য, অশ্বমুখ্য, রথমুখ্য ও হস্তিমুখ্যদিগের মিত্রস্থানীয় লোকের নিকট সৌহার্দ্দের বিশ্বাসে বলিবে—"রাজা (এই সব মুখ্যদিগের উপর) ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।" রাজার এই কোপের কথা প্রচারিত হইলে পর, তীক্ষ্ণগণ, রাত্রিতে পথ চলার যে দোষ হয় তাহার প্রতীকার করিয়া, (সেই মুখ্যদিগের) গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিবে—"স্বামীর আজ্ঞা হইয়াছে, আপনারা সঙ্গে আসুন।" গৃহ হইতে নির্গত হইবার সময়েই তাহাদিগকে তাহারা মারিয়া ফেলিবে। পূর্ব্বোক্ত (রাজা ও রাজবল্লভদিগের) আসন্নচারী (সত্রীদিগকে তাহারা (তীক্ষ্ণেরা) বলিবে "স্বামীর আদেশেই তাহাদিগকে মারা হইয়াছে।" যে সব (মুখ্যেরা পূর্ব্বেই) রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে সত্রীরা বলিবে—"আমরা যাহা আগে বলিয়াছি তাহাই ঘটিল, যে বাঁচিতে চায়, তাহাকে এখান হইতে অপক্রান্ত হইতে হইবে" (অর্থাৎ এই প্রকার উপায়ে প্রবলতর অভিযোক্তা শত্রুকে দুর্ব্বল করিতে হইবে)।

অর্থদানার্থ (মহামাত্রদ্বারা) যাচিত হইয়া, রাজা (অভিযোক্তা রাজা) যে সব (মহামাত্রকে) অর্থ দান করেন না, সত্রীরা তাঁহাদিগকে বলিবে—"শূন্যপাল রাজাদ্বারা এইভাবে উক্ত হইয়াছেন—'অমুক অমুক (মহামাত্র পুরুষ) আমার নিকট হইতে অযাচ্য বস্তু চাহিতেছে। আমার দ্বারা তাহারা প্রত্যাখ্যাত হইলে পর, তাহারা শত্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহাদের উচ্ছেদসাধনের জন্য তুমি প্রযত্নবান্ থাকিবে,'।" তদনন্তর পূর্ব্ববৎ আচরণ করিতে হইবে (অর্থাৎ তীক্ষ্ণপুরুষেরা রাত্রিতে তাহাদের বধ সাধন করিবে এবং কাহাকে কাহাকে রাজসকাশ হইতে অপক্রান্ত করাইবে)।

আবার যাচিত হইয়া রাজা, যাহাদিগকে (অর্থাৎ যে সব মহামাত্রকে অর্থাদি) দান করেন,—সত্রীরা তাহাদিগকে বলিবে—"শূন্যপাল রাজাদ্বারা এইভাবে উক্ত হইয়াছেন—'অমুক অমুক (মহামাত্র পুরুষ) আমার নিকট হইতে আযাচ্য বস্তু চাহিতেছে। বিশ্বাসের জন্য আমি তাহাদিগকে সেই অর্থ দিয়াছি, কিন্তু, তাহারা শত্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে।

তাহাদের উচ্ছেদসাধনের জন্য তুমি প্রযত্ন লইবে'।" তদনন্তর পূর্ব্ববৎ আচরণ করিতে হইবে।

আবার যাহারা (যে সব মহামাত্রেরা) রাজার নিকট যাচ্য বস্তুও না চাহে,— সত্রীরা তাহাদিগকে বলিবে—"শূন্যপাল রাজাদ্বারা এই ভাবে উক্ত হইয়াছেন—'অমুক অমুক (মহামাত্রপুরুষ) আমার নিকট হইতে যাচ্য বস্তুও চাহে না। ইহার কারণ আর কি হইতে পারে? নিজের দোষের জন্য তাহারা আমার নিকট আসিতে শঙ্কিত হইতেছে। তাহাদের উচ্ছেদসাধনের জন্য প্রযত্ন লইবে'।" তদনন্তর পূর্ব্ববৎ আচরণ করিতে হইবে। (মুখাভেদনের প্রকার উক্ত হইল)।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রকার কৃত্যপক্ষের (ক্রুদ্ধলুব্ধাদির) বিষয় ব্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে।

(সম্প্রতি মহামাত্রাদির নিকট হইতে প্রবলতর অভিযোক্তা রাজাকে ভিন্ন করিবার উপায় বলা হইতেছে।) (বিশ্বস্তভাবে) রাজসমীপে অবস্থানকারী সত্রী, রাজাকে এইরূপ বুঝাইবে—"অমুক অমুক মহামাত্র আপনার শত্রুপুরুষদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালায়।" সত্রীর এই বচন রাজা অঙ্গীকার করিয়া লইলে পর, সেই সত্রী রাজার দূষ্যপুরুষদিগকে, তাহারা (মহামাত্রের) শাসন বা সন্দেশ লইয়া শত্রু-সমীপে যাইতেছে বলিয়া প্রদর্শন করিবে এবং বলিবে "দেখুন যাহা বলিয়াছি তাহাই ঘটিতেছে।"

অথবা, (সত্রী) সেনামুখ্যদিগকে, অমাত্যাদি প্রকৃতিকে ও অন্যান্য রাজপুরুষদিগকে ভূমি ও হিরণ্যদানের লোভ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে নিজ (অন্য) সহযোগীদিগের উপর আক্রমণ করাইবে, অথবা তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে অন্যত্র সরাইয়া নিবে। অথবা, সে (অভিযোক্তা) রাজার যে পুত্র (রাজধানীতে) রাজসমীপে, অথবা (অন্তপালাদির নিকট দূরবর্ত্তী) দুর্গে বাস করেন, তাঁহাকে সত্রী দ্বারা এইরূপ বলিয়া রাজা হইতে ভেদ প্রাপ্ত করাইবে— "(যুবরাজ অপেক্ষায়) তুমিই অধিকতর আত্মগুণসম্পন্ন, তথাপি তোমাকে নিয়ন্ত্রিত রাখা হইয়াছে। অতএব, কেন (এই কথা) উপেক্ষা করিতেছ? বিক্রম প্রদর্শন করিয়া (রাজ্যভাগ) গ্রহণ কর; (এমনও) সম্ভব হইতে পারে যে, যুবরাজ তোমাকেই প্রথমতঃ নষ্ট করিবে।"

অথবা, সেই (প্রবলতর অভিযোক্তা) রাজার বংশসম্ভূত কোন বান্ধবকে, কিংবা অবরুদ্ধ রাজপুত্রকে, (সত্রী) হিরণ্যপ্রদানের লোভ দেখাইয়া বলিবে—"আপনি রাজার মৌলবল, কিংবা প্রত্যন্তস্থিত সেনা, কিংবা অন্য সেনাকে বিধ্বস্ত করুন।" আটবিকদিগকে অর্থ ও মানদ্বারা সৎকৃত করিয়া সে তাহাদের দ্বারা রাজার রাজ্য নষ্ট করাইবে।

(সম্প্রতি রাজমণ্ডলের প্রোৎসাহন নিরূপিত হইতেছে।) অথবা, (অভিযোক্তা শত্রুর) পার্ষ্ণিগ্রাহ রাজাকে এইরূপ ভাবে (অবলীয়ান্ বিজিগীষু রাজা) বলিবেন— "এই রাজা (আগে আমাকে উচ্ছিন্ন করিয়া তোমারও উচ্ছেদ সাধন করিবে। তুমি তাঁহার পার্ষ্ণি গ্রহণ কর, অর্থাৎ পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ কর। তুমি নিবৃত্ত হইলে তিনি যদি তোমার উপর আক্রমণ চালান, তাহা হইলে আমি তাঁহার পার্ষ্ণি গ্রহণ করিব"।

[এই সন্দর্ভাংশ শ্যাম শাস্ত্রীর সংস্করণে পাওয়া যায় না।]

(অভিযোক্তার মিত্রকে প্রোৎসাহিত করার উপায় বলা হইতেছে।) অথবা, (প্রবলতর) অভিযোক্তার মিত্রকে (অবলীয়ান্ বিজিগীষু) এই ভাবে-বলিবেন—"আমি আপনাদের সম্বন্ধে সেতু-স্বরূপ অর্থাৎ অভিযোক্তার অভিযোগ হইতে আপনাদের রক্ষক-স্বরূপ; আমাকে ভিন্ন করিতে পারিলে, এই (রাজা) আপনাদিগকেও ভাসাইয়া নিবেন, অর্থাৎ আমার নাশে আপনাদের নাশ নিশ্চিত।" অথবা, তিনি বলিবেন—"আসুন আমরা মিলিত হইয়া (আমাদের প্রতি) এই রাজার যুদ্ধযাত্রা বা আক্রমণ বিহত করি।"

অভিযোক্তা শত্রুর সহিত যে রাজারা সংহত এবং যে রাজারা অসংহত, তাঁহাদিগকে (অবলীয়ান্ বিজিগীষু) এইরূপ (সন্দেশ) প্রেরণ করিবেন—"এই রাজা, কিন্তু, আমাকে উৎপাটিত করিয়া আপনাদের বিরুদ্ধেও উচ্ছেদ কর্ম্ম চালাইবেন। আপনারা বুঝুন (বিপদে) আমিই আপনাদের সহায়তা বা রক্ষাবিধানের যোগ্য পাত্র"।

(অবলীয়ান্ বিজিগীষু, অভিযোক্তা বলীয়ান্ শত্রুর আক্রমণ হইতে) নিজের মুক্তির জন্য,—কি মধ্যম, কি উদাসীন, কি অন্যান্য আসন্নবর্ত্তী রাজার নিকট সর্ব্বস্বদানেও তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার (বার্ত্তা) পাঠাইবেন, অর্থাৎ সর্ব্বস্বদানপূর্ব্বক তাঁহাদের আশ্রয় কামনা করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে আবলীয়স-নামক দ্বাদশ অধিকরণে সেনামুখ্য ও অন্যান্য মহামাত্রদিগের বধ ও রাজমণ্ডলের প্রোৎসাহন-নামক তৃতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১৩৮ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

১৬৬ম-১৬৭ম প্রকরণ—শস্ত্র, অগ্নি ও বিষের গূঢ়প্রয়োগ ও বীবধ, আসার ও প্রসারের নাশ

(প্রবলতর অভিযোক্তা শত্রুর) দুর্গসমূহে (রাজধানী প্রভৃতিতে) যাহারা (অবলীয়ান্ রাজার) বৈদেহক বা ব্যাপারীর বেষধারী গুপ্তচর হইয়া কার্য্য করিতেছে, তাঁহার গ্রাম-সমূহে যাহারা গৃহপতি বা গৃহস্থের বেষধারী হইয়া সেই কাজ করিতেছে, এবং তাঁহার জনপদসমূহের সন্ধিস্থলে যাহারা গোরক্ষক ও তাপসের বেষধারী হইয়া সেই কাজ করিতেছে—তাহারা (সেই অভিযোক্তা শত্রুর সহিত বিরোধে রত) সমন্ত, আটবিক, তাঁহার কুলসম্ভূত বান্ধব ও তাঁহার অবরুদ্ধ পুত্রের নিকট পণ্যবস্তু-প্রেরণসহ (নিম্নলিখিত) সন্দেশ প্রেরণ করিবে—"শত্রুর অমুকপ্রদেশ আপনারা সহজেই হরণ করিতে পারিবেন"। তৎপর সেইসব সামন্তাদির গূঢ়পুরুষেরা (শত্রুর) দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে অর্থ ও মানদ্বারা সৎকৃত করিয়া, (সেই বৈদেহকাদি গুপ্তচরেরা শত্রুর অমাত্যাদি) প্রকৃতির

রন্ধ্র প্রদর্শন করিবে। তৎপর সেই গূঢ়পুরুষাদি সহ তাহারা শত্রুর সেইসব রন্ধ্রে প্রহার করিবে, অর্থাৎ সেই সব ছিদ্র অবলম্বন করিয়া শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইবে।

অথবা, শত্রুর স্কন্ধাবারে শৌণ্ডিক বা মদ্যবিক্রেতার বেষধারী গূঢ়পুরুষ কোনও বধ্য পুরুষকে নিজের পুত্ররূপে প্রচার করিয়া তাহার (আক্রমণ বা গোলমালের) সময়ে বিষপ্রয়োগদ্বারা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া, মৃতব্যক্তির তৃপ্তির জন্য ইহা নৈবেচনিক দ্রব্য অর্থাৎ নিষেচন বা মৃতব্যক্তির তর্পণসাধকদ্রব্য বলিয়া, মাদকতার উৎপাদনকারী বিষদ্বারা সমন্বিত শতশত মদ্যকুম্ভ প্রদান করিবে। অথবা, তাহারা (দণ্ডমুখ্যদিগের বিশ্বাস জন্য) প্রথম একদিন শুদ্ধ অর্থাৎ বিষ-রহিত মদ্য তাহাদিগকে পান করাইবে, কিম্বা এক চতুর্থাংশ বিষযুক্ত মদ্য পানার্থ দিবে, তৎপর অন্যদিন সম্পূর্ণ বিষযুক্ত মদ্য দিবে। অথবা, তাহারা প্রথমতঃ দণ্ডমুখ্যদিগকে শুদ্ধ (বিষরহিত) মদ দিবে, পরে মদের মাদকতায় তাহারা অবশ হইলে, তাহাদিগকে বিষযুক্ত মদ প্রদান করিবে। (এই ভাবে শত্রু রাজার সেনামুখ্যক্ষয়ের চেষ্টা করা হইবে)।

অথবা, (শত্রুর স্কন্ধাবারে) দণ্ডমুখ্যের বেষধারী গূঢ়পুরুষ বধ্য কোনও পুরুষকে নিজের পুত্ররূপ স্বীকার করিয়া—অবশিষ্ট কার্য্য পূর্ব্বোক্ত ভাবে করিবে।

অথবা, **পাক্বমাংসক** (পক্বমাংসবিক্রেতা), **ঔদনিক** (পক্বান্নবিক্রেতা), **শৌণ্ডিক** (মদ্যবিক্রেতা) ও **আপূপিকের** (পিষ্টকাদিবিক্রেতার) বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা, নিজ নিজ পণ্যদ্রব্যের গুণবিশেষ ঘোষণা করিয়া, পরস্পরের প্রতি সঙ্ঘর্ষ বা স্পর্দ্ধাসহকারে—'আমার দ্রব্যের মূল্য কালান্তরে দিলেও চলিবে এবং আমার দ্রব্যের মূল্য লঘুতর'—এইরূপ ব্যপদেশে শত্রুপক্ষের লোকদিগকে ডাকিয়া বিষদ্বারা স্বপণ্য মিশ্রিত করিয়া, তাহাদিগকে সেগুলি প্রদান করিবে। অথবা, স্ত্রীলোক ও বালকেরা (বাস্তবিকপক্ষে ইহারাও গুপ্তচর) সুরা, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও তৈল তৎ-তৎ দ্রব্যের বিক্রেতাদিগের হস্ত হইতে লইয়া, বিষযুক্ত নিজ পাত্রে ঢালিয়া লইবে—পরে 'এইরূপ মূল্যে এইরূপ বিশিষ্ট দ্রব্য আমাকে পুনরায় দেও'—এই বলিয়া তাহাদের ভাণ্ডে তৎ-তৎ (বিষযুক্ত) দ্রব্য ফিরাইয়া ঢালিয়া দিবে। অথবা, বৈদেহক বা ব্যাপারীর বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা পণ্যবিক্রয়ের ব্যপদেশে এই সব সুরাদি-দ্রব্যেরই আহরণকারী হইয়া, (শত্রুর স্কন্ধাবারে) সন্নিকটবর্ত্তী থাকিয়া হস্তী ও অশ্বসমূহের অন্ন ও ঘাসাদিতে বিষযুক্ত সেই সেই দ্রব্য মিশাইয়া দিবে।

অথবা, কর্ম্মকর বা মজুরের বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা, বিষযুক্ত ঘাস বা জল বিক্রয় করিবে। অথবা, বহুকাল যাবৎ মিত্রতার আচরণকারী গো-বাণিজকের বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা আক্রমণ (বা গোলমালের) সময়ে শত্রুর মোহের অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিলে, নিজের গরু, ছাগ ও মেষযূথ (শত্রুর ব্যাকুলতা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে) ছাড়িয়া দিবে। অথবা, অশ্বাদি-বাণিজকের বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা ঘোড়া, গাধা, উট ও মহিষের মধ্যে যেগুলি দুষ্ট, সেগুলির চক্ষু চুচুন্দরীর (উগ্রবিষযুক্ত মূষিক জাতীয় জন্তুবিশেষের) রক্তদ্বারা লেপিয়া সেগুলিকে ছাড়িয়া দিবে।

অথবা, লুব্ধক বা শিকারীর বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা নিজের ব্যাল বা দুষ্ট মৃগদিগকে পঞ্জর হইতে ছাড়িয়া দিবে। অথবা, সর্পগ্রাহের বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা উগ্রবিষ সর্পগুলিকে

ছাড়িয়া দিবে। অথবা, হস্তিজীবীর বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা (ব্যাল) হস্তী ছাড়িয়া দিবে। (শত্রুসেনার ব্যাকুলতার জন্য এইসব কাজ করা হয় এবং এই ব্যাকুলতার সময়ে ইহাকে আক্রমণ করার সুবিধা ঘটে)।

অথবা, অগ্নিজীবীর অর্থাৎ লৌহকারপ্রভৃতির বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা নিজের অগ্নি ছাড়িয়া দিবে, অর্থাৎ শত্রুসেনার মদোন্মাদসময়ে স্কন্ধাবারে অগ্নি লাগাইয়া দিবে।

অথবা, (অবলীয়ান্ বিজিগীষুর) গূঢ়পুরুষগণ, (প্রবলতর) শত্রুর পদাতি, অশ্ব, রথ ও হস্তীর মুখ্য বা অধ্যক্ষগণকে বিমুখ হওয়ার অবস্থায় অভিঘাত করিবে, অথবা মুখ্যদিগের আবাসে আগুন লাগাইয়া দিবে। অথবা, দূষ্য, অমিত্র ও আটবিকের বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা শত্রুর প্রতি প্রণিধি বা গুপ্তচরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, তাঁহার (শত্রুর) সেনার পৃষ্ঠদেশে অভিঘাত করিবে, অথবা সেই সেনার অবস্কন্দ বা সুপ্তাবস্থায় আক্রমণ করিবে, অথবা, সেই সেনা সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলে, ইহাকে প্রত্যাক্রমণ করিবে। অথবা, বনমধ্যে লুক্কায়িত গূঢ়পুরুষেরা শত্রুর প্রত্যন্তপ্রদেশে রক্ষিত স্কন্ধ বা সেনাকে (কোনও ব্যপদেশে) নিজ সমীপে সমাকর্ষণ করিয়া নষ্ট করিবে। (এই পর্য্যন্ত শস্ত্র, অগ্নি ও বিষপ্রয়োগের নিরূপণ করা হইল।)

(সম্প্রতি বীবধ, আসার ও প্রসারের নাশসম্বন্ধে বলা হইতেছে।) যখন (প্রবলতর) শত্রুর **বীবধ** (অর্থাৎ ধান্যাদির আগমন), **আসার** (সুহৃদ্বলের আগম) ও **প্রসার** (তৃণকাষ্ঠাদির প্রবেশ) একএকক্রমে গম্য সঙ্কুচিত মার্গে চলিবে, তখন তাহারা সেগুলির উপর আক্রমণ চালাইবে।

অথবা, রাত্রিযুদ্ধে সঙ্কেতসহকারে খুব বেশী বাদ্যমান তূর্য্যধ্বনি উৎপাদন করিয়া (গূঢ়পুরুষেরা) এইরূপ বলিবে—"আমরা শত্রুর অধিকৃতস্থানে প্রবেশ করিয়াছি এবং তদীয় রাজ্য লাভ করিয়াছি"। অথবা, তাহারা রাজার আবাসে প্রবেশ করিয়া গোলমালের ভিতর রাজাকে মারিয়া ফেলিবে।

অথবা, যে কোন দিকে পলায়নপর রাজাকে, ম্লেচ্ছ ও আটবিক সেনার বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা, সত্র অর্থাৎ মরুদুর্গাদি (১০ম অধিকরণে, ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আশ্রয় করিয়া, কিংবা স্তম্ভ ও বাট আশ্রয় করিয়া, মারিয়া ফেলিবে। অথবা, লুব্ধক বা ব্যাধব্যঞ্জন গূঢ়-পুরুষেরা, অবস্কন্দের বা আক্রমণের গোলমালমধ্যে গূঢ়যুদ্ধ (কূটযুদ্ধপ্রকরণে উক্ত যুদ্ধ) অবলম্বন করি (রাজাকে) মারিয়া ফেলিবে।

অথবা, তাহারা একৈকগম্য পথে, কিংবা শৈলপ্রায়, স্তম্ভবাটপ্রায়, খঞ্জনোদকে (দলদলে রাস্তায়) ও অন্তরুদকে (জলময় রাস্তায়) নিজদেশীয় সেনাদ্বারা (অভিযোক্তা রাজাকে) নষ্ট করিবে। অথবা, তাহারা নদী, সরোবর, তড়াগ ও সেতুবন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়া তজ্জলদ্বারা (শত্রুর সেনা) প্লাবিত করিবে। অথবা, তাহারা ধান্বনদুর্গ (মরুদুর্গ), বনদুর্গ ও নিম্নদুর্গে অবস্থিত শত্রুকে যোগাগ্নি (কপটোপায়ে প্রযুক্ত অগ্নি) ও যোগধূম (বিষময় ধূম)-দ্বারা নষ্ট করিবে।

অথবা, তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষেরা সঙ্কটস্থানগত (অর্থাৎ যে স্থানের প্রবেশ ও নির্গম

কঠিন তদ্গত) (প্রবলতর) শত্রুরাজাকে অগ্নিদ্বারা, ধান্বনদুর্গস্থিত রাজাকে ধূমদ্বারা, নিধান (গূঢ়কোষরক্ষার স্থান)-স্থিত রাজাকে বিষদ্বারা, ও জলমধ্যে লুক্কায়িত রাজাকে দুষ্টনক্রাদিদ্বারা কিংবা (দুর্গলম্ভোপায় নামক ১৩শ অধিকরণে ১ম অধ্যায়ে উক্ত) অন্যান্য জলসঞ্চরণসাধনদ্বারা নিগৃহীত করিবে।

অথবা, অগ্নিদ্বারা আদীপ্ত আবাস হইতে নিষ্ক্রমণপর শত্রুরাজাকে, কিংবা (আত্ম-রক্ষার্থ) উপরি উক্ত (ধান্বনদুর্গাদি) স্থানসমূহে আসক্ত শত্রুরাজাকে, (অবলীয়ান্ বিজিগীষু) যোগবামন (১৩শ অধিকরণে ২য় অধ্যায়) ও যোগ (যোগাতিসন্ধাননামক ১২শ অধিকরণে ৫ম অধ্যায়)-দ্বারা, অথবা, (পরাতিসন্ধানার্থ উক্ত) যে কোন যোগদ্বারা প্রবঞ্চিত করিয়া স্ববশে আনিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে আবলীয়স-নামক দ্বাদশ অধিকরণে শস্ত্র, অগ্নি, ও
বিষের গূঢ়প্রয়োগ ও বীবধ, আসার ও প্রসারের নাশ-নামক
চতুর্থ অধ্যায় (আদি হইতে ১৩৯ অধ্যায়) সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

১৬৮ম ১৭০ম প্রকরণ—কপটোপায় ও দণ্ডদ্বারা অতিসন্ধান ও একবিজয়

দেবতার পূজাদানসময়ে ও (দেবতার উৎসবজন্য) শোভাযাত্রাসময়ে, দেবতার প্রতি ভক্তিবশতঃ শত্রুর বহু বহু পূজ্যজনের আগমন-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। সেই অবসরে (অবলীয়ান্ বিজিগীষু রাজা) শত্রুর প্রতি যোগ বা কূট উপায়ের প্রয়োগ করিবেন।

(প্রয়োগের উপায় নিরূপিত হইতেছে।) যে সময়ে শত্রুরাজা দেবতার গৃহে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিবেন, তখন তিনি (সংযুক্ত) যন্ত্র ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার উপর গূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি বা প্রাচীর, কিংবা শিলা পাতিত করিবেন। দালানের শিরোবর্ত্তী গৃহ হইতে তিনি শিলা ও শস্ত্রবর্ষণ করাইবেন; অথবা, তিনি অবস্থান হইতে বিশ্লেষিত কবাট তদুপরি পাতিত করিবেন, অথবা, ভিত্তিতে বা প্রাচীরে গূঢ়ভাবে নিবেশিত বা একদেশে বন্ধনযুক্ত অর্গল বা দণ্ড তদুপরি বিমোচিত করিবেন। অথবা, তিনি দেবতার দেহস্থিত প্রহরণগুলি তাঁহার উপর পাতিত করিবেন। অথবা, তিনি তাঁহার দাঁড়াইবার, বসিবার ও গমনের স্থানসমূহে (বিষযুক্ত) গোময়লেপন, (বিষযুক্ত) গন্ধজলের অবসেক বা (বিষযুক্ত) পুষ্পচূর্ণের উপহারদ্বারা বিষপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিবেন। অথবা, তিনি গন্ধদ্রব্যদ্বারা আচ্ছাদিত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বিষযুক্ত তীব্র ধূম তাঁহাকে অত্যধিক মাত্রায় গ্রহণ করাইবেন। অথবা, তিনি তাঁহার শয্যা ও আসনের নীচে, যন্ত্রদ্বারা যে তলদেশ আবদ্ধ তাহাতে শয়ান বা আসীন, শত্রুরাজাকে (যন্ত্রের) কীলকমোচনদ্বারা (লৌহনির্ম্মিত) শূলযুক্ত কূপে বা গভীর গহ্বরে পাতিত করিবেন। অথবা, সেই শত্রু (অবলীয়ান্

বিজিগীষুর) নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি তাঁহার জনপদ হইতে বাধাপ্রদানে সমর্থ লোককে আটক করিবার জন্য সরাইয়া নিবেন, অথবা তাঁহার দুর্গ হইতে বাধাপ্রদানে অসমর্থ লোককে বন্ধন-মুক্ত করিবেন। সেই নীয়মান লোক যদি প্রত্যাদেয় হয় অর্থাৎ যদি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে নিজেই শত্রুর দেশে পাঠাইয়া দিবেন। যদি শত্রুর জনপদ তাঁহার একমাত্র আধিপত্যে স্থিত থাকে, তাহা হইলে তিনি ইহার (জনপদের) শৈলদুর্গে, বনদুর্গে, নদীদুর্গে এবং অটবীদ্বারা পরিবেষ্টিত প্রদেশসমূহে, যাহাতে তাঁহার (শত্রুর) কোন পুত্র বা ভ্রাতার স্বায়ত্তীকৃত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন, অর্থাৎ জনপদের তত্তদংশে তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতার আধিপত্য স্থাপিত করিবেন।

দণ্ডোপনতবৃত্ত-নামক (ষাড্‌গুণ্যাধিকরণে ১৫শ অধ্যায়ে) প্রকরণে শত্রুর উপরোধের হেতুসমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

তিনি চতুর্দ্দিকে একযোজন-পরিমিত (শত্রুর দেশে) তৃণ ও কাষ্ঠ জ্বালাইয়া দিবেন। তিনি তদীয় দেশের জল বিষযুক্ত করিবেন এবং সেই জল (সেতুবন্ধপ্রভৃতির ভেদ ঘটাইয়া) নির্গত করাইবেন। তিনি (তদীয় প্রাকারের) বাহিরে কূটকূপ অর্থাৎ কপটকূপ, (তৃণাদিচ্ছন্ন) গর্ত্ত ও কণ্টকযুক্ত লৌহময় রজ্জুপ্রভৃতি অবস্থাপিত করিবেন।

শত্রু রাজা যেখানে থাকেন, সেখানে (অবলীয়ান্ বিজিগীষু) বহুমুখ সুরঙ্গ কাটাইয়া, তাহাতে শত্রুর বিচয় বা অন্বেষণকার্য্যে ব্যাপৃত মুখ্যদিগকে, অথবা স্বয়ং অমিত্র রাজাকে অপহৃত বা আক্রান্ত করাইবেন। শত্রু নিজেই যদি (বিজিগীষুর দুর্গে প্রবেশ করার জন্য) সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে তিনি (দুর্গের চারিদিকে) জলদর্শন হওয়া পর্য্যন্ত খাত, গভীর পরিখা খানিত করিবেন, অথবা (দুর্গের) প্রাকারের দৈর্ঘ্যানুসারে কূপশালা নির্ম্মাণ করাইবেন।

যে স্থানে সুরঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছ, তিনি সেখানে খাতগুলির অভিজ্ঞানার্থ নির্জ্জল ঘট বা কাংস্যনির্ম্মিত ভাণ্ডসমূহ রাখিবেন। শত্রুকৃত সুরঙ্গের পথ জানা গেলে (বিজিগীষু) প্রতিসুরঙ্গ তৈয়ার করাইবেন। অথবা, সেই সুরঙ্গে ভেদ বা ছিদ্র করাইয়া তিনি তদ্দ্বারা (বিষময়) ধূম বা জল তন্মধ্যে প্রবেশ করাইবেন।

অথবা, শক্তি-অনুসারে দুর্গরক্ষার বিধান করিয়া (অবলীয়ান্ রাজা) মূলস্থানে (রাজধানীতে) নিজ পুত্রকে স্থাপিত করিয়া (সবল) শত্রুর প্রতিকূল দিকে অর্থাৎ যে দিকে শত্রুর অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে সেদিকে, স্বয়ং চলিয়া যাইবেন। অথবা, তিনি সেই দিকে যাইবেন,—যেদিকে গেলে তিনি নিজ মিত্র, বান্ধব ও আটবিকদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন; অথবা, যে দিকে গেলে তিনি শত্রুকে তদীয় মিত্রগণ হইতে বিযুক্ত করিতে পারিবেন, অথবা পৃষ্ঠদেশ হইতে শত্রুর আক্রমণ করিতে পারিবেন, অথবা শত্রুর রাজ্য অপহরণ করিতে পারিবেন, অথবা শত্রুর বীবধ, আসার ও প্রসারের নিরোধ করিতে পারিবেন; অথবা যেদিকে গেলে কপট অক্ষখেলকের ন্যায় কপট প্রয়োগদ্বারা শত্রুকে প্রহার করিতে পারিবেন, অথবা যেদিকে গেলে নিজ রাজ্যের ত্রাণসাধনে সমর্থ হইবেন, অথবা নিজ মূলস্থানের বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। অথবা, তিনি সেই স্থানে যাইবেন, যে স্থানে গেলে তিনি শত্রুর সহিত নিজ অভিপ্রেত সন্ধি স্থাপন করিতে পারিবেন।

অথবা, তাঁহার (অবলীয়ান্ রাজার) সহপ্রস্থানকারী গূঢ়পুরুষেরা (সবল) শত্রুর নিকট (এইরূপ সন্দেশ) পাঠাইবে—"আপনার শত্রু আমাদের হস্তগত হইয়াছেন। সুতরাং কোনও পণ্যবস্তুর অপদেশে হিরণ্য, অথবা কোনও অপকারের অপদেশে অন্তঃসারযুক্ত সেনা, আমাদের নিকট প্রেরণ করুন, আমরা আপনার এই শত্রুকে বদ্ধ বা মারিত অবস্থায় আপনার নিকট অর্পণ করিব"। শত্রু রাজা এইরূপ করিতে স্বীকার করিলে, সেই হিরণ্য ও সারযুক্ত সেনা (অবলীয়ান্ বিজিগীষু স্বয়ং) গ্রহণ করিবেন।

অথবা, (অবলীয়ান্ রাজার) অন্তপাল নিজ দুর্গ শত্রুকে প্রদান করিয়া, তাঁহার (সেই সবল শত্রুর) সেনার কোনও এক অংশকে অনেক দূরে লইয়া গিয়া বিশ্বাসোৎপাদন-পূর্ব্বক ইহার বধ সাধন করিবেন। অথবা, (সেই অন্তপাল) একীভূত কোন উচ্ছৃঙ্খল জনপদকে নিগৃহীত করার জন্য শত্রুর সেনা ডাকিয়া লইবেন। তৎপর সেই সেনাকে তিনি এমন প্রদেশে নিয়া যাইবেন যেখানে গেলে নির্গমন কঠিন, এবং যেখানে নিয়া বিশ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক তাহার বধ সাধন করিবেন।

অথবা, তাঁহার (অবলীয়ান্ বিজিগীষুর) কোনও মিত্রবেষধারী গূঢ়পুরুষ শত্রুর নিকট এইরূপ বার্ত্তা পাঠাইবে—"এই (আপনার) দুর্গে ধান্য, স্নেহদ্রব্য (তৈলঘৃতাদি), ক্ষার (গুড়াদি) বা লবণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ফুরাইয়া গিয়াছে। এইসব দ্রব্য অমুক দেশে ও অমুক সময়ে প্রবেশ লাভ করিবে। আপনি সেই সব দ্রব্য নিজে (লুটিয়া) লউন।" তদনন্তর (অবলীয়ান্ বিজিগীষুর) দুষ্য, অমিত্র ও আটবিক পুরুষেরা বিষযুক্ত ধান্য, স্নেহদ্রব্য, ক্ষারবস্তু বা লবণ (সেই দেশে ও সেই কালে) প্রবেশ করাইবে। অথবা, অন্য বধ্যপুরুষেরা সেই কার্য্য করিবে, (তাহা হইলেই সেই বিষযুক্ত দ্রব্যের ব্যবহারে বিজিগীষুর শত্রু নষ্ট হইবেন)।

এইভাবে সর্ব্বপ্রকার বিষযুক্ত পদার্থের বীবধ শত্রুদ্বারা কি উপায়ে গ্রহণ করাইতে হইবে তাহা ব্যাখ্যাত হইল, বুঝিতে হইবে।

অথবা, (অবলীয়ান্ বিজিগীষু) শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া পণিত হিরণ্যের (নগদ টাকার) একাংশ তাঁহাকে দিবেন। অবশিষ্ট অংশ প্রদান করিতে তিনি বিলম্ব করিবেন। তদনন্তর (বিশ্বাস উৎপন্ন হইলে শত্রুর করণীয়) রক্ষাবিধানে তিনি শত্রুকে উপেক্ষা করিতে প্রযোজিত করিবেন। অথবা, তিনি অগ্নি, বিষ ও শস্ত্রদ্বারা শত্রুকে প্রহার করিবেন। অথবা, তিনি হিরণ্য প্রতিগ্রহকারী অর্থাৎ উৎকোচগ্রহণকারী শত্রুর বল্লভ বা প্রিয়জনদিগকে (অর্থদ্বারা) অনুগৃহীত করিয়া স্ববশে আনিবেন (অর্থাৎ শত্রুর নাশের জন্য তাহাদের সহায়তা লইবেন)।

যদি (অবলীয়ান্ বিজিগীষু) সর্ব্বদা শত্রুনিবারণে পরিক্ষীণ বা অশক্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি শত্রুকে স্বদুর্গ ছাড়িয়া দিয়া সুরঙ্গপথে নির্গত হইয়া যাইবেন। অথবা, তিনি প্রাকারের কুক্ষিতে যেখানে কোন ভঙ্গ আছে, তাহা ভেদ করিয়া পালাইয়া যাইবেন।

রাত্রিতে শত্রুসেনার উপর সৌপ্তিকাপহরণ অবলম্বন করিয়া যদি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে (স্বদুর্গেই) অবস্থান করিবেন। কিন্তু, অকৃতকার্য্য হইলে তিনি পার্শ্ব বা বক্রোপায়ে নিষ্ক্রান্ত হইবেন। (তদ্রূপ উপায় নিরূপিত হইতেছে, যথা—) তিনি

পাষণ্ডের (যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্ঘের) বেষধারী হইয়া অল্পসংখ্যক পরিজনসহকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন। অথবা, তিনি মারা গিয়াছেন এই বলিয়া, প্রেতব্যঞ্জন রাজাকে গূঢ়পুরুষেরা দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত করাইবে। অথবা, তিনি কোন প্রেত বা মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর বেষধারী হইয়া প্রেত স্বামীর অনুগমন করিবেন।

অথবা, তিনি দেবতার পূজোপহারে, শ্রাদ্ধে ও উত্থানভোজনাদিতে বিষযুক্ত অন্নপান (শত্রুকে) দিয়া, দূষ্য পুরুষের বেষধারী গূঢ়পুরুষদিগের সাহায্যে শত্রুপক্ষে প্রবেশ করিয়া, উপজাপ বা ভেদ-অবলম্বনপুর্ব্বক নিজ গূঢ় সৈন্যের সহায়তায় শত্রুকে অভিহত করিবেন।

(সম্প্রতি সৈন্যসাহায্য-ব্যতিরেকে একাকী আবলীয়ান্ রাজা কি প্রকারে শত্রুকে অভিভূত করিতে পারেন, তাহা নিরূপিত হইতেছে।) অথবা, যদি (অবলীয়ান্ রাজার) দুর্গ শত্রুদ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে তিনি খাওয়ার যোগ্য দ্রব্যাদিদ্বারা পরিপুর্ণ কোন চৈত্য বা দেবালয়ে নিজকে সরাইয়া লইয়া গিয়া সেই স্থানের দেবপ্রতিমার ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া নিবাস করিবেন। অথবা, তিনি গূঢ়বাসযোগ্য রন্ধ্রযুক্ত ভিত্তিতে, কিংবা দেবতাপ্রতিমা-যুক্ত কোন ভূমিগৃহে যাইয়া বাস করিবেন। শত্রু যদি তাঁহার কথা বিস্মৃত হয়েন, তাহা হইলে (অবলীয়ান্ বিজিগীষু) রাত্রিতে সুরঙ্গাপথে শত্রুরাজার আবাসে প্রবেশ লাভ করিয়া সুপ্ত অমিত্রকে বধ করিবেন। অথবা, তিনি যন্ত্রবিশ্লেষণের আধার বিশ্লেষিত করিয়া তদুপরি যন্ত্রপাত ঘটাইবেন। অথবা, বিষ ও অগ্নিযোগদ্বারা (ঔপনিষদিক অধিকরণের প্রলম্ভন-প্রকরণে উক্ত উপায়দ্বারা) লিপ্ত গৃহে কিম্বা জতুগৃহে শয়ান শত্রু রাজাকে তিনি জ্বালাইয়া দিবেন।

অথবা, ভূমিগৃহে, সুরঙ্গায় ও গূঢ়ভিত্তিতে প্রবিষ্ট তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষেরা বিহারবিষয়ে আসক্ত শত্রু রাজাকে প্রমদবন ও বিহারস্থানের অন্তরে অবস্থানকালে হত্যা করিবে; অথবা, গুপ্তচরের কার্য্যে অবস্থিত গূঢ়পুরুষেরা (সূদ ও আরালিকাদিরূপে প্রচ্ছন্ন পুরুষেরা) বিষপ্রয়োগদ্বারা তাঁহাকে বধ করিবে। অথবা, নিরুদ্ধ অর্থাৎ (অন্যজনপ্রবেশ-রহিত) স্থানে সুপ্ত শত্রুরাজার উপর গুপ্তবেষধারিণী স্ত্রীরা সর্প, বিষ ও অগ্নির ধূম মোচন করিবেন (যদ্দ্বারা শত্রুরাজা মারা যাইতে পারেন)।

অথবা, অবসর উপস্থিত হইলে, যদি অনুকূল উপায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে শত্রুর অন্তঃপুরে গমনের পর, গূঢ়ভাবে সেখানে সংবরণ করিয়া (অবলীয়ান্ বিজিগীষু) সেই উপায় শত্রুর উপর প্রয়োগ করিবেন। তৎপর গূঢ়ভাবেই তিনি সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন, এবং গূঢ়প্রণিহিত স্বজনদিগের প্রতি আহ্বানসংকেত প্রদান করিবেন।

(অবলীয়ান্ বিজিগীষু) দ্বারপাল, বর্ষবর (নপুংসক, ও শত্রুর অন্তঃপুরে অন্য কর্ম্মচারীর বেষে অবস্থিত গূঢ়পুরুষদিগকে এবং শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত গূঢ় প্রণিহিত পুরুষদিগকে তূর্য্যঘোষরূপ সংজ্ঞাদ্বারা আহ্বান করিয়া, শত্রুর অবশিষ্ট পরিজনদিকে (তাহাদের দ্বারা) বধ করাইবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে আবলীয়স-নামক দ্বাদশ অধিকরণে যোগ বা কপটোপায়-দ্বারা অতিসন্ধান, দণ্ডাতিসন্ধান ও একবিজয়নামক পঞ্চম অধ্যায়
(আদি হইতে ১৪০ অধ্যায়) সমাপ্ত।

আবলীয়স-নামক দ্বাদশ অধিকরণ সমাপ্ত।

দুর্গলম্ভোপায়—ত্রয়োদশ অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১৭১ম প্রকরণ—উপজাপ বা শত্রু হইতে তৎপক্ষীয়গণের ভেদের উপায়

শত্রুর গ্রাম (-নাগরাদি) দখল করিতে ইচ্ছুক বিজিগীষু নিজের সর্ব্বজ্ঞতা ও দেবতার সহিত সাক্ষাৎকার-সংযোগের খ্যাপনাদ্বারা আত্মপক্ষকে অত্যন্ত হর্ষযুক্ত করিবেন ও শত্রু-পক্ষকে উদ্বিগ্ন করিবেন।

নিম্নলিখিত উপায় প্রয়োগদ্বারা নিজের সর্ব্বজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করিবেন, যথা—(১) মুখ্য মুখ্য রাজোপজীবিগণের নিজ গৃহের গুহ্য বৃত্তান্ত (গূঢ়পুরুষদ্বারা) অবগত হইয়া সেই মুখ্যদিগের নিরাকরণ; (২) কণ্টকশোধন অধিকরণে (পঞ্চম অধ্যায়ে) উক্ত অপসর্পোপ-দেশদ্বারা, রাজার সহিত দ্বেষ-আচরণকারীদিগকে জানিয়া প্রকাশকরণ; (৩) অন্যের অবিদিত সংসর্গবিদ্যার (অর্থাৎ নৃত্যগীতবাদ্যবিদ্যার) সংজ্ঞাদ্বারা (এবং গুপ্তচরাদি হইতে অবগত) রাজার নিকট নিবেদনীয় উপঢৌকনের কথা আগেই খ্যাপন; (৪) (যে দিনই বিদেশে কোন ঘটনা ঘটিবে) সেই দিনই সেই ঘটনাশংসী লেখ্য বা মুদ্রাদ্বারা সংযুক্ত (অর্থাৎ সেই লেখ্যহারক) গৃহপারাবতদ্বারা বিদেশের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত উপায় প্রয়োগদ্বারা নিজের দেবতাসংযোগ তিনি প্রকাশ করিবেন, যথা—(১) সুরঙ্গাদ্বারা যাইয়া অগ্নি ও চৈত্যদেবতার প্রতিমাতে কৃত ছিদ্রদ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্ট অগ্নি ও চৈত্যদেবতাব্যঞ্জক (গূঢ়পুরুষদিগের) সহিত সম্ভাষণ ও তাঁহাদের পূজন (রাজা করিবেন); (২) জল হইতে উত্থিত নাগব্যঞ্জন ও বরুণব্যঞ্জন (অর্থাৎ তদ্দেববেষধারী গূঢ়পুরুষদিগের) সহিত সম্ভাষণ ও তৎপূজন (করিবেন); (৩) (তড়াগাদির) জলমধ্যে মুদ্রাযুক্ত (মোহর-করা) বালুকানির্ম্মিত (মজবুত) কোশ বা পেটারী রাখিয়া রাত্রিতে, তন্মধ্যে (লুকায়িত) অগ্নিমালা বার বার উঠাইয়া দেখাইবেন; (৪) ভারী শিলাযুক্ত শিক্যাদ্বারা ধারিত প্লবকের (উড়ুপাদির, ভেলার) উপর (স্থিরভাবে) দাঁড়াইয়া থাকিবেন (অর্থাৎ এই প্রকারে বদ্ধ প্লবক জলবেগে অস্থির হইবে না—রাজাও তদুপরি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন); (৫) উদকবস্তি বা জলপ্রবেশরোধকারী বস্ত্রান্তদ্বারা ও জরায়ু বা গর্ভথৈলীর মত চর্ম্মনির্ম্মিত থৈলী-দ্বারা মস্তক সহ নাসিকা ঢাকিয়া, পৃষত-নামক মৃগের অন্ত্র ও কুলীরক (কাঁকড়া), কুম্ভীর, শিংশুমার ও উদ্র নামক মৎস্যবিশেষের বসা (চরবী) সহ শতপাকে প্রস্তুত তৈল নাসিকাতে প্রয়োগ করিয়া, (পুরুষেরা) রাত্রিতে গণশঃ (দলে দলে) সঞ্চরণ করে—এই প্রকার জলসঞ্চার ঘটে। এই সব জলসঞ্চারী গূঢ়পুরুষদ্বারা (রাজা) বরুণ ও নাগদেবের কন্যাগণের ন্যায় শব্দ উচ্চারিত করাইবেন এবং (তিনি) তাহাদের সহিত আলাপ করিবেন; এবং (৬) কোপের কারণ উপস্থিত হইলে স্বমুখ হইতে (ঔষধাদিযোগে) অগ্নি ও ধূম নির্গত করিবেন।

রাজার নিজের দেশে তাঁহার এই সব বিষয়ের (অর্থাৎ তদীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব ও দৈবত-

সংযোগের) কথা, তাঁহার সহায়তাকারী ও তদীয় এই সব প্রভাবের দর্শনকারী, কার্ত্তান্তিক (দৈবজ্ঞ), নৈমিত্তিক (নিমিত্তদর্শনে শুভাশুভশংসী). মৌহূর্ত্তিক (জ্যোতির্ব্বিদ্), পৌরাণিক (পুরাণ-কথাকথক) ও ঈক্ষণিক (প্রশ্নোত্তরে ভবিষ্যৎ শুভাশুভবক্তা) গূঢ়পুরুষগণ প্রকাশ করিবে। (আবার সেইরূপ গূঢ়পুরুষেরাই) তদীয় শত্রুর দেশে (বিজিগীষুর) দৈবতদর্শন ও দিব্য কোশ ও দিব্য দণ্ড বা সেনার প্রাদুর্ভাবের কথা প্রচার করিবে। দৈবতপ্রশ্ন (শুভাশুভকর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্ন), নিমিত্তবিদ্যা (শকুনবিদ্যা), বায়সবিদ্যা (কাকস্বরবিজ্ঞান), অঙ্গবিদ্যা (অঙ্গস্পর্শদ্বারা শুভাশুভকথন), স্বপ্নদর্শন ও পশুপক্ষীর রবসম্বন্ধে (তাহারা) এইরূপ বলিবে যে, এইসব দ্বারা (রাজার) বিজয় সূচিত হইতেছে। (এবং এইসব নিমিত্তদ্বারা সূচিত) শত্রুর বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ পরাজয় ঘটিবে ইহাই ভেরীনিনাদসহকারে (তাহারা) প্রচার করিবে। আর তাহারা এই শত্রুরাজার সম্বন্ধে আকাশে উল্কাপাত (অধিঃ ১৪। অধ্যায় ২ দ্রষ্টব্য) দর্শন করাইবে।

শত্রুর মুখ্য পুরুষদের সহিত মিত্ররূপে ব্যবহারকারী দূতবেষধারী পুরুষেরা, (তাঁহাদের নিকট) নিজ প্রভুর (অর্থাৎ বিজিগীষুর) দ্বারা প্রদর্শিত সৎকারের প্রশংসা করিবে। তাহারা (শত্রুর) অমাত্যবর্গ ও আয়ুধধারী সৈনিকপুরুষদিগের সম্মুখে (বিজিগীষুর) উন্নতিসাধন ও পরপক্ষের অবনতিসাধনের কথা এবং তাঁহাদের (অমাত্য ও আয়ুধীয়গণের) প্রতি তুল্যরূপ যোগক্ষেমবহনের কথা ব্যক্ত করিবে। (তাহারা আরও বলিবে যে,) তাঁহাদের (অমাত্য ও আয়ুধীয়বর্গের) প্রতি (রাজা) তাহাদের বিপৎকালে সহায়তাপ্রদর্শন ও সম্পৎকালে অভিনন্দনাদি প্রদর্শন এবং (তাহাদের মৃত্যুর পর) তাহাদের অপত্যের প্রতি সৎকার প্রদর্শন করেন।

পূর্ব্বে (ভেদসম্বন্ধে) যেরূপ উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া রাজা পরপক্ষকে উৎসাহিত করিবেন। পুনরায় অন্য উপায়ও বলা হইবে, যথা—(শত্রু পক্ষের কাহাকে কি ভাবে উৎসাহিত করিতে হইবে অর্থাৎ শত্রুরাজা হইতে ভিন্ন করিতে হইবে তাহা বলা হইবে) (পরপক্ষীয়) যাহারা কার্য্যসম্পাদনে অত্যন্ত পটু তাহাদিগকে তিনি সামান্য গর্দভের নিদর্শনদ্বারা অর্থাৎ গর্দভের ন্যায় প্রভুর জন্যই তাহারা পরিশ্রম করিয়া থাকে, এইরূপ বাক্যদ্বারা উৎসাহিত করিবেন। লকুট বা বেত্রযষ্টি ও শাখাহনন বা কুঠারাদির নিদর্শনদ্বারা দণ্ডকারী সৈনিকদিগকে তিনি (অর্থাৎ স্বকার্য্যের ফল স্বয়ং অনুভব করিতে পারে না বলিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক স্বপ্রভু হইতে ভিন্ন হওয়ার জন্য) উৎসাহিত করিবেন। যাহারা উদ্বিগ্ন অর্থাৎ শত্রুরাজার ভয়ে ভীত, তাহাদিগকে তিনি (জীবিতনিরাশ) কূটমেষ-নিদর্শনে তিরস্কার করিয়া ভেদবিষয়ে উৎসাহিত করিবেন। যাহারা (শত্রুরাজাদ্বারা) বিমানিত, তাহাদিগকে তিনি বজ্রাঘাততুল্য বিমাননাপ্রাপ্ত বলিয়া (ভেদজন্য) উৎসাহিত করিবেন। যাহাদের আশা (পররাজার দ্বারা) ভগ্ন হইয়াছে তাহাদিগকে ফলশূন্য বিদুল বা বেতস অথবা লৌহময় ভক্তপিণ্ড ও মিথ্যাসৃষ্ট (জলদানবিমুখ) মেঘের সহিত তুলিত করিয়া (ভেদবিষয়ে) তিনি উৎসাহিত করিবেন। যাহারা (নিজকার্য্যের জন্য প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত (অলঙ্কারাদিদানদ্বারা) পূজাকেই কার্য্যফল বলিয়া মনে করে, তাহাদের প্রাপ্ত অলঙ্কার

অনিষ্টকারীও দুর্লক্ষণযুক্ত বলিয়া, তাহাদিগকে (রাজার) বিরুদ্ধে তিনি উৎসাহিত করিবেন। শত্রুরাজাদ্বারা যাহারা উপধিবশে প্রতারিত হইয়াছে, তাহাদিগকে রাজা যে ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত নিষ্ঠুরস্বভাব ব্যক্তি এবং সেই কারণে কপটমৃত্যুতুল্য হইয়াছেন এইরূপ বলিয়া, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিবেন। আবার যাহারা (শত্রুর) অপকার সর্ব্বদাই করিয়া থাকে, পরসেবা যে পীলু (তিক্তরস ফলবিশেষ)-ভক্ষণের মত, করকানামক (তিক্তরস) শাক-বিশেষের মত, উষ্ট্রীনামক (তিক্তরস) ওষধিবিশেষের মত, এবং গর্দভীর ক্ষীর-মন্থনের মত উদ্বেগকর, এইরূপ বলিয়া তিনি তাহাদিগকে তাহাদিগের রাজার বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিবেন।

যাহারা (এইভাবে উৎসাহিত হইয়া) শত্রুর বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে স্বীকার করে, তাহাদিগকে তিনি অর্থ ও মানদ্বারা যুক্ত করিবেন। দ্রব্যসংকট ও অন্নসংকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে দ্রব্য ও অন্নদানদ্বারা অনুগৃহীত করিবেন। যদি তাহারা (মাননাশাদি-ভয়ে) এই দানের প্রতিগ্রহ না করে, তবে তিনি তাহাদিগের স্ত্রী ও কুমার-ধার্য্য অলঙ্কার তাহাদিগকে সৎকারপূর্ব্বক প্রদান করিবেন।

(শত্রুর দেশে) দুর্ভিক্ষ, চৌরভয় ও আটবিকদিগের আক্রমণ উপস্থিত হইলে, পৌর ও জানপদদিগকে (রাজা হইতে ভিন্ন হওয়ার জন্য) উৎসাহিত করিতে যাহারা তৎপর, সেই (গূঢ়পুরুষ) সত্রীরা এই প্রকার বলিবে—"আমরা রাজার নিকট অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিব—কিন্তু, আমরা যদি অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে অন্য রাজার আশ্রয়ে চলিয়া যাইব।"

উক্তপ্রকার উপদেশ যাহারা স্বীকার করিয়া লইবে—তাহাদিগকে (বিজিগীষু) রাজা দ্রব্য, ধান্য ও (বাসস্থানাদি অন্যপ্রকার) দানদ্বারা সহায়তা প্রদর্শন করিবেন। শত্রু হইতে তৎপক্ষীয় লোকদিগের উপজাপ বা ভেদসম্বন্ধে ইহা এক মহৎ অদ্ভুত উপায়॥ ১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে দুর্গলম্ভোপায়-নামক ত্রয়োদশ অধিকরণে
উপজাপনামক প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে
১৪১ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৭২ম প্রকরণ—যোগবামন বা কপট উপায়দ্বারা দুর্গ হইতে শত্রুর নিষ্ক্রামণ

মুণ্ডিতমস্তক অথবা জটাধারী (তাপসব্যঞ্জন কোন গূঢ়পুরুষ) নিজকে পর্ব্বতগুহাবাসী ও চারিশতবৎসর আয়ুর্যুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, অনেক জটাধারী শিষ্যসহ নগরের অন্তিকে অবস্থান করিবেন। আবার তাঁহারই শিষ্যেরা ফল ও মূল উপহাররূপে সঙ্গে লইয়া শত্রুরাজার অমাত্যদিগকে ও স্বয়ং রাজাকেও ভগবানকে (অর্থাৎ তাঁহাদের গুরুদেবকে)

দেখিবার জন্য প্রেরিত বা যোজিত করিবেন। রাজার সহিত মিলিত হইলে পর, (সেই তাপস) পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ও তাঁহাদের দেশের চিহ্নসমূহের কথা প্রকাশ করিবেন, (এবং বলিবেন)—"এক এক শত বৎসর পূর্ণ হইলেই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বালক হইয়া ফিরিয়া আসি। এখন এই স্থানেই চতুর্থবার অগ্নিতে প্রবেশ করিব। আপনি অবশ্যই আমার সম্মানের পাত্র অর্থাৎ আপনাকে বরাদিপ্রদানপূর্ব্বক সৎকারপ্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি তিনটি বর মাগিতে পারেন।" এই সব উপদেশ তিনি স্বীকার করিলে, তাঁহাকে (তাপসটি) বলিবেন—"আপনি সাত রাত্রি পর্য্যন্ত এই স্থানে পুত্র ও স্ত্রী সহ (লোকের আমোদের জন্য) অভিনয়াদিদর্শনের ও হোমের (অথবা তুষ্টি-ভোজনাদির) ব্যবস্থা করিয়া বাস করিবেন। রাজা এইভাবে সেখানে বাস করিতে থাকিলে তিনি তাঁহাকে হত্যা করিবেন।

মুণ্ডিতমস্তক বা জটাধারী তাপস, স্থানিকের বেষ পরিধান করিয়া, বহুসংখ্যক জটাধারী শিষ্যযুক্ত হইয়া, ছাগরক্তে দিগ্ধ একটি বংশ-শলাকা সুবর্ণচূর্ণদ্বারা লিপ্ত করিয়া, উপজিহ্বিকানামক কীটবিশেষের অনুসরণ বা অনুসন্ধান জন্য, বল্মীকমধ্যে নিহিত করিবেন, কিংবা সুবর্ণমণ্ডিত (বংশ) নালিকা (তেমন ভাবে রক্ষিত করিবেন)। তৎপর সত্রী (পুরুষ) রাজার নিকট বলিবে—"এই সিদ্ধ পুরুষ পুষ্পিত বা ফলোন্মুখ নিধির সন্ধান জানেন।" রাজাকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তিনি বলিবেন সত্যই তিনি তাহা জানেন। আর তিনি সেই (ভূমিতে লগ্ন) অভিজ্ঞান বা চিহ্ন দেখাইবেন। অথবা, ভূমিমধ্যে বহুতর হিরণ্য নিহিত করিয়া তিনি তাঁহাকে (রাজাকে) বলিবেন—"এই নিধি নাগদ্বারা রক্ষিত—(কাজেই) ইহা (নাগপূজার্থ) প্রণিপাতদ্বারা সাধনীয়"। যদি রাজা এই সব কথা স্বীকার করেন, তাহা হইলে (তাপস তাঁহাকে) বলিবেন—"সপ্তরাত্রি পর্যন্ত"—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ সমান অর্থাৎ রাজা স্ত্রীপুত্রসহিত যেখানে বাস করিলে তাঁহাকে তিনি হত্যা করিবেন।

অথবা, রাত্রিতে তেজনাগ্নিদ্বারা সংযুক্ত (স্বগাত্রে অগ্নিপ্রজ্বলনদ্বারা অদ্ভুত রূপাদি প্রদর্শনকারী, অধিঃ ১৫ অধ্যায় ২ দ্রষ্টব্য), একান্তে অবস্থিত স্থানিক বেষধারী তাপসসম্বন্ধে, ক্রমে ক্রমে তদীয় অভিনয় দেখাইবার সময়ে, রাজসকাশে সত্রীরা বলিবে—"এই সিদ্ধপুরুষ ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিসম্বন্ধে সব বলিয়া দিতে পারেন"। রাজা তাঁহার নিকট যেই অর্থই যাচ্ঞা করুন না কেন, তিনি (তাপস) তাহাই করিয়া দিতে পারিবেন, ইহা অঙ্গীকার করিয়া বলিবেন—"সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত"—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ সমান।

অথবা, সিদ্ধবেষধারী গূঢ়পুরুষ (শত্রু) রাজাকে মায়াবিদ্যাদ্বারা প্রলুব্ধ করিবে। (রাজা তদ্বশে আনীত হইলে)—রাজা তাঁহার নিকট যাহা চাহিবেন—ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ সমান।

অথবা, সিদ্ধবেষধারী গূঢ়পুরুষ সেই দেশের অত্যন্ত সংপূজিত দেবতার আশ্রয় লইয়া, নিরন্তর প্রহবণ বা তুষ্টিভোজাদি সহ সম্পাদিত উৎসবদ্বারা অমাত্যাদি মুখ্য প্রকৃতিবর্গকে নিজ বশে আনিয়া, ক্রমে ক্রমে সেই অমাত্যাদিদ্বারাই রাজাকেও প্রবঞ্চিত করিবেন।

অথবা, (উদকচরণবিদ্যাদ্বারা) জলমধ্যে বাসকারী সর্ব্বশ্বেতবর্ণ জটিলবেষধারী গূঢ়পুরুষ·

সম্বন্ধে—তাহার তটলগ্ন সুরঙ্গা বা ভূমিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময়ে—সত্রীরা রাজার নিকট বলিবে যে, তিনি বরুণদেব বা নাগরাজ। রাজা তাঁহার নিকট যাহাই যাচ্ঞা করিবেন—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ সমান।

অথবা, জনপদের সীমাতে বাসকারী, সিদ্ধবেষধারী গূঢ়পুরুষ (শত্রু) রাজাকে তদীয় শত্রুকে দেখিবার জন্য প্রেরিত করিবেন। রাজা তাহা করিবার জন্য স্বীকার করিলে পর, পূর্ব্বসংকেতিত (শব্দাদি) চিহ্নদ্বারা শত্রুকে আহ্বান করিয়া আনিয়া, কোনও নিরুদ্ধ দেশে তাহাকে (শত্রু-রাজাকে তাঁহার শত্রুদ্বারা) ঘাতিত করিবেন।

অশ্বরূপ পণ্য (বিক্রয়ার্থ) লইয়া সমাগত, বৈদেহকের (বণিকের) বেষধারী গূঢ়পুরুষগণ, তাহাদের আনীত অশ্বরূপ পণ্যোপায়নের দর্শনজন্য রাজাকে আহ্বান করিয়া, সেই পণ্য পরীক্ষায় তৎপর, কিংবা অশ্বের সংবাধে অর্থাৎ ভিড়ে পতিত (শত্রু) রাজাকে হত্যা করিবে, অথবা অশ্বদ্বারা তাঁহাকে প্রহার বা পদদলিত করাইবে।

অথবা, নগরসমীপে রাত্রিকালে কোন চৈত্যে বা আয়তনে আরোহণ করিয়া, তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষেরা কুম্ভমধ্যে ধান্যকাণ্ড কিম্বা পাটিত দারুখণ্ডে (অগ্নিসংদীপনার্থ) ফূৎকার দিয়া এইপ্রকারে অস্পষ্টভাবে বলিবে—"রাজা বা তাঁহার মুখ্যপুরুষদিগের মাংস ভক্ষণ করিব ;—আমাদের পূজা বর্ত্তিত হউক"। শুভাশুভনিমিত্তজ্ঞ ও জ্যোতিবিবেষধারী গূঢ়পুরুষেরা তাহাদের সম্বন্ধে এই কথা (সর্ব্বত্র) প্রচারিত করিবে।

অথবা, কোনও মাঙ্গলিক গভীর জলাশয়ে বা তড়াগমধ্যে রাত্রিতে তেজনতৈলদ্বারা ম্রক্ষিত নাগরূপধারী গূঢ়পুরুষেরা, লৌহমুখ শক্তি ও মুসলনামক অস্ত্র পরস্পর ঘর্ষণ করিতে করিতে সেইপ্রকার ভাবেই (অর্থাৎ রাজা বা তাঁহার মুখ্যপুরুষদিগের মংস ইত্যাদি) বলিবে। অথবা, ভল্লুকচর্ম্মের কুঞ্চুকধারী (গূঢ়পুরুষগণ) রাক্ষসের রূপ ধারণ করিয়া, (মুখ হইতে) অগ্নিধূম নিষ্ক্রামণ করিতে করিতে, তিনবার নগর বামে রাখিয়া ঘুরিয়া কুক্কুর ও শৃগালের রব-উত্থাপনপূর্ব্বক, যেই প্রকারেই (পূর্ব্ববৎ) বলিবে। অথবা, রাত্রিতে (গূঢ়পুরুষগণ) চৈত্যদেবতার প্রতিমাটিকে তেজনতৈলদ্বারা কিংবা অভ্রকধাতুনির্ম্মিত আবরণে আচ্ছাদিত অগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া, সেই প্রকারেই (পূর্ব্ববৎ বলিবে)। অন্যান্য (গূঢ়পুরুষেরা) সেই কথাই প্রচার করিবে।

অথবা, অত্যন্ত পূজিত দেবপ্রতিমাসমূহ হইতে (গূঢ়পুরুষেরা) অতিমাত্রায় রুধিরদ্বারা প্রস্রবণ ঘটাইবে। এই দৈবরুধিরের প্রবাহ ঘটিলে পর, অন্য গূঢ়পুরুষেরা, ইহাকে (রাজার সম্বন্ধে) যুদ্ধে পরাজয়ের লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ করিবে।

অথবা, (পূর্ণিমা ও অমাবস্যাদি) পর্ব্বরাত্রিতে (গূঢ়পুরুষগণ) মুখ্য শ্মশানে শরীরের উপরার্দ্ধভক্ষিত মনুষ্যদ্বারা উপলক্ষিত চৈত্য (বা চিতার আয়তন) প্রদর্শন করিবে। তাহার পর রাক্ষসরূপধারী কোন একটি গূঢ়পুরুষ (নিজভক্ষণজন্য) একটি মানুষ চাহিবে। নিজকে শূর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া কোন লোক, অথবা অন্য কেহ, যদি (সেই মনুষ্যযাচী রাক্ষসকে) দেখিবার জন্য (সাহসসহকারে) অগ্রসর হইবে—তবে তাহাকে অন্যান্য (গূঢ়পুরুষেরা) লৌহনির্ম্মিত মুসলদ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিবে, যেন সকলে মনে জানিতে পারে যে,

সেই লোক রাক্ষসদ্বারা হত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা ও সত্রীপুরুষেরা তাহা রাজসমীপে কহিবে। তৎপর নৈমিত্তিক ও মৌহূর্ত্তিকবেষধারী গূঢ়পুরুষগণ শান্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা (রাজসমীপে) নিবেদন করিয়া বলিবে—"তাহা না করিলে, রাজার ও দেশের বড় অমঙ্গল ঘটিবে"। রাজা তাহা করিতে স্বীকৃত হইলে তাহারা এইরূপও বলিবে—" এই সব দুর্নিমিত্তসম্বন্ধে সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত রাজা স্বয়ং এক এক প্রকার মন্ত্রযপ, বলিদান ও যজ্ঞহোম করিবেন"। তদনন্তর পূর্ব্ববৎ আচরণীয়।

অথবা, (বিজিগীষু রাজা) এই সমস্ত যোগের প্রয়োগ গূঢ়পুরুষদ্বারা নিজের উপর করাইয়া তাহার প্রতিবিধান করিবেন, যেন তদীয় অন্যান্য সহায়কগণ এই সব শিক্ষা করিতে পারে। (তদনন্তর তিনি গূঢ়পুরুষগণদ্বারা) এই যোগ (শত্রুরাজার উপর) প্রয়োগ করাইবেন। অথবা, তিনি এই সমস্ত যোগের প্রয়োগ দেখাইয়া তৎপ্রতীকারপূর্ব্বক (প্রজাজন হইতে) রাজকোশ বৃদ্ধির উপায় করিবেন (অধিঃ ৫, অধ্যায় ২ দ্রষ্টব্য।

অথবা, হস্তিগ্রহণলোলুপ শত্রু রাজাকে (নিজপক্ষীয়) নাগবন-রক্ষকেরা প্রশস্তলক্ষণযুক্ত হস্তিদ্বারা প্রলোভিত করিবে। এই প্রলোভন স্বীকারকারী রাজাকে কোনও গহনবনে. কিংবা একমাত্রগম্য সঙ্কটস্থানে ভুলাইয়া নিয়া, (তাহারা) তাঁহাকে হত্যা করিবে, অথবা তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া (বিজিগীষু রাজার নিকট) উপস্থিত করিবে। এতদ্দ্বারা মৃগয়াকামী শত্রুরাজার প্রতি করণীয়ও ব্যাখ্যাত হইল।

অথবা, ধনকামী ও স্ত্রীকামী (শত্রুরাজাকে) সত্রী গূঢ়পুরুষেরা দায়ভাগীর নিকট গচ্ছিত দ্রব্যের মোকদ্দমা জন্য তদন্তিকে আনীতা, ধনিকা বিধবা স্ত্রীলোকদ্বারা কিংবা অন্য (অবিধবা বা অনাঢ্যা) পরমরূপবতী স্ত্রীলোকদ্বারা প্রলোভিত করিবে। এই কথায় স্বীকৃত রাজাকে রাত্রিতে সেই সত্রিসম্বন্ধী গূঢ়পুরুষেরা সমাগমস্থানে শস্ত্রপ্রহার ও বিষপ্রয়োগদ্বারা হত্যা করাইবে।

অথবা, সিদ্ধপুরুষদিগের, প্রব্রজ্যাগ্রহণকারী (ভিক্ষুদিগের) এবং চৈত্য ও স্তূপস্থিত দেবতাপ্রতিমাসমূহের নিকট (সেবার্থ) পুনঃ পুনঃ অভিগমনসময়ে, ভূমিগৃহ, সুরঙ্গা ও গূঢ়গৃহভিত্তিতে প্রবিষ্ট তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষেরা শত্রুরাজাকে হত্যা করিবে।

যে-যে দেশে (শত্রু) রাজা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যে-যে দর্শনীয় নৃত্যগীতাদি দর্শন করেন সেখানে; এবং যে সমস্ত যাত্রাবিহারে (অন্যত্র গমনপূর্ব্বক বাস করা কার্য্যে) বা জলক্রীড়াতে বিশেষভাবে আসক্ত হয়েন সেখানে; চাটুবচনপ্রয়োগ-প্রভৃতি কার্য্যে, যজ্ঞ ও প্রহবণ (প্রীতিভোজন) প্রভৃতিতে, জন্মোৎসবের প্রীতিতে, (আত্মীয়ের) মরণের শোকে, ও (আত্মীয়ের) রোগের ভয়ে; অথবা আত্মীয়লোকের যে উৎসবে তিনি বিশ্বাসবশতঃ প্রমাদ-প্রাপ্ত হয়েন সেখানে; কোন স্থানে যদি রক্ষিরক্ষিত না হইয়া সঞ্চরণ করেন সেখানে; (বর্ষণজনিত) দুর্দ্দিনে অথবা জনাকীর্ণ স্থানসমূহে; অথবা বিমার্গে প্রস্থানসময়ে, অগ্নিদাহে বা নির্জ্জনস্থানে প্রবেশকালে তীক্ষ্ণনামক গূঢ়পুরুষগণ উপভুক্তাবশিষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কার ও মালাদ্বারা, শয়ন ও আসনদ্বারা, মদ্য ও ভোজনদ্রব্যের উচ্ছিষ্টদ্বারা প্রসন্ন ও অভিহত সংজ্ঞাতূর্য্যদ্বারা আহূত, পূর্ব্বপ্রণিহিত অন্যান্য গূঢ়পুরুষগণ সহ মিলিত হইয়া, অরিদিগকে প্রহার করিবে। (ছলপ্রযুক্ত)

সত্রকারণে যে ভাবে (গূঢ়পুরুষগণ) শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিবে সেই ভাবেই (শত্রুমধ্য হইতে) নিষ্ক্রান্ত হইবে। এই পর্য্যন্ত যোগবামন নিরূপিত হইল ॥ ১-৬ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে দুর্গলম্ভোপায়নামক ত্রয়োদশ অধিকরণে যোগবামন-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১৪২ অধ্যায়) সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

১৭৩ম প্রকরণ—অপসর্প-প্রণিধি বা শত্রুর রাজ্যে গূঢ়পুরুষের নিবাসনবিধি

(বিজিগীষু রাজা) নিজের বিশ্বস্ত শ্রেণীমুখ্যকে (দ্বেষের হেতু দেখাইয়া) নিজ রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত করিবেন। সেই (বিশ্বস্ত শ্রেণীমুখ্য) শত্রুরাজাকে আশ্রয় করিয়া, শত্রুপক্ষের কার্য্যচ্ছলে নিজ দেশ হইতে সাহায্য করিবার জন্য সহায়ক (গূঢ়পুরুষদিগের) সংগ্রহ করিবেন। অথবা, তিনি বহু সহায়ক অপসর্প সংগ্রহ করিয়া, শত্রুরাজার অনুমতি লইয়া, নিজস্বামীর (বিজিগীষুর) দূষ্যবর্গকে, অথবা, হস্তী ও অশ্বরহিত এবং দুষ্য অমাত্যযুক্ত তদীয় সৈন্য বা আক্রন্দকে (অর্থাৎ পৃষ্ঠমিত্রকে) জয় করিয়া, (আশ্রয়দাতা) শত্রুরাজার নিকট পাঠাইবেন। (শত্রুরাজার) জনপদের একাংশ, শ্রেণী বা আটবিকদিগকে (নিজস্বামীর) সহায়তাস্বীকরণার্থ তিনি আশ্রয় করিবেন। তাহাদের বিশ্বাস লাভ করিলে পর, তিনি তাহাদিগকে নিজ স্বামীর নিকট পাঠাইবেন। তৎপর স্বামী (অর্থাৎ বিজিগীষু রাজা) হস্তিবন্ধন বা অটবীনাশের ছল তুলিয়া গূঢ়ভাবেই (শত্রুকে) প্রহার করিবেন। ইহাদ্বারা অমাত্য ও আটবিকগণের অপসর্পবিধিও ব্যাখ্যাত হইল।

শত্রুরাজার সহিত (ছল-) মৈত্রী করিয়া (বিজিগীষু) আপন অমাত্যদিগকে তিরস্কৃত (বা কর্ম্মচ্যুত) করিবেন। তাঁহারা (অমাত্যেরা) সেই (মিত্রকৃত) শত্রুর নিকট (দূতযোগে সংবাদ) পাঠাইবেন—"আপনি আমাদের স্বামীকে (আমাদের অনুকূলে) প্রসন্ন করুন।" সেই (শত্রুরাজা) যে দূতকে পাঠাইবেন, (বিজিগীষু) তাহাকে তিরস্কার করিবেন—"তোমার প্রভু আমার অমাত্যদিগের সঙ্গে আমার ভেদ ঘটাইতে চাহেন, আর তোমাকে (কোন সংবাদ নিয়া) এখানে আসিতে হইবে না।" অনন্তর (সেই অমাত্যবর্গমধ্যে) কোন একটি অমাত্যকে তিনি নিষ্কাসিত করিবেন। সেই (অমাত্য) শত্রুরাজার আশ্রয় লইয়া কপট অপসর্প (গূঢ়পুরুষ), (স্বামীর প্রতি) অপরাগযুক্ত স্বামিদূষ্য এবং শক্তিশূন্য চোর ও আটবিক, অথবা (স্বস্বামী ও শত্রুরাজা এই) উভয়ের উপঘাতকারীদিগকে শত্রুরাজার নিকট (সহায়ক বলিয়া) উপহাররূপে উপস্থাপিত করিবেন। (শত্রুরাজার) বিশ্বাসভাজন হইলে পর, তিনি (শত্রুর) প্রবীরপুরুষদিগের নাশ ঘটাইবেন। অথবা, তিনি তদীয় অন্তপাল, আটবিক বা সৈনিক-পুরুষের দুষ্টতা সূচনা করিয়া জানাইবেন—"অমুক অমুক লোক আপনার শত্রুর সহিত দৃঢ়ভাবে সন্ধি করিয়াছে।" অনন্তর বিজিগীষুর বধ্য পুরুষের হস্ত হইতে অর্পিত কূটলেখ্য দেখাইয়া

(অর্থাৎ বিজিগীষু ও শত্রুরাজার অন্তপালাদির পরস্পরসন্ধির বিষয় কৌশলে শত্রুরাজাকে জ্ঞাত করাইয়া) তিনি তাহাদের বধ ঘটাইবেন। অথবা, তিনি শত্রুকে উদ্যুক্ত করিয়া সৈন্যবল-ব্যবহারপূর্ব্বক (তাঁহাদের বধ ঘটাইবেন)।

অথবা, শত্রুর কৃত্যপক্ষীয়গণকে (ক্রুদ্ধলুব্ধাদি-বর্গকে) নিজের অনুকূল করিয়া, (বিজিগীষু) শত্রুর কোন অমিত্র রাজাকে নিজের প্রতি অপকারসাধনে ব্যাপৃত করাইয়া তাঁহার প্রতি অভিযোগে প্রস্তুত হইবেন। তৎপর শত্রুর নিকট তিনি এইরূপ বার্ত্তা (দূতমুখে) প্রেরণ করিবেন—"তোমার অমুক বৈরী আমার অপকার সাধন করিতেছেন, আইস, আমরা উভয়ে একত্র হইয়া তাঁহাকে বধ করি। (তিনি পরাজিত হইলে) তদীয় ভূমি ও হিরণ্যে তোমারও ভাগ বা লাভাংশ হইবে।" এই ব্যবস্থা যদি শত্রু স্বীকার করেন এবং (বিজিগীষুর নিকট) আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে (বিজিগীষু) প্রথমতঃ সৎকার দেখাইয়া তাঁহাকে শত্রুদ্বারা রাত্রিতে নিদ্রাকালে গূঢ়ভাবে আক্রমণ করাইয়া বা প্রকাশযুদ্ধে তদ্দ্বারা তাঁহার বধ ঘটাইবেন। অথবা, তদীয় বিশ্বাস উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিশ্রুত ভূমিদানের, পুত্রের রাজ্যাভিষেকের এবং নিজ রক্ষার অপদেশে (ছলে) তিনি তাঁহাকে (শত্রুকে) ধৃত করাইবেন। অথবা, যদি শত্রু (অপদেশে) ধৃত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে গুপ্তভাবে বধ করাইবেন। যদি শত্রু স্বয়ং সাহায্যার্থ না আসেন, কিন্তু নিজ সৈন্য (সাহায্যার্থে) প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তিনি সেই সৈন্যকে পূর্ব্বোক্ত বৈরীর দ্বারা নষ্ট করাইবেন। (আহূত হইয়া) যদি শত্রু রাজা বিজিগীষুর সঙ্গে না যাইয়া নিজের দণ্ড বা সৈন্যের সঙ্গে প্রযাণে বহির্গত হইতে চাহেন, তাহা হইলেও তিনি তাঁহাকে উভয়তঃ অর্থাৎ অগ্রে ও পৃষ্ঠদেশে সংপীড়ন করিয়া বধ করাইবেন। যদি শত্রু রাজা বিজিগীষুর উপর অবিশ্বাসবশতঃ (নিজ সৈন্য সহ) পৃথগ্‌ভাবে (পূর্ব্বোক্ত অমিত্রের প্রতি) প্রযাণে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করেন এবং যাতব্য সেই অমিত্রের রাজ্যের কোনও অংশ নিজে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলেও তিনি তাঁহাকে সেই বৈরীর দ্বারা, অথবা নিজের সর্ব্বসৈনিকের শক্তি প্রয়োগ করিয়া, বধ করাইবেন। অথবা, শত্রু যখন বৈরীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন তখন (বিজিগীষু) সেনা পাঠাইয়া শত্রুর মূল-স্থান অন্যদিক দিয়া অপহরণ করাইবেন, অর্থাৎ সেখানে তদ্দ্বারা লুটপাট করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

অথবা, (বিজিগীষু) মিত্রের সঙ্গে এই বলিয়া সন্ধি করিবেন যে, শত্রুর ভূমি একত্র অধিকৃত হইলে, উভয়ে তাহা বিভাগ করিয়া লইবেন। অথবা, তিনি শত্রুর সঙ্গে এই বলিয়া সন্ধি করিবেন যে, নিজ মিত্রের ভূমি একত্র অধিকৃত হইলে, উভয়ে তাহা বিভাগ করিয়া লইবেন। তৎপর শত্রুর ভূমির প্রতি (মিত্রের) লোভ উৎপন্ন করিতে পারিলে, তিনি সেই মিত্রদ্বারা নিজের প্রতি কোনও অপকার করাইয়া সেই ব্যপদেশে তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার যোগ বা কপটোপায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আবার মিত্রের ভূমির প্রতি শত্রুর লোভ উৎপন্ন করা হইলে যদি শত্রু একত্র তাঁহার প্রতি অভিযানে স্বীকৃত হয়েন, তাহা হইলে (বিজিগীষু) তাঁহাকে নিজ দণ্ড বা সৈন্য দিয়া অনুগৃহীত করিবেন (অর্থাৎ যাহাতে নিজ শত্রুটি নিজ মিত্রের প্রতি আক্রমণ চালাইতে

পারেন)।' তৎপর শত্রু যদি মিত্রকে অভিযোগার্থ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে (শত্রুকে) প্রবঞ্চিত করিবেন (অর্থাৎ মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করাইবেন)। অথবা, (বিজিগীষু) নিজের ব্যসনের প্রতীকারের ব্যবস্থা (মিথ্যাভাবে) করিয়া, নিজের উপর আপতিত কোন ব্যসন দেখাইয়া নিজমিত্রদ্বারা শত্রুকে উৎসাহিত করিয়া নিজের উপর (শত্রুর) আক্রমণ ঘটাইবেন, এবং তৎপর (মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে) তাঁহাকে সংপীড়িত করিয়া অর্থাৎ দুইদিক হইতে চাপ দিয়া, বধ করিবেন। অথবা, তিনি সেই শত্রুকে জীবন্ত অবস্থায় ধরিয়া লইয়া তাঁহার রাজ্যের পরিবর্তন ঘটাইবেন, অর্থাৎ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া তৎস্থানে নিজবংশগত তদীয় কোনও পুত্র বা বান্ধবকে রাজ্যশাসকরূপে বসাইবেন। (বিজিগীষুর) মিত্রদ্বারা আহূত হইয়াও শত্রু যদি নিজে অমিলিত থাকিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ বিজিগীষুর বিরুদ্ধে পৃথগ্‌ভাবে অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন, তাহা হইলে (বিজিগীষু) সামন্তরাজা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার (শত্রুর) মূলস্থান (রাজধানী) অপহরণ করাইবেন। অথবা, শত্রু যদি সৈন্যদ্বারা আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সেই সেনা নষ্ট করাইবেন।

যদি (বিজিগীষুর) মিত্র ও শত্রু (অতিসন্ধানদ্বারা) ভেদ্য না হয়েন, তাহা হইলে (বিজিগীষু) প্রকাশভাবেই অন্যোন্যের ভূমিবিষয়ে পণবদ্ধ হইবেন, অর্থাৎ মিত্রের ভূমিসম্বন্ধে শত্রুর সহিত ও শত্রুর ভূমিসম্বন্ধে মিত্রের সহিত ভাগবিষয়ে সন্ধি করিবেন। তৎপর মিত্রব্যঞ্জন গুপ্তচর ও উভয়বেতন-নামক গূঢ়পুরুষেরা, যেই শত্রু ও মিত্রের নিকট এইরূপ বার্তা প্রেরণ করিবে—"এই রাজা আপনার শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া আপনার ভূমি লাভ করিতে চাহেন। এই অবস্থায় সেই মিত্র ও শত্রুর মধ্যে অন্যতর রাজা শঙ্কিত-চিত্ত কিম্বা রোষযুক্ত হইয়া পূর্ববৎ চেষ্টা করিবেন (অর্থাৎ বিজিগীষুর প্রতি আক্রমণ চালাইবেন—তখন বিজিগীষু দ্বিতীয় রাজাটির সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণকারীর নাশ ঘটাইবেন)।

অথবা, (বিজিগীষু) নিজের কৃত্যপক্ষকে (ক্রুদ্ধাদিবর্গকে) ইহারা সহায়তা করে এইরূপ সর্বত্র প্রচার করিয়া দুর্গমুখ্য, জনপদমুখ্য ও দণ্ডমুখ্যদিগকে নিজ রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন। এই লোকগুলি শত্রুর আশ্রয়ে যাইয়া, তাঁহার যুদ্ধ, (রাত্রিকালে) গুপ্ত আক্রমণ, অন্তঃপুরে বাস ও ব্যসনপ্রাপ্তির অবসর পাইলেই শত্রুকে প্রবঞ্চিত করিয়া নাশ করিবে। অথবা, তাহারা শত্রুকে তদীয় (অমাত্যাদি) স্ববর্গ হইতে ভিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবে এবং বিজিগীষুর অভিত্যক্ত বা বধ্য পুরুষগণদ্বারা কূটলেখ পাঠাইয়া (নিজের মিথ্যাকল্পিত বিষয়কে) সত্য বলিয়া শত্রুর নিকট প্রতিপন্ন করিবে (অর্থাৎ এই সব উপায়ে শত্রু ও তদীয় অমাত্যাদির মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবে)।

অথবা, লুব্ধক বা শিকারীর বেষধারী (বিজিগীষুপক্ষীয়) গূঢ়পুরুষেরা মাংসবিক্রয়ের ছলে (শত্রু-রাজার) দ্বারে উপস্থিত হইয়া, দৌবারিক বা দ্বারপালদিগের আশ্রয় লইয়া, শত্রুর (অর্থাৎ সেই রাজার) গ্রামসমীপে চোর আসিয়া থাকে ইহা দুই তিন বার নিবেদন করিয়া, রাজার বিশ্বাসভাজন হইলে পর, তাহারা গ্রামবধ ও রাত্রিতে গুপ্ত আক্রমণ উপস্থিত হইলে শত্রুর সেনাকে তৎপ্রতীকারের জন্য দুইভাগে বিভক্ত করাইয়া এইরূপ ভাবে (শত্রুকে)

বলিবে—"চোরের দল অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়াছে, লোকের মহাকোলাহল শুনা যায়; আপনার প্রভূত সৈন্য তৎপ্রতীকারার্থ (আমাদের সঙ্গে) বাহির হউক।" (শত্রুরাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত) সেই সৈন্যকে গ্রামবধ নিবারণ করার জন্য অর্পণ করিয়া, অন্য একদল (নিজের) সৈন্যকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিতে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলিবে—"চোরগণকে বধ করা হইয়াছে, এই সৈন্য নিজ যাত্রা সিদ্ধ বা ফলযুক্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, (সুতরাং) ইহার প্রবেশার্থ দুর্গদ্বার খুলিয়া দেওয়া হউক।" অথবা, পূর্ব্বে প্রণিধিতে নিযুক্ত অন্য গূঢ়পুরুষেরাই দুর্গদ্বারগুলি খুলিয়া দিবে এবং (লুব্ধকব্যঞ্জন পূর্ব্বোক্ত গূঢ়পুরুষদিগের) সেই সেনার সহিত মিলিত হইয়া দুর্গমধ্যে প্রহার বিধান করিবে।

অথবা, (বিজিগীষু) শত্রুর দুর্গে কারু, শিল্পী, পাষণ্ডী, (নটাদি) কুশীলব ও বৈদেহক বা বাণিজকের বেষধারী আয়ুধীয়দিগকে (আয়ুধজীবীদিগকে) অপসর্পের কাজে নিযুক্ত করিবেন। গৃহপতির বেষধারী অন্য গূঢ়পুরুষগণ তাহাদিগের (অর্থাৎ কারুশিল্পিপ্রভৃতির বেষধারী গূঢ়পুরুষদিগের) জন্য প্রহরণ (অস্ত্রশস্ত্র) ও আবরণ (কবচাদি) সংগ্রহ করিয়া, কাষ্ঠ, তৃণ, ধান্য ও পণ্যের গাড়ীতে করিয়া, তাহাদিগকে যোগাইয়া দিবে। অথবা, তাহারা দেবধ্বজরূপে (অসিপ্রভৃতি) ও প্রতিমার সঙ্গে তৎতৎ প্রহরণ ও আবরণ তাহাদের নিকট প্রেরণ করিবে।

অথবা, তৎপর কারুপ্রভৃতির বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা প্রমাদীদিগের বধ, জোর করিয়া লুটপাট, চারিদিকে আক্রমণ, ও শঙ্খ ও দুন্দুভিশব্দসহকারে পৃষ্ঠদেশ হইতে দুর্গে প্রবেশ—এই সবসম্বন্ধে (শত্রুরাজার নিকট) নিবেদন করিবে (অর্থাৎ শীঘ্রই এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিবে বলিয়া আবেদন করিবে)। অথবা, এই আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুল ঘটিলে, তাঁহারা (শত্রুরা) প্রাকার, দ্বার ও অট্টালকের খণ্ডন, এবং (শত্রুর) সেনার ভেদ ও ইহার নাশ ঘটাইতে তৎপর হইবে। (শত্রুসেনার ভেদ ঘটাইয়া নাশসাধনের মত অপসর্পদ্বারা সেই সেনাকে স্বস্থান হইতে অপসারণও যে কর্ত্তব্য তাহা নিরূপিত হইতেছে।)

অথবা, আতিবাহিক বা দুর্গমপথলঙ্ঘনার্থ সাহায্যকারী ও সার্থবাহগণের অন্তর্ভূত পুরুষ, কন্যাবহনকারী, অশ্ব ও পণ্যের ব্যাপারী, নানা উপকরণহারক, ধান্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা, এবং প্রব্রজিতের বেষধারী দূতসমূহদ্বারা, শত্রুর সেনাকে বহুদূরে অপসারণ করা কর্ত্তব্য, এবং শত্রুর বিশ্বাসার্থ পণিত সন্ধির সর্ত্তরক্ষা করাও কর্ত্তব্য।

এই পর্য্যন্ত শত্রুরাজার উপর (বিজিগীষুদ্বারা নিযুক্ত) অপসর্পের কার্য্যকলাপ নিরূপিত হইল।

উপরি উল্লিখিত অপসর্পগণ ও কণ্টকশোধন-নামক অধিকরণে উক্ত অপসর্পগণ (শত্রুরাজার) আটবিকদিগের উপরও কার্য্য করিবে। অপসর্প ও গূঢ়পুরুষেরা অটবীর নিকটবর্ত্তী ব্রজ বা গোষ্ঠকে, ও সার্থ বা বণিক্‌সংঘকে (আটবিক) চোরগণদ্বারা লুটপাট করাইয়া নাশ করিবে। তাহারা (ব্রজ ও সার্থের জন্য) যথাস্থানে সঙ্কেতিত অন্নদ্রব্য ও পানীয়দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া সেগুলিকে মাদকতার উৎপাদনকারী বিষদ্বারা মিশ্রিত করিয়া পলাইয়া যাইবে। তৎপর গোপালকেরা ও বৈদেহকেরা চোরগণের নিকট হইতে চোরিত

দ্রব্যগ্রহণপূর্ব্বক মদনরসের বিকারসময়ে চোরগণের উপর আক্রমণ চালাইবে (অর্থাৎ তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া বধ করিবে)। অথবা, সঙ্কর্ষণ (মদ্যপ্রিয় বলভদ্র) দেবের কোন ভক্ত,মুণ্ড বা জটাধারীর বেষ গ্রহণ করিয়া, তুষ্টিভোজদানদ্বারা মদনদ্রব্য ও অন্যবিষযুক্ত দ্রব্যদ্বারা (পূর্ব্বোক্ত চোরগণকে) প্রবঞ্চিত করিবেন। অনন্তর (মদনরসের বিকারকালে) তাহাদিগের উপর তিনি আক্রমণ চালাইবেন। অথবা, শৌণ্ডিক বা মদ্যবিক্রয়কারীর বেষধারী গূঢ়পুরুষ দেবপূজাকার্য্যে, প্রেতকার্য্যে (শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে), উৎসবকালে বা সমাজ (সুখভোজাদি)-সময়ে সুরাবিক্রয় জন্য উপায়নপ্রদানের ব্যপদেশে মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য বিষমিশ্রিত দ্রব্যদ্বারা আটবিকদিগকে প্রবঞ্চিত করিবে। তদনন্তর (তাহারা প্রমত্ত হইলে) তাহাদিগের উপর (বিজিগীষুর সেনাদ্বারা) আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা সে করিবে।

অথবা, বহুপ্রকারে (মদ্যাদিদ্বারা) গ্রামঘাতজন্য প্রবিষ্ট আটবিকদিগের চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিয়া (বিজিগীষু) তাহাদের বধ সাধন করিবেন। এই পর্য্যন্ত চোরগণের উপর অপসর্পদিগের গূঢ়কার্য্যসমূহ নিরূপিত হইল ॥ ১ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে দুর্গলম্ভোপায়নামক ত্রয়োদশ অধিকরণে অপসর্পপ্রণিধি-নামক তৃতীয় অধ্যায় (আদি হইতে ১৪৩ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

১৭৪ম—১৭৫ম প্রকরণ—পর্য্যুপাসনকর্ম্ম (শত্রুদুর্গের চতুষ্পার্শ্বে সৈন্য-নিবাসন) ও অবমর্দ্দ (শত্রুর দুর্গগ্রহণ)

পূর্ব্বে শত্রুর কর্শনের (অর্থাৎ শত্রুর কোশ ও সেনার নাশ ও তদীয় অমাত্যাদির বধের) ব্যবস্থা করিয়া (বিজিগীষু) শত্রুর সম্বন্ধে পর্য্যুপাসন-কর্ম্ম (অর্থাৎ শত্রুর দুর্গের চারিদিকে বেষ্টন-কর্ম্ম) অবলম্বন করিবেন। এই অবস্থায় (বিজিগীষু) শত্রুর যথানিবিষ্ট জনপদে অভয় স্থাপন করিবেন (অর্থাৎ শত্রুর জনপদে যাহাতে কোনও প্রকার ভয়ের উদ্ভব না হয় তাহার চেষ্টা করিবেন)। যদি তখন শত্রুর জনপদ (বিজিগীষুর বিরুদ্ধে) উত্থিত হয় বা আন্দোলনপর হয়, তাহা হইলে তিনি (অর্থাদি-দানরূপ) অনুগ্রহ ও (করাদিমোচনরূপ) পরিহারের ব্যবস্থা করিয়া জনপদকে (শান্তভাবে) নিবেশিত রাখিবেন, কিন্তু সেই অবস্থায় জনপদবাসীদিগকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র অপসৃত হইতে দিবেন না। তখন তিনি সমগ্র জনপদবাসীকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিতে নিবেশিত রাখিবেন, অথবা তাহাদিগকে এক ভূমিতেই বাস করাইবেন। কারণ, কৌটিল্যের মতে জনশূন্য জনপদের কল্পনাই হইতে পারে না, এবং জনপদশূন্য রাজ্যও কল্পিত হইতে পারে না।

(সম্প্রতি শত্রুর প্রতি পীড়া উৎপাদন করার উপায় নিরূপিত হইতেছে।) যদি শত্রুর জনপদ কোনও প্রকার বিষমে অর্থাৎ বিপদে পতিত হয়, তাহা হইলে বিজিগীষু তখন শত্রুর উৎপন্ন অন্ন (যাহা মজুত আছে) ও ফসল নষ্ট করিবেন এবং বীবধ (ধান্যতৈলাদির নিজপ্রদেশে আনয়নকার্য্য) ও প্রসার (দূর দেশ হইতে তৃণকাষ্ঠাদির আগমন) নষ্ট করিবেন।

প্রসার ও বীবধের উচ্ছেদ এবং উৎপন্ন অন্ন ও ফসলের নাশ করাইতে পারিলে এবং প্রজাজনকে অন্যত্র নিতে পারিলে ও তাহাদিগকে গূঢ়ভাবে বধ করিতে পারিলে, তদীয় (অমাত্যাদি) প্রকৃতির ক্ষয় (বিজিগীষু) ঘটাইতে পারেন।

(কি-প্রকার অবস্থায় বিজিগীষু শত্রুর দুর্গ অবরোধ করিবেন তাহা নিরূপিত হইতেছে।) তিনি যখন এইরূপ বুঝিবেন "আমার সৈন্য প্রভূতগুণবিশিষ্ট ধান্য, কুপ্য (লৌহবস্ত্রাদি দ্রব্য), যন্ত্র, শস্ত্র, আবরণ (কবচাদি), বিষ্টি (কর্ম্মকর) ও রশ্মি, (রজ্জু) দ্বারা সম্পূর্ণভাবে যুক্ত আছে এবং (অবরোধের পক্ষে) অনুকূল ঋতু বা কাল উপস্থিত হইয়াছে। আর আমার শত্রুর পক্ষে ঋতু প্রতিকূল এবং ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও ধান্যাদিদ্রব্যের নিচয় ও রক্ষার অভাব দৃষ্ট হয়; তাঁহার ক্রীত বা বেতনভোগী সৈন্য কার্য্যাসক্তিরহিত হইয়াছে এবং তাঁহার মিত্রসেনাও খেদযুক্ত হইয়াছে",—তখন তিনি (বিজিগীষু) শত্রুর দুর্গের অবরোধে লিপ্ত হইতে পারেন।

নিজ স্কন্ধাবার (স্ব-সেনানিবেশ), আসার (মিত্রসেনা) ও নিজ পথের রক্ষাবিধান করিয়া, (শত্রুর) দুর্গের খাত ও প্রাকার-অনুসরণপূর্ব্বক ইহাকে ঘের দিয়া, (পরিখার) জল (বিষাদিদ্বারা) দূষিত করিয়া, পরিখাগুলি কাটিয়া জল বাহির করিয়া ফেলিয়া, অথবা সেগুলি (মাটি কিম্বা জলদ্বারা) ভরিয়া দিয়া, সুরঙ্গ-মার্গ ও সেনাকুটিকা অবলম্বন করিয়া তিনি শত্রু-দুর্গের বপ্র (মাটির স্তূপ) ও প্রাকারের উপর আক্রমণ চালাইবেন।

বিদীর্ণ প্রদেশ গুল বা ছাদনোপযোগী মৃত্তিকাপিণ্ডদ্বারা এবং নিম্নপ্রদেশ ধূলিমণ্ডলদ্বারা তিনি আচ্ছাদিত করিবেন। (শত্রুদুর্গের) যে অংশে বহুল রক্ষার ব্যবস্থা আছে, সে অংশ যন্ত্রসমূহদ্বারা তিনি নষ্ট করাইবেন। কপটদ্বারা (অথবা প্রসারিতশুণ্ড হস্তী হইতে হস্তিপককে সরাইয়া ফেলিয়া) অশ্ব (ও হস্তীর) দ্বারা (আরক্ষপুরুষদিগকে বিজিগীষুর সৈনিকগণ) আক্রমণ করিবে। শত্রুর সৈনিকগণ বিক্রম প্রদর্শন করিতে থাকিলে সেই সময়ে, (সামাদি) উপায়-চতুষ্টয়ের নিয়োগ (যে কোন বিশেষ উপায়ের ব্যবস্থা), বিকল্প (এই উপায়, বা সেই উপায়ের যে কোনটির ব্যবস্থা) ও সমুচ্চয় (এই উপায় ও সেই উপায় অথবা সর্ব্ব উপায়ের ব্যবস্থা) অবলম্বন করিয়া তিনি দুর্গবাসী শত্রুর উপর বিজয়সিদ্ধির অভিলাষ করিবেন।

(বিজিগীষুর লোকেরা) শ্যেন (বাজ পাখী), কাক, নপ্তা (মোরগের ন্যায় পক্ষিবিশেষ) ভাস (গৃধ্র), শুক, শারিকা, উলূক (পেচক) ও কপোত ধরাইয়া, ইহাদের পুচ্ছদেশে অগ্ন্যুৎ-পাদক দ্রব্য যোগ করিয়া দিয়া, শত্রুর দুর্গে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে (অর্থাৎ যেন সেই অগ্নিযোগদ্বারা পরদুর্গে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়)।

(বিজিগীষুর) অপকৃষ্ট অর্থাৎ শত্রুদুর্গের অধঃস্থ স্কন্ধাবার হইতে উত্থাপিত ধ্বজ ও ধনুঃ মানুষাগ্নিদ্বারা (অর্থাৎ শত্রুদ্বারা মারিত বা শূলে আরোপিত মানুষের অস্থিমথন হইতে উৎপাদিত অগ্নিদ্বারা) শত্রুর দুর্গ তাহারা আদীপিত করিবে, অথবা রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত পুরুষেরা এই

প্রকার অগ্নিদ্বারা সেইরূপ কাজ করিবে। (এখানে "আদীপয়েয়ুঃ" এই বহুবচনান্ত পাঠই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।)

অন্তপাল ও দুর্গপালের বেষধারী গূঢ়পুরুষেরা নকুল, বানর, বিড়াল ও কুক্কুরের পুচ্ছদেশে অগ্ন্যুৎপাদক দ্রব্য যোগ করিয়া দিয়া, শত্রুর সেই সব ঘরে আগুন লাগাইবার চেষ্টা করিবে, যেখানে শত্রুর বাণ ও অন্যান্য দ্রব্যের সঞ্চয় রক্ষিত হইতেছে।

অথবা, তাহারা শুষ্ক মৎস্যের উদরে ও শুষ্কমাংসের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদক দ্রব্য যোগ করিয়া দিয়া, পক্ষীদিগের খাদ্যোপহাররূপে তাহা ব্যবহার করিয়া পক্ষিসমূহদ্বারা ইহা (শত্রুর দুর্গে) নেওয়াইবার চেষ্টা করিবে (অর্থাৎ তাহা দ্বারা সেখানে আগুন লাগাইবার চেষ্টা করা হইবে)।

সরলবৃক্ষ, দেবদারু, পূতি-নামক (সুগন্ধ) তৃণ, গুগ্‌গুলু, শ্রীবেষ্টক (সরলবৃক্ষের নির্য্যাস), সর্জ্জরস (যক্ষধূপ) ও লাক্ষার (জতুর) গুলিকা এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগ ও মেষের লণ্ড—এই সব দ্রব্যে অগ্নি ধৃত থাকে (অর্থাৎ এই দ্রব্যগুলি অগ্নিধারক এবং অগ্ন্যুৎপাদনে সহায়ক)।

প্রিয়ালবৃক্ষের চূর্ণ, অবল্গুজ (সোমরাজিসংজ্ঞক ওষধিবিশেষ), মষী (শেফালিকা-বিশেষ) ও মধুচ্ছিষ্ট (সিক্‌থ বা মোম) এবং অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও গরুর লণ্ড—এই সব দ্রব্য ক্ষেপনযোগ্য অগ্নিযোগ (অর্থাৎ এই সব দ্রব্যের সহায়তায় অগ্নিযোগ সুকর হয়)।

অগ্নির মত বর্ণধারী সর্ব্বপ্রকার লোহের (ধাতুর) চূর্ণ, কিম্বা কুম্ভী (অপর নাম শ্রীপর্ণী) সীস ও ত্রপুর (রাঙ্গের) চূর্ণ, কিম্বা পরিভদ্রক (নিম্ব) ও পলাশের ফুল, কেশ (গন্ধধূপবিশেষ), তৈল, মধুচ্ছিষ্ট (মোম) ও শ্রীবেষ্টক (সরলবৃক্ষের নির্য্যাস)—এইগুলির যোগে বিশ্বাসঘাতী (অর্থাৎ যেস্থানে অগ্নির সম্ভাবনা নাই সেখানেও অগ্ন্যুৎপাদে সমর্থ) অগ্নিযোগ প্রস্তুত হইতে পারে। এই সব দ্রব্যদ্বারা অবলিপ্ত এবং শণ ও ত্রপুসের বল্কদ্বারা বেষ্টিত বাণ (শর)—ইহাও একপ্রকার অগ্নিযোগ।

কিন্তু, পরাক্রম বা যুদ্ধবল বিদ্যমান থাকা কালে, এই সব অগ্নিযোগ প্রয়োগ করিতে হইবে না। কারণ, অগ্নিকে বিশ্বাস করা যায় না, দৈবপীড়ন ও (৮ম অধিকরণে ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তদ্রূপ অবিশ্বাস্য, যে-হেতু তদ্দ্বারা অসংখ্যেয় প্রাণী, ধান্য, পশু, হিরণ্য ও কুপ্য দ্রব্যের নাশ ঘটে। যে রাজ্যের নিচয় (প্রাণিধান্যাদির সঞ্চয়) ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত বা জিত হইলেও ক্ষয়েরই হেতু হইয়া দাঁড়ায় (অর্থাৎ তজ্জয়দ্বারা বিজিগীষুর বিশেষ লাভ হয় না)। এই পর্য্যন্ত পর্য্যুপাসন (অর্থাৎ পরদুর্গের চতুর্দ্দিকে অবরোধ) কর্ম্ম নিরূপিত হইল।

(সম্প্রতি অবমর্দ্দ অর্থাৎ পরদুর্গের গ্রহণ ও তদুপযোগী কালাদির নিরূপণ করা হইতেছে।) বিজিগীষু যখন বুঝিবেন—"আমি সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিবার উপকরণসমূহদ্বারা ও বিষ্টি বা কর্ম্মকরসমূহদ্বারা যুক্ত আছি এবং আমার শত্রু ব্যাধিপীড়িত, তাঁহার (অমাত্যাদি) প্রকৃতিবর্গ উপধাশুদ্ধ নহে; তাঁহার দুর্গাদির সংস্কার করা হয় নাই এবং তাঁহার (ধনধান্যাদির) নিচয় সংগৃহীত নাই, তিনি আসার বা সুহৃদ্‌বলশূন্য এবং আসারযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি পরে মিত্রসমূহের সহিত সন্ধি করিবেন", তখনই অবমর্দ্দের বা পরদুর্গগ্রহণের কাল উপস্থিত হইয়াছে, তিনি এইরূপ মনে করিবেন।

বিজিগীষু তখনই (শত্রুদুর্গের) অবমর্দ্দে প্রবৃত্ত হইবেন, যখন তিনি দেখিবেন যে,— সেখানে আপনা আপনিই আগুন লাগিয়াছে, অথবা প্রহবণ (ভোজাদিদ্বারা আনন্দোৎসব) খুব চলিতেছে, অথবা (নৃত্যগীতাদির) অভিনয়দর্শন ও অনীকদর্শন (সৈনিকদিগের মিথ্যা যুদ্ধ-কৌশলাদির প্রদর্শন) চলিতেছে, কিম্বা সৌরিক কলহ অর্থাৎ সুরাপানজনিত কোন কলহ উপস্থিত হইয়াছে, অথবা (শত্রুর) সৈন্য ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে, অথবা তাঁহার অনেক লোক বহুদিন যুদ্ধ হওয়ায় আহত ও মৃত হইয়াছে, অথবা তাঁহার লোক জাগরণে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, অথবা (বর্ষান্ধকারজনিত) দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, অথবা, শত্রু কোন বেগবাহিনী নদী পার হইতেছেন, অথবা নীহারজনিত উপপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

অথবা, স্কন্ধাবার ছাড়িয়া বনে লুক্কায়িত থাকিয়া বিজিগীষু বনমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত শত্রুকে আঘাত করিবেন।

অথবা, মিত্রবেষধারী, কিম্বা মিত্রসেনার মুখ্যের বেষধারী (বিজিগীষুর গূঢ়পুরুষ) সংরুদ্ধ শত্রুর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া, অভিত্যক্ত বা বধ্য এক পুরুষকে দূতরূপে (পত্রদ্বারা) এই সন্দেশ দিয়া (শত্রুর নিকট) প্রেরণ করিবে—"তোমার এই ছিদ্র বা দোষ আছে। অমুক অমুক তোমার দূষ্যপুরুষ (অর্থাৎ তোমার শত্রুর সহায়তাকারী তোমার অপকারকারী পুরুষ) আছে। অথবা, তোমার সংরোধকারী শত্রুর এই ছিদ্র বা দোষ আছে। (সংরোধকারী শত্রুর ক্রুদ্ধলুব্ধাদি) এই কৃত্যপক্ষ তোমার সহায়তার জন্য উপস্থিত আছে।"

সেই দূত যখন উত্তররূপে প্রতিলেখ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইবে, তখন বিজিগীষু তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া তাহার অপকার-দোষ প্রখ্যাপিত করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন এবং তৎপর সেই স্থান হইতে অপসৃত হইবেন।

অথবা, মিত্রের বেষধারী বা মিত্রসেনার বেষধারী গূঢ়পুরুষ সংরুদ্ধ রাজাকে (বিজিগীষুর শত্রুকে) বলিবে—"আমাকে রক্ষা করার জন্য তুমি প্রস্তুত থাকিও। অথবা, তুমি আমার সহিত মিলিত হইয়া সংরোদ্ধাকে (অর্থাৎ বিজিগীষুকে) মারিয়া ফেল।"

যদি শত্রুরাজা এই কথাতে স্বীকৃত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে (বিজিগীষু রাজা) উভয়দিক হইতে সংপীড়িত করিয়া মারিয়া ফেলিবেন। অথবা, (তিনি) তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া লইয়া তাঁহার সহিত রাজ্য-বিনিময় করাইবেন। অথবা, তিনি তাঁহার নগর নষ্ট করিবেন। অথবা, তিনি তাঁহার সারযুক্ত সেনাকে দুর্গ হইতে বাহিরে আনাইয়া মারিয়া ফেলিবেন। এই প্রকারে দণ্ডোপনত রাজা ও আটবিকের কার্য্যও ব্যাখ্যাত বলিয়া বুঝা গেল (অর্থাৎ তাহাদিগের দ্বারাও শত্রুর অবমর্দ্দকর্ম্ম সাধিত করা যাইবে)।

অথবা, তিনি দণ্ডোপনত ও আটবিক রাজার অন্যতর সংরুদ্ধ শত্রুরাজার নিকট এইরূপ সংবাদ পাঠাইবেন—"আপনার (দুর্গের) সংরোধকারী (বিজিগীষু) ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন; তিনি পার্ষ্ণিগ্রাহদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন; অন্য একটা ছিদ্র বা দোষও সমুত্থিত হইয়াছে—তিনি অন্য এক ভূমিতে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।" সেই শত্রুরাজা এই কথা স্বীকার করিয়া লইলে, সংরোধকারী বিজিগীষু নিজের স্কন্ধবারে আগুন

লাগাইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। তদনন্তর পূর্ব্বের মত, সমস্ত কার্য্য আচরিত হইবে (অর্থাৎ শত্রুরাজা আক্রমণে নির্গত হইলে বিজিগীষু দণ্ডোপনত ও আটবিকের সাহায্যে তাঁহাকে সংপীড়িত করিবেন।

অথবা, পণ্যবিক্রেতাদিগের আগমন সূচিত করিয়া (বিজিগীষু) তাহাদিগের বিষ-মিশ্রিত পণ্যদ্বারা তাঁহাকে (শত্রুরাজাকে) প্রবঞ্চিত করিয়া নষ্ট করিবেন।

অথবা, আসার বা মিত্রসেনার বেষধারী গূঢ়পুরুষ সংরুদ্ধ শত্রুরাজার নিকট এই মর্ম্মে একদূত পাঠাইবে—"তোমার এই বাহ্য শত্রুকে আমি অনেকটা অভিহত করিয়া রাখিয়াছি, এখন তুমি তাঁহাকে (সম্পূর্ণভাবে) অভিহত করার জন্য স্বদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হও"। শত্রু ইহা করিতে স্বীকার করিলে পর, পূর্ব্বের মত আচরণ তাঁহার প্রতি করা হইবে (অর্থাৎ উভয় পার্শ্ব হইতে তাঁহাকে সংপীড়িত করা হইবে)।

অথবা, (বিজিগীষুর) যোগপুরুষেরা (অর্থাৎ কপটকার্য্যকারী গূঢ়পুরুষেরা) নিজদিগকে (শত্রুরাজার) মিত্র বা বান্ধব বলিয়া প্রদর্শন করিয়া, মুদ্রাযুক্ত (শিলকরা) কপটশাসন বা কপটলেখ্য হস্তে করিয়া, তদীয় দুর্গে প্রবেশলাভপূর্ব্বক কৌশলে ইহা (বিজিগীষুর) অধিকারে আনাইবে।

অথবা, আসারব্যঞ্জন গূঢ়পুরুষ সংরুদ্ধ শত্রুরাজার নিকট এই বার্ত্তা পাঠাইবে—"অমুক দেশে ও অমুক সময়ে আমি তোমার শত্রুর (অর্থাৎ বিজিগীষুর) স্কন্ধাবার আক্রমণ করিব; তুমিও (সেই দেশে ও সেই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে) যুদ্ধ আরম্ভ করিবে"। তিনি ইহা করিতে স্বীকার করিলে পর, সে যথোক্ত স্কন্ধাবারটি অভিঘাতবশতঃ সংকুল বলিয়া দেখাইবে এবং তাহা দেখিয়া শত্রুরাজা রাত্রিতে স্বদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাঁহাকে বধ করাইবে।

অথবা, বিজিগীষু নিজ মিত্র বা আটবিক রাজাকে ডাকাইয়া আনিবেন এবং (শত্রুর প্রতি অভিযোগার্থ) তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন—"সংরুদ্ধ রাজার প্রতি বিক্রম প্রদর্শন করিয়া তাঁহার ভূমি বা রাজ্য স্বাধিকারে আনুন"। শত্রুর প্রতি ইহাদের কেহ যদি বিক্রম প্রদর্শন করিতে উদ্যত হয়েন, তাহা হইলে (বিজিগীষু) তাঁহার অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গদ্বারা, কিম্বা তাঁহার দূষ্য প্রধানদিগকে নিজের অনুকূল করিয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা, অথবা, নিজেই বিষমিশ্রিত দ্রব্যাদির যোগদ্বারা তাঁহার (অর্থাৎ সেই মিত্র বা আটবিকের) বধ ঘটাইবেন। এই শত্রু আমার মিত্রঘাতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহা প্রখ্যাপিত করিয়া তিনি নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিবেন (অর্থাৎ সেই শত্রুর প্রতি অভিযোগসাধন করিবেন)।

অথবা, মিত্রবেষধারী গূঢ়পুরুষ শত্রুর নিকট এইরূপ বলিবেন যে, বিজিগীষু তাঁহার উপর আক্রমণ চালাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এইভাবে শত্রুর আপ্তভাব বা বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া (সেই গূঢ়পুরুষ) তাঁহার প্রবীরপুরুষদিগকে মারাইবার চেষ্টা করিবেন।

অথবা, তিনি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে (বিজিগীষুর) জনপদনিবেশে থাকিতে দিবেন, অথবা তাঁহার দ্বারা অন্য একটি জনপদ নিবিষ্ট হইলে, তাঁহার অবিজ্ঞাত অবস্থায়, সেই জনপদ নষ্ট করিয়া দিবেন।

অথবা, তিনি নিজের দূষ্য ও আটবিকদিগের দ্বারা নিজের কোনও প্রকার অপকার করাইয়া, সেই ব্যপদেশে (শত্রুর) সেনার একাংশ অতিদূরে লইয়া গিয়া, (সেই সেনাবিরহে সহজে আক্রমণযোগ্য) শত্রুর দুর্গ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ছিনিয়া নিবেন। (শত্রুদুর্গের আক্রমণকারী সহায়কগণের নিরূপণ করা হইতেছে।) যাহারা শত্রুর দূষ্য, তাঁহার অমিত্র, তদীয় আটবিক ও তদীয় দ্বেষ্য এবং যাহারা একবার শত্রু হইতে অপসৃত হইয়া পুনরায় তৎসমীপে প্রত্যাগত, এবং যাহারা বিজিগীষুদ্বারা অর্থ ও মানদানপূর্ব্বক সৎকৃত ও যাহারা আক্রমণের কাল ও সঙ্কেত পরিজ্ঞাত, তাহারা পরদুর্গের আক্রমণকর্ম্মে সহায়তা করিবে।

পরদুর্গের ও শত্রুর স্কন্ধাবারের আক্রমণ সিদ্ধ করিয়া, (বিজিগীষুর লোকেরা) যুদ্ধাঙ্গনে পতিত, যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ, বিপদ্‌গ্রস্ত, মুক্তকেশ ও শস্ত্রভয়ে বিকৃতরূপধারী এবং যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত পুরুষদিগকে অভয় প্রদর্শন করিবে। পরদুর্গ স্বহস্তে আনিয়া (বিজিগীষু) প্রথমতঃ সেখান হইতে শত্রুপক্ষ্যদিগকে উৎসারিত করিবেন এবং (যাহারা অত্যন্ত বিরোধী হইবে তাহাদিগের) উপাংশুবধ সাধন করিয়া দুর্গের অন্তর্ভাগে ও বহির্ভাগে প্রবেশ করিবেন।

এই প্রকারে বিজিগীষু অমিত্রের ভূমি দখল করিয়া, মধ্যম রাজাকে প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ তাঁহার ভূমিও দখল করিতে লোভ করিবেন। তাঁহাকে পাইলে পর (তিনি) উদাসীন রাজাকেও পাইতে ইচ্ছা করিবেন। পৃথিবীজয়ের ইহাই প্রথম মার্গ।

মধ্যম ও উদাসীন রাজার অভাবে, নিজের গুণাতিরেকদ্বারা শত্রুর অমাত্যাদি প্রকৃতি-বর্গকে তিনি নিজের অনুকূল করিয়া লইবেন। তৎপর তাঁহার (কোশাদি) অন্য প্রকৃতি-গুলিকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিবেন। (পৃথিবীজয়ের) ইহাই দ্বিতীয় মার্গ।

(দশরাজক) মণ্ডলের অভাবে (৭ম অধিকরণে ১৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) (নিজের) শত্রুদ্বারা (শত্রুর) মিত্রকে এবং (নিজের) মিত্রদ্বারা শত্রুকে উভয় পার্শ্ব হইতে সংপীড়িত করিয়া (তাঁহাকে) তিনি নিজ আনুকূল্যে আনিতে চেষ্টা করিবেন। (পৃথিবীজয়ের) ইহাই তৃতীয় মার্গ।

অথবা, তিনি নিজের পক্ষে শক্য বা সুজেয় একটি সামন্তকে নিজের অনুকূল করিয়া লইবেন। এইভাবে তাঁহার বলে নিজে দ্বিগুণবলবিশিষ্ট হইয়া তিনি দ্বিতীয় এক সামন্তকে হস্তগত করিবেন। আবার তাঁহার বলে নিজে ত্রিগুণবলবিশিষ্ট হইয়া তিনি এক তৃতীয় সামন্তকে নিজ বশে আনিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীজয়ের ইহাই চতুর্থ মার্গ।

(এইভাবে বিজিগীষু) পৃথিবী জয় করিয়া ইহাতে বর্ণ ও আশ্রমগুলির সঙ্গতরূপে বিভাগ করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে ইহা ভোগ করিবেন।

উপজাপ (শত্রুপক্ষের লোকের ভেদকরণ), অপসর্প (শত্রুর প্রতি গূঢ়পুরুষের কার্য্য), বামন (শত্রুর দেশ হইতে অপসারণ), পর্য্যুপাসন (শত্রুদুর্গের চতুর্দ্দিকে অবরোধ) ও অবমর্দ্দ (শত্রুর দুর্গনাশ)—এই পাঁচটি শত্রুদুর্গলাভের হেতু বলিয়া গৃহীত হয়॥ ১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে দুর্গলম্ভোপায়-নামক ত্রয়োদশ অধিকরণে
পর্য্যুপাসনকর্ম্ম ও অবমর্দ্দ-নামক চতুর্থ অধ্যায়
(আদি হইতে ১৪৪ অধ্যায়) সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

১৭৬ম প্রকরণ—লব্ধপ্রশমন বা লব্ধ বা বিজিত ভূমিতে শান্তিস্থাপন

বিজিগীষুর সমুত্থান বা উদ্যোগ দুই প্রকারের হইতে পারে। সেই উদ্যোগদ্বারা অটবি-প্রভৃতিও (অর্থাৎ অটবি-খনি ইত্যাদিও) লব্ধ হইতে পারে, কোন একটি গ্রামাদিও (অর্থাৎ গ্রাম, নগর ইত্যাদিও) লব্ধ হইতে পারে। (বিজিগীষুর) এই প্রকার লাভও ত্রিবিধ হইতে পারে, যথা, (১) নব (অর্থাৎ যাহা শত্রু হইতে নূতন অর্জ্জিত), (২) ভূতপূর্ব্ব (অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে স্বকীয় ছিল, কিন্তু পরে শত্রুহস্তগত হইয়াছিল, এবং যাহা এখন প্রত্যাহৃত) ও (৩) পিত্র্য (অর্থাৎ পিতৃহস্ত হইতে প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু পরে শত্রুহস্তগত হইয়াছিল এবং যাহা এখন প্রত্যাহৃত)।

নব লম্ভ বা লাভ প্রাপ্ত হইয়া (বিজিগীষু) শত্রুর দোষ নিজের গুণপ্রদর্শনদ্বারা আচ্ছাদিত করিবেন এবং নিজের গুণ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া শত্রুর গুণ আচ্ছাদিত করিবেন। (বিজিগীষু) নিজধর্ম্ম (প্রজাপালনরূপ ধর্ম্ম), স্বকর্ম্ম (যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান), অনুগ্রহ (শত্রু হইতে লব্ধ রাজ্যের প্রজাদিগের প্রতি ঋণদানাদিদ্বারা উপকার), পরিহার (করমোক্ষ), (ভূম্যাদির) দান, ও সৎকারকার্য্যদ্বারা (নবজিতদেশের) প্রকৃতিবর্গের (প্রজাজনের) প্রিয় ও হিতের অনুবর্ত্তন করিবেন। এবং তিনি নিজের যথাকথিত (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত) বিষয়ানুসারে (শত্রুর) কৃত্যপক্ষকে (ক্রুদ্ধলুব্ধাদিবর্গকে) (দানাদিদ্বারা) প্রসন্ন রাখিবেন। এবং তাঁহার নিজ উপকারের জন্য যাহারা বহু পরিশ্রম করিয়াছে তাহাদিগকে (তিনি) আরও বেশী প্রসন্ন রাখিবেন। কারণ, বিসংবাদক (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত বিষয়ের অপূরণকারী) রাজা নিজের লোক ও শত্রুর লোকের অবিশ্বাসের পাত্র হয়েন, এবং যিনি নিজ প্রকৃতি বা প্রজা-বর্গের বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তিনিও অবিশ্বাস্য হয়েন। সুতরাং আপন প্রজাবর্গের সমান শীল, বেষ, ভাষা ও আচার (বিজিগীষু) অবলম্বন করিবেন। এবং তিনি (নূতন লব্ধ) দেশের দেবতা, সমাজ (প্রীতিভোজপ্রথাদি), উৎসব ও বিহারসম্বন্ধে ভক্তিভাব রক্ষা করিবেন।

এবং (বিজিগীষুর) সত্রিনামক গূঢ়পুরুষেরা দেশ, গ্রাম, জাতি, সংঘ ও মুখ্যদিগের নিকট শত্রুরাজার অপচার বা অহিত আচরণ বারবার প্রদর্শন করিবে। এবং (তাহারা) সেই সেই দেশগ্রামাদিতে নব রাজার (বিজিগীষুর) মহাভাগতা (উদারতা), ভক্তি ও স্বামিকৃত সৎকার বিশেষভাবে বর্ত্তমান আছে বলিয়া বারবার প্রকাশ করিবে। (বিজিগীষু) সমুচিত ভোগ (রাজভোগের দান), পরিহার (করমোক্ষণ), ও রক্ষণাবেক্ষণ (কণ্টকশোধন অধিকরণে উক্ত উপায়)-দ্বারা সেই সেই দেশগ্রামাদিকে নিজ উপযোগে আনিবেন। (নবলব্ধ দেশে বিজিগীষু) সব দেবতা ও আশ্রমের পূজন করাইবেন এবং যে-যে পুরুষ বিদ্যাশূর (বড় পণ্ডিত), বাক্যশূর (বড় বাগ্মী) ও ধর্ম্মশূর (বড় ধার্ম্মিক) তাঁহাদিগের জন্য ভূমিদান, দ্রব্যদান ও পরিহারের ব্যবস্থা করাইবেন। এবং যাহারা দীন, অনাথ ও ব্যাধিগ্রস্ত তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ (নানাপ্রকার উপকার)-প্রদর্শন করিবেন ও সব কারারুদ্ধ লোকের বন্ধনমোচন

করাইবেন। প্রত্যেক চাতুর্ম্মাস্যে (চারিমাসের বর্গে) অর্দ্ধমাস অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবস এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট রাখিবেন, যাহাতে প্রাণিবধ প্রতিষিদ্ধ থাকিবে। এবং বৎসরে যতগুলি পৌর্ণমাসী থাকিবে তন্মধ্যে চারি রাত্রিতে তিনি প্রাণিবধ নিষিদ্ধ করাইবেন। রাজনক্ষত্রে (অর্থাৎ রাজার রাজ্যাভিষেক তিথিতে) ও দেশনক্ষত্রে (অর্থাৎ দেশলাভতিথিতে) তিনি একরাত্রি-ব্যাপী প্রাণিবধের নিষেধ করাইবেন। তিনি যোনিবধ (অর্থাৎ মাতৃজাতীয় কুক্কুটী-প্রভৃতির বধ), বালবধ (বাচ্চা প্রাণীর বধ) (বিজিগীষু) প্রতিষিদ্ধ করাইবেন এবং পুংস্ত্বের উপঘাত (অর্থাৎ নরজাতীয় পশুপ্রভৃতির ষণ্ডীকরণ) নিষেধ করাইবেন। আর যেরূপ চরিত্র কোশ ও দণ্ডের নাশ করিতে পারে ও যেরূপ চরিত্র অধর্ম্মযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, তিনি তাহা দূর করিয়া দিয়া (রাজ্যে) ধর্ম্মযুক্ত ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিবেন। আর চোর-প্রকৃতিবিশিষ্ট (অর্থাৎ লুটপাটে রত) ম্লেচ্ছজাতিগুলির ও দুর্গ, রাষ্ট্র ও সেনার মুখ্যপুরুষদিগের দূর দূর দেশে স্থানবিপর্য্যয় তিনি ব্যবস্থা করাইবেন (অর্থাৎ এগুলিকে কখনও একস্থানে বেশীদিন থাকিতে দিবেন না)। শত্রুদ্বারা উপকৃত মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতিদিগের জন্য শত্রুর প্রত্যন্তপ্রদেশসমূহে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিবাসের ব্যবস্থা তিনি করাইবেন। (বিজিগীষুর) অপকারকরণে সমর্থ ও তাঁহার (বিজিগীষুর) বিনাশের জন্য সেই স্থানে বাসকারী ব্যক্তিদিগকে তিনি উপাংশুদণ্ড বা গোপনহত্যাদ্বারা প্রশমিত করিবেন। স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে অথবা শত্রুদ্বারা কারাগারে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তিনি (বিজিগীষু) স্বস্বপদ হইতে বিচ্যুত শত্রুপক্ষীয়দিগের অধিকারস্থানে নিযুক্ত করিবেন।

যদি শত্রুর স্ববংশসম্ভূত কোন ব্যক্তি শত্রু হইতে অপহৃত ভূমি ফিরিয়া লইবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, অথবা প্রত্যন্ত অটবীপ্রদেশের অধিকারী পুরুষের সহায়তায় স্থিত হইয়া বাধা জন্মাইতে পারেন বলিয়া আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে তিনি গুণহীন ভূমি কিছু দিতে পারেন। অথবা, সেই শত্রুবংশ্য ব্যক্তিকে গুণযুক্ত ভূমির চতুর্থাংশও তিনি (বিজিগীষু) দিতে পারেন—কিন্তু, তাঁহার নিকট হইতে কোশদান ও সেনাদানের সর্ত্ত নিশ্চিত করিয়া (তিনি তাহা দিবেন)। এই কারণে সেই উপকারকারী (অর্থাৎ কোশদণ্ডদানে প্রতিশ্রুতিদায়ক শত্রুকুলীন) ব্যক্তি নিজের পৌর ও জানপদদিগকে কোপিত করিবেন। (বিজিগীষু) সেই কুপিত ব্যক্তিগণদ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইবেন। অথবা, (অমাত্যাদি) প্রকৃতিদ্বারা নিন্দিত হইলে তিনি তাঁহাকে (সেখান হইতে) বিতাড়িত করাইবেন। অথবা, তিনি তাঁহাকে সেই দেশে নিবেশিত করিবেন যেখানে তাঁহার উপঘাতের হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। (এই পর্য্যন্ত নবলম্ভবিষয়ের বিধি বলা হইল।)

ভূতপূর্ব্ব লম্ভসম্বন্ধে এইরূপ বলা হইতেছে—যে দোষের জন্য দেশ শত্রুহস্তে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সেই প্রকৃতিদোষ সাদিত করিয়া বা চাপিয়া রাখিবেন। এবং যে নিজগুণে দেশ শত্রুহস্ত হইতে পুনরায় ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে সে গুণগুলিকে তিনি দৃঢ়তর করিবেন।

পিত্র্যলম্ভসম্বন্ধে এইরূপ বলা হইতেছে—যদি পিতার দোষে দেশ পরহস্তগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সেই সব পিতৃদোষ ছাদিত করিয়া বা চাপিয়া রাখিবেন। এবং তিনি পিতার কোন গুণ থাকিলে তাহা প্রকাশিত করিবেন।

বিজিগীষু (লব্ধদেশে) যেরূপ ধর্ম্মযুক্ত চরিত্র (কখনই পূর্ব্বে) আচরিত হয় নাই, অথবা, যেরূপ চরিত্র অন্যদ্বারা আচরিত হইয়াছে, তাহা প্রবর্ত্তিত করিবেন। কিন্তু, তিনি অধর্ম্মযুক্ত চরিত্র (কখনই) প্রবর্ত্তিত হইতে দিবেন না এবং ইহা অন্যের দ্বারা আচরিত হইয়া থাকিলেও তাহা তিনি নিবর্ত্তিত রাখিবেন ॥১॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে দুর্গলম্ভোপায়-নামক ত্রয়োদশ অধিকরণে লব্ধপ্রশমন-নামক পঞ্চম অধ্যায় (আদি হইতে ১৪৫ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দুর্গলম্ভোপায়-নামক ত্রয়োদস অধিকরণ সমাপ্ত।

ঔপনিষদিক—চতুর্দ্দশ অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১৭৭ম প্রকরণ—পরঘাতপ্রয়োগ বা শত্রুবধনিমিত্ত ঔষধপ্রয়োগ

(বিজিগীষু রাজা) (ব্রাহ্মণাদি) চতুর্ব্বর্ণের রক্ষাজন্য, অধার্ম্মিক পুরুষদিগের উপর ঔপনিষদিকের (অর্থাৎ মন্ত্র ও ঔষধের রহস্যের) প্রয়োগ করিবেন। (বিজিগীষু) শত্রুর শরীরে উপভোগ্য (বস্ত্রাদি) দ্রব্যসমূহে, নিজের বিশ্বসনীয় দেশ, বেষ, শিল্প ও ভাজনের (সুপাত্রত্বের) ছল করিয়া কুব্জ, বামন, কিরাত, মুক, বধির, জড় (মুর্খ) ও অন্ধজনের ছদ্ম বা বেষধারী ম্লেচ্ছজাতীয় প্রিয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদ্বারা কালকূটাদি বিষসমূহ সংযুক্ত করিবেন (অর্থাৎ উপরি উল্লিখিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদ্বারা বিজিগীষু শত্রুর বস্ত্রাদিতে বিষ প্রয়োগ করিবেন)।

গূঢ়পুরুষেরা শত্রুরাজার ক্রীড়নক-নিধানস্থানে, (ভূষণাদি) ভাণ্ডনিধানস্থানে ও অন্যান্য রাজভোগ্য দ্রব্যাদি রাখিবার স্থানে শস্ত্রনিবেশন করিবে (অথবা, পররাজার ক্রীড়নাদিসময়ে তদুপরি শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে)। রাত্রিতে সংচরণশীল সত্ত্রী পুরুষেরা ও অগ্নিজীবীরা (লৌহকারাদিবর্গ) (শত্রুর স্থানে) অগ্নিনিবেশন করিবে।

চিত্রভেক (চিত্রবর্ণ ভেক), কৌণ্ডিন্যক (একপ্রকার কীটবিশেষ—ইহার মূত্র ও পুরীষেই বিষ থাকে), কৃকণক (জঙ্গলী তিত্তিরপক্ষিভেদ; বা মতান্তরে, কীটভেদ), পঞ্চকুষ্ঠ (কুষ্ট বৃক্ষের পাতা, ফুল, ফল, ছাল ও মুল থাকে কুষ্ঠাকৃতি) ও শতপদী (বহুপদ-বিশিষ্ট কীটভেদ—কাণবিছা)—এইগুলির চূর্ণ; এবং উচ্চিদিঙ্গ (বা উচ্চিটিঙ্গ-নামক অল্পবিষ কীটভেদ), কংবলী (কৃমিবিশেষ), শত (শতমূলী), কন্দ, ইধ্ম (পলাশসমিৎ) ও কৃকলাস (সরটনামক ক্ষুদ্রজন্তুবিশেষ—কাঁকলাস)—এইগুলির চূর্ণ; এবং গৃহগোলিকা (গৃহগোধিকা—জ্যেষ্ঠা বা টিকটিকিবিশেষ), অন্ধাহিক (মৎস্যভেদ—কুঁচিয়া নামে খ্যাত), কৃকণক (ক্রকরপক্ষী—কয়ার), পূতিকীট ও গোমারিকা (ওষধিবিশেষ)—এইগুলির চূর্ণ;—

করাইবেন। প্রত্যেক চাতুর্ম্মাস্তে (চারিমাসের বর্গে) অর্দ্ধমাস অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবস এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট রাখিবেন, যাহাতে প্রাণিবধ প্রতিষিদ্ধ থাকিবে। এবং বৎসরে যতগুলি পৌর্ণমাসী থাকিবে তন্মধ্যে চারি রাত্রিতে তিনি প্রাণিবধ নিষিদ্ধ করাইবেন। রাজনক্ষত্রে (অর্থাৎ রাজার রাজ্যাভিষেক তিথিতে) ও দেশনক্ষত্রে (অর্থাৎ দেশলাভতিথিতে) তিনি একরাত্রি-ব্যাপী প্রাণিবধের নিষেধ করাইবেন। তিনি যোনিবধ (অর্থাৎ মাতৃজাতীয় কুক্কুটী-প্রভৃতির বধ), বালবধ (বাচ্চা প্রাণীর বধ) (বিজিগীষু) প্রতিষিদ্ধ করাইবেন এবং পুংস্থের উপঘাত (অর্থাৎ নরজাতীয় পশুপ্রভৃতির ষণ্ডীকরণ) নিষেধ করাইবেন। আর যেরূপ চরিত্র কোশ ও দণ্ডের নাশ করিতে পারে ও যেরূপ চরিত্র অধর্ম্মযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, তিনি তাহা দূর করিয়া দিয়া (রাজ্যে) ধর্ম্মযুক্ত ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিবেন। আর চোর-প্রকৃতিবিশিষ্ট (অর্থাৎ লুটপাটে রত) ম্লেচ্ছজাতিগুলির ও দুর্গ, রাষ্ট্র ও সেনার মুখ্যপুরুষদিগের দূর দূর দেশে স্থানবিপর্য্যয় তিনি ব্যবস্থা করাইবেন (অর্থাৎ এগুলিকে কখনও একস্থানে বেশীদিন থাকিতে দিবেন না)। শত্রুদ্বারা উপকৃত মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতিদিগের জন্য শত্রুর প্রত্যন্তপ্রদেশসমূহে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিবাসের ব্যবস্থা তিনি করাইবেন। (বিজিগীষুর) অপকারকরণে সমর্থ ও তাঁহার (বিজিগীষুর) বিনাশের জন্য সেই স্থানে বাসকারী ব্যক্তিদিগকে তিনি উপাংশুদণ্ড বা গোপনহত্যাদ্বারা প্রশমিত করিবেন। স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে অথবা শত্রুদ্বারা কারাগারে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তিনি (বিজিগীষু) স্বস্বপদ হইতে বিচ্যুত শত্রুপক্ষীয়দিগের অধিকারস্থানে নিযুক্ত করিবেন।

যদি শত্রুর স্ববংশসম্ভূত কোন ব্যক্তি শত্রু হইতে অপহৃত ভূমি ফিরিয়া লইবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, অথবা প্রত্যন্ত অটবীপ্রদেশের অধিকারী পুরুষের সহায়তায় স্থিত হইয়া বাধা জন্মাইতে পারেন বলিয়া আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে তিনি গুণহীন ভূমি কিছু দিতে পারেন। অথবা, সেই শত্রুবংশ্য ব্যক্তিকে গুণযুক্ত ভূমির চতুর্থাংশও তিনি (বিজিগীষু) দিতে পারেন—কিন্তু, তাঁহার নিকট হইতে কোশদান ও সেনাদানের সর্ত্ত নিশ্চিত করিয়া (তিনি তাহা দিবেন)। এই কারণে সেই উপকারকারী (অর্থাৎ কোশদণ্ডদানে প্রতিশ্রুতিদায়ক শত্রুকুলীন) ব্যক্তি নিজের পৌর ও জানপদদিগকে কোপিত করিবেন। (বিজিগীষু) সেই কুপিত ব্যক্তিগণদ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইবেন। অথবা, (অমাত্যাদি) প্রকৃতিদ্বারা নিন্দিত হইলে তিনি তাঁহাকে (সেখান হইতে) বিতাড়িত করাইবেন। অথবা, তিনি তাঁহাকে সেই দেশে নিবেশিত করিবেন যেখানে তাঁহার উপঘাতের হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। (এই পর্য্যন্ত নবলম্ভবিষয়ের বিধি বলা হইল।)

ভূতপূর্ব্ব লম্ভসম্বন্ধে এইরূপ বলা হইতেছে—যে দোষের জন্য দেশ শত্রুহস্তে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সেই প্রকৃতিদোষ সাদিত করিয়া বা চাপিয়া রাখিবেন। এবং যে নিজগুণে দেশ শত্রুহস্ত হইতে পুনরায় ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে সে গুণগুলিকে তিনি দৃঢ়তর করিবেন।

পিত্র্যলম্ভসম্বন্ধে এইরূপ বলা হইতেছে—যদি পিতার দোষে দেশ পরহস্তগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সেই সব পিতৃদোষ ছাদিত করিয়া বা চাপিয়া রাখিবেন। এবং তিনি পিতার কোন গুণ থাকিলে তাহা প্রকাশিত করিবেন।

বিজিগীষু (লব্ধদেশে) যেরূপ ধর্ম্মযুক্ত চরিত্র (কখনই পূর্ব্বে) আচরিত হয় নাই, অথবা, যেরূপ চরিত্র অন্যদ্বারা আচরিত হইয়াছে, তাহা প্রবর্ত্তিত করিবেন। কিন্তু, তিনি অধর্ম্মযুক্ত চরিত্র (কখনই) প্রবর্ত্তিত হইতে দিবেন না এবং ইহা অন্যের দ্বারা আচরিত হইয়া থাকিলেও তাহা তিনি নিবর্ত্তিত রাখিবেন ॥১॥

কৌটলীয় অর্থশাস্ত্রে দুর্গলম্ভোপায়-নামক ত্রয়োদশ অধিকরণে লব্ধপ্রশমন-নামক পঞ্চম অধ্যায় (আদি হইতে ১৪৫ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দুর্গলম্ভোপায়-নামক ত্রয়োদস অধিকরণ সমাপ্ত।

ঔপনিষদিক—চতুর্দ্দশ অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১৭৭ম প্রকরণ—পরঘাতপ্রয়োগ বা শত্রুবধনিমিত্ত ঔষধপ্রয়োগ

(বিজিগীষু রাজা) (ব্রাহ্মণাদি) চতুর্ব্বর্ণের রক্ষাজন্য, অধার্ম্মিক পুরুষদিগের উপর ঔপনিষদিকের (অর্থাৎ মন্ত্র ও ঔষধের রহস্যের) প্রয়োগ করিবেন। (বিজিগীষু) শত্রুর শরীরে উপভোগ্য (বস্ত্রাদি) দ্রব্যসমূহে, নিজের বিশ্বসনীয় দেশ, বেষ, শিল্প ও ভাজনের (সুপাত্রত্বের) ছল করিয়া কুব্জ, বামন, কিরাত, মুক, বধির, জড় (মুর্খ) ও অন্ধজনের ছদ্ম বা বেষধারী ম্লেচ্ছজাতীয় প্রিয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদ্বারা কালকূটাদি বিষসমূহ সংযুক্ত করিবেন (অর্থাৎ উপরি উল্লিখিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদ্বারা বিজিগীষু শত্রুর বস্ত্রাদিতে বিষ প্রয়োগ করিবেন)।

গূঢ়পুরুষেরা শত্রুরাজার ক্রীড়নক-নিধানস্থানে, (ভূষণাদি) ভাণ্ডনিধানস্থানে ও অন্যান্য রাজভোগ্য দ্রব্যাদি রাখিবার স্থানে শস্ত্রনিবেশন করিবে (অথবা, পররাজার ক্রীড়নাদিসময়ে তদুপরি শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে)। রাত্রিতে সংচরণশীল সত্রী পুরুষেরা ও অগ্নিজীবীরা (লৌহকারাদিবর্গ) (শত্রুর স্থানে) অগ্নিনিবেশন করিবে।

চিত্রভেক (চিত্রবর্ণ ভেক), কৌণ্ডিন্যক (একপ্রকার কীটবিশেষ—ইহার মুত্র ও পুরীষেই বিষ থাকে), কৃকণক (জঙ্গলী তিত্তিরপক্ষিভেদ; বা মতান্তরে, কীটভেদ), পঞ্চকুষ্ঠ (কুষ্ট বৃক্ষের পাতা, ফুল, ফল, ছাল ও মুল থাকে কুষ্ঠাকৃতি) ও শতপদী (বহুপদ-বিশিষ্ট কীটভেদ—কাণবিছা)—এইগুলির চূর্ণ; এবং উচ্চিদিঙ্গ (বা উচ্চিটিঙ্গ-নামক অল্পবিষ কীটভেদ), কংবলী (কৃমিবিশেষ), শত (শতমূলী), কন্দ, ইধ্ম (পলাশসমিৎ) ও কৃকলাস (সরটনামক ক্ষুদ্রজন্তুবিশেষ—কাঁকলাস)—এইগুলির চূর্ণ; এবং গৃহগোলিকা (গৃহগোধিকা—জ্যেষ্ঠা বা টিকৃটিকিবিশেষ), অন্ধাহিক (মৎস্যভেদ—কুঁচিয়া নামে খ্যাত), কৃকণক (ক্রকরপক্ষী—কয়ার), পুতিকীট ও গোমারিকা (ওষধিবিশেষ)—এইগুলির চূর্ণ;—

এইসব চূর্ণ ভল্লাতক (বৃক্ষবিশেষ—ভেলা) ও অবল্গুজা (বা অবল্গুজা—সোমরাজী-নামক বৃক্ষবিশেষ) এই দুই বৃক্ষের রসের সহিত যুক্ত হইলে সন্তঃ সন্তঃ প্রাণনাশক দ্রব্য হইয়া দাঁড়ায়, অথবা, এই দ্রব্যগুলির ধূমও সন্তঃ সন্তঃ প্রাণনাশক হয়।

উপরি উক্ত কীটগুলির যে কোন একটি যদি (অগ্নিতে) তপ্ত হয়, (এবং ইহা ঘ্রাণাদি-দ্বারা উপযোগে আসে) তাহা হইলে ইহা ঘ্রাণকারীকে শোষিত করে ; এবং ইহা যদি কৃষ্ণসর্প ও প্রিয়ঙ্গুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ প্রাণহর হয় বলিয়া মনে করা যায় ॥১॥

যদি ধামার্গব (অপামার্গ বা কোশাতকী, একপ্রকার ঝিঙ্গা) ও যাতুধান (বা রাক্ষসনামের একপ্রকার ওষধি)-এই দুই দ্রব্যের মূল ভল্লাতক পুষ্পের চূর্ণের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে ইহা অর্দ্ধমাসের মধ্যেই প্রাণহর যোগ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ব্যাঘাত-নামক ('ব্যাধিঘাতক'শব্দই কোষে ধৃত দেখা যায়-ইহার অপর পর্য্যায় 'আরগ্বধ'-বৃক্ষ) বৃক্ষের মূল যদি ভল্লাতকপুষ্পের চূর্ণের সহিত মিলিত হয় এবং ইহা যদি কোন তপ্ত কীটযোগে-যুক্ত হয়, তাহা হইলে এই প্রয়োগ একমাস মধ্যেই প্রাণহর হইয়া দাঁড়ায়। এই কীটযোগের এক কলামাত্র মানুষের উপর প্রযোজ্য, ইহার দ্বিগুণ (দুই কলামাত্র) গর্দ্দভ ও অশ্বের উপর প্রযোজ্য এবং ইহার চতুর্গুণ (চারিকলামাত্র) হস্তী ও উষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য হইতে পারে।

শত (শতাবরী), কর্দ্দম (বা যক্ষকর্দ্দম), উচ্চিদিঙ্গ, করবীর, কটুতুম্বী ও মাছ—এইগুলির ধূম, যদি মদন (ধুতুরা) ও কোদ্রবের (কোদোনামক ধান্যবিশেষের) পলাল বা পোয়ালের সহিত, কিম্বা হস্তিকর্ণ (কুস্তুম্বুরু) ও পলাশের (কচ্চোরের) পলাল বা পোয়ালের (শস্যশূন্য ধান্যনালকে পলাল বলা হয়) সহিত প্রভূত বায়ুতে বা বায়ুর অভিমুখে প্রণীত বা উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে সেই ধূম যতদূর যাইবে ততদূর প্রাণিজাতকে নষ্ট করিবে।

পূতিকীট, মাছ, কটুতুম্বী, শত (শতাবরী), কর্দ্দম, ইন্দ্রগোপ (জ্যোতির্ম্মালী-নামের কীট)-এইগুলির চূর্ণ অথবা পূতিকীট, ক্ষুদ্রা (কণ্টকারী), অরালা (যক্ষধূপাখ্য নির্য্যাস, বা ধূপবিশেষ), হেম (ধুতুরা) ও বিদারীর (ইক্ষুগন্ধা)—এইগুলির চূর্ণ যদি ছাগলের শৃঙ্গ ও খুরের চূর্ণের সহিত মিলিত হইয়া (অগ্নিসংযোগে) ধূম উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই ধূম প্রাণিবর্গের অন্ধতা আনয়ন করে।

পূতিকরঞ্জের পাতা, হরিতাল, মনঃশিলা, গুঞ্জা, রক্তকার্পাসের পলাল—এইগুলি যদি আস্ফোট, কাচ (লবণভেদ) ও গোবরের রসে পিষ্ট হয়, তাহা হইলে এই দ্রব্যগুলি হইতে উৎপন্ন ধূম প্রাণীর অন্ধতা উৎপাদন করে।

সর্পের নির্ম্মোক (বা কঞ্চুক), গোবর ও ঘোড়ার বিষ্ঠা, ও অন্ধাহিকের (মৎস্যবিশেষের) মস্তক—এই দ্রব্যগুলি পৃথগ্‌ভাবে ধূম উৎপাদন করিলে সেই ধূমও অন্ধীকর ধূম হয়।

পারাবত, প্লবক (পক্ষিভেদ) ও ক্রব্যাদ (গৃধ্র) এবং হস্তী, পুরুষ মানুষ ও বরাহের মূত্র ও বিষ্ঠা ; তথা কাসীস (ধাতুভেদ), হিঙ্গু, যবতুষ ও কণতণ্ডুল ; তথা কার্পাস, কুটজ ও কোশাতকীর (অপামার্গ) বীজ ; তথা গোমূত্রিকা (তৃণভেদ) ও ভাণ্ডীর (যোজনবল্লীর) মূল, তথা নিম্ব, শিগ্রু (শজিনা), ফণিজ্জ (জম্বীরভেদ), কাক্ষীব

(শজিনা-বিশেষ), ও পীলুবৃক্ষের ভঙ্গ (ছিল্‌কা ; তথা সর্প ও শফরীর চর্ম্ম ; তথা হস্তীর নখ ও শৃঙ্গের (দাঁতের) চূর্ণ—এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেক বর্গই যদি (অগ্নিসংযোগে) ধূম উৎপাদন করে এবং সেই ধূম মদন (ধুতূরা) ও কোদ্রবের পলালের, কিম্বা হস্তিকর্ণ ও পলাশের পলালের সহায়তায় প্রণীত হয়, তাহা হইলে সেই ধূম যতদূর পর্য্যন্ত চলিবে, ততদূর পর্য্যন্ত প্রাণীর প্রাণনাশ ঘটাইবে।

কালী (অম্বষ্ঠা), কুষ্ঠ (কুঠ), নড (নল-তৃণ) ও শতাবরীর মূল ; অথবা, সর্প, ময়ূরপুচ্ছ, কৃকণীক (ক্রকরপক্ষী বা কয়ার) ও পঞ্চকুষ্ঠের চূর্ণ ;—এই দুই দ্রব্যদ্বারা, পূর্ব্ববর্ত্তী কল্পে উক্ত পলালদ্বারা অর্থাৎ মদনও কোদ্রবের পলালদ্বারা এবং হস্তিকর্ণ ও পলাশের পলালদ্বারা, অথবা কতক আর্দ্র ও কতক শুষ্কপলালদ্বারা (অগ্নিসংযোগে) উৎপন্ন ধূম, সংগ্রামে অবতরণ ও (রাত্রির) আক্রমণের ভিড়ের সময়ে যদি ভেজনোদকদ্বারা নিজনেত্রের উপঘাত নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া লোকেরা প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সেই ধূম সব প্রাণীর নেত্র নষ্ট করিয়া দিতে পারে।

যদি শারিকা, কপোত, বক ও বলাকার বিষ্ঠা, অর্ক, অক্ষী (বৃক্ষভেদ), পীলুক ও স্নুহির (সমন্তদুগ্ধার) দুগ্ধদ্বারা পিষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা কৃত অঞ্জন লোকের অন্ধতা জন্মায় ও জল বিষযুক্ত করে।

যদি যব ও শালিধান্যের মূল, মদনফল, জাতীপুষ্পের পাতা ও নরের মূত্র একত্রিত করিয়া প্লক্ষ (পিপ্পল) ও বিদারীর মূলের সহিত মিশ্রিত করা হয় এবং যদি এগুলি মূক (মৎস্যবিশেষ), উদুম্বর (হেমদুগ্ধ), মদনবৃক্ষ ও কোদ্রবের ক্বাথের সহিত যুক্ত করা হয়, অথবা, হস্তিকর্ণ ও পলাশের ক্বাথের সহিত যুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ইহা **মদনযোগ**-নামক এক যোগে পরিণত হয় অর্থাৎ এই যোগ চিত্তবিভ্রম উৎপাদন করে।

আবার শৃঙ্গী (শিঙ্গীমাছ), গৌতমবৃক্ষ (?), কণ্টকার (শাল্মলিবৃক্ষ), ও ময়ূরপদী (ওষধিবিশেষ) একত্রিত হইয়া যে যোগে পরিণত হয় সেই যোগ ; এবং গুঞ্জা, লাঙ্গলী (নারিকেল, মতান্তরে, পৃথক্‌পর্ণী), বিষমূলিকা (কালকূটাদি বিষ) ও ইঙ্গুদীর যোগ ; এবং করবীর; অক্ষি, পীলুক, অর্ক ও মৃগমারণীর (ওষধিবিশেষের) যোগ ; এই যোগগুলি মদন ও কোদ্রবের ক্বাথ সহ যুক্ত হইলে, অথবা, হস্তিকর্ণ ও পলাশের ক্বাথ সহ যুক্ত হইলেও 'মদন-যোগ' বা চিত্তবিভ্রমকর যোগ প্রস্তুত হইতে পারে। অথবা, এই সব মদনযোগ যবস (ঘাস) ইন্ধন ও জলের দোষ উৎপাদন করিতে পারে।

কৃকলাস, গৃহগোলিকা ও অন্ধাহিকের করণ্ডা বা স্নায়ুসংঘাত পক্ক করিলে যে ধূম উদ্‌গত হয়, তাহা নেত্রবধ ও উন্মাদ উৎপাদন করে।

কৃকলাস ও গৃহগোলিকার (ধূম-যোগ) কুষ্ঠ উৎপাদন করে। এই যোগই যদি চিত্রভেকের আন্ত্র (আঁত) ও মধুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে ইহা প্রমেহ-রোগ উৎপাদন করে। আর, এই যোগ যদি মানুষের রক্তের সহি মিলিত করা হয়, তাহা হইলে ইহা ক্ষয়রোগ উৎপাদন করে।

যদি দূষীবিষ (অর্থাৎ নেত্রমল বা পিচুটি) এবং মদ নও কোদ্রবের চূর্ণ উপজিহ্বিকার

(পিপীলিকাবিশেষের) সহিত যুক্ত হয়, অথবা মাতৃবাহক (পক্ষিভেদ), অঞ্জলিকার (ওষধেবিশেষ), প্রচলাক (ময়ূরপুচ্ছ), ভেক, অক্ষি ও পীলুকের সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে এই যোগ বিষূচিকা-রোগ উৎপাদন করে।

পঞ্চকুষ্ঠক, কৌণ্ডিন্যক (কৃমিভেদ), রাজবৃক্ষ (আরগ্বধ) ও পুষ্পমধু (মধুক)—এই চারিদ্রব্যের যোগ জ্বর উৎপাদন করে। যদি ভাসপক্ষী, নকুল, জিহ্বা (মঞ্জিষ্ঠা) ও গ্রন্থিকা (পিপ্পলীমূল)—এই কয়েকটি দ্রব্যের যোগ, গর্দ্দভীর দুগ্ধের সহিত পিষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা একমাস বা অর্দ্ধমাসের মধ্যেই (মানুষের) মূকত্ব ও বধিরত্ব উৎপাদন করিতে পারে। ইহার এককলা পরিমাণ পুরুষের প্রতি ব্যবহৃত হইলেই উক্ত দোষ আনয়ন করিবে ও অবশিষ্ট পরিমাণ পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য (অর্থাৎ ঘোড়া ও গাধার জন্য দ্বিগুণ ও হস্তী ও উষ্ট্রের জন্য চারিগুণ মাত্রা প্রযোজ্য হইবে)।

উপরি উল্লিখিত যোগগুলিতে নির্দ্দিষ্ট ওষধিসমূহকে ভাঙ্গিয়া (কুট্টন করিয়া ; সেগুলির ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট প্রাণিগণের চূর্ণ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। অথবা, সব দ্রব্যগুলির (অর্থাৎ ওষধি ও প্রাণিবর্গের) ক্বাথ তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিলে, ইহার বীর্য্য বা শক্তি অধিকতর হইবে। এই পর্য্যন্ত নানাপ্রকারের যোগ নিরূপিত হইল।

শাল্মলী, বিদারী ও ধান্যের সহিত সিদ্ধ, মূল (পিপ্পলীমূল) ও বৎসনাভের (বিষভেদ) সহিত সংযুক্ত, এবং চুচুন্দরীর শোণিত প্রলেপদ্বারা লিপ্ত বাণ (নিক্ষিপ্ত হইলে), ইহা যাহাকে বিদ্ধ করিবে, সেই বিদ্ধ ব্যক্তি (তৎফলে) অন্য দশজন পুরুষকে দংশন করিবে এবং সেই দষ্ট দশজন পুরুষ (প্রত্যেকে) অন্য দশ জনকে দংশন করিবে।

যদি ভল্লাতক, যাতুধান (ওষধিবিশেষ), অপামার্গ ও বাণবৃক্ষের (অর্জ্জুনবৃক্ষের) পুষ্পের সহিত সিদ্ধ এলক (এলাচী), অক্ষি, গুগ্গুলু ও হালাহল বিষের কষায় (ক্বাথ বা কল্কবিশেষ), ছাগ ও মানুষের রক্তের সহিত যুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ইহাও একপ্রকার দংশযোগ উৎপাদন করে (অর্থাৎ এই যোগ কোনও মানুষের উপর প্রযুক্ত হইলে ইহার শক্তিতে সেই মানুষ অন্য মানুষকে দংশন করিতে পারে)।

যদি উক্ত কষায়ের অর্দ্ধধরণিক-প্রমাণ ভাগ সক্তু (ছাতু) ও পিণ্যাকের (তিলের কল্কের) সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে ইহা একশতধনুঃপরিমিত জলাশয়কেও দূষিত করিতে পারে। কারণ, (ইহাও একপ্রকার দংশযোগ এবং) ইহা দ্বারা পরম্পরাক্রমে দষ্ট বা স্পৃষ্ট মাছও বিষদোষ প্রাপ্ত হয় এবং যে এই জল পান বা স্পর্শ করে সেও বিষদোষ প্রাপ্ত হয়।

যদি লাল ও সাদা সর্ষপের সহিত কোনও গোধাকে তিন পক্ষ অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত কোনও উষ্ট্রিকা-নামক মৃৎপাত্রে রাখিয়া ভূমিতে পুতিয়া রাখা হয় এবং পরে ইহা কোনও বধ্যপুরুষ দ্বারা উদ্ধৃত হয়, তাহা হইলে সেই উদ্ধারকারী পুরুষ সেই গোধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটাইবে। যদি কোনও কৃষ্ণসর্পকেও সেই গোধার ন্যায় সেইভাবে রাখা হয় ও পরে উঠান হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি দৃষ্টিকারীর প্রাণনাশও নিশ্চিত।

অথবা, যদি বিদ্যুৎদ্বারা প্রদগ্ধ (সজ্ব'ল) অগ্নি, এবং নির্জ্বাল অঙ্গারও বিদ্যুৎ-প্রদগ্ধ কাষ্ঠদ্বারা গৃহীত হইয়া (অগ্নিযোগে) অভিবর্দ্ধিত হয়, এবং যদি ইহা কৃত্তিকা বা ভরণীনক্ষত্রে রুদ্রদেবতাক কর্ম্মদ্বারা অভিহুত হইয়া প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে সেই অগ্নি (শত্রুর দুর্গাদিতে লাগাইতে পারিলে) প্রতীকারবিহীন হইয়া দাঁড়ায়।

(সম্প্রতি শ্লোকচতুষ্টয়দ্বারা অন্য প্রকার যোগের কথা নিরূপিত হইতেছে।) কর্ম্মার (কর্ম্মকার) বা বেণু দ্বারা অন্য বেণুর ঘর্ষণ হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া, ইহাতে পৃথগ্‌ভাবে মধুদ্বারা তিনি হবন করিবেন। শৌণ্ডিক বা সুরাবিক্রয়ীর নিকট হইতে অগ্নি লইয়া ইহাতে সুরাদ্বারা তিনি হবন করিবেন এবং অয়স্কার বা লৌহকারের অগ্নিতে ভার্গী (ওষধিবিশেষ) ও ঘৃতদ্বারা হবন করিবেন ॥ ২ ॥

একপত্নী বা পতিব্রতা রমণীর নিকট হইতে আহৃত অগ্নিতে মাল্যদ্বারা তিনি হবন করিবেন। এবং পুংশ্চলী বা ব্যভিচারিণী রমণীর অগ্নিতে সর্ষপদ্বারা তিনি হবন করিবেন। সূতিকাগৃহের অগ্নিতে দধি দ্বারা এবং আহিতাগ্নির বা অগ্নিহোত্রার অগ্নিতে তণ্ডুলদ্বারা তিনি হবন করিবেন ॥ ৩ ॥

চণ্ডাল হইতে আহৃত অগ্নিতে তিনি মাংসদ্বারা হবন করিবেন এবং চিতার অগ্নিতে মানুষদ্বারা হবন করিবেন। উক্ত অগ্নিগুলিকে একত্রিত করিয়া তিনি ছাগবসা, মানুষ ও ধ্রুব (শুষ্ক কাষ্ঠ বা বট) দ্বারা হবন করিবেন ॥ ৪ ॥

তথা এই অগ্নিগুলিতে তিনি রাজবৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিমন্ত্রযোগে হবন করিবেন। এইরূপ অগ্নি শত্রুদিগের প্রতীকারের অতীত এবং ইহা দেখিলেও শত্রুদের দৃষ্টিমোহ উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥

অদিতে নমস্তে (অদিতিকে নমস্কার)। অনুমতে নমস্তে (অনুমতিকে নমস্কার)। সরস্বতি নমস্তে (সরস্বতীকে নমস্কার)। সবিত র্নমস্তে (সবিতাকে নমস্কার)। অগ্নয়ে স্বাহা (অগ্নির উদ্দেশ্যে স্বাহা)। সোমায় স্বাহা (সোমের উদ্দেশ্যে স্বাহা)। ভূঃ স্বাহা (ভূ-র উদ্দেশ্যে স্বাহা)। ভুবঃ স্বাহা (ভুবর্‌-এর উদ্দেশ্য স্বাহা)।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ঔপনিষদিক-নামক চতুর্দ্দশ অধিকরণে
পরঘাতপ্রয়োগ-নামক প্রথম অধ্যায় (আদি হইতে
১৪৬ অধ্যায়) সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৭৮ম প্রকরণ—শত্রুর প্রলম্ভন বা বঞ্চনবিষয়ে অদ্ভুতোৎপাদন

শিরীষ, উডুম্বর ও শমী—এই তিন দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃত সহিত মিলিত করিয়া খাইলে, অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত (কাহারও) ক্ষুধা হইবে না। কশেরুক (বৃষ্যকন্দ), উৎপলের কন্দ, ইক্ষুমূল, বিস (মৃণাল), দুর্ব্বা, দুগ্ধ, ঘৃত ও মণ্ড (রসাগ্র)—এই কয়েক দ্রব্যের যোগে প্রস্তুত

দ্রব্য খাইলে, একমাস পর্য্যন্ত (কাহারও) ক্ষুধা হইবে না। অথবা, মাষ, যব, কুলত্থ (ধান্যভেদ) ও দর্ভমূলের চূর্ণ, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত মিশাইয়া যে খাইবে,সে একমাস পর্য্যন্ত উপবাস করিতে সমর্থ হইবে। অথবা, বল্লী, দুগ্ধ ও ঘৃত—সমপরিমাণে মিলাইয়া যে পান করিবে সে-ও একমাস পর্য্যন্ত উপবাস করিতে সমর্থ হইবে। সালপর্ণী ও পৃশ্নিপর্ণীর (নারিকেলের ?) মূলের কল্ক দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া যে পান করিবে, সে-ও একমাস পর্য্যন্ত উপবাস করিতে সমর্থ হইবে। অথবা, সালপর্ণী ও পৃশ্নিপর্ণীর মূলের কল্কের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া যদি কেহ তাহা মধু ও ঘৃতের সহিত মিশাইয়া খায়, তাহা হইলে সে একমাস পর্য্যন্ত উপবাস করিতে সমর্থ হয়।

শ্বেত ছাগলের মূত্রে সপ্ত রাত্রি পর্য্যন্ত রক্ষিত সর্ষপ হইতে উৎপন্ন তৈল কটুক অলাবুতে (কটুতুম্বীতে) একমাস বা অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত রক্ষিত হইলে, ইহা (তৈল) চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জন্তুগণের রূপ (আকৃতি) পরিবর্ত্তন করিতে পারে—ইহা বিরূপকরণ-নামক যোগ। সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত কেবল তক্র (ঘোল) ও যব-ভক্ষণকারী শ্বেত গর্দভের বিষ্ঠা ও যবের সহিত পক্ক গৌর সর্ষপের তৈলদ্বারাও বিরূপকরণ যোগ হইতে পারে, অর্থাৎ এইরূপ তৈল ব্যবহারে লোকের রূপ বা আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

শ্বেতছাগ ও শ্বেতগর্দ্দভের যে কোনটির মূত্র ও বিষ্ঠাতে পক্ক সর্ষপের তৈল যদি অর্ক (ধুস্তূর), তূল ও পতঙ্গের চূর্ণের সহিত মিলিত হইয়া ঔষধবিশেষে পরিণত হয়, তাহা হইলে সেই তৈল, তদ্ব্যবহারীর আকৃতিকে শ্বেত করিয়া তুলিতে পারে—এই যোগের নাম শ্বেতীকরণ।

শ্বেত কুক্কুট ও অজগর সর্পের বিষ্ঠা মিলিত হইলেও শ্বেতীকরণ-যোগ হইতে পারে। শ্বেত ছাগের মূত্রে সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত রক্ষিত শ্বেত সর্ষপ, যদি পুনরায় তক্র, অর্কক্ষীর, অর্ক, তূল, কটুক, মৎস্য ও বিলঙ্গের (বিড়ঙ্গনামক ওষধিভেদের) সহিত একপক্ষকাল পর্য্যন্ত মিলিত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ইহাও একপ্রকার শ্বেতীকারক যোগ হয়। সমুদ্রের মণ্ডূকী, শঙ্খ, সুধা (মূর্ব্বানামক ওষধিভেদ), কদলী, ক্ষার (লবণভেদ) ও তক্র—এই দ্রব্যগুলির যোগও শ্বেতীকারক যোগভেদ। কদলী, অবল্গুজ (সোমরাজী), ক্ষার, রস (পারদ) ও শুক্ত (অম্লবিশেষ)—এই দ্রব্যগুলি যদি সুরাতে ভিজাইয়া, তক্র, অর্ক, তূল, স্নুহি ও লবণ এবং ধান্যাম্লের (কাঞ্জিকের) সহিত এক পক্ষ পর্য্যন্ত মিলিত রাখা হয়, তাহা হইলে এই দ্রব্যগুলির যোগও একপ্রকার শ্বেতীকরণ যোগ হয়। বল্লীতে (লতাতে) লগ্ন কটুতুম্বীতে অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত রক্ষিত নাগর বা শুণ্ঠী যদি শ্বেত সর্ষপের সহিত পিষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহাও রোমরাজিকে শ্বেত করিবার উপযোগী যোগ হইতে পারে।

অর্ক, তূল ও অর্জ্জুনবৃক্ষের একপ্রকার কীট, শ্বেতা ও গৃহগোলিকা—এই সব দ্রব্য পিষ্ট হইয়া কেশে সংলগ্ন হইলে, ইহা কেশকে শঙ্খের মত শ্বেত করিয়া তোলে ॥ ১ ॥

গোময় কিংবা তিন্দুক (গাব) ও নিম্বের কল্ক (পিষ্ট)-দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া যদি কেহ ভল্লাতক ও পারদ মিশ্রিত করিয়া অনুলিপ্ত হয়, তাহা হইলে একমাস মধ্যে তাহার কুষ্ঠরোগ হইতে পারে।

কৃষ্ণসর্পের মুখে অথবা গৃহগোলিকার মুখে সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত রক্ষিত গুঞ্জাও কুষ্ঠযোগ উৎপাদন করে। শুকপক্ষীর পিত্ত ও ইহার অণ্ডের রসদ্বারা শরীরে মালিশ করিলে কুষ্ঠযোগ উৎপন্ন হইতে পারে। প্রিয়ালবৃক্ষের কল্কদ্বারা প্রস্তুত কষায় কুষ্ঠের প্রতীকার করে।

মুরগী, কোলাভকী (ঝিঙ্গা), শতাবরীর মূল যাহাকে খাওয়ান হয়, সে একমাসমধ্যে গৌরবর্ণ হইতে পারে। বটবৃক্ষের কষায়দ্বারা স্নাত এবং সহচরের (পীত বা নীলঝিণ্টির) কল্কদ্বারা দিগ্ধ বা লিপ্ত ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। শকুন ও কঙ্গু (কাঙ্গনি)-তৈল যুক্ত হরিতাল ও মনঃশিলার যোগও শ্যামীকরণযোগে পরিণত হয়, অর্থাৎ তল্লিপ্ত ব্যক্তি কালবর্ণ হইয়া উঠে। খদ্যোতের চূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত যুক্ত হইলে রাত্রিতে জ্বলিতে থাকে। খদ্যোত ও গণ্ডুপদের (ছোট কেঁচুয়ার) চূর্ণ, সমুদ্রের ছোট ছোট জন্তুবিশেষের ও ভৃঙ্গপক্ষীর (কলিঙ্গ বা ফিঙ্গাপক্ষীর) কপাল বা শিরোস্থির চূর্ণ, খদির ও কর্ণিকার বৃক্ষের পুষ্পচূর্ণ, অথবা শকুন ও কঙ্গুর তৈলযুক্ত তেজন (বা বেণু)-চূর্ণ, ও মণ্ডুকের বসাযুক্ত পারিভদ্রক বা নিম্ববৃক্ষের ছালের মষী (কালি)—এইগুলির প্রত্যেকটি গাত্রে মালিশ করিয়া ইহাতে অগ্নি লাগাইলে ইহা (বিনা ক্লেশে) গাত্রপ্রজ্বালনযোগ উৎপাদন করে।

পারিভদ্রকের (নিম্বের) ছাল, বজ্র (ধাত্রী বা কাঞ্জিকা), কদলী ও তিলকের কল্কদ্বারা লিপ্ত শরীর অগ্নিযোগে (বিনা ক্লেশে) জ্বলিতে থাকে। পীলু বৃক্ষের ছালের মষীদ্বারা নির্ম্মিত পিণ্ড (বিনা অগ্নিযোগে) হস্তে রক্ষিত হইলেও জ্বলিতে থাকে এবং সেই পিণ্ড মণ্ডুকের বসা বা চর্চ্চার সহিত দিগ্ধ হইলে অগ্নিসংসর্গে জ্বলিতে থাকে। সেই পিণ্ডদ্বারা প্রলিপ্ত অঙ্গ, যদি কুশতৈল ও আম্রফলের তৈলদ্বারা সিক্ত হয়, অথবা সমুদ্রমণ্ডুকী, সমুদ্রফেন ও সর্জ্জরসের (সালবৃক্ষের) চূর্ণের সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহা (অঙ্গ) জ্বলিতে থাকে।

মণ্ডুকের বসা বা চর্ব্বীর সহিত পক্ক দুধ, ও কুলীর (কাঁকড়া) প্রভৃতির বসা বা চর্ব্বীর সহিত সমানপরিমাণ তৈল মিলিত করিয়া সেই তৈল গাত্রে মালিশ করিলে, ইহাও একপ্রকার অগ্নিপ্রজ্বালযোগ উৎপাদন করে। আবার মণ্ডুকের বসা বা চর্ব্বীদ্বারা দিগ্ধ শরীর অগ্নিযোগে জ্বলিতে থাকে।

বেণুর (বাঁশের) মূল ও শৈবল (শেয়ালা)-লিপ্ত অঙ্গ যদি মণ্ডুকের বসা বা চর্ব্বী দ্বারা লিপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহা (অঙ্গ) জ্বলিতে থাকে। পারিভদ্রক (নিম্ব), প্রতিবলা (ওষধিভেদ), বঞ্জুল, বজ্র ও কদলীর মূলদ্বারা নির্ম্মিত কল্কের সহিত যদি মণ্ডুকবসালিপ্ত তৈল মিশ্রিত হয় এবং সেই তৈলদ্বারা কাহারও পাদ অভ্যক্ত হয়, তাহা হইলে সেই লোক জ্বলিত অঙ্গারের উপরও চলিতে পারে।

উপদোকা (পূতিকা বা পুঁইশাক), প্রতিবলা, বঞ্জুল ও পারিভদ্রক—এই গুলির মূল দ্বারা তৈয়ারী কল্কের সহিত মণ্ডুকের বসা বা চর্ব্বী মিশ্রিত করিয়া তৈল প্রস্তুত করিলে, যদি সেই তৈলদ্বারা কাহারও নির্ম্মল (ধুলিশূন্য) পাদ অভ্যক্ত হয়, তাহা হইলে সেই লোক জলন্ত অঙ্গাররাশির উপর তেমন ভাবে চলিতে পারে যেন সে পুষ্পরাশির উপর দিয়া চলিতেছে ॥ ২০৩ ॥

হংস, ক্রৌঞ্চ ও ময়ূর, অথবা অন্যান্য জলচর বড় বড় পক্ষীর পুচ্ছদেশে যদি নলদীপিকা (নলতৃণে যোজিত ছোট দীপিকা) বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাত্রিতে ইহা উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইবে। বিদ্যুতের অগ্নিদ্বারা জ্বলিত কাষ্ঠের ভস্ম অগ্নিকে প্রশমিত করিতে পারে।

স্ত্রীরজোদ্বারা বাসিত বা মিলিত মাষা ও মণ্ডুকের বসা বা চর্ব্বীর সহিত মিশ্রিত বজ্র ও কুলীর (কণ্টবারীর) মূল প্রজ্বলিত চুল্লীতেও পক্ক হইবে না। চুল্লী পরিষ্কার করিলে এই পাকপ্রতিবন্ধের প্রতীকার হয়।

পীলুকাষ্ঠ নির্ম্মিত মণিতে (অলিঞ্জর বা বড় কলশে) অগ্নি থাকে। সুবর্চলার (অতসীর বা সূর্য্যমুখী পুষ্পের) মূলগ্রন্থি, অথবা ইহার সূত্রগ্রন্থি যদি পিচু বা তুলাদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তাহা হইলে ইহা মুখ হইতে অগ্নি ও ধূম ছাড়ার সাধন হইতে পারে। কুশ ও আম্রফলের তৈলদ্বারা সিক্ত অগ্নি বর্ষা ও মহাবায়ুতেও জ্বলিতে থাকে (নির্ব্বাপিত হয় না)। সমুদ্রফেনক যদি তৈলযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহা জলে ভাসিতে থাকিলেও জ্বলিতে থাকে। বানরের অস্থিতে বিচিত্র বর্ণের বেণুদ্বারা নির্মথনজন্য উৎপন্ন অগ্নি জলদ্বারাও শান্ত হয় না এবং ইহা জলপ্রয়োগে অধিক জ্বলিতে থাকে।

শস্ত্রদ্বারা হত, অথবা শূলে প্রবেশিতদেহ পুরুষের বামপার্শ্বস্থ পর্শুকানামক অস্থিতে বিচিত্রবর্ণের বেণুদ্বারা নির্মথনজন্য উৎপন্ন অগ্নি এবং স্ত্রী বা পুরুষের অস্থিতে মানুষের পর্শুকা-নামক অস্থিদ্বারা নির্মথনজন্য উৎপন্ন অগ্নি যে স্থানে তিনবার বামদিকে ঘুরান হয় সেই স্থানে অন্য কোন প্রকার অগ্নি জ্বলে না (প্রথম অধিকরণে ২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

চুচুন্দরী, খঞ্জরীট (খঞ্জনপক্ষী) ও উষরদেশের কীট—ইহার প্রত্যেকটা যদি পিষ্ট হইয়া অশ্বমূত্রের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে এই মিশ্রণদ্রব্য শৃঙ্খলেরও ভঞ্জনকারী যোগ উৎপাদন করিতে পারে। অয়স্কান্তনামক পাষাণ বা মণিও শৃঙ্খলভঞ্জনকারী হইতে পারে॥ ৪॥

কুলীরের অণ্ড, ভেক ও খারকীটের বসা বা চর্ব্বীর প্রলেপসহ দ্বিগুণিত (ঘণতা-প্রাপ্ত) শূকরের গর্ভ যদি কঙ্কপক্ষী, ভাসের (গৃধ্রের) পার্শ্বদেশ ও উৎপল (=নামক মৎস্যভেদের) জলের সহিত পিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই প্রলেপ চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জন্তুদিগের পাদদেশে মাখিলে এই লেপ, এবং উলূক (পেচক) ও গৃধ্রের বসা বা চর্ব্বীদ্বারা যদি উষ্ট্র-চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকাদ্বয় প্রলিপ্ত করিয়া তাহা বটপত্রদ্বারা প্রচ্ছাদিত করা হয় তাহা হইলে সেই পাদুকাদ্বয় অশ্রান্তভাবে পঞ্চাশৎ যোজন পর্য্যন্ত গমনের সাধন হইতে পারে।

শ্যেন (বাজ), কঙ্ক, কাক, গৃধ্র, হংস, ক্রৌঞ্চ ও বীচিরল্ল (পক্ষীবিশেষ)—এই কয়েকটি পক্ষীর মজ্জা, অথবা বীর্য্য পাদলেপ বা পাদুকালেপরূপে ব্যবহৃত হইলে, ইহা পুরুষকে একশত যোজন পর্য্যন্ত গমনে অপরিশ্রান্ত রাখিতে পারে।

সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, কাক ও উলূকের মজ্জা বা বীর্য্য পূর্ব্ববৎ ব্যবহৃত হইলে শত যোজন পর্য্যন্ত পুরুষকে গমনবিষয়ে অপরিশ্রান্ত রাখিতে পারে। (ব্রাহ্মণাদি) সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীর গর্ভপাত হইলে, সেই গর্ভ যদি উষ্ট্রিকানামক মৃৎপাত্রে অভিষবমন্ত্রদ্বারা পূত হয়, অথবা শ্মশানে মৃতশিশু যদি তেমনভাবে অভিষবমন্ত্রদ্বারা পূত হয়, তাহা হইলে সেই গর্ভ ও মৃতশিশু হইতে সমুত্থিত

মেদও পূর্ব্ববৎ ব্যবহৃত হইলে পুরুষকে শত যোজন পর্য্যন্ত গমনবিষয় অপরিশ্রান্ত রাখিতে পারে।

(এইভাবে বিজিগীষু) অনিষ্টকারক অদ্ভুতদর্শন ও উপপ্লবদ্বারা শত্রুর উদ্বেগ উৎপাদন করিবেন, যাহাতে তাঁহার (শত্রুর) রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইতে পারে। এই প্রকার কার্য্য নিন্দাজনক হইলেও, ইহা (বিজিগীষু ও শত্রু উভয়ের পক্ষেই) কোপ বা উপপ্লবের সময়ে সমানভাবে অনুষ্ঠেয় হইতে পারে ॥ ৫ ॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ঔপনিষদিকনামক চতুর্দ্দশ অধিকরণে প্রলম্ভন বা
প্রবঞ্চনবিষয়ে আদ্ভুতোৎপাদননামক দ্বিতীয় অধ্যায়
(আদি হইতে ১৪৭ অধ্যায়) সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

১৭৮ম প্রকরণ—প্রলম্ভন বা শত্রুর প্রবঞ্চনবিষয়ে ভৈষজ্য ও মন্ত্রের প্রয়োগ

(প্রথমতঃ ভৈষজ্যের প্রয়োগ নিরূপিত হইতেছে) বিড়াল, উট, বৃক, শূকর, শ্বাবিৎ (সজারু), বাগুলী (পক্ষিভেদ), নপ্তা (পক্ষিভেদ), কাক ও পেচক, অথবা অন্যান্য যে সব প্রাণী রাত্রিতে বিচরণ করে—এই প্রাণিগুলির একটি, দুইটি বা বহুটির দক্ষিণ, অথবা, বাম চক্ষু লইয়া পৃথগ্‌ভাবে ইহাদের চূর্ণ কেহ করাইবে। তাহার পরে কোন লোক যদি এই প্রাণি-গুলির বাম চক্ষুর চূর্ণ দিয়া নিজের দক্ষিণ চক্ষুতে, অথবা ইহাদের দক্ষিণ চক্ষুর চূর্ণ দিয়া নিজের বাম চক্ষুতে প্রলেপ দেয়, তাহা হইলে সেই লোক রাত্রিতে ও অন্ধকারে দেখিতে সমর্থ হইবে।

এক অম্লক (লকুচ), বরাহের চক্ষু, খদ্যোতে ও কালশারিবা (ওষধিবিশেষ)—এই দ্রব্য-গুলি মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জনরূপে ব্যবহারকারী পুরুষ রাত্রিতে রূপদর্শনে সমর্থ হয় ॥ ১ ॥

তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া যদি কোনও লোক পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত কালে, শস্ত্রদ্বারা হত অথবা শূলে প্রোত কোনও পুরুষের মস্তকের কপালে (তন্নামক অস্থিতে) মৃত্তিকা ভরিয়া ইহাতে যব বপন করিয়া তাহাতে ভেড়ার দুধ সিঞ্চিত করে, এবং তৎপর ইহাতে উৎপন্ন যবাঙ্কুরের মালা যদি সেই লোক (গলায়) বাঁধিয়া বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহার ছায়া ও রূপ অন্যের অদৃশ্য হইবে।

তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া যদি কেহ পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত কালে কুক্কুর, বিড়াল, পেচক ও বাগুলীর (পক্ষিবিশেষের) দক্ষিণ ও বাম চক্ষুর চূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে করায়, এবং পরে নিজের চক্ষু যথাযথভাবে (অর্থাৎ নিজের দক্ষিণ চক্ষু সেই প্রাণিগুলির দক্ষিণ চক্ষুর চূর্ণদ্বারা এবং নিজের বাম চক্ষু ইহাদের বাম চক্ষুর চূর্ণদ্বারা) অভ্যক্ত বা প্রলিপ্ত করে, তাহা হইলে সেই লোকের ছায়া ও রূপ অন্যের অদৃশ্য হইবে।

তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া যদি কোনও লোক পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত কালে পুরুষ-প্রাণঘাতী বাণ হইতে এক অঞ্জনশলাকা ও অঞ্জনপাত্র প্রস্তুত করায় এবং পরে পূর্ব্বোল্লিখিত (কুক্কুরাদির) যে কোনটির অক্ষিচূর্ণদ্বারা (পূর্ব্ববৎ) নিজের চক্ষু প্রলিপ্ত করিয়া বিচরণ করে, তাহা হইলে সেই লোকের ছায়া ও রূপ অন্যের অদৃশ্য হইবে।

তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া যদি কোনও লোক পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত কালে কালায়সদ্বারা আঞ্জনী (অঞ্জনপাত্র) ও শলাকা প্রস্তুত করায়; এবং পরে নিশাচর প্রাণীদিগের যে কোন একটির মস্তককপাল অঞ্জনদ্বারা পূরিত করিয়া মৃত স্ত্রীলোকের যোনিতে প্রবেশ করাইয়া দগ্ধ করায়; এবং তৎপর সেই অঞ্জন পুনরায় পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত কালে উদ্ধার করিয়া সেই (পূর্ব্বোক্ত) আঞ্জনীতে রাখে; এবং তার পর সেই অঞ্জনদ্বারা নিজে অভ্যক্তনয়ন হইয়া বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহার ছায়া ও রূপ অন্যের অদৃশ্য হইবে।

যে স্থানে আহিতাগ্নি (অগ্নিহোত্রী) ব্রাহ্মণকে দগ্ধ বা দহ্যমান দেখিবে সেখানে যদি কোনও লোক তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত কালে স্বয়ংমৃত ব্যক্তির বস্ত্রদ্বারা একটি প্রসেব (থলিয়া) প্রস্তুত করিয়া ইহা সেই ব্যক্তির চিতাভস্মদ্বারা পূরিত করিয়া, ইহা (সেই প্রসেব বা থলিয়া) নিজ শরীরে আবদ্ধ করে, তাহা সেই ব্যক্তির ছায়া ও রূপ অন্যের অদৃশ্য হইবে অর্থাৎ সেই ভাবে সেই ব্যক্তি বিচরণ করিলে তাহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না।

ব্রাহ্মণের প্রেতকার্য্যে (শ্রাদ্ধকার্য্যে) যে গাভী মারা যায় তাহার অস্থি ও মজ্জার চূর্ণদ্বারা পরিপূর্ণ সর্পচর্ম্ম পশুদিগের অন্তর্দ্ধানের সাধন হয়, অর্থাৎ এইরূপ সর্পচর্ম্মের সংসর্গ হইলে, পশুগণ তৎসংসৃষ্ট কাহাকেও দেখিবে না।

সর্পদংশনে দষ্ট দোনও জন্তুর (?) ভস্মদ্বারা পূর্ণ ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ভস্ত্রা বা থলিয়া অন্যান্য পশুর অন্তর্দ্ধানের সাধন হয়।

পেচক ও বাগুলীর পুচ্ছ, বিষ্ঠা ও জানুর অস্থির চূর্ণদ্বারা পরিপূর্ণ সর্পচর্ম্ম পক্ষিগণের অন্তর্দ্ধানের সাধন হয়।

এই পর্য্যন্ত অন্তর্দ্ধানবিষয়ে আটপ্রকার যোগ নিরূপিত হইল। (সম্প্রতি চারি প্রকার প্রস্বাপনযোগ বলা হইবে। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি যোগের সাধারণ মন্ত্র বলা হইতেছে "বলিং বৈরোচনং বন্দে" ইত্যাদি হইতে "অলিতে বলিতে (মভাস্তুতে, প্ললিতে) মনবে স্বাহা" পর্য্যন্ত শব্দনিচয়দ্বারা)।

বিরোচনপুত্র বলি, শতপ্রকার মায়াভিজ্ঞ শম্বর, ভণ্ডীরপাক, নরক, নিকুম্ভ ও কুম্ভকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

দেবল ও নারদকে বন্দনা করি, সাবর্ণি গালবকে বন্দনা করি। এই সব দেব ও দানবের সহায়তাযোগ প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার মহৎ স্বপন বা নিদ্রা বিধান করি ॥ ৩ ॥

অজগরসর্পগণ যেমন নিদ্রা যায় চমূ বা সেনামধ্যে খলেরা অর্থাৎ দুষ্ট সৈনিকরা যেমন নিদ্রা যায়, গ্রামমধ্যে যাহারা সহস্র সহস্র ভণ্ড লইয়া ও শতশত রথনেমি লইয়া

কুতুহলাক্রান্ত থাকে সেই পুরুষেরাও তেমন নিদ্রা যাউক। আমি এই গৃহে প্রবেশ করিব—ইহার ভাণ্ডসমূহ নীরব বা নিঃশব্দ থাকুক ॥ ৪-৫ ॥

মনুকে নমস্কার করিয়া এবং দুষ্ট (?) কুক্কুরগণকে বাঁধিয়া রাখিয়া, দেবলোকে যাঁহারা দেবতা ও মানুষলোকে যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহোদিগকে নমস্কার করিয়া যে-সব কৈলাসের তাপসগণ অধ্যয়নবিষয়ে পারগ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া—এই সর্ব্বসিদ্ধগণ হইতে (শক্তি পাইয়া) আমি তোমার ঘোর নিদ্রা বিধান করিতেছি ॥ ৬-৭ ॥

আমি চলিয়া গেলে যেন সকল সংঘাতপ্রাপ্ত (লোকরাও) অপক্রান্ত হয়। হে অলিতে, হে পলিতে (পাঠান্তরে 'বলিতে')। মনুর প্রতি স্বাহা। এই মন্ত্রের প্রয়োগ এইরূপ :—

কোনও পুরুষ তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী-তিথিতে কোনও চণ্ডালীর হস্ত হইতে একটি বিলখননকারী মূষিকজাতীয় জন্তুর একখণ্ড খরিদ করিবে। মাষ সহ সেই মাংসখণ্ড একটি ছোট পেটারীতে বদ্ধ করিয়া ইহা সে খোলা বিস্তীর্ণ শ্মশানে নিখাত করাইবে। তৎপর দ্বিতীয় অর্থাৎ পরবর্ত্তী চতুর্দ্দশীতিথিতে ইহা সেখান হইতে উঠাইয়া কোনও কুমারীদ্বারা ইহা পেষণ করাইয়া সে তদ্দ্বারা গুলিকা পাকাইবে। তাহা হইতে একটি গুলিকাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, ইহা যেস্থানে উপরি উক্ত মন্ত্র পাঠসহ নিক্ষেপ করিবে—সেখানে যত প্রাণী থাকে সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

এই প্রকার বিধিদ্বারা হইতে তিনস্থানে কৃষ্ণবর্ণ ও তিনস্থানে শ্বেতবর্ণ একটি শল্যকের কাঁটা বিস্তৃত শ্মশানে নিখাত করাইবে। দ্বিতীয় চতুর্দ্দশীতে ইহা ভূমি হইতে উদ্ধার করিয়া শ্মশানের ভস্মসহ ইহাকে (শল্যকে) যেস্থানে সে উক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে নিক্ষেপ করিবে সেই স্থানের সব প্রাণী নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

সুবর্ণপুষ্পী দেবীকে, ব্রহ্মাণীকে, ব্রহ্মাকে ও কুশধ্বজকে এবং অন্যান্য সকল দেবতাকে বন্দনা করি ; এবং সকল তাপসদিগকেও বন্দনা করি ॥৮॥

সব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজারা আমারে বশে আসুক এবং সকল বৈশ্য ও শূদ্রেরাও সর্ব্বদা আমারে বশংগত হউক ॥৯॥

স্বাহা। হে অমিলে, হে কিমিলে, হে বয়ুজারে ('বয়ুজারে' ও 'বয়ুচারে' পাঠান্তর), হে প্রয়োগে, হে ফক্কে, হে বয়ুহ্বে ('বয়ুস্বে' পাঠান্তর), হে বিহালে, হে দন্তকটকে ('কট্টকে' পাঠান্তর);—স্বাহা।

গ্রামে যে সকল কুক্কুর কুতুহল—তাহারা সুখে নিদ্রিত হউক। শল্যকের এই ত্রিশ্বেত কাঁটা ব্রহ্মাদ্বারা নির্ম্মিত। কারণ, সমস্ত সিদ্ধেরা প্রসুপ্ত হইয়াছেন। তোমার এই স্বাপন বিহিত হইল। গ্রামের সীমান্ত যতদূর বিস্তৃত তত দূরে সূর্য্যোদ্গমপর্য্যন্ত ইহার প্রভাব ॥১০-১১॥ স্বাহা।

এই মন্ত্রের প্রয়োগ এইরূপ হইবে। শল্যকের ত্রিশ্বেত কণ্টকসমূহ (বিস্তৃত শ্মশানে সে নিখাত করাইবে)। সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া কোনও পুরুষ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া খদিরবৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিতে একশত আটবার মধু ও

ঘৃতসহকারে হোম করিবে। তৎপর ইহার মধ্য হইতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গ্রামদ্বারে অথবা গৃহদ্বারে যেখানেই একটি শল্যক নিখাত করা হইবে—ইহা সেখানেই সকলকে নিদ্রিত করিয়া দিবে।

বিরোচনসুত **বলিকে** নমস্কার করি। শতপ্রকারের মায়াভিজ্ঞ শম্বর, নিকুম্ভ, নরক, কুম্ভ, মহাসুর তন্তুকচ্ছ, অর্মালব, প্রমীল, মণ্ডোলূক, ঘটোবল, কৃষ্ণ ও কংসের উপচার (কার্য্যাবলী ?) ও যশস্বিনী **পৌলমীকে** নমস্কার করি ॥১২-১৩॥

নিজ কার্য্যের সিদ্ধি জন্য মন্ত্রসহকারে শবশারিকা গ্রহণ করিতেছি। গ্রামে যে সকল কুক্কুর কুতূহল—তাহারা সুখে নিদ্রিত হউক। সূর্য্যোদয় হইতে অস্তময় পর্য্যন্ত যাহা আমরা চাইতেছি, এবং যাবৎ আমার ফলপ্রাপ্তি না ঘটে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত সব সিদ্ধার্থেরা সুখে নিদ্রিত থাকুন ॥১৪-১৫॥ স্বাহা।

এই মন্ত্রের প্রয়োগ এইরূপ হইবে। চারিদিন পর্য্যন্ত অন্ন অগ্রহণকারী পুরুষ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে বিস্তৃত শ্মশানভূমিতে বলি দিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়' শবভূত শারিকা গ্রহণ করিয়া, ছোট কাপড়ে ইহাদ্বারা এক পুটলী বাঁধিবে। শল্যকের কাঁটাদ্বারা ইহার মধ্যে বিঁধাইয়া এই মন্ত্রসহকারে যেখানে ইহা নিখাতিত হইবে, সেখানে ইহা সকলকেই নিদ্রিত করিয়া দিবে।

(সম্প্রতি দ্বারখোলার যোগ নিরূপিত হইতেছে।) অগ্নিদেবতার শরণ বা আশ্রয় লইতেছি এবং দশ দিকের সব দেবতাদিগের শরণ লইতেছি। সর্ব্বপ্রকার (বিঘ্নাদি) দূরীভূত হউক এবং সকলেই আমার বশে আসুক ॥১৬॥ স্বাহা।

এই মন্ত্রের প্রয়োগ এইরূপ হইবে। তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাসকারী পুরুষ পুষ্যনক্ষত্র-সংযুক্ত কালে অনেক শর্করা (ছোট ছোট শিলাখণ্ড) লইয়া (তদুপরিস্থিতি অগ্নিতে) মধু ও ঘৃতদ্বারা একবিংশতিবার হবন করিবে। তৎপর সেগুলিকে (শর্করাগুলিকে) গন্ধ ও মাল্যদ্বারা পূজা করিয়া সে (মাটিতে) নিখাত করাইবে। দ্বিতীয় পুষ্যনক্ষত্রের যোগ হইলে ইহাদিগকে উঠাইয়া একটি শর্করা মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া, ইহা দ্বারা সে কোনও কবাটের উপর আঘাত করিবে। এই আঘাতদ্বারা চারিটি শর্করার পরিমাণে কবাটে ছেদ হইবে—এবং এইভাবে দ্বার খোলা যাইতে পারিবে।

চারিদিন পর্য্যন্ত উপবাসী পুরুষ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে মৃত (ভগ্ন) লোকের হাড়দ্বারা একটি বলীবর্দ্দের মূর্ত্তি করাইবে। সেই মূর্ত্তিকে সে উপরি উক্ত মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। (তাহা করিলে) দুইটি বলীবর্দ্দযুক্ত একখানি গোযান সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তৎপর (সেই গোযানদ্বারা) সে আকাশে চলাচল করিতে পারিবে।

"সদা রবিরবিঃ সগণ্ডপরিঘাতি সর্ব্বং ভণাতি"—ইহা একটি মন্ত্রযোগ। ('সগণ্ড' স্থলে 'সগন্ধ' পাঠও দৃষ্ট হয়, মন্ত্রের অর্থ সুবোধ নহে, কোন সংস্করণে মন্ত্রের পাঠ 'রবিসন্ধপরিখ্যাতিং' ইত্যাদিও দৃষ্ট হয়)। তৎপর চণ্ডালী, কুম্ভী, তম্বকটুক ('তুম্বকটুক' পাঠও দেখা যায়), ও সারীঘের-প্রতি, তাহারা নার।ভগযুক্ত বলিয়া, 'স্বাহা' উচ্চারিত হইতেছে (ইহা দ্বিতীয় একটি মন্ত্রযোগ)। এই দুই মন্ত্রপ্রয়োগদ্বারা দ্বারের তাল (যন্ত্র) উদ্ঘাটিত হইতে পারে এবং (গৃহস্থেরা) সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িবে।

তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাসকারী পুরুষ পুষ্যনক্ষত্রসংযুক্ত কালে শস্ত্রদ্বারা হত অথবা শূলে প্রোথিত লোকের মস্তককপালে রক্ষিত মৃত্তিকাতে তুবরীনামক শস্য রাখিয়া তাহা জলদ্বারা সিঞ্চন করাইবে। আবার পুষ্যনক্ষত্রসংযুক্ত কালেই তাহাতে জাত অঙ্কুর হইতে স্বল্পরজ্জু প্রস্তুত করাইবে। এই রজ্জুদ্বারা জ্যাযুক্ত ধনুঃ ও অন্যান্য যন্ত্রেরও পুরোভাগেই ছেদন এবং ধনুর্ব্বাণেরও জ্যা-এর ছেদন সে করিতে পারিবে। যদি কেহ কোন স্ত্রী বা পুরুষের (শবাসের) চিতার উপরিস্থিত মৃত্তিকাদ্বারা উদকাহির (সর্পভেদের) কঞ্চুক পূরিত করে, তাহা হইলে এই যোগদ্বারা নাসিকার নিরোধ ও মুখের স্তম্ভন সম্ভাবিত হইবে। সূকরের বস্তিকে (স্ত্রী বা পুরুষের) চিতাস্থিত মৃত্তিকাদ্বারা পূরিত করিয়া ইহা যদি বানরের স্নায়ুদ্বারা বাঁধা যায়, তাহা হইলে এই যোগ আনাহ বা মলস্তম্ভের কারণ হয়। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে শস্ত্রদ্বারা হত কপিলা গাভীর পিত্তদ্বারা রাজবৃক্ষের কাষ্ঠস্তম্ভে প্রস্তুত শত্রুর প্রতিমার চক্ষু অঞ্জিত করিলে ইহাই শত্রুকে অন্ধ করিবার যোগবিশেষ হয়।

চারিরাত্রিপর্য্যন্ত উপবাসকারী পুরুষ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে ভূতবলি দান করিয়া শূলে প্রোত পুরুষের অস্থিদ্বারা কীলক প্রস্তুত করাইবে। তন্মধ্যে একটি কীলক (যাহার) মলে বা মূত্রে নিখাত করা হইবে, তাহারই গলস্তম্ভ উপস্থিত হইবে। আবার কীলক (যাহার) পাদে (পদচিহ্নে?) বা আসনে (উপবেশনস্থলে) নিখাত করা হইবে, তাহাকে ইহা শুষ্ক করিয়া মারিবে। (যাহার দোকানে, ক্ষেত্রে বা গৃহে (কীলক) নিখাত হইবে, ইহা তাহার আজীব বা বৃত্তির ছেদ ঘটাইবে। এই বিধিদ্বারা ইহাও ব্যাখ্যাত হইল যে, বিদ্যুতের অগ্নিদ্বারা দগ্ধ বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত কীলকও (পূর্ব্বোক্ত অবস্থায়) তৎতৎ কার্য্য করিবে।

অবাচীন (নিম্নমুখী বা দক্ষিণদিগ্‌ভব) পুনর্নব-নামক (শাক বা পুষ্পবিশেষ), কাকের নিকট মিষ্ট যে নিম্ব, বানরের লোম ও মানুষের অস্থি যদি মৃতমানুষের বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া কাহারও গৃহে নিখাত হয়, অথবা এগুলিকে পেষণ করিয়া যদি কাহাকেও পান করান যায়, তাহা হইলে সেই লোক পুত্রদারসহিত ও ধনসহিত তিনপক্ষ কালও পার হইতে পারিবে না, অর্থাৎ সেই কালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইবে॥১৭-১৮॥

অবাচীন (নিম্নমুখী বা দক্ষিণদিগ্‌ভব) পুনর্নব-নামক (শাক বা পুষ্পবিশেষ), কাকের নিকট মিষ্ট যে নিম্ব, স্বয়ংগুপ্তা বা কচ্ছুরানামক ওষধি ও মানুষের অস্থি যদি কাহারও স্থানে, অথবা কাহারও গৃহ, সেনা, গ্রাম বা নগরের দ্বারদেশে নিখাত হয়, তাহা হইলে সেই লোক পুত্রদারসহিত ও ধনসহিত তিনপক্ষ কালও অতিবর্ত্তন করিতে পারে না, অর্থাৎ সেই কালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া থাকে॥১৯-২০॥

ছাগ, বানর, বিড়াল, নকুল, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কাক ও পেচকের লোমরাজি কেহ একত্রিত করিবে। এইসব দ্রব্যের সহিত (মারণে কল্পিত লোকের) বিষ্ঠা চূর্ণিত করিলে, এই যোগের স্পর্শে সদ্যঃ সদ্যঃ সেই লোক মারা যাইবে। মৃত লোকের মালা, সুরার বীজ, নকুলের লোমরাজি এবং বৃশ্চিক, অলিনামক বৃশ্চিকভেদ ও সর্পের চর্ম্ম একত্রিত করিয়া যদি কাহারও স্থানে নিখাত করা হয়, তাহা হইলে যাবৎ সেই দ্রব্যগুলি সেই স্থান হইতে দূরীভূত না করা

হয়, তাবৎ সেই পুরুষ অপুরুষ হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ পুরুষোচিত সামর্থ্যবিহীন হইয়া পড়ে ॥২১-২৩॥

তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাসকারী পুরুষ পুষ্যনক্ষত্রসংযুক্তকালে শস্ত্রদ্বারা হত, অথবা শূলে প্রোত লোকের শিরঃকপালে রক্ষিত মৃত্তিকাতে গুঞ্জাবীজ রোপিত করিয়া তাহা জলদ্বারা সিঞ্চিত করাইবে। সেখানে সংজাত গুঞ্জাবল্লীকে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতিথিতে উঠাইয়া নিয়া তদ্দ্বারা মণ্ডলিকা (বেরা) প্রস্তুত করাইবে। সেই মণ্ডলিকাতে রক্ষিত অন্নপানের ভাজনগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

মৃত ধেনুর স্তন কাটিয়া নিয়া রাত্রির (নৃত্যগীতাদির) উৎসবে জ্বালিত প্রদীপের অগ্নিতে তাহা কেহ দগ্ধ করাইবে। সেই দগ্ধ স্তন বৃষের মূত্রে পেষিত করাইয়া তদ্দ্বারা নবকুম্ভের ভিতর চতুর্দ্দিকে সে লেপ দিবে। সেই কুম্ভটিকে সে বাম দিক হইতে গ্রামের পরিক্রমা করাইবে। তন্মধ্যে গ্রামের সমস্ত নবনীত আসিয়া উপস্থিত হইবে।

পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে কামমত্ত কুক্কুরীর (মূলে পুংলিঙ্গ পাঠ অবিবক্ষিত বলিয়া প্রতিভাত হয়) যোনিতে কৃষ্ণলোহ-নির্ম্মিত একটি মুদ্রিকা (অঙ্গুলীয়কবিশেষ) কেহ লাগাইয়া দিবে। সেই মুদ্রিকা স্বয়ং খসিয়া পড়িলে সে তাহা গ্রহণ করিবে। এই মুদ্রিকার প্রভাবে আহূত হইলে বৃক্ষের ফল আসিয়া উপস্থিত হইবে।

মন্ত্র ও ভৈষজ্য (ওষধি)-দ্বারা যুক্ত, এবং মায়াদ্বারা কৃত যে-যে যোগ (উক্ত হইয়াছে), তদ্দ্বারা (বিজিগীষু) শত্রুকে নষ্ট করিবেন এবং স্বজনকে পালন করিবেন ॥২৪॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ঔপনিষদিক-নামক চতুর্দ্দশ অধিকরণে প্রলম্ভনবিষয়ে
ভৈষজ্য ও মন্ত্রের প্রয়োগ-নামক তৃতীয় অধ্যায়
(আদি হইতে ১৪৮ অধ্যায়) সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

১৭৭ম প্রকরণ—নিজসেনার উপর প্রযুক্ত উপঘাতের প্রতীকার

শত্রুদ্বারা (বিজিগীষুর) নিজপক্ষের উপর প্রযুক্ত দূষিত বিষভক্ষণের প্রতীকার ইচ্ছা করিলে, এইরূপ কার্য্য করিতে হইবে, যথা—শ্লেষ্মাতক (শেলু বা বহুবারবৃক্ষ, বাঙ্গালায় বহুয়ারবৃক্ষ), কপিত্থ, দন্তী (বা উদুম্বরপর্ণী), দন্তশঠ (জম্বীর), গোজী (গোজিহ্বা), শিরীষ, পাটলী, বলা (বাট্যালক, বাঙ্গালায় বাড়িয়ালা), স্যোনাক (শ্যোনাক বা শোনাগাছ), পুনর্নবা, শ্বেতা (বরাটিকা বা বংশরোচনা), বরণ (বৃক্ষভেদ)—এই বৃক্ষগুলির কাথযুক্ত এবং চন্দন ও শালাবৃকীর (বানরী, কুক্কুরী বা শৃগালীর; মতান্তরে, বিড়ালীর) রক্তদ্বারা তেজন-জল প্রস্তুত করাইয়া তদ্দ্বারা রাজভোগ্যা স্ত্রী ও সেনার গুহ্যস্থান প্রক্ষালিত করিলে—ইহা বিষপ্রতীকারের যোগ হইতে পারে।

পৃষতমৃগ, নকুল, ময়ূর ও গোধার পিত্তযুক্ত নবী (নীলশেফালিকা) ও সর্ষপের চূর্ণ মদনদোষ হরণ করে অর্থাৎ উন্মাদক দ্রব্যদ্বারা সংজাত দোষ দূর করে ; এবং সিন্ধুবার, বরণ, বারুণী (দূর্ব্বা), তণ্ডুলীয়ক (পত্রশাকবিশেষ, বাঙ্গালায় ক্ষুদিয়ানটিয়া বা চাঁপানটিয়া শাক), শতপর্ব্ব (বংশাগ্র) ও পিণ্ডীতক (তগর)—এই বস্তুগুলির যোগও মদনদোষ-হরণকারী।

শৃগালবিন্না (পৃশ্নীপর্ণীনামক ওষধিবিশেষ), মদন, সিন্ধুবারিত, বরণ, বারণবল্লী—এইগুলির মূল হইতে প্রস্তুত কষায়সমূহের সবগুলিকে বা একতমকে দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করিলেও মদনদোষ দূরীভূত হয়।

কৈডর্য্য (কট্‌ফল), পূতি ও তিল—এই তিন দ্রব্যের তৈল নাক দিয়া টানিলে, ইহা উন্মাদের প্রতীকার করে।

প্রিয়ঙ্গু ও নক্তমাল (চিরিবিল্ব বা করঞ্জ)—এই দুই দ্রব্যের যোগ কুষ্ঠ হরণ করে।

কুষ্ঠ (ওষধিবিশেষ) ও লোধ্রের যোগ পাক (অর্থাৎ কেশের পক্কতা) ও শোষ (ক্ষয়রোগ) বিনাশ করে।

কট্‌ফল, দ্রবন্তী (লম্বরী-নামক ওষধিভেদ) ও বিলঙ্গের চূর্ণ নাক দিয়া টানিলে ইহা শিরোরোগ নষ্ট করে।

প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠ, তগর, লাক্ষারস, মধুক, হরিদ্রা ও মধু—এই দ্রব্যগুলির যোগে প্রস্তুত ঔষধ, রজ্জুবন্ধন, জলমজ্জন, বিষবেগ, প্রহার ও (উচ্চস্থান হইতে) পতনে লুপ্তসংজ্ঞ পুরুষের পুনর্ব্বার সংজ্ঞাপ্রাপ্তির উপযোগী হয়।

(উপরে উক্ত প্রতিকারবিধায়ক ঔষধিসমূহের) এক অক্ষমাত্রায় অর্থাৎ ষোল মাষক-পরিমিত মাত্রায় মানুষের জন্য, গো ও অশ্বের জন্য ইহার দ্বিগুণ মাত্রায়, এবং হস্তী ও উষ্ট্রের জন্য ইহার চতুর্গুণমাত্রায় প্রয়োগ বিধেয়।

(প্রিয়ঙ্গুপ্রভৃতি) দ্রব্যগুলির মণি বা গুলিকা সুবর্ণের পত্রে অন্তর্নিবিষ্ট হইলে তদ্ব্যবহারেও সর্ব্ব প্রকার বিষ নষ্ট হয়।

জীবন্তী (জীয়াতী ইতি ভাষা), শ্বেতা (শঙ্খিনীনামক ওষধি), মুষ্কক (বাঙ্গালায় ঘণ্টাপারুল) বৃক্ষ, পুষ্প (ওষধিভেদ) ও বন্দাকা (লতাবিশেষ ; ইহা বৃক্ষোপরি বৃক্ষের নামও হইতে পারে)—এই গুলির এবং অক্ষীবে (শোভনাঞ্জন বৃক্ষে, মতান্তরে মহানিম্ব বৃক্ষে) উৎপন্ন অশ্বত্থের দ্বারা প্রস্তুত মণি বা গুলিকা ধারণ করিলেও সর্ব্বপ্রকার বিষের প্রতীকার হয়।

(জীবন্তী প্রভৃতি) সেই সমস্ত ওষধিদ্বারা লিপ্ত বাদ্যের শব্দও বিষবিনাশক হয়। (এই প্রকার ওষধিদ্বারা) লিপ্ত ধ্বজা বা পতাকা দেখিলেও (বিষদুষ্ট মানুষ) বিষশূন্য হয় ॥১॥

(বিজিগীষু রাজা) এই সব দ্রব্যদ্বারা স্বসৈন্যের ও নিজের প্রতীকার বিধান করিয়া বিষ, ধূম ও জলদূষণগুলি শত্রুর উপর প্রয়োগ করিবেন ॥২॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ঔপনিষদিক-নামক চতুর্দ্দশ অধিকরণে নিজ সেনার
উপর প্রযুক্ত উপঘাতের প্রতীকার-নামক চতুর্থ অধ্যায়
(আদি হইতে ১৪৯ অধ্যায়) সমাপ্ত।

ঔপনিষদিক-নামক চতুর্দ্দশ অধিকরণ সমাপ্ত।

তন্ত্রযুক্তি—পঞ্চদশ অধিকরণ

প্রথম অধ্যায়

১৮০শ প্রকরণ—তন্ত্রযুক্তি (তন্ত্র বা অর্থশাস্ত্রের অর্থ-নির্ণয়ের উপযোগী যুক্তিসমূহ)

মনুষ্যের বৃত্তি বা জীবিকাকে 'অর্থ' বলা যায়। মনুষ্যযুক্ত ভূমির নামও 'অর্থ' হয়। যে শাস্ত্র সেই পৃথিবীর লাভ ও পালনের উপায় নিরূপণ করে, তাহার নাম অর্থশাস্ত্র। সেই শাস্ত্র বত্রিশ-প্রকার যুক্তিদ্বারা যুক্ত। সেই যুক্তিগুলি এইরূপ—

অধিকরণ, বিধান, যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, অতিদেশ, প্রদেশ, উপমান, অর্থাপত্তি, সংশয়, প্রসঙ্গ, বিপর্য্যয়, বাক্যশেষ, অনুমত, ব্যাখ্যান, নির্ব্বচন, নিদর্শন, অপবর্গ, স্বসংজ্ঞা, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, একান্ত, অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয় ও উহ্য।

প্রধানভূত যে অর্থ বা বিষয় অধিকার করিয়া কিছু বলা যায়, তাহাকে **অধিকরণ** বলা হয়। যথা—"পৃথিব্যাঃ লাভে পালনে"—ইত্যাদি (১।১) বাক্যের পরই সমগ্র অর্থশাস্ত্রের বৃহৎ বৃহৎ বিষয়ের নামানুসারে বিনয়াধিকারিক প্রভৃতি নামে অধিকরণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাস্ত্রের প্রকরণানুসারে আনুপূর্ব্বী বা ক্রমনিবেশনের কথনকে **বিধান** বলা হয়। যথা—'বিদ্যাসমুদ্দেশঃ,' 'বৃদ্ধসংযোগঃ', 'ইন্দ্রিয়জয়ঃ', 'অমাত্যোৎপত্তিঃ' ইত্যাদি (১।১)।

(কোন বিষয়ের অর্থ বুঝাইবার জন্য) কোন বাক্যের যোজনার নাম **যোগ**। —যথা—'চতুর্বর্ণাশ্রমো লোকঃ' (১।৪)।

কেবল কোন পদের অর্থকে **পদার্থ** বলা হয়। যথা—'মূলহরঃ' একটি পদ। এই পদের অর্থ—যথা—'পিতৃপৈতামহমর্থং'—ইত্যাদি (২।৯)।

অর্থের সিদ্ধিকারক হেতুর নাম **হেত্বর্থ**। যথা—অর্থমূলৌ—' ইত্যাদি (১।৭)।

সমস্ত বা সংক্ষিপ্ত বাক্যের নাম **উদ্দেশ**। যথা—'বিদ্যাবিনয়হেতুরিন্দ্রিয়জয়ঃ' (১।৬)।

ব্যস্ত বা বিস্তৃত বাক্যের নাম **নির্দ্দেশ**। যথা—'কর্ণত্বগক্ষিজিহ্বাঘ্রাণেন্দ্রিয়াণাং' —ইত্যাদি (১।৬)।

এই প্রকারে চলিতে হইবে—এইরূপ কথনের নাম **উপদেশ**। যথা—'ধর্মার্থৌ'—ইত্যাদি (১।৭)।

অমুক ব্যক্তি এই বিষয়ে এই প্রকার উক্তি করেন—এইরূপ কথনের নাম **অপদেশ**। যথা—'মন্ত্রিপরিষদং......মানবাঃ' ইত্যাদি (১।১৫)।

উক্ত বিষয়ের কথাদ্বারা অনুক্ত বিষয়ের সিদ্ধি করার নাম **অতিদেশ**। যথা—'দত্তস্য... ব্যাখ্যাতম্' (৩।১৬)।

অগ্রে কথিতব্য বিষয়ের কথনদ্বারা অনুক্তবিষয়ের সিদ্ধি করার নাম **প্রদেশ**। যথা—'সামদানভেদদণ্ডৈর্বা...ব্যাখ্যাস্যামঃ' (৭।১৪)।

দৃষ্টবস্তুদ্বারা অদৃষ্টবস্তুর সিদ্ধি করার নাম **উপমান**। যথা—'নিবৃত্তপরিহারান্' ইত্যাদি (২।১)।

যে বস্তু বলা হয় নাই, তাহা যদি উক্ত বস্তুর অর্থ হইতেই পাওয়া যায়—তবে ইহাকে **অর্থাপত্তি** বলা হয়। যথা—'লোকযাত্রাবিৎ......আশ্রয়েত' (৫।৪)।

এই স্থলে 'অপ্রিয় ও অহিত জনদ্বারা, আশ্রয় লইবে না'—এইরূপ অর্থ অর্থাপত্তিদ্বারা জানা যায়।

কোন অর্থ যদি দুই পক্ষেরই হেতু বলিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে—তবে ইহাকে **সংশয়** বলা যায়। যথা—'ক্ষীণলুব্ধপ্রকৃতিকং'—ইত্যাদি (৭।৫)।

অন্য প্রকরণের সহিত অর্থ সমান হইলে, ইহাকে **প্রসঙ্গ** বলা হয়। যথা—'কৃষিকর্ম্মপ্রদিষ্টায়াং'—ইত্যাদি (১।১১)।

কথিত বিষয়ের বৈপরীত্যদ্বারা কোন বস্তুর নির্দ্দেশ করিলে, ইহাকে **বিপর্য্যয়** বলা হয় যথা—'বিপরীতং'—ইত্যাদি (১।১৬)।

যাহা দ্বারা কোন বাক্য সমাপ্ত করা হয়, তাহার নাম **বাক্যশেষ**। যথা—'ছিন্নপক্ষস্য' —ইত্যাদি (৮।১)। এস্থলে উহ্য 'শকুনের' এই পদটি বাক্যশেষ বলিয়া ধার্য্য হইবে।

অপরের বাক্য যদি প্রতিষিদ্ধ না হয়, তবে ইহাকে **অনুমত** বলা যায়। যথা—'পক্ষাবুরস্যং প্রতিগ্রহঃ'—ইত্যাদি (১০।৬)।

সিদ্ধ বিষয়ের অত্যধিক বর্ণনার নাম **ব্যাখ্যান**। যথা—'বিশেষঃ সঙ্ঘানাং...তন্ত্র দৌর্বল্যাৎ (৮।৩)।

অন্তর্নিহিত গুণদ্বারা কোন শব্দের সিদ্ধি করার নাম **নির্বচন**। যথা—'ব্যস্যত্যেনং শ্রেয়স ইতি' (৮।১)।

দৃষ্টান্তসহকারে যদি দৃষ্টান্তের নির্দ্দেশ করা হয়, তবে ইহকে **নিদর্শন** বলা হয়। যথা—'বিগৃহীতো হি জ্যায়সা'—ইত্যাদি (৭।৩)।

সামান্যভাবে ব্যাপক কোন বিধির কথা বলিতে গিয়া যদি ইহার সঙ্কোচ করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে **অপবর্গ** বলা যায়। ইত্যাদি "নিত্যমাসন্নমরিবলং"—ইত্যাদি (৯।২)।

যে শব্দের সংকেত অন্য কোন বস্তুতে প্রবর্ত্তিত করা হয় না, তাহাকে **স্বসংজ্ঞা** বলা হয়। যথা—'প্রথমা প্রকৃতিস্তস্য'—ইত্যাদি (৬।২)।

যে বাক্যের প্রতিষেধ করা হইবে ইহার নাম **পূর্ব্বপক্ষ**। যথা—'স্বাম্যমাত্য-ব্যসনয়োঃ'—ইত্যাদি (৮।১)।

সেই পূর্ব্বপক্ষের নির্ণয়বিধানকারী বাক্যের নাম **উত্তরপক্ষ**। যথা—'তদায়ত্তত্বাৎ'—ইত্যাদি (৮।১)।

যে বিষয় সর্ব্ব দেশে বা সর্ব্ব কালে প্রযোজ্য, অর্থাৎ যাহা ত্যাগ করা চলেনা, তাহাকে **একান্ত** বলা যায়। যথা—'তস্মাদুত্থানং'—ইত্যাদি (১।১৯)।

পরে এই প্রকার বিধান করা যাইবে, এইরূপ বলার নাম অনাগতাবেক্ষণ। যথা—'তুলাপ্রতিমানং'—ইত্যাদি (২।১৩)।

ইতি পূর্ব্বে এই প্রকার বিধান করা হইয়াছে, এইরূপ বলার নাম অতিক্রান্তাবেক্ষণ। যথা—'অমাত্যসম্পদুক্তা পুরস্তাৎ' (৬।১)

অমুক কার্য্য এইভাবে করিতে হইবে, অন্যথা করিতে হইবে না—এইরূপ বলার নাম নিয়োগ। যথা 'তস্মাদ্ ধর্ম্মমর্থং'—ইত্যাদি (১।১৭)।

অমুক কার্য্য এই ভাবে করা যাইতে পারে, অথবা এইভাবে—এইরূপ বলার নাম বিকল্প। যথা—'দুহিতরো বা ধর্ম্মিষ্ঠেষু'—ইত্যাদি (৩।৫)।

অমুক কার্য্য এইভাবেও করা যায়, আবার এইভাবেও করা যায়—এইরূপ বলার নাম সমুচ্চয়। যথা—'স্বসঞ্জাতঃ'—ইত্যাদি (৩।৭)।

যে কথা উক্ত হয় নাই, তাহার উক্তি করণকে উহ্য বলা হয়। যথা—'যথাবদ্ দাতা প্রতিগ্রহীতা চ'—ইত্যাদি (৩।১৬)।

এই প্রকারে এই শাস্ত্র এই সমস্ত তন্ত্রযুক্তিদ্বারা যুক্ত আছে। ইহলোকের ও পরলোকের প্রাপ্তি ও পালনবিষয়ে এই শাস্ত্র বিহিত হইয়াছে ॥১॥

এই অর্থশাস্ত্র (লোকের মনে) ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রবৃত্তি ঘটায় ও ইহাদের রক্ষা বিধান করে এবং অর্থের বিরোধী অধর্ম্মসমূহের নাশ করিয়া থাকে ॥২॥

যিনি ক্রোধবশবর্ত্তী হইয়া শস্ত্র, শাস্ত্র ও নন্দরাজগতা ভূমি শীঘ্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনিই (অর্থাৎ কৌটিল্যই) এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ॥৩॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে তন্ত্রযুক্তি-নামক পঞ্চদশ অধিকরণে প্রথম অধ্যায়
(আদি হইতে হইতে ১৫০ অধ্যায়) সমাপ্ত।

তন্ত্রযুক্তি-নামক পঞ্চদশ অধিকরণ সমাপ্ত।

শাস্ত্র-সমূহের (অর্থবিষয়ে) ভাষ্যকারগণের মধ্যে বহুপ্রকারের বিপ্রতিপত্তি (বিবাদ) দেখিয়া, বিষ্ণুগুপ্ত স্বয়ং সূত্র করিয়া ইহার ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন ॥৪॥

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

প্রাচীন দণ্ডনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক কতকটি পারিভাষিক শব্দের অভিধান

অংসপথ—স্কন্ধদ্বারা ভারবাহী বলীবর্দ্দাদির যাতায়াত পথ।

অক্ষণসঞ্চার—রাত্রির যে-ক্ষণে পথসঞ্চার নিষিদ্ধ সে-ক্ষণে সঞ্চার।

অক্ষপটল—গাণনিকদিগের দলিল ও নিবন্ধপুস্তকাদি রাখিবার স্থান।

অক্ষপটল—গাণনিকদিগের হিসাব-পুস্তকাদির রক্ষাস্থান।

অকৃত (ক্ষেত্র)—যে ক্ষেত্র অপ্রহত খিল ভূমি অর্থাৎ যাহা কর্ষণোপযোগী করা হয় নাই।

অকৃত্য—যে ব্যক্তি উপজাপাদি-দ্বারা স্বরাজার প্রতি দ্রোহাচরণ করিয়া অন্য রাজার বশগামী হয় না।

অগ্নিজীবী—যে কর্ম্মকার অগ্নির সাহায্যে কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

অগ্নিদণ্ড—নগরে নিষিদ্ধ সময়ভাগে অগ্নি-প্রজ্বালনের দণ্ড।

অটবীবল—আটবিক প্রধানদিগের সেনা।

অতিসন্ধান—কপটোপায়দ্বারা প্রবঞ্চনা।

অত্যয়—আইনসঙ্গত অর্থদণ্ড বা জরিমানা।

অদিতি—যে ভিক্ষুকী নানাদেবতার প্রতিমা দেখাইয়া ভিক্ষা করে।

অদিতিস্ত্রী—নানাদেবতার ছবি দেখাইয়া জীবিকাকারিণী স্ত্রীলোক।

অধিকরণ—শাসনকার্য্যের বিভাগবিশেষ।

অধিবিন্না—দ্বিতীয়দারপরিগ্রহীতা স্বামীর পূর্ব্ব-বিবাহিতা স্ত্রী।

অধিমাস—মলমাস।

অনয়—অশুভ বা দুষ্ট নীতি।

অনর্থত্রিবর্গ—অনর্থ, অধর্ম্ম ও শোক।

অনীকস্থ—হস্তিশিক্ষায় নিপুণ পুরুষ; মতান্তরে, রাজরক্ষী।

অনুগ্রহ—স্বল্পকালস্থায়ী রাজকরাদি হইতে মুক্তি; অথবা, রাজা হইতে শস্য-বীজাদি-প্রাপ্তিরূপ উপকার।

অনুত্থান—কার্য্যে উত্থান বা উদ্যোগের অভাব; প্রমাদ।

অনুশয়—ক্রীত ও বিক্রীত দ্রব্যসম্বন্ধে বিসংবাদ।

অন্তপাল—রাজ্যসীমাধিকারী প্রধান পুরুষ বা মহামাত্র।

অন্তরমাত্যকোপ—রাজার আসন্নবর্ত্তী প্রধান অমাত্য হইতে উত্থিত কোপ বা বিরাগ।

অন্তর্দ্ধি—যে দুর্ব্বল রাজা বিজিগীষু ও অরির মধ্যবর্ত্তী হইয়া অবস্থিত।

অন্তর্ব্বংশিক—প্রধান অন্তঃপুররক্ষক।

অপদান—অবদান বা প্রশস্ত কর্ম্ম।

অপনয়—মানুষকর্ম্মদ্বারা যোগক্ষেমের অনিষ্পত্তি; ষাড়্গুণ্যের অযথাপ্রয়োগ।

অপবিদ্ধ—মাতাপিতার পরিত্যক্ত যে পুত্রকে অন্য কেহ সংস্কার করিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করে।

অপসর্প—গুপ্তচর।

অপসার—রাজকলত্রের বা অন্তঃপুরস্থ রাণীদিগের স্থান; দুর্গাদি হইতে অবসরমত নির্গমনের পথ।

অপসারণ—সুবর্ণাদি সারদ্রব্যে অসারদ্রব্য প্রক্ষেপ করিয়া সুবর্ণাদি সরাইয়া নেওয়া।

অপহার—প্রাপ্ত আয় খাতায় না লেখা, নিবদ্ধ ব্যয় না দেওয়া ও হস্তগত নীবীর অপলাপ—এই তিন প্রকার দোষের সংজ্ঞা।

অপোহ—তর্কের দোষযুক্ত পক্ষের পরিত্যাগ।

অপ্রাপ্তব্যবহার—যে ব্যক্তি আইনসঙ্গত ব্যবহারবিধির বয়স প্রাপ্ত হয় নাই।

অবক্রয়ণ—গৃহে বাস করার ভাড়া-মূল্য।

অবক্রীত—গৃহের ভাড়াটিয়া।

অবক্রেতা—গৃহের ভাড়াদার মালিক।

অবনিধান—পৌরজানপদদিগের নিকট রক্ষার্থ ধনাদি গচ্ছিত রাখা।

অবমর্দ্দ—শত্রুদুর্গগ্রহণ।

অবরুদ্ধ (পুত্র)—যে রাজপুত্র পিতার সান্নিধ্য হইতে দূরে নির্ব্বাসিত হইয়া রুদ্ধ আছে।

অবস্কন্দ—সুপ্তাবস্থায় সেনার আক্রমণ।

অবস্তার—(উৎকোচাদির লোভে) করাদি-গ্রহণের সিদ্ধ কালাদির অতিক্রম।

অবস্রাবণ—শত্রুর দেশে অর্থাদি সরাইয়া দেওয়া।

অভিত্যক্ত—রাজদণ্ডে দণ্ডিত বধ্যপুরুষ।

অভিশপ্ত—অপরাধের সন্দেহ করিয়া অভিগৃহীত জন।

অভ্যন্তর কোপ—রাজার মন্ত্রিপুরোহিতাদিদ্বারা উৎপাদিত অনর্থ।

অভ্যবপত্তি—কাহারও বিপদের সময়ে সাহায্য-প্রদান।

অমিত্রবল—রাজার নিজ শত্রুর সেনা।

অমিত্রসম্পৎ—রাজার অমিত্রের প্রধান দোষসমূহ।

অমাত্যসম্পৎ—অমাত্যগণের প্রকৃষ্ট গুণ-সমূহ।

অয়—ইষ্টফলের যোগ।

অরিপ্রকৃতি—বিজিগীষুর নিজ রাজমণ্ডলে অবস্থিত অনন্তর ভূমিসংলগ্ন রাজা (যিনি তাঁহার অরি বা শত্রু বিবেচিত হয়)।

অরিমিত্র—বিজিগীষুর সম্মুখদিকে মিত্রের অনন্তর ভূমির অধিপতি (যিনি বিজিগীষুর অরির মিত্র)।

অরিমিত্রমিত্র—বিজিগীষুর সম্মুখদিকে মিত্রমিত্রের অনন্তর ভূমির অধিপতি (যিনি বিজিগীষুর অরিমিত্রের মিত্র)।

অর্থ—আদালতের বিচার্য্য বিষয়।

অর্থত্রিবর্গ—অর্থ, ধর্ম্ম ও কাম।

অর্থদূষণ—অর্থের ক্ষতিকরণ।

অর্থশাস্ত্র—পৃথিবীর লাভ ও পালনের উপায়-নিরূপক শাস্ত্র।

অর্দ্ধসীতিক—কোন ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধভাগ নেওয়ার স্বীকারে বপনকারী।

অশ্বকর্ম্ম—যুদ্ধাদিতে স্বভূমি ও পরভূমিতে অশ্বের কার্য্যাবলী।

অশ্বব্যূহ—সেনাঙ্গভূত অশ্বদ্বারা রচিত ব্যূহ।

অশ্বাধ্যক্ষ—রাজকীয় অশ্বশালার যাবতীয় অশ্বকার্য্যের পরিদর্শক প্রধান রাজ-পুরুষ।

অসুরবিজয়ী—দুর্ব্বলতর রাজার উপর আক্রমণকারী যে রাজা শত্রুর ভূমি, দ্রব্য, পুত্র, দার ও তদীয় প্রাণ-হরণদ্বারা তুষ্ট হয়।

অস্বামিবিক্রয়—পরদ্রব্যের ব্যবহারকারীর দ্বারা তদ্দ্রব্যবিক্রয়।

আকরাধ্যক্ষ—খনিবিভাগের অধ্যক্ষ।

আকরিক—আকরে নিযুক্ত কর্ম্মকর।

আকাশযোধী—দুর্গের প্রাকারাদি উচ্চ-স্থানে, অথবা ব্যোমযানে, অবস্থিত হইয়া যুদ্ধকারী।

আক্রন্দ—বিজিগীষুর পশ্চাদ্দিকে পার্ষ্ণি-

গ্রাহের অনন্তর ভূমির অধিপতি (যিনি বিজিগীষুর মিত্র)।

আক্রান্দাসার—বিজিগীষুর পশ্চাদ্দিকে পার্ষ্ণিগ্রাহাসারের অনন্তর ভূমির অধিপতি (যিনি বিজিগীষুর আক্রন্দের মিত্র)।

আজীব—জীবিকা বা বৃত্তি।

আটবিক—অটবীপাল; অটবীপতি; অটবী-প্রদেশের রক্ষাকারী প্রধান পুরুষ।

আতিথ্যশুল্ক—পরদেশ হইতে আগত পণ্যসম্বন্ধে ধার্য্য শুল্ক।

আত্যয়িক (কার্য্য)—সমস্যাপূর্ণ যে কার্য্য শীঘ্রসম্পাদনীয় (জরুরি কর্ম্ম)।

আত্মসম্পন্ন—রাজাদির উপযোগী গুণ-সম্পদ্-বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আত্মোপনিধান—আত্মসমর্পণসূচক সাম-প্রয়োগ।

আধিবেদনিক—স্বামীর দ্বিতীয়দারপরিগ্রহণকালে প্রথম স্ত্রীকেপ্রদত্ত ধনাদি।

আন্বীক্ষিকী—অধ্যাত্মবিদ্যা; মতান্তরে, হেতুবিদ্যা।

আপূপিক—পিষ্টকাদি-বিক্রেতা।

আবলীয়স—শত্রুরাজার অপেক্ষায় অবলীয়ান্ বা দুর্ব্বলতর বিজিগীষু রাজার করণীয়বিধি।

আবাহ—(পুত্রের পরিণয়ার্থ) কন্যাগ্রহণ।

আবেশনী—স্বর্ণাদির কারু।

আভিগামিক (গুণ)—রাজার যে-সব গুণ প্রজাজনকে আকৃষ্ট করে।

আভ্যন্তর শুল্ক—দুর্গে ও নগরে উৎপন্ন পণ্যসম্বন্ধে ধার্য্য শুল্ক।

আযুক্ত—রাজকর্ম্মে নিযুক্ত বা অধিকারী পুরুষ।

আয়ুধাগার—রাজকীয় অস্ত্রশস্ত্রাদির নিচয়স্থান।

আয়ুধাগারাধ্যক্ষ—অস্ত্রশস্ত্রশালার প্রধান অধিকারী রাজপুরুষ।

আয়মুখ—ধনাগমের প্রধান স্থান।

আয়শরীর—রাজার আয়ের দফা।

আরালিক—পক্বমাংসাদির বিক্রেতা।

আশুমৃতক—যে হঠাৎ বা অকাণ্ডে মৃত্যু-মুখে পতিত।

আশ্রম—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক (বা যতি)—এই চারিটির নাম।

আসন—ষাড্‌গুণ্যের অন্যতম গুণ (সন্ধি প্রভৃতির উপেক্ষা বা অকরণ অবলম্বন করিয়া নিজরাজ্যে স্থিরভাবে অবস্থান); ইহা কখন কখনও 'স্থান' ও 'উপেক্ষণ' শব্দের পর্য্যায়বাচী।

আসার—তন্নামক রাজমিত্র বা রাজ-সুহৃৎ; সুহৃৎসেনার আগমন।

আসুরী সৃষ্টি—মূষিকশলভাদির অত্যধিক উৎপত্তি।

আহার্য্যোদক—যে স্থানে বর্ষার জলই প্রযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়।

আহিত—আধিতে বা বন্ধকে আবদ্ধ জন।

ঈক্ষণিক—প্রশ্নোত্তরদ্বারা ভবিষ্যৎ-শুভাশুভবক্তা।

উত্তমসাহসদণ্ড—১০০০-পণাত্মক অর্থদণ্ড।

উত্থান—কার্য্যে উদ্যোগ (পালিভাষার অপ্পমাদ বা অপ্রমাদ)।

উৎসব—ইন্দ্রোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি সমাজে প্রচলিত আনন্দোল্লাস।

উৎসাহশক্তি—রাজার যে শক্তি তাঁহার উৎসাহাদি ব্যক্তিগত গুণ হইতে সমুদ্ভূত।

উদয়—রাজপ্রাপ্য করাদি ধনের উৎপত্তি।

উদাস্থিত—উদাসীন সন্ন্যাসিরূপ গূঢ়পুরুষ-বিশেষ।

উদাসীন—ঊর্দ্ধে আসীন অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তম যে রাজা, বিজিগীষু, তদীয় অরি ও মধ্যমরাজার প্রকৃতি

হইতে বাহিরে অবস্থিত ও তদপেক্ষায় বলবত্তর এবং যিনি এই তিন নরপতিকে সংহত ও অসংহত অবস্থায় নিগ্রহ দেখাইতে ও কেবল অসংহত অবস্থায় নিগ্রহ দেখাইতে সমর্থ।

উপগত—'আমি আপনার পুত্র' এবং 'এই পুত্র আপনার পুত্র' যথাক্রমে এইরূপ উক্তিদ্বারা স্বয়ং উপনত বা বান্ধবজনদ্বারা অন্যের হস্তে সমর্পিত পুত্র।

উপঘাত—বিষাদি-প্রয়োগদ্বারা বধ।

উপজাপ—কুমন্ত্রণাদ্বারা ভেদবিধান।

উপধা—ছলপ্রয়োগদ্বারা পরীক্ষা (ধর্ম্মোপধা, অর্থোপধা, কামোপধা ও ভয়োপধা—এই চারিটি ইহার ভেদ)।

উপনিধি—শিলমোহরযুক্ত বস্ত্রাদিদ্বারা আবদ্ধ দ্রব্য,যাহা ন্যাস বা নিক্ষেপরূপে অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়।

উপনিপাত—দৈবী বিপদ।

উপনিষৎপ্রয়োগ—শত্রুর বিরুদ্ধে গোপনে অগ্নিবিষাদির ব্যবস্থা।

উপযুক্ত—যুক্ত-নামক রাজকর্ম্মচারীদিগের ঊর্দ্ধতন অধিকারীর নাম।

উপস্কর—গৃহের প্রয়োজনীয় উপকরণসামগ্রী বা আসবাবপত্র।

উপস্থান—রাজার দর্শনার্থী জনগণের বৈঠকখানা ঘর; আস্থানমণ্ডপ।

উপস্থায়িক—হস্তিপ্রভৃতি পশুর উপস্থানে বা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত পুরুষ।

উপাংশুদণ্ড—গুপ্তহত্যা।

উপাংশুবধ—গুপ্তহত্যা।

উপেক্ষণ—এই শব্দটি কখন কখনও 'আসন' ও 'স্থান' শব্দের পর্য্যায়বাচী হয়, অর্থাৎ ষাড়্গুণ্যের অন্যতম গুণ।

উভয়বেতন—গূঢ়পুরুষবিশেষ, যে নিজ রাজার বেতনভোগী গুপ্তচর হইয়াও, তাঁহার অনুমোদনে শত্রুরাজারও বেতনভোগী হইয়া নিজরাজার স্বার্থে কার্য্যকারী।

উরস্য—সেনার মধ্যভাগ।

ঊর্ণাকারু—পশমীদ্রব্যের শিল্পী।

ঊহ—জ্ঞাতার্থ বিষয়ের উপপত্তিচিন্তন।

একবিজয়—সহায়নিরপেক্ষ রাজার শত্রুজয়।

একমুখ—একহাত দিয়া অর্থাৎ একচেটিয়া-ভাবে বিক্রয়াদি।

ঐকৈশ্বর্য্য—একই রাজবংশসম্ভূত রাজপুত্রের আধিপত্য।

ঔরস—নিজের পরিণীতা স্ত্রীতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র।

ঔদনিক—পক্কান্নবিক্রেতা।

ঔপনিষদিক—শত্রুজয়োপায়ের রহস্যসম্বন্ধীয়।

কক্ষ—সেনার পশ্চাদ্ভাগের দুইপার্শ্ব।

কটাগ্নি—মারণজন্য কাহাকেও শুষ্ক ঘাসদ্বারা মুড়াইয়া তাহাতে যে অগ্নি দীপিত করা হয়।

কণ্টক—রাজবিরোধী সমাজ-শত্রুভূত ব্যক্তি।

কণ্টকশোধন—সমাজে যাহারা চৌর্য্যাদিদ্বারা লোকপীড়ক, সেই সকল কণ্টকতুল্য জনের শোধনার্থ বিধিব্যবস্থা।

কদর্য্য—যে কৃপণ ব্যক্তি নিজকে ও নিজের ভৃত্যাদিকে কষ্ট দিয়া নিজ অর্থ বাড়ায়।

কন্যাপুর—রাজবাটীর যে অংশে অবিবাহিত রাজকন্যাগণের বাসস্থান।

করণ—দলিলাদি-লেখক (কেরাণী)।

কর্ম্মান্ত—কারখানা।

কর্ম্মনিষদ্যা—শিল্পকর্ম্মের আপণ বা ক্রয়বিক্রয়ের বস্তুশালা।

কর্শন—কষ্টপ্রদান।

কর্ষ—১৬ মাষ (সোণার)।

ক্ষয়—যুগ্য (হস্তিপ্রভৃতি বাহন) ও কর্ম্ম-কর পুরুষদিগের অপচয়; অল্প আয়ের অবস্থায় অধিক ব্যয়।

কানীন—বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা থাকার অবস্থায় তাহা হইতে প্রসূত পুত্র।

কাপটিক—কপটবৃত্তি ছাত্ররূপ গূঢ়পুরুষ-বিশেষ।

কারণিক—গণনাবিভাগের ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী।

কারু—স্থূলকর্ম্মকারী।

কার্তান্তিক—কৃতান্ত বা যমের পট দেখাইয়া জীবিকাকারী; দৈবজ্ঞ; দৈবচিন্তক।

কার্ব্বটিক (বা খার্ব্বটিক)—২০০শত গ্রামের উপর রাজকর্তৃক শাসনভার দিয়া নিবেশিত ক্ষুদ্র নগরবিশেষ।

কার্ম্মান্তিক—রাজ্যের কর্ম্মান্ত বা কার-খানা সমূহের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত মুখ্য রাজপুরুষ—অষ্টাদশ মহামাত্র বা তীর্থের অন্যতম।

কার্ম্মিক—গণনাবিভাগের কর্ম্মচারী।

ক্রীত(পুত্র)—মূল্যদানসহকারে পিতামাতা হইতে খরিদ-করা পুত্র।

কুপ্য—সারদারু, বেণু, বল্লী, বল্ক, রজ্জু, ওষধি, বিষ, লোহধাতু, পশুচর্ম্ম ইত্যাদি দ্রব্য।

কুপ্যগৃহ—সারদারুপ্রভৃতি দ্রব্যসমূহের নিচয়স্থান।

কুপ্যাধ্যক্ষ—যে প্রধান রাজকর্ম্মচারী কুপ্য অর্থাৎ সারদারু, বেণু, বল্লী প্রভৃতি দ্রব্যের সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত।

কুমারপুর—রাজবাটীর যে অংশে অপ্রাপ্ত-ব্যবহার রাজকুমারগণের বাসস্থান।

কুমারমাতা—পট্টমহিষী ব্যতীত রাজার অন্য রাণী।

কুমারাধ্যক্ষ—রাজকুমারগণের তত্ত্বাবধান-কারী অধ্যক্ষ।

কুম্ভীপাক—তপ্ত কটাহে ভাজা—দণ্ড-বিশেষ।

কুলসংঘ—বহুপুত্রের সংঘ (অথবা, কুলস্থ বহু জনের সংঘ)।

কুল্যা—ভাণ্ড বা উৎপন্নদ্রব্যাদির বাহনো-পযোগী জলপ্রণালী বা খাল।

কূটরূপ—কপট-মুদ্রা।

কূটরূপকারক—যে জালী টাকা নির্ম্মাণ করে।

কূলপথ—নদীপ্রভৃতির তীরবর্ত্তী পথ।

কূটমুদ্রা—কপট শিলমোহর।

কূটযুদ্ধ—অনির্দ্দিষ্ট দেশে ও কালে ছল-পূর্ব্বক যুদ্ধ।

কূটশাসন—জাল-পত্র বা কপট-লেখ।

কূটশ্রাবণকারক—যে অন্যসমীপে ঘটনা-সম্বন্ধে মিথ্যাকথা শুনায়।

কূটসাক্ষী—কপট সাক্ষ্যদায়ী।

কূটসুবর্ণব্যবহারী—যে অন্য ধাতুর সংযোগে সুবর্ণের রাগ নষ্ট করিয়া তাঁহা ব্যবহার করে।

কৃত (ক্ষেত্র)—যে ক্ষেত্র কর্ষণের উপযোগী করা হইয়াছে।

কৃত্য—উপজাপদ্বারা যাহাকে বশে আনা সম্ভবপর হয়।

কৃত্রিমমিত্র—যে রাজা বিজিগীষুর একান্তর ভূমির অধিপতি এবং যিনি নিজের ধন ও জীবিকার জন্য তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত।

কৃত্রিমশত্রু—বিজিগীষুর অনন্তর ভূমির যে অধিপতি স্বয়ং তাঁহার বিরোধ-গামী, কিংবা অপরদ্বারা তাঁহার বিরোধ উৎপাদন করান।

ক্লৃপ্ত—গ্রামাদি হইতে গ্রহণীয় নির্দ্দিষ্টকর।

ক্ষেত্রজ—সগোত্র বা অন্যগোত্র পুরুষদ্বারা অন্যের ক্ষেত্রে বা স্ত্রীতে জাত পুত্র।

ক্ষেত্রী—যে পতি নিজ ক্ষেত্রে বা স্ত্রীতে অন্যের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করায়।

কোশসম্পৎ—রাজকোশের প্রকৃষ্ট গুণ-সমূহ।

কোশাভিসংহরণ—রাজকোশের অর্থ-কৃচ্ছ্রতায় অর্থসঞ্চয়ের উপায় অবলম্বন করা।

কোষগৃহ—রাজার সুবর্ণরত্নাদির নিচয়-স্থান।

কোষসঙ্গ—রাজকোষে করাদির অপ্রদান বা অপ্রবেশ।

কোষ্ঠাগার—রাজসরকারের ধান্যাদি খাদ্য-সামগ্রীর নিচয়স্থান।

কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ—রাজকীয় কোষ্ঠাগারের বা নিত্যপ্রয়োজনীয় ধান্যাদিরক্ষা-গৃহের জন্য নিযুক্ত প্রধান অধিকারী।

কৌমারভৃত্য—শিশুচিকিৎসক।

কৌশিক—সর্পপ্রদর্শনপূর্ব্বক ভিক্ষাকারী ব্যালগ্রাহী।

কৌশিকস্ত্রী—সর্পগ্রাহীর স্ত্রী।

খনকযোধী—ভূমিতে খাত করিয়া সেখান হইতে যুদ্ধকারী।

খনিকর্ম্ম—খনির আবিষ্কার ও খনিজ দ্রব্যাদির শুদ্ধিকরণ।

খল—ধান্যাদি নিস্তুষ করিবার স্থানবিশেষ।

খলভূমি—ধান্যপবনের স্থান।

গণিকাধ্যক্ষ—গণিকাদিগের করণীয় ও বৃত্তির পরিদর্শক প্রধান রাজপুরুষ।

গর্ভসংস্থা—গর্ভিণীর বাসযোগ্য স্থান।

গাণনিক্য—গাণনিক বা সরকারী হিসাবগণনাকারীদিগের কর্ম্ম বা অধিকারের সংজ্ঞা।

গূঢ়জ—মাতৃবান্ধবের গৃহে বিনা নিয়োগে অন্য কাহারও দ্বারা গূঢ়ভাবে উৎ-পাদিত পুত্র।

গূঢ়পুরুষ—গুপ্তচর।

গৃহপতিক-ব্যঞ্জন—কৃষিজীবী গৃহস্থের বেষধারী গূঢ়পুরুষবিশেষ।

গোপ—সমাহর্ত্তার অধীন পঞ্চগ্রামী, দশগ্রামী প্রভৃতির কার্য্যপরিদর্শক রাজপুরুষ; নগরের অংশবিশেষে নিযুক্ত রাজপুরুষেরও এই নাম; সংগ্রহণ প্রভৃতি ছোট ছোট নগরের শাসনাধিকারী।

গোধ্যক্ষ—রাজার ব্রজে গবাদি পশুর তত্ত্বাবধায়ক প্রধান রাজপুরুষ।

গোপুর—দুর্গ বা নগরের দ্বার।

গ্রহণ—শব্দার্থের অবগম।

গ্রামকূট—গ্রামমুখ্য।

গ্রামবৃদ্ধ—গ্রামের মহত্তর ব্যক্তি।

গ্রামভৃতক—সমগ্র গ্রাম হইতে প্রাপ্ত বেতনের ভোগকারী গ্রামমুখ্য; গ্রামাধিকারী; মতান্তরে, গ্রামের ভৃতিভোগী কর্ম্মকর।

গ্রামিক—গ্রামমুখ্য বা গ্রামপাল।

গ্রামস্বামী—গ্রামের অধ্যক্ষ।

চতুরঙ্গ (বল বা সেনা)—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—এই চারি প্রকার সেনা।

চরিত্র—দেশাচার, লোকাচার প্রভৃতি; অনুবর্ত্তিত সামাজিক আচরণ।

চলসন্ধি—অবিশ্বসনীয় বলিয়া যে সন্ধি চঞ্চল বা অস্থির।

চক্রচর—যে ব্যক্তি একস্থানে একদিনের বেশী থাকে না অর্থাৎ যে নিরন্তর এদিকওদিক ঘূর্ণনশীল।

চক্রপথ—শকটগম্য পথ।

চক্রবর্ত্তিক্ষেত্র—যে বিশাল ভূখণ্ড চক্রবর্ত্তী বা একচ্ছত্রাধিপতি রাজার অখণ্ড শাসনভুক্ত।

চাতুরন্ত—চতুঃসমুদ্রান্ত পৃথিবীর অধীশ্বর।

চারক—সংরোধগৃহ বা হাজতখানা।

চাররাত্রি—যে-রাত্রিতে অবাধে পথ সঞ্চারের অনুমতি প্রদত্ত থাকে।

চারিত্র—প্রচলিত সমুদাচার বা প্রথা অর্থাৎ তৎ-তৎ দেশে প্রচলিত রীতিনীতি।

চার্য্যা—সঞ্চরণ-পথ।

চিত্রঘাত—ক্লেশদানসহকারে মারণ।

চোররজ্জু—পরবর্ত্তিকালের চৌরোদ্ধরণিক-নামক চৌকিদারী কর।

চোররজ্জুক—চৌরোদ্ধরণিক রাজপুরুষ।

ছায়াপ্রমাণ—পুরুষছায়ার পরিমাপদ্বারা সময়-বিভাগ।

জনপদসম্পৎ—জনপদ বা রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট গুণসমূহ।

জঙ্ঘাকরিক—সংবাদাদির বহনকার্য্যে দূরদেশে পায়ে হাটিয়া গতাগতজীবী পুরুষ।

জঙ্ঘাগ্র—কোন স্থানে বাস্তব্যকারী লোক ও দ্বিপদচতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যাপরিচয়।

জাঙ্গলীবিৎ—বিষের চিকিৎসক।

জাঙ্গলবিদ্—বিষবিদ্যাপটু অশ্বাদি পশুর চিকিৎসক।

জ্যায়ান্—শত্রু রাজার অপেক্ষায় অধিক শক্তি ও অধিক সিদ্ধিবিশিষ্ট রাজা।

ডমর—উপপ্লব বা বিপ্লব।

ডামরিক—বিপ্লবকারী।

ডিম্ব—প্রজাবিপ্লব।

তত্ত্বাভিনিবেশ—তর্কের গুণযুক্ত পক্ষে মনোনিবেশ।

তর—নদী প্রভৃতির খেয়ালব্ধ কর।

তরশুল্ক—নৌকাদিদ্বারা নদী প্রভৃতি তরণের ভাড়া।

তর্কু—সূত্রকর্ত্তনের যন্ত্রবিশেষ (টাকু)।

তাদাত্বিক—প্রত্যহ উপর্জ্জিত বা লব্ধ অর্থের ভক্ষণকারী।

তাপস-ব্যঞ্জন—মুণ্ড বা জটিল তাপসের বেষধারী গূঢ়পুরুষবিশেষ।

তীক্ষ্ণ—শরীরনিরপেক্ষ অতিসাহসী বলিয়া পরিচিত গূঢ়পুরুষবিশেষ।

তুন্নবায়—সূচিশিল্পী।

তূষ্ণীংযুদ্ধ—বিষাদির যোগ ও গূঢ়পুরুষের উপজাপদ্বারা সাধিত ঘাতন বা মারণ; মন্ত্রণার গোপনযুদ্ধ; অপর নাম 'মন্ত্রযুদ্ধ'।

ত্রয়ী—ঋক্, যজুঃ ও সামবেদাত্মক বিদ্যা।

ত্রৈবিদ্য—ত্রয়ীবিদ্যাবিৎ।

দণ্ডকর্ম্ম—অপরাধীর উপর নানাপ্রকার শারীর দণ্ডবিধান।

দণ্ডনীতি—রাজনীতিবিদ্যা।

দণ্ডপারুষ্য—কাহারও সম্বন্ধে দেহস্পর্শ, দণ্ডোত্তোলন ও প্রহারদ্বারা পুরুষতা-প্রদর্শন।

দণ্ডপাল—সৈন্যরক্ষার অধিপতি—অষ্টাদশ মহামাত্র বা তীর্থের অন্যতম।

দণ্ডসম্পৎ—রাজসেনার প্রকৃষ্ট গুণসমূহ

দণ্ডপ্রতিকারিণী—যে স্ত্রীলোক দণ্ডের নিষ্ক্রয়রূপে কর্ম্ম করিয়া দিতে বাধ্যা।

দণ্ডোপনত—রাজার দণ্ড বা সেনাশক্তির প্রভাবে বশংগত অপর রাজা বা ব্যক্তি।

দণ্ডোপনায়ী—যে রাজা নিজের দণ্ড বা সেনাশক্তির প্রভাবে অপর রাজাকে স্ববশে আনেন।

দত্তক—পিতামাতার দ্বারা সমন্ত্র উদক-গ্রহণপূর্ব্বক অন্য পুরুষকে দত্ত পুত্র।

দশকুলী—দশ কুলের সমবায় বা সংহতি।

দশগ্রামী—দশ গ্রামের সমাহার বা সংহতি।

দশবর্গিক—দশজন ভটের নায়ক।

দংশযোগ—দ্রব্যবিশেষের যে যোগ মানুষের উপর প্রযুক্ত হইলে ইহার শক্তিতে সেই মানুষ অন্য মানুষকে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

দাপক—যে অধিকারী দায়িককে রাজকরাদি দিতে বাধ্য করান।

দায়ক—করাদির দানকারী।

দায়বিভাগ—পুত্রগণ মধ্যে পিতৃত্যাজ্য সম্পত্তির অংশভাগ।

দায়াদ—দায় বা পিতৃত্যাজ্য সম্পত্তির গ্রহণাধিকারী।

দুর্গকর্ম্ম—দুর্গনির্ম্মাণ।

দুর্গপাল—দুর্গরক্ষার প্রধান পর্য্যবেক্ষক—অষ্টাদশ মহামাত্র বা তীর্থের অন্ততম।

দুর্গসম্পৎ—দুর্গের (অর্থাৎ পরিখাদি-বেষ্টিত দুর্গম সেনানিবাস বা পুরাদির) প্রকৃষ্ট গুণসমূহ।

দূষ্য—রাজার প্রতি দ্রোহাচরণ-দোষে দুষ্ট ব্যক্তি।

দৌবারিক—রাজকুলের প্রধান প্রতীহারী—অষ্টাদশ মহামাত্র বা তীর্থের অন্ততম।

দ্বৈধীভাব—সন্ধি ও বিগ্রহের সমকালীন উপযোগ; অথবা, একই শত্রুর সহিত প্রকটভাবে সন্ধির ব্যবস্থা ও প্রচ্ছন্নভাবে দ্রোহাচরণের ব্যবস্থা করা।

দ্বৈরাজ্য—যে রাজ্যের দুইটি রাজা শাসক।

দ্যূত—অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি, জুয়াখেলা।

দ্রব্যপ্রকৃতি—রাজ্যের সপ্তাঙ্গের মধ্যে রাজা ও সুহৃৎ ব্যতীত কোষাদি অপর পাঁচটি প্রকৃতি।

দ্রব্যবনকর্ম্ম—সারবৃক্ষাদির বন হইতে তৎ-তদ্দ্রব্যের আহরণাদির ব্যবস্থাকরণ।

দ্রোণমুখ—৪০০ শত গ্রামের উপর শাসন ভার দিয়া নিবেশিত উপনগরবিশেষ।

ধনিক—ঋণপ্রয়োগকারী ধনী ব্যক্তি; উত্তমর্ণ।

ধরণ—রূপার ১৬ মাষ; তন্নামক রূপার টাকা (সম্ভবতঃ এক সুবর্ণের ষোড়শাংশ)।

ধর্ম্মবিজয়ী—দুর্ব্বলতর রাজার উপর আক্রমণকারী যে বলবত্তর রাজা শত্রুর আত্মসমর্পণে তুষ্ট হয়।

ধর্ম্মসেতু—ধর্ম্মার্থে বিসৃষ্ট ভূমি-সেতু-কূপাদি।

ধর্ম্মস্থ—ধর্ম্মাসনোপবিষ্ট ব্যবহার-নির্ণায়ক বিচারক (বিশেষতঃ দেওয়ানী মামলার)।

ধর্ম্মস্থীয়—ধর্ম্মস্থ বা দেওয়ানী বিভাগের বিচারকসম্বন্ধী ব্যবহারসমূহ।

ধারণ—গৃহীত বিষয়ের অবিস্মরণ।

ধারণিক—অধমর্ণ।

নয়—মানুষ কর্ম্মদ্বারা যোগ ও ক্ষেমের নিষ্পত্তি।

নদীমাতৃক—যে স্থানে কৃষিকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা নদীজল পাওয়া যায়।

নাগরিক—নগরকার্য্যের পর্যবেক্ষক মহামাত্র।

নাবধ্যক্ষ—রাজকীয় নৌবিভাগে নৌকাভাড়া ও তরদেয় প্রভৃতির আদায়-কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণকারী প্রধান রাজপুরুষ।

নায়ক—দশ সেনাপতির উপর প্রাপ্তাধিকার সেনাবিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী। অষ্টাদশ মহামাত্র বা তীর্থের তালিকায় রামায়ণ ও মহাভারতে এই শব্দ স্থানে ‘নগরাধ্যক্ষ’-শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। তবে কি শব্দটি অর্থশাস্ত্রের তালিকায় ‘নাগরিক’ হইবে?

নালিকা—২৪ মিনিট-পরিমিত সময়-বিভাগ।

নাষ্টিক—নিজের কোন দ্রব্য নষ্ট বা অপহৃত হইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তি অভিযোগকারী।

নীবী—আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে; মূলধন অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

নৈমিত্তিক—নিমিত্তদর্শনদ্বারা শুভাশুভ-শংসী।

নিক্ষেপ—কারু প্রভৃতির নিকট অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণের জন্য ন্যস্ত স্বর্ণাদি।

নিধি—ভূম্যাদিগর্ভনিহিত মূল্যবান্ দ্রব্য।

নিচয়—নিত্য ব্যবহার্য্য তৈললবণাদি দ্রব্যের সঞ্চয়।

নিধায়ক—রাজধনরক্ষক।

নিবন্ধক—হিসাবপুস্তকের লেখক।

নিবন্ধপুস্তক—হিসাব লেখার খাতাপত্র।

নিবেশন—মৃতপতিকার ভর্ত্রন্তর গ্রহণ।

নিম্নযোধী—জলময়প্রদেশে নৌকাদিতে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধকারী।

নিয়ামক—জলপোতচালক।

নিশান্ত—রাজবাটী।

নিষ্ক্রয়—দাসাদিভাব ও কারাদণ্ডাদি হইতে মুক্তির মূল্য।

নিষ্ক্রাম্যশুল্ক—একদেশ হইতে নিষ্ক্রাম্য পণ্যের নিষ্ক্রামণনিমিত্তক শুল্ক।

নিষ্পতন—স্ত্রীর পতিগৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন।

নিসৃষ্টি—রাজলেখ্যবিশেষ, যাহাদ্বারা কাহারও উপর কার্য্যাদিসম্বন্ধে প্রামাণ্য প্রদত্ত হয়।

নিসৃষ্টার্থ (দূত)—সম্পূর্ণভাবে অমাত্যগুণ-সম্পদ্‌যুক্ত প্রথমশ্রেণীর দূত (যাহার নিজের উপরই বিষয়-নির্দ্ধারণভার ন্যস্ত আছে)।

পক্ষ—সেনার পুরোভাগের দুই পার্শ্ব।

পঞ্চগ্রামী—পাঁচ গ্রামের সমাহার বা সংহতি।

পণ—তন্নামক রূপ্যনির্ম্মিত সিক্কা বা মুদ্রা।

পণযাত্রা—পণাদি সিক্কার সাধারণ্যে চলাচল।

পণ্যগৃহ—রাজকীয় পণ্যদ্রব্যের নিচয়স্থান।

পণ্যপট্টন—পণ্যপত্তনের সমানার্থক।

পণ্যপত্তন—বাণিজ্যের দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়স্থানভূত বন্দর-নগর।

পণ্যাধ্যক্ষ—রাজকীয় সার ও ফল্গু পণ্য-দ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক অধিকারী।

পত্তন—সমুদ্র ও নদীর কূলবর্ত্তী নগর বা বন্দর।

পত্তনাধ্যক্ষ—পত্তনের বা বন্দরের শুল্কাদি আদায়ের পর্য্যবেক্ষক রাজকর্ম্মচারী।

পত্তিব্যূহ—সেনাঙ্গভূত পদাতিকদ্বারা রচিত ব্যূহ।

পত্ত্যধ্যক্ষ—রাজকীয় সেনাবিভাগে পদাতি-সৈন্যের ক্রিয়াপর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত প্রধান রাজপুরুষ।

পথ্যদন—বণিকদিগের পথের খাই-খরচ।

পথ্যনুসরণ—অনভিপ্রেত পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের পথ-চলা।

পদাতিকর্ম্ম—যুদ্ধাদিতে পদাতিক সৈন্যের কার্য্যাবলী।

পদিক—দশটি সেনাঙ্গের, বিশেষতঃ দশটি রথ ও হস্তীর উপর প্রাপ্তাধিকার সেনাবিভাগীয় কর্ম্মচারী।

পরিঘ—খেয়ারা জন্য কর বা ভাড়া (?)।

পরিব্রাজিকা—ভিক্ষুকীর বেষধারিণী গুপ্তচরের কার্য্যে ব্যাপৃতা মহিলা।

পরিমিতার্থ (দূত)—একপাদহীন অমাত্য-গুণাবলী-যুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর দূত, যাহার উপর কর্ত্তব্যবিষয় পরিমিতাকারে প্রদত্ত আছে।

পরিহার—সম্পূর্ণ রাজকরমুক্তি।

পরিহারক্ষয়—করমুক্তির হ্রাস।

পরোক্ত—মামলায় বিপরীত উক্তির দোষে অপরাধী।

পর্য্যুপাসনকর্ম্ম—শত্রুদুর্গের চতুষ্পার্শ্বে সেনানিবাসন।

পরীহার—রাজলেখ্যবিশেষ, যাহাতে রাজ-নিদেশে কাহারও উপর করাদি-মুক্তির বিষয় নিবিষ্ট থাকে।

পশ্চাৎকোপ—কোন রাজার পশ্চাদ্দেশে পার্ষ্ণিগ্রাহ, আটবিক ও দুষ্যাদিদ্বারা উৎপাদিত অনর্থ।

প্রকর্ম্ম—কন্যাদিদূষণরূপ ব্যভিচার।

প্রকাশযুদ্ধ—নির্দ্দিষ্ট দেশে ও কালে ক্রিয়-মাণ যুদ্ধ।

প্রকৃতি—রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও দণ্ডনামক সাতটি রাজ্যাঙ্গ।

প্রচার—কর্ত্তব্যসম্বন্ধীয় বিধিনিয়মাদি।

প্রণয়—রাজকোশের অর্থকৃচ্ছ্রতায় রাজ-কর্ত্তৃক প্রজাসমীপে বিশিষ্ট করাদি-রূপ অর্থযাচনা।

প্রতিক্রোশ—(বাস্তবিক্রয়ে) মূল্যবৃদ্ধির ডাক।

প্রতিগ্রহ—পরসম্বন্ধীয় বস্তু ও মুখ্যদিগের আধিরূপে গ্রহণ।

প্রতিগ্রাহক—রাজকরাদির আদায়কারী।

প্রতিবল—বিরুদ্ধাচারী সেনা।

প্রতিভূ—পণের বা প্রতিশ্রুতির অব্যতি-ক্রমের জন্য নিযুক্ত জামিন।

প্রতিরোধক—অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী।

প্রত্যভিযোগ—পাল্টা মামলা।

প্রত্যাদেয়—বাভব্যরাজকর্ত্তৃক অপহৃত ভূম্যাদির পুনর্গ্রহণ।

প্রতোলী—রথ্যা (পথ)।

প্রথম (বা পূর্ব্ব) সাহসদণ্ড—২৫০ পণা-ত্মক অর্থদণ্ড।

প্রদীপযান—রাত্রিতে পথসঞ্চারসময়ে হস্তে প্রদীপ লইয়া গমন।

প্রদেষ্টা—কণ্টকশোধনাধিকৃত (ফৌজদারী বিভাগের) প্রধান বিচারক—অষ্টা-দশ মহামাত্র বা তীর্থের অন্যতম।

প্রভাবশক্তি—রাজার যে শক্তি তাঁহার কোশ-দণ্ডজ তেজ হইতে সমুদ্ভূত।

প্রবহণ—শকটাদিতে আরোহণ; মতান্তরে, উদ্যানভোজনাদি।

প্রবেশ্য-শুল্ক—অন্যদেশ হইতে প্রবেশ্য পণ্যের প্রবেশননিমিত্তক শুল্ক।

প্রয়োগ—কোষদ্রব্যের সুদে লাগাইয়া তাহা অপহরণ করা।

প্রশাস্তা—কারাগারের শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত অধ্যক্ষ বা মহামাত্র (মহা-ভারতের কারাগারাধিকারী ও রামায়-ণের বন্ধনাগারাধিকৃত); মতান্তরে, স্থপতি ও কর্ম্মকরগণের সাহায্যে স্কন্ধাবারনিবেশয়িতা।

প্রসার—পশুখাদ্য যবসাদি ও ইন্ধনাদির জন্য অন্বেষণ।

প্রহবণ—তুষ্টিভোজনাদি জন্য গোষ্ঠী।

পাকমাংসিক—পক্কমাংসবিক্রেতা।

পাদপথ—পায়ে চলার পথ।

পারতল্পিক—পরদারের প্রতি আসক্ত; পারদারিক।

পারশব—ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রীগর্ভজাত পুত্র।

পারিহীণিক—কোন ক্ষতির পূরণার্থ গৃহীত আয়।

পার্শ্ব—তন্নামক আয়, নির্দ্দিষ্ট আয়ের অতিরিক্ত (বক্রোপায়দ্বারা প্রাপ্ত) আয়।

পার্ষ্ণি—রাজার বা রাজসেনার পৃষ্ঠদেশ।

পার্ষ্ণিগ্রাহ—বিজিগীষুর পশ্চাদ্দিকে অনন্তর ভূমির অধিপতি (যিনি বিজিগীষুর শত্রু)।

পার্ষ্ণিগ্রাহাসার—বিজিগীষুর পশ্চাদ্দিকে আক্রন্দের অনন্তর ভূমির অধিপতি (যিনি বিজিগীষুর পার্ষ্ণিগ্রাহের মিত্র)।

পাষণ্ড—বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোক।

প্রলম্ভন—(শত্রু) প্রবঞ্চন।

প্রস্বাপনযোগ—যে যোগবিশেষের প্রয়োগদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া লোক নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

প্রাতিভাব্য—জামীন হওয়া।

প্রাপ্তব্যবহার—যে ষোড়শবর্ষীয় পুরুষ ব্যবহারবিধির বশগামী হইয়াছে (সাবালক পুরুষ)।

প্রাপ্তব্যবহারা—যে দ্বাদশবর্ষীয়া স্ত্রী ব্যবহারবিধির বশবর্ত্তিনী হইয়াছে।

পুত্রিকাপুত্র—'ইহার যে পুত্র হইবে সে আমার পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে'—এইরূপ উক্তিসহকারে বিবাহে প্রদত্তা কন্যার ('পুত্রিকার') গর্ভ-

জাত পুত্র, যাহাকে কন্যার পিতা নিজ পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন।

পুরমুখ্য—পুর বা নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তি।

পুরাণচোর—পুরাতন তস্কর।

পুরোহিত—রাজার ধর্ম্মবিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা।

পুস্ত—নিবন্ধপুস্তক, হিসাবের বই।

পুস্তভাণ্ড—নিবন্ধপুস্তকের পেটিকা।

পূগ—কর্ম্মকরসংঘ।

পৌতব—ওজনের জন্য তুলা ও প্রতিমান বা বাট নির্ম্মাণ-কর্ম্ম।

পৌতবাধ্যক্ষ—তুলা ও মানভাণ্ডের সংশোধক প্রধান রাজপুরুষ।

পৌনর্ভব—পুনর্ব্বার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

পৌরব্যবহারিক—পুরবাসীদিগের ব্যবহার বা আইনপ্রয়োগসম্বন্ধে (আদালতের) প্রধান বিচারক, অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ বা ধর্ম্মস্থ—অষ্টাদশ মহামাত্র বা তীর্থের অন্যতম।

ফলবাট—ফলের বাগান।

বণিক্‌পথ—বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত জলপথ ও স্থলপথ।

বন্ধনাগার—কারাগৃহ।

বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিজাতি।

বর্ণক—আদর্শরূপে রক্ষিত শুদ্ধসুবর্ণনির্ম্মিত মুদ্রা।

বর্ত্তনী—অন্তপালাদির সংগৃহীত পথকর।

বর্দ্ধকি—তক্ষক।

বাক্‌পারুষ্য—গালি, নিন্দা ও তর্জ্জনাদিদ্বারা পুরুষতাপ্রদর্শন।

বাক্যানুযোগ—সন্দেহ-বিষয়ে বাক্যদ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ।

বাগ্‌জীবন—পুরবৃত্তকথক ; অথবা, নানাকৌশলময় বাক্যপ্রয়োগদ্বারা তামাসাপ্রদর্শনকারী।

বার্ত্তা—কৃষি, পাশুপাল্য ও বাণিজ্য—এই তিনবিষয়ক বিদ্যা।

বাস্তু—গৃহ, ক্ষেত্র ও উপবনাদি।

বাহিরিক—কিতব-বঞ্চক-নট-নর্ত্তকাদি ধূর্ত্তজন।

বাহ্যশুল্ক—জনপদে উৎপন্ন পণ্যসম্বন্ধে ধার্য্য শুল্ক।

বাহ্যকোপ—রাষ্ট্রমুখ্য, অন্তপাল, আটবিক ও দণ্ডোপনত ব্যক্তিদিগের অন্যতম হইতে উৎপন্ন কোপ বা উপদ্রব।

বিগ্রহ—দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধাদিরূপে দ্রোহাচরণ বা অপকার।

বিজিগীষু—যে রাজা আত্মগুণসম্পন্ন ও পঞ্চ দ্রব্যপ্রকৃতির গুণসম্পন্ন হইয়া নয়ের আশ্রয়ভূত (অর্থাৎ ষাড্‌গুণ্যের যথাযথ প্রয়োগদ্বারা শত্রুকে বিজিত করিতে অভিলাষী রাজা)।

বিজ্ঞান—বিষয়বিশেষের জ্ঞান।

বিধা—হস্তী ও অশ্বের প্রাত্যহিক ভোজ্য বস্তুর পরিমাণ।

বিনয়—শিক্ষা ; ইন্দ্রিয়জয়।

বিন্দমানা—দ্বিতীয়বার পতিগ্রাহিণী।

বিষ্টি—কর্ম্মকর বর্গ।

বিষ্টিকর্ম্ম—যুদ্ধাদিতে আয়ুধবিহীন কর্ম্মকরগণের কার্য্যাবলী।

বিষ্টিবন্ধক—বিষ্টি বা কর্ম্মকরের সংগ্রহকারী রাজপুরুষ।

বিবীত—গবাদি পশুর জন্য তৃণাদিময় চারণ-ভূমি।

বিবীতাধ্যক্ষ—তৃণাদিময় গোচারণ ক্ষেত্র ও হস্তিবনাদির সম্বন্ধে রাজপ্রাপ্য করাদির পর্য্যবেক্ষক প্রধান রাজপুরুষ।

বিরূপকরণ—যে যোগবিশেষের প্রয়োগে জন্তুগণের রূপপরিবর্ত্তন ঘটে।

বিষয়—দেশ-বিভাগবিশেষ (প্রদেশ)।

বীজী—যে পুরুষ অন্য পতির ক্ষেত্রে বা স্ত্রীতে নিজ বীজদ্বারা পুত্র উৎপাদন করে।

বীবধ—স্বদেশ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে অন্নাদি আজীবদ্রব্যের আগম।

বৃদ্ধি—উপচয় বা উন্নতি; টাকার সুদ; অল্প ব্যয়ের সঙ্গে অধিক আয়ের অবস্থার নামও বৃদ্ধি।

বেতন—পরিশ্রমের জন্য প্রদত্ত মূল্য।

বেদক—অভিযোক্তা; অর্থী; বাদী।

বৈদেহক—বাণিজক, বণিক্।

বৈদেহক-ব্যঞ্জন—বাণিজকের বেষধারী গূঢ়পুরুষবিশেষ।

বৈদ্যপ্রত্যাখ্যাত-সংস্থা — চিকিৎসকদ্বারা অসাধ্যরোগ বলিয়া পরিত্যক্ত জনদিগের বাসযোগ্য স্থান।

বৈধরণ—মূল্যহানির পূরণার্থক ব্যাজী-বিশেষ।

বৈয়াপৃ(বৃ)ত্যকর— পণ্যের খুচরা বিক্রেতা।

বৈরাজ্য—যে রাজ্যের পূর্ব্বশাসক রাজা নাই এবং যাহা অন্য রাজার হস্তগত।

ব্যবহার—ঋণাদানাদি ব্যাপার।

ব্যবহারপ্রাপণ—যে বয়সে স্ত্রী (দ্বাদশ-বর্ষীয়া) ও পুরুষ (ষোড়শবর্ষীয়) প্রাপ্তব্যবহার বলিয়া গৃহীত হয় (আধুনিক ভাষায় সাবালক হয়)।

ব্যয়—অর্থের খরচ; হিরণ্য বা নগদ টাকা ও ধান্যাদির অপচয়।

ব্যয়শরীর—রাজার্থের ব্যয়ের দফা।

ব্যাজী—বার বার দ্রব্য মাপিলে ইহা কম হইয়া যাইতে পারে বলিয়া ইহার যাহা কিছু বেশী ভাগ নেওয়া হয়, অর্থাৎ যাহাকে ফাও-নেওয়া বলা হয়।

ব্যাধিসংস্থা—ব্যাধিত লোকের বাসযোগ্য স্থান।

ব্যায়াম—কর্ম্মোদ্যোগ।

ব্যায়ামযুদ্ধ—রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রয়োগদ্বারা যে যুদ্ধ করেন।

ব্যুষ্ট—রাজার রাজ্যাভিষেক হইতে গণিত বর্ষ, মাস, পক্ষ ও দিবস-গণনার সংজ্ঞা।

ব্রহ্মদেয়—ব্রাহ্মণকে ভোগার্থ প্রদত্ত ক্ষেত্রাদি।

ভক্ত—অন্নাদি (ভাতা)।

ভাগ—ধান্যাদির ষড়্ভাগ, দশভাগ ইত্যাদি।

ভাটক—নৌকাদির ভাড়া।

ভূমিগৃহ—ভূগর্ভস্থ গৃহ।

ভূমিচ্ছিদ্রবিধান—কর্ষণের অযোগ্য ভূমির ব্যবস্থা (প্রাচীনলিপিসমূহে উল্লিখিত 'ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়')।

ভৃতক—ভৃতিপ্রাপ্ত কর্ম্মকর।

ভৃতকবল—ভৃতি বা বেতনভোগী সৈন্য।

ভোগ—কোনদ্রব্যের (স্বত্বনির্ণয়ার্থ ইহার) ভুজ্যমান অবস্থা।

মদনরস—উন্মাদোৎপাদক বিষাদির যোগ, যাহা শত্রুর প্রতি গোপনে প্রযোজ্য হয়।

মধ্যম—যে রাজা বিজিগীষু ও তদীয় অরির অনন্তরভূমিতে অবস্থিত এবং যিনি উভয়কেই তাঁহাদের সংহত ও অসংহত অবস্থায় অনুগ্রহপ্রদর্শন করিতে সমর্থ ও উভয়কে কেবল অসংহত অবস্থায় নিগ্রহ দেখাইতেও সমর্থ।

মধ্যমসাহসদণ্ড—৫০০ পণাত্মক অর্থদণ্ড।

মন্ত্রযুদ্ধ—রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়া মন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ গূঢ়পুরুষগণ-কর্ত্তৃক বিষাদিপ্রয়োগদ্বারা শত্রুনাশের যে চেষ্টা করেন তাহা; মতিশক্তি-দ্বারা শত্রুজয়ের ব্যবস্থা।

মন্ত্রশক্তি—রাজার যে শক্তি তাঁহার মন্ত্রি-প্রভৃতির মন্ত্রণা হইতে সমুদ্ভূত।

মন্ত্রী—ধীসচিব বা মতিসচিব, অর্থাৎ রাজার যে প্রধান অমাত্য তাঁহাকে শাসনবিষয়ক মন্ত্রণা দেন।

মন্ত্রিপরিষৎ—অমাত্যবর্গের গুপ্তসভা।

মন্ত্রিপরিষদধ্যক্ষ—যিনি মন্ত্রিপরিষদের বা অমাত্যসভার অধ্যক্ষ বা সভাপতি—অষ্টাদশ মহামাত্র বা তীর্থের অন্যতম।

মহাজন—জনতা।

মহামাত্র—মহামাত্য বা অষ্টাদশ তীর্থ-গণের অন্যতম।

মানাধ্যক্ষ—দেশ ও কালের মান-পরিদর্শক প্রধান রাজপুরুষ।

মাষক—তন্নামক তাম্রসিক্কা।

মাহানসিক—রাজপাকশালায় অধিকৃত প্রধান পুরুষ।

মাৎস্যন্যায়—রাজ্যের যে অবস্থায় সবলের কবলে দুর্ব্বলেরা পতিত হয়, যেমন বড় বড় মৎস্য ছোট ছোট মৎস্যকে গ্রাস করে, সেই অরাজকতার অবস্থার নাম।

মিত্র—বিজিগীষুর সম্মুখদিকে অরির অনন্তর ভূমির অধিপতি।

মিত্রপ্রকৃতি—বিজিগীষুর নিজ রাজমণ্ডলে অবস্থিত, একভূমি বা একরাজ্য-ব্যবহিত ভূমির অধিপতি (মিত্র বিবেচিত হয়)

মিত্রমিত্র—বিজিগীষুর সম্মুখদিকে অরি-মিত্রের অনন্তর ভূমির অধিপতি (যিনি বিজিগীষুর মিত্রের মিত্র)।

মিত্রবল—রাজার নিজ মিত্রের সেনা।

মিত্রসম্পৎ—রাজার মিত্রের প্রকৃষ্ট গুণ-সমূহ।

মুদ্রাধ্যক্ষ—রাজকীয় মুদ্রা বা চিহ্নযুক্ত লেখ্যাদিসম্বন্ধে অধিকৃত প্রধান রাজপুরুষ।

মূলহর—যে ব্যক্তি পিতৃপৈতামহ সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে।

মূলস্থান—রাজার রাজধানী।

মোহনগৃহ—মার্গব্যামোহকারক গৃহ।

মোক্ষ—স্বামী বা স্ত্রীর বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তি বা ছাড়াছাড়ি।

মৌলবল—মূল বা রাজধানীর যে সেনা রাজার পিতৃপৈতামহ সেনা।

মৌহূর্ত্তিক—জ্যোতির্ব্বিদ্।

যাত্রা—দেবতাদিগের রথযাত্রাপ্রভৃতি শোভাযাত্রা।

যাত্রাবিহার—অন্যত্র গমন করিয়া বাস করা।

যান—শক্তি ও দেশকালাদির অত্যধিক যোগবশতঃ শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান।

যানপাত্র—জলযায়ী পোতাদি।

যাতব্য—যে রাজা শত্রুদ্বারা অভিযাস্য-মান।

যামতূর্য্য—রাত্রির যামে যামে পথে জন-সঞ্চারের নিরোধসূচক বাদ্য-ঘোষণা।

যুক্ত—শাসনবিভাগের রাজকর্ম্মচারী।

যুক্তপ্রতিষেধ—যুক্ত বা অধিকারী পুরুষ-দিগকর্ত্তৃক ধনাপহরণাদির নিবারণ।

যুগ্য—বলীবর্দ্দ-খর-উষ্ট্রাদি বাহন।

যুবরাজ—অষ্টাদশ তীর্থ বা মহামাত্রের অন্যতম—যিনি পরবর্ত্তী রাজপদের জন্য নির্দ্ধারিত রাজপুত্র।

যোগ—কপট উপায়ের প্রয়োগ।

যোগপান—বিষদ্রব্যযুক্ত মদ্য।

যোগপুরুষ—পূর্ব্বপরামর্শদ্বারা যাহার সহিত রাজার যোগাযোগ থাকে; অথবা, উপজাপব্যবহারে নিযুক্ত গূঢ়পুরুষ।

যোগপ্রয়োগ—শত্রুর বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণাদি গূঢ়পুরুষের নিয়োগ।

যোগবামন—কপট উপায়দ্বারা দুর্গ হইতে শত্রুর নিষ্ক্রামণ।

যোনিবধ—মাতৃজাতীয় জন্তুর বধ।

রজ্জু—বিষয়পতির প্রাপ্য জরিপ-বিভাগের কর।

রথকর্ম্ম—যুদ্ধাদিতে রথ-যোগ্য কার্য্যাবলী।

রথাধ্যক্ষ—রাজকীয় রথশালার যাবতীয় রথকার্য্যের পর্য্যবেক্ষক প্রধান রাজপুরুষ।

রথব্যূহ—সেনাঙ্গভূত রথদ্বারা রচিত ব্যূহ।

রসদ—বিষপ্রদায়ী নির্দ্দয় গূঢ়পুরুষ-বিশেষ।

রাজনিবেশ—রাজবাড়ী।

রাজপ্রকৃতি—সপ্তাঙ্গের মধ্যে রাজা ও তদীয় সুহৃৎ—এই উভয় প্রকৃতি।

রাজব্যঞ্জন—রাজচিহ্নযুক্ত রাজাতিরিক্ত অপর ব্যক্তি।

রাজব্যসন—রাজার মরণাদিরূপ বিপত্তি।

রাজমণ্ডল—অরি, মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ প্রভৃতি-সহকারে বিজিগীষু রাজার যে রাজচক্র কল্পিত হয়।

রাজর্ষি—জিতেন্দ্রিয় রাজা।

রাজশাসন—রাজাজ্ঞা; রাজার আদেশ-লেখ্য।

রাজ্যবিভ্রম—রাজ্যবিপ্লব।

রাষ্ট্রমুখ্য—রাষ্ট্র বা জনপদের প্রধান প্রধান ব্যক্তি।

রিক্থ—পিতৃত্যাজ্য সম্পত্তি।

রিক্থভাক্—দায়হর বা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী।

রূপ—নগদ টাকার মুদ্রা (হিন্দী রূপিয়া); চুরির মাল।

রূপদর্শক—ধাতুময় মুদ্রার পরীক্ষক।

রূপাজীবা—রূপদ্বারা জীবিকাকারিণী (গণিকা)।

রূপাভিগৃহীত—চুরির মাল সহ ধৃত ব্যক্তি।

রূপিক—লবণবিক্রয়ী হইতে লবণাধ্যক্ষ-দ্বারা গ্রহণীয় অতিরিক্ত ভাগ।

লক্ষণাধ্যক্ষ—রূপ্য ও তাম্রনির্ম্মিত মুদ্রা-নির্ম্মাণকার্য্যের অধ্যক্ষ; ক্ষেত্রা-রামাদির লক্ষণ বা সীমার নির্দ্দেশক।

লবণাধ্যক্ষ—আকারাদি হইতে লভ্য লবণের অধ্যক্ষ।

লব্ধপ্রশমন—লব্ধ বা বিজিত ভূমিতে শান্তিস্থাপন।

লোকযাত্রা—লৌকিক সামাজিক বৃত্তি বা ব্যবহারের স্থিতি।

লোভবিজয়ী—দুর্ব্বলতর রাজার উপর আক্রমণকারী যে বলবত্তর রাজা শত্রুর ভূমি ও দ্রব্যহরণদ্বারা তুষ্ট হয়।

শঙ্কিতক—যাহাকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করা হয়।

শম—শান্তি।

শাসন—রাজলেখ।

শাসনহর (দূত)—অর্দ্ধহীন অমাত্য-গুণাবলী-যুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর দূত (যিনি কেবল রাজার শাসনপত্র বহন করিয়া পররাজসমীপে যান)।

শিফাপ্রহার—বেত্রাঘাত-দণ্ড।

শিল্পী—সূক্ষ্মকর্ম্মকারী।

শুদ্ধবধ—অক্লেশ মারণ।

শুল্কাধ্যক্ষ—শুল্ক-আদায়ের পরিদর্শক প্রধান রাজপুরুষ।

শুশ্রূষা—শাস্ত্রশ্রবণের ইচ্ছা।

শূন্যনিবেশনকর্ম্ম—শূন্য বা কর্ষণাদির অযোগ্য ভূমিতে কৃষকাদির নিবাসা-দির রচনা।

শূন্যপাল—যুদ্ধযানে প্রবৃত্ত রাজার অনুপ-স্থিতিতে শূন্য রাজধানীর পালক।

শৌণ্ডিক—মদ্যবিক্রেতা।

শ্যামীকরণ—যে যোগবিশেষের প্রয়োগে ব্যবহারীর আকৃতি কাল হয়।

শ্বেতীকরণ—যে যোগবিশেষের প্রয়োগে ব্যবহারীর আকৃতি সাদা হয়।

শ্রবণ—শব্দের অবগম।

শ্রেণী—বিভিন্নপ্রকার শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগের সংঘ।

শ্রেণীবল—জনপদের শ্রেণী বা সংঘভুক্ত যে-সব পুরুষ আয়ুধধারী হইয়া সেনাভুক্ত।

ষাড়্‌গুণ্য—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় বা সমাশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—এই ছয়টি রাজনীতিবিষয়ক গুণ।

সঞ্চার—অনেক স্থানে সঞ্চরণ করিয়া যে গুপ্তচরেরা রাজার্থ সংবাদ সংগ্রহ করে তাহাদের নাম।

সত্র—ধান্বনতুর্গাদি সঙ্কটস্থান।

সত্রী—নানাশাস্ত্র ও নানাবিদ্যার অধ্যয়নকারী বলিয়া পরিচিত গূঢ়পুরুষবিশেষ।

সন্ধি—তুই রাজার মধ্যে ভূমি, কোশ ও সেনাদানাদির সর্ত্তে পণবন্ধন।

সন্নিধান—নিধিরূপে অর্থাদি ভূমিগর্ভে সংস্থাপন করা।

সন্নিধাতা—রাজকোষাদির সম্যগ্‌ভাবে নিধানকারী মহামাত্রবিশেষ, অর্থাৎ যিনি কোশাদির সংগ্রহ ও রক্ষণকার্য্যে ব্যাপৃত।

সম—শত্রুরাজার সহিত সমানশক্তি ও সমানসিদ্ধিবিশিষ্ট রাজা।

সমবায়—একত্রমিলন।

সমাজ—প্রীতিসম্মিলন গোষ্ঠী।

সমাধিমোক্ষ—শত্রুর নিকট আধিরূপে রক্ষিত পুত্রাদির মোচন।

সমাহর্ত্তা—তুর্গরাষ্ট্রাদি হইতে উৎপন্ন আয়ের সমাহরণকারী মহামাত্রবিশেষ।

সমাহ্বয়—মল্ল-মেষ-কুক্কুটাদির পরস্পর লড়াইর দ্বারা জুয়াখেলা।

সমুদয়—দ্রব্যোৎপত্তিস্থানসমূহ হইতে সম্যগ্‌ভাবে উদিত বা উত্থিত ধন।

সর্ব্বত্রগ—রাজলেখ্যবিশেষ, যাহাদ্বারা পথিকাদির রক্ষাজন্য অধিকারীজনদিগের উপর কার্য্যভার সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

সর্ব্বাধিকরণ—সর্ব্বপ্রকার শাসনবিভাগ।

সহজমিত্র—বিজিগীষুর একান্তর ভূমির যে অধিপতি তাঁহার মাতাপিতৃসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া স্বভাবতঃ মিত্র।

সহজ-শত্রু—বিজিগীষুর অনন্তর ভূমির যে অধিপতি স্বভাবত তাঁহার অমিত্র কিংবা তুল্যবংশসম্ভূত বলিয়া দায়ভাগী।

সহোঢ়—গর্ভবতী স্ত্রীর বিবাহান্তে জাত পুত্র।

সহোদক (সেতুবন্ধ)—যে স্থানে (সেতুবন্ধে) সর্ব্বদাই স্বাভাবিক জল অবস্থিত থাকে।

স্কন্ধাবার—যুদ্ধযাত্রাপথে রাজার সেনানিবেশ; ইহা রাজধানী অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

স্তম্ভ—রাজার্থের উপরোধ।

স্থলযোধী—স্থলভূমিতে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধকারী।

স্বধাদায়ী—পিণ্ডদায়ী।

স্ববগ্রহ—যে নিজকে ও অপরকে অনুচিত কার্য্য হইতে নিবারণ করিতে সমর্থ।

সামবায়িক—সমবায়াবদ্ধ বহুসংখ্যক রাজাদ্বারা মিলিত সংঘ।

সামুত্থায়িক—সমবায়াবদ্ধ রাজগণ।

সাবেধিক—যে ব্যক্তি অন্যের ভবিষ্যৎ সম্পত্তি প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়া দিতে পারে।

সার্থ—বণিক্‌সংঘ।

সার্থিক—সার্থচারী বণিক্ অর্থাৎ বাণিজ্যার্থ বিদেশে যাত্রাকারী।

সাহস—সর্ব্বসমক্ষে বলাৎকারসহকারে অপহরণাদি।

স্থান—সমান আয়ের সহিত সমান ব্যয়ের অবস্থা; ইহা কখনও 'আসন' ও 'উপেক্ষণ' শব্দের পর্য্যায়বাচী হয়।

স্থানিক—সমাহর্ত্তার অধীনস্থ জনপদ ও নগরচতুর্ভাগের শাসনাধিকারী।

স্থানীয়—৮০০ শত গ্রামের উপর শাসন-ভার দিয়া নিবেশিত নগরবিশেষ।

স্থাবরসন্ধি—বিশ্বসনীয় বলিয়া যে সন্ধি স্থায়ী।

স্বামিসম্পৎ—রাজার প্রকৃষ্ট গুণসমূহ।

সীতা—লাঙ্গলপদ্ধতি, (উপলক্ষণ-দ্বারা) কৃষিভূমি; ধান্যাদি শস্যজাতের নাম।

সীতাত্যয়—কৃষককর্তৃক শস্যাদির অপ-লাপ বা অপহরণজনিত অপরাধের জন্য বিহিত দণ্ড।

সীতাধ্যক্ষ—কৃষিকর্ম্মের পরিদর্শক প্রধান রাজপুরুষ।

স্ত্রীধন—বিবাহিতা স্ত্রীর জীবিকার্থ প্রদত্ত ভূমি, হিরণ্যাদি নগদ টাকা ও শরীরে পরিধানার্থ ভূষণাদি।

সুবর্ণ—তন্নামক সোণার টাকা (ওজনে ১৬ মাষ)।

সুবর্ণপাক—রসতন্ত্রের প্রয়োগদ্বারা লৌহাদিকে সুবর্ণে পরিণত করার বিদ্যা।

সুবর্ণাধ্যক্ষ—রাজার অক্ষশালাতে সুবর্ণা-দির সংশোধন প্রভৃতি কার্য্যের পরিদর্শক প্রধান রাজপুরুষ।

সুরাধ্যক্ষ—সুরা ও তৎকিণ্বের ব্যবহারের পরিদর্শক প্রধান রাজপুরুষ।

সূচক—গুপ্তভাবে আহৃত সংবাদের সূচনাকারী।

সূত্রাধ্যক্ষ—সূত্রাদি-নির্ম্মাণকার্য্যের পরি-দর্শক প্রধান রাজপুরুষ।

সূদ—মাংসাদিপাচক।

সূনা—রাজকীয় পশুবধস্থান।

সূনাধ্যক্ষ—মৃগাদি প্রাণিসমূহের বধাবধ-বিষয়ে অধিকৃত রাজপুরুষ।

স্থূললক্ষ—বহুপ্রদ বা মহাদাতা।

সেতু—গৃহাদিসম্বন্ধে সীমাদ্যোতক চিহ্ন।

সেতুকর্ম্ম—সেতুবন্ধ-নির্ম্মাণ।

সেতুবন্ধ—(১) শস্যাদির উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে নদীপ্রভৃতির কিংবা বর্ষার জল বাঁধিয়া রাখার জলাশয়; (২) কীলকাদিদ্বারা গৃহাদির সীমা-বন্ধ।

সেনাপতি—চতুরঙ্গ রাজকীয় সেনার প্রধান রাজকর্ম্মচারী; দশটি পদিকের উপর প্রাপ্তাধিকার সেনাবিভাগীয় কর্ম্মচারী।

স্তেয়—চুরি।

স্তেয়দণ্ড—চুরির শাস্তি।

সৌবর্ণিক—সুবর্ণাদিনির্ম্মিত শিল্পদ্রব্যের কারবারে নিযুক্ত রাজপুরুষ।

সৌভিক—ঐন্দ্রজালিক।

সংখ্যায়ক—গণনাকার্য্যে বা হিসাবরক্ষায় ব্যাপৃতক।

সংগ্রহণ—দশখানি গ্রামের উপর শাসন-ভার দিয়া নিবেশিত অতিক্ষুদ্র নগর-বিশেষ; বলাৎকারসহকারে স্ত্রী-লোকের উপর ব্যভিচার।

সংঘ—বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের শ্রেণীবিশেষ।

সংঘী—সংঘের সভ্য।

সংযানপথ—সমুদ্রাদির জলমধ্যস্থ নিরন্তর গতাগতির পথ।

সংযানীয়—ক্রয়বিক্রয়ের প্রধান স্থান; বড় বড় (বন্দর) বাজার।

সংস্থ—একস্থানে থাকিয়া যে গুপ্তচরেরা রাজার জন্য সংবাদ সংগ্রহ করে তাহাদের নাম।

সংস্থাধ্যক্ষ—মজুত পণ্যাদির সংস্থান-পরীক্ষক; মতান্তরে, পণ্যশালার অধ্যক্ষ।

সংশ্রয়—বলবত্তর রাজার নিকট নিজকে ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদিকে সমর্পণ।